

# আদি-বুদ্ধ



ডঃ কানাইলাল হাজারা



## কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

ধৰ্মাধাৰ বৌদ্ধ গ্ৰন্থ প্ৰকাশনী - গ্ৰন্থমালা ২১

# আদি-বুদ্ধ

ডঃ কানাইলাল হাজৰা

১৯৯৩

ধৰ্মাধাৰ বৌদ্ধ গ্ৰন্থ প্ৰকাশনী  
কলিকাতা

ADI-BUDDHA

By

Dr. Kanai Lal Hazra

প্রকাশক :

ডঃ সুকোমল চৌধুরী

সম্পাদক,

ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

৫০-টি/১সি পট্টারী রোড

কলকাতা-৭০০ ০১৫

প্রথম প্রকাশ : ২৫৩৭ বুদ্ধাব্দ  
১৯৯৩ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রক :

শ্রীতারাপ্রেস

৩৯/৪ রামতল্লু বোস লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা



## অবতরণিকা

এই গ্রন্থে মহাযানী দেবতাদের তথ্যানির্ভর পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এর দ্বারা মহাযানী দেবতাদের সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকেরা অনেক তথ্য জানতে পারবেন সন্দেহ নেই। তাছাড়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন বা করছেন সকলেই এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ জনসাধারণের মধ্যে দিন দিন বাড়ছে, অতএব এই বিষয়ের উপর গ্রন্থের চাহিদাও ক্রমশঃ বাড়ছে। খেরবাদ বা হীনযান বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে এর মধ্যে বহু গবেষণা হয়েছে এবং শত শত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ খুবই নগণ্য। অনেক বিদ্বৎ পণ্ডিত এ বিষয়ে নিজেদের অবদান রেখে গেছেন, যেমন, এ, ওয়ালে; এল, এ. ওয়াডেল, ডি, রাইট; জে এন, ব্যানার্জী; বি, ভট্টাচার্য; এন, কে, ভট্টশালি, এ, কে, কুমারস্বামী; ডব্লু, ই, ক্লার্ক; আলেকজান্ডার কোরেশ, শোমা; এস. বি, দাশগুপ্ত, এ. ফোচার; এ, গ্রামুডেল; গোপীনাথ রাও, এ, গেট্রি; বি, এইচ, হজসন; হেলমুট হফ্ম্যান; এ, এ. ম্যাকডোনেল; এইচ, এ, ওল্ডফিল্ড; এস, এফ, ওল্ডেনবার্গ; এন, পুষ্টি; ডব্লু, ডব্লু, রকহিল; ই, সেনার্ট; ই, প্লাগিন্টোয়েট; ডি, টি. শ্বজুকি; হরপ্রসাদ শাস্ত্রী; নলিনাক্ষ দত্ত; আর, এন, সালেটের ইত্যাদি। কিন্তু আদিবুদ্ধ, ধ্যানীবুদ্ধ, ধ্যানী বোধিসত্ত্ব এবং বিভিন্ন বুদ্ধ সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনার অভাব দীর্ঘদিন যাবত অনুভূত হচ্ছে। বর্তমান গ্রন্থে সেই অভাব কিছুটা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অতীতের এবং বর্তমানের পণ্ডিতগণের মতামত এবং আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। বর্তমান গ্রন্থকার তাঁর আলোচনাকে যথাসম্ভব তথ্যানির্ভর করার চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী গবেষকগণ এ বিষয়ে আরও যথেষ্ট আলোকপাত করবেন, আরও নতুন নতুন তথ্যের অবতারণা করবেন এটা কাম্য।

আলোচ্য গ্রন্থকে চারি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আছে আদিবুদ্ধ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধ্যানী বুদ্ধগণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ সম্বন্ধে তুলনামূলক এবং সমালোচনামূলক আলোচনা। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন বুদ্ধের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের জীবনী আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এবং সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আমার আচার্য ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয়কে। আমার সহৃদয় ধন্যবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের রীডার ডঃ আশা দাশের উদ্দেশ্যে। আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ রইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এবং সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক এবং গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগীয় প্রধান ডঃ সুকোমল চৌধুরীর প্রতি। তারই চেষ্টায় আমার “আদিবুদ্ধ” শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলায় প্রকাশিত হ’ল। এই গ্রন্থটির অনুবাদে উৎসাহ দেখানোর জন্য আমার অগ্রজ শ্রীমুবোধ কুমার হাজরাকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পালি বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।

কানাইলাল হাজরা

## প্রকাশকের নিবেদন

বর্তমান পৃথিবীতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই বৌদ্ধধর্মের অনেক সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়েছে নানা দেশে। এর ব্যাপক প্রচারও হয়েছে। থেরবাদ বা হীনযান বৌদ্ধধর্মের অনুগামীর সংখ্যার চেয়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের অনুগামীর সংখ্যা বেশী। কিন্তু তদনুপাতে এই মহাযান বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক পঠন-পাঠন ও গ্রন্থপ্রকাশ তেমন হয়নি। তুলনামূলকভাবে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের চর্চা, গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ অনেক বেশী হয়েছে। সাম্প্রতিককালে বৌদ্ধধর্মের প্রতি কৌতূহল প্রদর্শন করছেন অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের বিদ্বজ্জনমণ্ডলী। অথচ সেই অনুপাতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি উপলব্ধ হয়না। বাংলা ভাষায় তো বিশেষ কিছু নেই বললেই চলে। ইংরেজীতে ও অন্যান্য ভাষাতে যৎসামান্যই আছে। ইতিপূর্বে আমরা আমাদের প্রকাশনী থেকে থেরবাদ বা হীনযান-সম্বলিত গ্রন্থাবলীই প্রকাশিত করেছি। মহাযানী গ্রন্থ (অর্থাৎ এই আদি বুদ্ধ) আমরা এই প্রথম প্রকাশিত করছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালি বিভাগের রীডার ডঃ কানাইলাল হাজারার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর “আদি বুদ্ধ” গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি “ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী” থেকে প্রকাশিত করার জন্য আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। নানা কারণে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হতে যথেষ্ট বিলম্ব হ’ল। ইহার দ্বারা মহাযানী দেব-দেবী, বুদ্ধ-বোধিসত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসু বঙ্গভাষাভাষী পাঠক সমাজ যদি কথঞ্চিৎ মাত্রায়ও উপকৃত হন তাহলে আমাদের শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

\*

\*

\*

‘আদি-বুদ্ধ’ নামের দ্বারা পাঠকদের মনে অনুসন্ধিৎসা হওয়া স্বাভাবিক যে এই ‘আদিবুদ্ধ’ আবার কে। তাঁর সঙ্গে গৌতম বুদ্ধ (শাক্যমুনি) বা অন্যান্য বুদ্ধগণেরই বা কি সম্পর্ক? যদিও খ্রীষ্টীয় ১০ম শতক থেকে আদিবুদ্ধ মতবাদের ব্যাপক প্রচার পরিলক্ষিত

হয়, তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, খৃষ্টীয় ১ম শতক থেকেই এই আদি-বুদ্ধ-মতবাদের সূত্রপাত হয় ( Waddel, Lamaism, p. 130 ) এবং ক্রমশঃ এই মতবাদ বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে । আদি-বুদ্ধ শব্দের অর্থ হচ্ছে—আদিকল্পিক বুদ্ধ, যার থেকে অন্যান্য বুদ্ধগণের আবির্ভাব হয়েছে । অনেকে কিন্তু এই আদিবুদ্ধ-মতবাদকে স্বীকার করেন নি তাঁদের মতে এটা একটা অন্যতীর্থক (heretical) মতবাদ, প্রকৃত বৌদ্ধ মতবাদ নয় । খৃষ্টীয় ৩য়, ৪র্থ শতকে আচার্য মৈত্রেয়নাথ তাঁর মহাযানসূত্রাংকারে (৯/৭৭) আদিবুদ্ধকে অনস্বীকার করেছেন । তাঁর মতে কোন ব্যক্তি ‘আদি’ থেকে ‘বুদ্ধ’ হতে পারেন না, কারণ বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য পুণ্যপারমিতা ও জ্ঞানসম্ভারের আবশ্যকতা আছে ।

মহাযান কারণবাহুসূত্রে ( পদ্য সংস্করণ, রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ৩য় শতকের আগে ) বলা হয়েছে যে সর্বাগ্রে আদিবুদ্ধের উদ্ভব হয়েছে । তাঁকে ‘স্বয়ম্ভু’ এবং ‘আদিনাথ’ও বলা হ’ত । এই আদিবুদ্ধ ধ্যানের দ্বারা জগত সৃষ্টি করেছেন । আদিবুদ্ধ থেকে অবলোকিতেশ্বরের উৎপত্তি যিনি জগতের সৃষ্টিকার্যে আদিবুদ্ধকে সাহায্য করেছিলেন । অবলোকিতেশ্বরের দুই চোখ থেকে সূর্য এবং চন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমধা থেকে মহেশ্বর ( = শিব ), দুই বাহু থেকে ব্রহ্মা, হৃদয় বা বুক থেকে নারায়ণ ( = বিষ্ণু ), দাঁত থেকে সরস্বতী, মুখ থেকে মরুৎ, পদযুগল থেকে পৃথিবী এবং উদর থেকে বরুণের সৃষ্টি হয়েছে ।

দেখা যায় যে যোগদর্শনের নিত্যমুক্ত এবং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের কল্পনার সঙ্গে এই আদিবুদ্ধের কল্পনার সাদৃশ্য আছে ।

অবলোকিতেশ্বরের উপাসনা স্বর্গাপবর্গের প্রাপক । কারণবাহুে তন্ত্র-মন্ত্রের উল্লেখও পাওয়া যায় । “ওঁ মণিপদ্মে হুঁ” এই ষড়ঙ্কর-মন্ত্র ( যা আজও তিব্বতী বৌদ্ধদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ) কারণবাহুেই প্রথম দেখতে পাওয়া যায় । কোন কোন পণ্ডিতের মতে ‘মণিপদ্মা’ ছিলেন

অবলোকিতেশ্বরের অর্ধাঙ্গিনী। এইভাবে কারওবাহ থেকে আমরা আদিবুদ্ধ, শ্রষ্টাবুদ্ধ এবং মন্ত্রতন্ত্রসম্বিত বৌদ্ধধর্মের এবং ভক্তিমার্গের পরিচয় পাই।

আদিবুদ্ধ থেকেই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে। যথা, বুদ্ধ বৈরোচন, অকোভা, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি। বুদ্ধ বজ্রস্বের সৃষ্টিও আদিবুদ্ধ থেকে হয়েছে বলে অনেক পণ্ডিতের ধারণা।

এই সকল ধ্যানী বুদ্ধ থেকে ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণের আবির্ভাব। মানুষি বুদ্ধগণ ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণেরই প্রতিচ্ছবি। মহাযান মতে প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ হচ্ছেন এক একটি কালচক্রের অধীশ্বর এবং তাঁর থেকে সমুদ্ভূত ধ্যানী বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন ঐ কালচক্রের শ্রষ্টা। সেই ধ্যানী বোধিসত্ত্বেরই মানুষি বুদ্ধ হচ্ছেন সেই কালচক্রের শাস্তা এবং নশ্বর প্রতিনিধি। ইতিপূর্বে একুপ তিনটি কালচক্র অতিবাহিত হয়ে গেছে। বর্তমান কালচক্র হচ্ছে চতুর্থ কালচক্র। এই কালচক্রের অধীশ্বর হচ্ছেন অমিতাভ বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর হচ্ছেন এই কালচক্রের শ্রষ্টা এবং শাক্যমুনি (গৌতম বুদ্ধ) হচ্ছেন এই কালচক্রের মানুষি বুদ্ধ। শাক্যমুনির মহাপরিনির্বাণের পাঁচ হাজার বৎসর পরে পঞ্চম কালচক্রের সৃষ্টি হবে। ভাবী মানুষি বুদ্ধ মৈত্রেয় এখন তুষ্টিত স্বর্গে অবস্থান করছেন। তিনিই হবেন পঞ্চম কালচক্রের মানুষি বুদ্ধ।

এভাবে আদিবুদ্ধের মতবাদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পূর্ব পূর্ব জন্মে বোধিসত্ত্বরূপে অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করে বর্তমান মানুষি বুদ্ধ শাক্যমুনি এই জন্মে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। যে বোধিবীজ আদিবুদ্ধের মধ্যে বর্তমান তারই অংশ শাক্যমুনি লাভ করেছিলেন এবং তিনি তথাগত হয়েছিলেন। তিনি ৪৫ বৎসর যাবত বহুজনহিতায় ধর্ম প্রচার করে ৮০ বৎসর বয়সে এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন অর্থাৎ তিনি আবার সেই মূল উৎস আদিবুদ্ধের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছেন।

ললিতবিস্তরে ষট্‌পঞ্চাশৎ তথাগতের উল্লেখ আছে। শেষের সাত জনকে সপ্ত মানুষি বুদ্ধ বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন বিপঞ্জি, শিখি,

বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কশ্যপ এবং শাক্যমুনি। পালি বুদ্ধবংশে পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যেও শেষের সাতজনের সঙ্গে জলিতবিস্তরের শেষের সাতজন বুদ্ধের ছবছ সাদৃশ্য দেখা যায়। বুদ্ধবংশে শেষের সাতজন বুদ্ধের নাম হচ্ছে : বিপস্সী (= বিপশ্চি), সিখী (= শিখী), বেস্সভু (= বিশ্বভূ), ককুসন্ধ (= ক্রকুচ্ছন্দ), কোনাগমন (= কনকমুনি), কস্সপ (= কাশ্যপ) এবং গোতম (= শাক্যমুনি)। ভাবীবুদ্ধ হবেন মৈত্রেয় যিনি এখন তুষিত স্বর্গে আছেন।

ডঃ হাজরা তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সব আলোচনা করেছেন। আদিবুদ্ধ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ছবি এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যাবে। তাছাড়া ধ্যানী বুদ্ধগণ, ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ, মাম্মুসি বুদ্ধগণের মধ্যে যে পরস্পর সম্বন্ধ আছে তাও ডঃ হাজরা পরিস্ফুট করেছেন। শেষে পালি-উৎস থেকে পাওয়া পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন। অতএব, বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত বিভিন্ন বুদ্ধের মতবাদ সম্বন্ধে জানতে হলে ডঃ হাজরার গ্রন্থখানি অপরিহার্য।

অলমতিবিস্তরেণ। শুভমস্তু সর্বম্।

কলিকাতা  
আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

} সুকোমল চৌধুরী  
সম্পাদক  
ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী



## ॥ সূচীপত্র ॥

অবতরণিকা	ক-খ
প্রকাশকের নিবেদন	গ-চ
প্রথম অধ্যায় ॥	
আদি বুদ্ধ	১-৬২
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥	
ধ্যানী বুদ্ধগণ (ধ্যানের বুদ্ধগণ)	৬৩-৯৩
তৃতীয় অধ্যায় ॥	
ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ	৯৪-১৭৪
চতুর্থ অধ্যায় ॥	
বুদ্ধগণ	১৭৫-২২০

## প্রথম অধ্যায়

### আদি-বুদ্ধ

খুব সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র নালন্দা বিহারে আদি-বুদ্ধের মতবাদ উৎপত্তি হয়েছিল।<sup>১</sup> বজ্রযানের এক শাখা কাল-চক্র-যান অথবা কাল-চক্র-তন্ত্র এই মতবাদ প্রথমে গ্রহণ করেছিল।<sup>২</sup> বি ভট্টাচার্য বলেন “আদি-বুদ্ধে উৎসর্গিত বিশেষ তন্ত্রই হচ্ছে কাল-চক্র তন্ত্র যাহা মৌলিক তন্ত্র বলে প্রতীয়মান হয়। ইহাতে আদি-বুদ্ধের মতবাদ প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল। এইরূপে কাল-চক্র তন্ত্র দশম ঋষ্টাদের গুণফল।”<sup>৩</sup> এল. এ. ওয়াডেল ইহা উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন,<sup>৪</sup> “দশম ঋষ্টাঙ্কে উত্তর ভারতে, কাশ্মীরে এবং নেপালে যে তান্ত্রিক ক্রমোন্নতির দশা বিকশিত হয়েছিল তাই প্রকটিত হয় দৈত্যাকার বুদ্ধসহ ভয়ানক এবং অনেক-হিংস্রতায় পরিপূর্ণ মতবাদ কাল-চক্রে। ইহা মন্ত্র-যান পদ্ধতিকে একদেহভুক্ত করেছিল এবং ইহাকে বলা হয় বজ্র-যান, এবং ইহার অনুগামীরা বজ্রাচার্য নামে পরিচিত হয়েছিলেন।”

কাল-চক্র সহ যে তান্ত্রিক পদ্ধতির অত্যন্ত উন্নয়ন ঘটেছিল যা যদিও দর্শন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার অযোগ্য ছিল তথাপি তা এখানে মতবাদ সম্পর্কিত ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ইহা কেবলমাত্র মন্ত্র-যানের নির্বোধোচিত অতীন্দ্রিয়বাদ সহ আদি-বুদ্ধ মতবাদের অশিষ্ট তান্ত্রিক উন্নয়ন এবং ইহা কেবলমাত্র ধ্যানী বুদ্ধ নহে এমন কি স্বয়ং আদি-বুদ্ধের সহিত ভয়ঙ্করী কালীর মিলন দ্বারা প্রকৃতির সৃষ্টি এবং গোপনীয় শক্তিকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করে এইভাবে ধ্যান দ্বারা আদি-বুদ্ধ কর্তৃক উৎপাদিত কর্মশক্তি প্রকাশিত হয়। যার দ্বারা ভীতিসঞ্চারিকা সমভরা এবং অপর ভয়ানক ডাকিনী-পাষণ্ডি, সকলেই কালী-প্রতীক, তাদের মত ভয়ঙ্কর স্বামী লাভ করে

যদিও স্বামীগণ আদি-বুদ্ধের এবং ধ্যানী বুদ্ধগণের প্রতিকলিত আলোক বলে পরিগণিত হন। এবং হেরুক, অচল, বজ্র ভৈরব, প্রভৃতি কাল-চক্র নামাঙ্কিত ভয়ানকভাবে নিষ্ঠুর বুদ্ধগণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন এবং স্বর্গীয় বুদ্ধগণ থেকে তাঁরা কোন অংশে নিকৃষ্টতর ছিলেন না, এবং অধিকন্তু তাঁরা ছিলেন হিংস্র এবং রক্তপিপাসু ; এবং নৈবেদ্য, হোম, জাহ্নবিদ্যা, বিশেষ মন্ত্র-জাহ্ন, ইত্যাদি সহ তাঁদের এবং তাঁদের স্ত্রী-কর্মশক্তিদেবীর অবিরত পূজার দ্বারা কেবলমাত্র শাস্ত করা যাবে। আলেকজান্ডার সোমা দ্য কোরেন্স উল্লেখ করেছেন যে দশম খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মধ্য ভারতে আদি-বুদ্ধের ধারণার উৎপত্তি ঘটেছিল। তিনি বলেন, “কাল-চক্র নামাঙ্কিত অদ্ভুত ধর্মীয় পদ্ধতি সংস্কৃতে (তিব্বতীতে এবদবুড্) ভালজে ‘দ্য-জঙ্’ অর্থ প্রকাশ করে ‘সুখের উৎসের উৎপত্তি’ যাকে বলা হয় শম্মু থেকে সাধারণতঃ ব্যুৎপত্তি হয়েছে। উত্তরে এক অবিখ্যসনীয় দেশ, যার রাজধানী ছিল কলপ, একটি অতি চমৎকার নগর, সম্ভলের অনেক বিখ্যাত রাজার বাসভূমি, প্রায় ৪৫° এবং ৫০° উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত, শীত অথবা জাম্বাসটেসের পরে যেখানে বসন্তকালীন বিষুব থেকে গ্রীষ্মকালীন বিষুবরেখা পর্যন্ত দিনগুলির বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ভারতীয় দ্বাদশ ঘণ্টা অথবা ইউরোপীয় গণনায়, ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট।”

দশম খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে মধ্য ভারতে কাল-চক্র প্রবর্তিত হয়েছিল এবং পরে কাশ্মীরের মধ্য দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেছিল। এখানে চতুর্দশ, পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি, যাদের রচনা এখনও পর্যন্ত সেই দেশে বর্তমান রয়েছে, তাঁরা কাল-চক্র পদ্ধতির উপর গবেষণা এবং টীকা প্রকাশ করেছিলেন ; উপরে উল্লিখিত তিন শতাব্দীতে যথাক্রমে জীবিত পুটন বা বু-স্তন, খেটুপ বা মখস-গ্রুব এবং পদ্ম চরপে ছিলেন এই সমস্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিখ্যাত।

পদ্ম চরপে ১৮৯ পৃষ্ঠায় রচিত তাঁর বৌদ্ধধর্মের “ছস-বুসঙ ভালজে সে’ এস-জঙ্”, উৎপত্তির ৬৮ পৃষ্ঠায় নালন্দায় (বা নলেন্দ্র, মধ্য

ভারতে এক বৃহৎ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ) কাল-চক্রের প্রবর্তনের এবং তৎ সম্পর্কিত মতবাদের বর্ণনা করেছেন ।

“তিনি ( সিলু বা ছিলু নামে কোন পণ্ডিত ) তখন মধ্য ভারতের নালন্দায় এসেছিলেন । বিহারের দরজায় নকশা করে ( পৃথিবীর দশ অভিভাবক ) তিনি নীচে এইরূপে লিখেছিলেন । “তিনি, যিনি প্রধান প্রথম বুদ্ধকে ( আদি-বুদ্ধ ) জানেন না, সময়ের বৃত্তকে ( কাল-চক্র, চুশ-কিক্তি, খর-লে, তিব্বতিতে ) জানেন না ।

“তিনি, যিনি সময়ের বৃত্তকে জানেন না, স্বর্গীয় গুণাবলীর সঠিক গণনা জানেন না ।

“তিনি, যিনি স্বর্গীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর সঠিক গণনা জানেন না, সর্বোচ্চ জ্ঞান ( বজ্র ধর, জুয়ন তিব, রদ-রজে দসিন-পন সিএ-সেস ) জানেন না ।

“তিনি, যিনি সর্বোচ্চ জ্ঞান জানেন না, তান্ত্রিক মূলনীতিগুলি ( তন্ত্র জ্ঞানম ) জানেন না ।”

“তিনি, যিনি তান্ত্রিক মূলনীতিগুলি জানেন না, এবং এইরূপ সকল, মৃত্যুর পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির মণ্ডলে ভ্রমণকারী এবং সর্বোচ্চ সাক্ষ্যের আনন্দকারীর পথের বাইরে “অতএব, প্রত্যেক বিশ্বস্ত ব্রহ্ম দ্বারা (গুরু, একজন উৎকৃষ্টতর শিক্ষক, ধর্মীয় পথপ্রদর্শক ) আদি-বুদ্ধ (তিব্বতিতে মহেগ্-গি, সঙ-পেহি সঙ-স-রগম) বা অবশ্যই পাঠিত হইবে এবং প্রত্যেক বিশ্বস্ত শিষ্য যিনি মুক্তি ( স্বাধীনতা ) সাগ্রহে আকাঙ্ক্ষা করেন অবশ্যই শ্রবণ করিবেন :

তিনি এইরূপে লিখেছেন : “শ্রদ্ধাস্পদ ( প্রভু ) নরোত্তম ( নরোত্তম ? ) সেই সময়ে বিহারের অধ্যক্ষ ( তিব্বতিতে মখন-পো ) ছিলেন ; তিনি পাঁচশত পণ্ডিতগণের সহিত বিবাদ করেছিলেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখেছিলেন যে বিবাদে তিনি সকল থেকে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছিলেন, তখন তাঁরা তাঁর পদতলে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর নিকট আদি-বুদ্ধ শ্রবণ করেছিলেন ; সেই সময় মতবাদ খুবই প্রচারিত হয়েছিল” ।<sup>৬</sup> আলেকজান্ডার সোমা দ্য কোরেস আরও বলেন

যে “খণ্ডের খণ্ডট ক্লাসের বা শ্রেণীর প্রথম খণ্ডে যেখানে পরবর্তী কালের ঐতিহাসিক রচনাবলী থেকে স্পষ্টরূপে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, ইহা ছাড়া দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন লেখকগণ কর্তৃক কোথাও কাল-চক্র অথবা আদি-বুদ্ধ সম্বন্ধে উল্লেখ নেই”।<sup>১৬</sup> জি.পি. মললসেকর আদি-বুদ্ধের মতবাদের উৎপত্তির এবং মহাযানের পরবর্তী ধাপের উন্নয়নের সহিত ইহার সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, “আদি বুদ্ধের মতবাদ হচ্ছে সেই মতবাদ যাহা উদ্ভূত হয়েছিল আন্তিকতা রূপে বর্ণিত হচ্ছে এইরূপ তাহার উন্নয়নের অংশ বিশেষ।”<sup>১৭</sup> সেই সময়ের বৌদ্ধধর্ম পরবর্তীকালের মহাযান মতবাদের এবং প্রধানতঃ শৈব চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিল। মুখ্যতঃ ইহা নেপাল এবং জাভায় প্রসারিত হয়েছিল, এই বিতরণ এবং প্রসার অর্থ প্রকাশ করে যে বাংলাতে ইহার উৎপত্তি ঘটেছিল”।<sup>১৮</sup> জাতানীদের মতে আদিম মূলনীতি ছিল অদভায়।<sup>১৯</sup> চার্লস ইলিয়ট বলেন, “ইহা আপাত প্রতীয়মান ছিল নেপালীদের আদি বুদ্ধের সমতুল”।<sup>২০</sup> কারণ মহাযান বিষয়ে জাতানী প্রবন্ধ ‘কমহায়ানিকন’ বর্ণনা করে যে অদভায় থেকে বুদ্ধগণ, দেবতাগণ এবং পার্থিব দৃশ্যমান বিষয়গুলি প্রকাশিত হয়েছিল।<sup>২১</sup> জি.পি. মললসেকর আদি-বুদ্ধের অথবা পরমাদি-বুদ্ধের আবির্ভাবের তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, “কখন আদি-বুদ্ধের অথবা পরমাদি-বুদ্ধের মতবাদ আবির্ভূত হয়েছিল তাহা সিদ্ধান্তে আসায় অসুবিধা আছে।” সোমা কোরেসের মতে, নাম এবং পদ্ধতি যাহাতে সংযুক্ত আছে তাহা শ্রীকাল-চক্র-তন্ত্রের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত আছে। এই তন্ত্রকে দশম অথবা একাদশ শৃষ্টাব্দে নির্দিষ্ট করেছে। এবং অনুপ্রেরণায় খোলাখুলিভাবে শৈব ছিল। কিন্তু দশম শৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হয়েছে বলে বিবেচিত গ্রন্থ নাম-সংগীতিতে মঞ্জুশ্রীর নাম রূপে আদি-বুদ্ধ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু ইহা বিশ্বাস করা হয় যে ইহার উপরে একটি টীকা সপ্তম শৃষ্টাব্দে লিখিত হয়েছিল (তারনাথ, পৃঃ ১৫২)। আদি-বুদ্ধের চরিত্র মঞ্জুশ্রীতে আরোপ করবার যথেষ্ট কারণ আছে। উদাহরণ হিসাবে,

তিনি জ্ঞানের আধার যে কারণে বুদ্ধগণ উদ্ধৃত হন এবং ‘জ্ঞানসব’ বলে তিনি বোধিসত্ত্ব হতে অধিক। কিন্তু এই সকল পরে, মঞ্জুশ্রী হচ্ছেন আদি-বুদ্ধ, কারণ তিনি বৌদ্ধগণের মাতা প্রজ্ঞার রাজা”।<sup>১২</sup>

জি, পি মল্লসেকর আরও উল্লেখ করেন,<sup>১৩</sup> “প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের উপদেশগুলি থেকে আদি-বুদ্ধের ধারণার ক্রমবিকাশকে অন্বেষণ করা খুব কঠিন নহে। খেরবাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলির মতে, ৮০ বৎসর বয়সে শাক্যমুনি নির্বাণ লাভ করেছিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা তৎক্ষণাৎ যোগ করেন যে, যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তা হলে একটি পূর্ণ কল্পের জন্য মানব জীবন যাপন করতে পারতেন। এই চূড়ান্ত নির্বাণে, তিনি দেবগণ এবং মনুষ্যগণের দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয়েছেন যা ব্যাখ্যা করা যায় না এবং বুদ্ধির উপলব্ধির বাইরে, কিন্তু নিঃসন্দেহে ইহা সম্পূর্ণ ধ্বংসাত্মক অথবা শূন্যতা নহে। প্রাচীন কাল হতে এই বিশ্বাস আছে যে যদিও বুদ্ধ অদৃশ্য তা হলেও তিনি জীবন ধারণ করে আছেন। সুখাবতীর (বিভাগ, ২) মতে, একজন বুদ্ধ কল্পগুলির কোটির (দশ লক্ষ) এক শত হাজার নিযুতের (লক্ষ) জন্য অথবা তার অধিক জীবিত থাকেন। বেতুল্যক সম্প্রদায়ের লোকোত্তরবাদের মতে, শাক্যমুনি পৃথিবীতে সশরীরে আবির্ভূত হন না কিন্তু তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য তাঁর নিজের এক প্রতিমূর্তিকে প্রতিনিধিত্বরূপ প্রেরণ করেন। মহাবস্তু আমাদের বিশ্বাস করাবে যে অসংখ্য যুগ আগে, সময়ের প্রারম্ভে শাক্যমুনি বুদ্ধ হয়েছিলেন; এই যুগে পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব, তাঁর নির্বাণ লাভ, ইত্যাদি কেবল মাত্র জাগ্রময় অপছায়া, নির্মাণকায়ের দৃশ্যমান বিষয়। একই মতবাদ **স্বর্ণপ্রভাসে** প্রকাশ পেয়েছে। বিভজ্জবাদীদের গোঁড়া মতবাদেও শাক্যমুনি বুদ্ধ হয়ে স-উপদিসেস-নিব্বানে (অবশিষ্টাংশ সহ নির্বাণ) প্রবেশ করেছিলেন, অবশিষ্টাংশ হচ্ছে কোন সক্রিয় আত্মা ছাড়া শরীর যা জীবিত এবং কথা বলে। কিন্তু যখন বুদ্ধ ধ্যানে মগ্ন ছিলেন (যা তিনি প্রায়ই হতেন) তখন কথা বলা সম্ভব ছিল না, তাঁর



শরীর ছিল ‘জাতুময়’। দ্য লা ভলি পুসাঁ (ই, আর, ই, ১, ২৬এ) বলেন, “খুব সম্ভবতঃ” “বৌদ্ধগণ শীঘ্র বিশ্বাস করেছিলেন যে তাঁহার পার্থিব জীবনের সমস্তটা ছিল প্রকৃত শাক্যমুনির জাতুময় প্রতিভা, যিনি বহু পূর্বে শাস্ত্রত বুদ্ধত্বে প্রবেশ করেছিলেন।” সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই ধারণা বিকশিত হয়েছিল যা শাক্যমুনির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছিল না কিন্তু প্রকৃত ঘটনা এই যে তিনি ছিলেন কতিপয় পর পর আসছেন এমন বুদ্ধ-গণের একজন, যিনি, সুবিধার জন্য গণনা করা যেতে পারে চার (৪) সাত (৭) অথবা চব্বিশ (২৪) হিসাবে কিন্তু যিনি প্রকৃতপক্ষে গঠন করেছিলেন এক অসীম অল্পক্রম সীমা ব্যতীত বিস্তৃতি কালের পিছনের দিকে এবং ভবিষ্যতকালের অগ্রবর্তী, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে এই জগতের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। কিন্তু বুদ্ধক্ষেত্র হিসাবে বর্ণিত দিঙ্ নির্ণয় যন্ত্রের অথবা অঞ্চলগুলির বিভিন্ন দিকে শাসন করেন, তাঁদের মাথায় আদি-বুদ্ধ সহ অসীম এলাকা আলোকিত করে দীপ্তিময় বুদ্ধগণের এক অসীম সহ জগতের এক অসীমত্বের এক শেষহীন একত্র সমাবিষ্ট বহুদৃশ্য পূর্ণ সুদীর্ঘ চিত্র দ্বারা আমাদের হতবুদ্ধি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত। (মুক্তালংকারে (২, ৭৭) আদি-বুদ্ধের মতবাদকে এই কারণে দোষারোপ করা হয়েছে যে সমতুল গুণ এবং জ্ঞান ব্যতীত কেহ বুদ্ধ হতে পারেননা। একজন পূর্ববর্তী বুদ্ধ হতে এইরূপ গুণ কেবলমাত্র লাভ করা যেতে পারে। অতএব, কোন প্রথম বুদ্ধ নেই।)

আদি-বুদ্ধকে ঈশ্বর বা স্রষ্টার ঠিক অপর এক নাম বিবেচনা করলে ইহা হবে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর ইহা হবে এক সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ ইহা অত্যাবশ্যকভাবে এবং মৌলিকতায় কোন ঈশ্বর বা স্রষ্টার ধারণাকে অস্বীকার করে। আদি-বুদ্ধের ধারণাকে বরং গণ্য করা উচিত হবে অভিজ্ঞতার সার্বজনীনতা প্রকাশ করার প্রচেষ্টা হিসাবে, সংসারের এবং নির্বাণের অপরিহার্য একত্ব যাহা মহাযানের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সময়ে সময়ে আদি-বুদ্ধকে এক মহাজাগতিক মনের মূর্ত প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (এভালবেঞ্জ, টিবেটান

বুক অফ দি গ্রেট লিবারেশন, পৃ: ১৩০, নোট ৩)। সত্যতার মূর্ত প্রতীক হিসেবে ইহাকে সম্ভবত বর্ণনা করা যেতে পারে।

সি, ইলিয়ট কাল-চক্র তন্ত্র এবং আদি-বুদ্ধ মতবাদ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “বৌদ্ধ কাল-চক্রের অদ্ভুত মতবাদ হচ্ছে যে একজন আদি-বুদ্ধ অথবা আদি বুদ্ধের আছেন, যার কাছ হতে অন্য সকলে আবির্ভূত হয়েছেন। খুব সম্ভবতঃ মুসলমানগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্ম এই শেষ প্রচেষ্টাকে প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করে, যাহা মহম্মদের উপদেশগুলির ভিত্তিগুলি অস্বীকারের পরিবর্তে প্রদর্শন করতে চেষ্টা করেছে যে একেশ্বরবাদ (প্রত্যেকটি বস্তুর মত) বৌদ্ধধর্মে দেখা দিতে পারে - ভারতবর্ষে এজাতীয় তর্কের অবতারণা প্রায়ই ঘটে। আদি-বুদ্ধের মতবাদ যা হোক নতুন অথবা যথার্থভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ ভারতীয় মনে বুদ্ধের তিন কায়ের মতবাদের ইঙ্গিত করে, কারণ বস্তুতপক্ষে সম্ভোগ-কায় একজন ভারতীয় দেব এবং ধর্মকায় হচ্ছেন ব্রহ্মা অথবা সর্বেশ্বর। কাল-চক্রের প্রভাবে লামাগণ একজন সর্বোচ্চ দেবতাকে পূজা করা অর্থে আস্তিক হয়ে যাননি, কিন্তু তাঁরা আদি-বুদ্ধকে কোনও বিশেষ দেবতার সহিত সনাক্ত করেছিলেন। অতএব সম্ভবতঃ, যিনি সাধারণতঃ বোধিসত্ত্ব হিসাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত অর্থাৎ যিনি বুদ্ধ হতে নিম্নতর তিনি কারও দ্বারা এই সম্মানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই যুক্তি ব্যাখ্যা করা কঠিন আছে, কিন্তু ইহা পরিষ্কারভাবে ঘটনার কার্যের সদৃশ, হিন্দুধর্মের প্রাচীনতম এবং নতুনতম ক্রমোন্নতির দশার মত, যার দ্বারা কেবল মাত্র অন্য দেবতাগণ নয় এমন কি সার্বজনীন প্রেতও একজন বিশেষ দেবতা বলে ঘোষিত হন। ইহা প্রতীয়মান হয় না যে কাল-চক্র তন্ত্র সকলের কাছে অল্পমোদিত হয়েছে। ইহা চীন এবং জাপানে অপরিচিত আছে এবং নেপালে সুপরিচিত নয়।

কাল-চক্র তন্ত্রগুলি সকল অমিতাচারগুলি অবলম্বন করেছিল এবং

প্রধান বুদ্ধগণদের এবং বোধিসত্ত্বদের জন্য একটি করে স্ত্রী যোগিয়েছিল এমন কি আদি-বুদ্ধকে একটি দিয়েছিল।”

আর এন সালেটোরে <sup>১৫</sup> আদি-বুদ্ধ মতবাদ এবং বজ্রযান বৌদ্ধ-ধর্মের সহিত ইহার সম্পর্কের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের বৌদ্ধ ধারণাগুলির মতে, মহত্তম দেবতা বজ্র-ধর আদি-বুদ্ধ, সর্বপ্রথম বা আদিম একেশ্বরবাদী দেবতা নামে পরিচিত, যিনি হচ্ছেন শূন্যের মূর্তকরণ এবং তার থেকে ধ্যানী বুদ্ধগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন। দশম শৃষ্টাক্রমের প্রারম্ভে নালন্দা বিহারে এই মতবাদ উদ্ভূত হয়েছিল বলে দাবী করা হয় ( জে. স, বি, ছই, পৃ: ৫৭ ; জে বি ও আর এস, বজ্র ধর বনাম বজ্র-সত্ত্ব ৯, পৃ: ১১৪ )। আদি-বুদ্ধকে উৎসর্গীত বিশেষ তন্ত্র, কাল-চক্র তন্ত্র সেইজন্য দশম শৃষ্টাক্রমের গুণফল বলে যথার্থভাবে বিবেচিত হয়েছে। (বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি পৃ: ৪২ )। আদি-বুদ্ধকে অগ্নিশিখার প্রতীক হিসাবে পূজা অর্পণ করা হয়েছিল, এবং বৌদ্ধ পুরোহিতগণ তাঁকে অমর স্বয়ম্ভু এবং স্ব জীবিত বলে বিশ্বাস করে। স্বয়ম্ভু পুরাণের মতে, আদি-বুদ্ধ অগ্নিশিখার আকারে নেপালে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ইহাকে আশ্রয় দিতে মঞ্জুশ্রী ইহার উপরে এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং সেই সময় হতে ইহা স্বয়ম্ভু চৈত্যা নামে পরিচিত হয়েছে। এই অগ্নিশিখার অভ্যুদয় নেপালের কালিহুদ সরোবরের পক্ষে হয়েছিল এবং তৎক্ষণাৎ অনেক পূজারী ইহাতে পূজা অর্পণ করেছিলেন। ত্রয়োদশ স্বর্গীয় ভবনের সর্বোচ্চ স্থানে আদি-বুদ্ধ বাস করতেন বলে অনুমান করা হয়। যেমন ধ্যানী বুদ্ধ ধ্যানের মাধ্যমে যে জগতের সহিত সম্পর্ক গঠন করেছিলেন তা থেকে অগ্নিষ্টকে ( অকনিষ্টকে ) বহু দূরে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ইহা বিশ্বাস করা হয় যে আদি-বুদ্ধ অথবা ধ্যানীবুদ্ধ কেহই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন নি কারণ তাঁরা সৃষ্টির সক্রিয় সৃষ্টিকর্তা ধ্যানীবুদ্ধকে ইহার কার্যাবলীর ভার অর্পণ করেছিলেন। যেমন তিনি শাস্ত

য্যানে ঢেকে রেখেছেন, তিনি প্রার্থনার দ্বারা পূজিত হন না অথবা তাঁকে আবাহন করা হয় না।”

সিন্ধু সাকাই আদি-বুদ্ধের ধারণার উন্নয়নের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, ১৬ “সংস্কৃত নাম আদি-বুদ্ধ। চীন ভাষায় পেন-চু ফো হিসেবে অনূদিত হয়েছে যাকে আক্ষরিকভাবে অর্থ করলে দাঁড়ায় আদিম, সর্বপ্রথম বুদ্ধ। পরমাদি-বুদ্ধ হচ্ছে আর একটি নাম। ইহা চীন ভাষায় সেঙ-চু-ফো হিসাবে অনূদিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে অতুলনীয়, প্রথম বুদ্ধ। তিব্বতি ভাষায় ইহা দন-পোহি-মানস-খগ্যম, মচোগ-গি-দন-পোহি-মানস খগ্যম বা খোগ-মহি-মানস খগ্যম হিসাবে অনূদিত হয়েছে। সবগুলিই ইঙ্গিত করছে সকল বুদ্ধগণের বুদ্ধ, যিনি মৌলিকভাবে অগ্রগামী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন : পরমাদি-বুদ্ধধৃত-শ্রী-কাল-চক্র নাম তন্ত্ররাজ (তম ৩৬২) এবং জ্ঞানসত্ত্ব মঞ্জুশ্রাদি-বুদ্ধ-নাম-সাধন (তম ২৬০৪)।

আদি-বুদ্ধের ধারণা এবং বিশ্বাস উদ্ভূত হয়েছে বিদেশাগত শিক্ষাদানে নহে, কিন্তু গুহ্য বৌদ্ধধর্মেতে। বৌদ্ধ ইতিহাসের প্রারম্ভ কালে পদটি মনে হয় ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এই ধারণায় বিশ্বাস সম্ভবতঃ দেরিতে উদয় হয়েছিল, যখন গুহ্য বৌদ্ধধর্ম ভারতীয় তান্ত্রিকতার অতীন্দ্রিয়বাদের সংস্পর্শে এসেছিল, পরিণামে তাদের পারস্পরিক প্রভাব। বৌদ্ধধর্মের গুহ্যতার দিকগুলি হিন্দুধর্মের ঐ বিভিন্ন দিকগুলির অগ্রবর্তী ছিল। কিন্তু যখন পরবর্তীদের অস্তিত্ব হল, তখন তারা গুহ্য বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে উভয় আন্দোলনের পদ্ধতি এবং গঠন পরস্পর বিনিময়ের দ্বারা প্রায় অভিন্ন হয়েছিল। দীক্ষিতদের জন্য মতবাদের ইতিহাস এখানে উল্লেখ করা হয়েছে কারণ আদি-বুদ্ধের ধারণা এবং বিশ্বাসের উন্নয়ন ইহার সহিত নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। এই ইতিহাসকে সময়ের তিন নির্দিষ্ট বিভাগে ভাগ করলে সুবিধাজনক হয় : (১) উৎপত্তি, (২) উন্নয়ন এবং (৩) গুহ্য বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ; এবং তারা যথাক্রমে মিশ্রিত, পবিত্র এবং পরবর্তী গুহ্য-যুগগুলি হিসাবে বর্ণিত হতে পারে।

(১) মিশ্রিত গুহ্য বৌদ্ধধর্মের প্রথম যুগ গঠিত হয়েছে ইহার উৎপত্তি এবং সংস্থাপন পদ্ধতির দুই প্রকারে, মাধ্যমিক এবং বিজ্ঞপ্তি-বাদ। এই যুগে কেবলমাত্র রহস্যময় চিন্তার উৎস এই দুই পদ্ধতির মধ্যে একটির মতবাদে দেখা দিতে পারে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নানাবিধ নিয়মগুলি এবং নানাবিধ বুদ্ধগণের চিত্র এবং মূর্তিগুলি পৃথকভাবে স্থাপিত; অসম্পূর্ণ এবং এলোমেলো সাজানোয় প্রদর্শিত গুহ্য সূত্রগুলিতে (কল্প) দেখা দিতে পারে।

(২) দ্বিতীয় যুগ হচ্ছে গুহ্য বৌদ্ধধর্মের পবিত্র যুগ। ইহা ঐ সকল প্রথম আরম্ভগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল এবং প্রণালীবদ্ধ করেছিল, এবং তাদের এক দর্শনশাস্ত্রীয় তাৎপর্য দিয়েছিল। এখানে মাধ্যমিকের এবং যোগের দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতি দেখা যায়। যখন মাধ্যমিক উভয় আনুষ্ঠানিক নিয়মগুলিকে এবং দর্শনশাস্ত্রীয় ধারণাগুলিকে প্রণালীবদ্ধ করেছে, যোগ পদ্ধতি সেই সময় কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত নিহিতার্থ বিষয়গুলি আলোচনা করে। এই স্তর পর্যন্ত রহস্যময় বৌদ্ধধর্মে হিন্দুধর্ম এবং অপর ধর্মগুলির রহস্যময় উন্নয়নগুলি অপেক্ষা অনেক পূর্বে উন্নয়ন ঘটেছিল।

(৩) পরবর্তী গুহ্য বৌদ্ধধর্মের সময়কে তৃতীয় যুগ বলা হয়। ইহা পবিত্র গুহ্য বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপনের পরে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধ মতের উপস্থাপনা দেখেছিল। শরীরের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সংক্রান্ত দ্বিহীন দর্শন দ্বারা এবং যোগের দর্শনশাস্ত্রীয় পর্যবেক্ষণ দ্বারা গুহ্য মতবাদের পবিত্রতাকে প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধবাদীয় ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে কলুষিত করেছিল। ইহা পদ্য এবং বক্তৃতা রূপে নামাঙ্কিত দুই মূল ধারণাগুলির তথ্য সংবাদের আদানপ্রদানের পদ্ধতিতে বিকশিত হয়েছিল।

সময়ের তিন নির্দিষ্ট বিভাগের এই শ্রেণীবিভাগকে গুহ্য সূত্রের চার বিভাগের যথা ক্রিয়ার, চর্যার, যোগের, এবং অনুত্তর যোগের প্রতিক্রিয়া উদাহরণগুলিতে প্রয়োগ করতে পারে। **সুসিদ্ধিকারসূত্র** (তৈষে, ৮৯৩; তম ৮০৭) এবং **সুবাহুপরভপৃচ্ছা সূত্র** (তৈষে, ৮৯৫

তম ৮০৫) হচ্ছে ক্রিয়া নমূনার গুহ্য সূত্রগুলি এবং প্রথম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত আছে। এইরূপ সূত্রগুলি কদাচিৎ দর্শনশাস্ত্রীয় তাৎপর্যের অধিকারী হয় এবং তাদের ফলস্বরূপ আগতভাবে বলা হয় ধ্যানোত্তরপটলক্রম (তম ৮০৮)। **মহাবৈরোচনাভিসম্বোধি-সূত্র** (তৈষে, ৮৪৬, তম ৪৯৪) ক্রিয়া সূত্র বিভাগেতে আছে; কিন্তু দ্বিতীয় পবিত্র সময়কালে অধিকারভুক্ত হয়েছে। চর্যা বিভাগের **তত্ত্বসংগ্রহ-সূত্র** (তৈষে ৮৮২; তম ৪৭৯) এবং যোগ বিভাগের **পরমাধি-সূত্র** (তৈষে ২২৪; তম ৪৮৭ এবং ৪৮৮) পবিত্র গুহ্য বৌদ্ধধর্মের বিশেষ সময়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। নানাবিধ বৃহদাকার গুহ্য সূত্রগুলি পরবর্তী গুহ্য বিশেষ সময়েতে রচিত হয়েছিল। **গুহ্যসমাজ-সূত্র** (তৈষে ৮৮৫; তম ৪৪২ এবং ৪৪৩) ঐ সময়ের মৌলিক সূত্রগুলির একটি রূপ বিবেচিত হতে পারে। আদি-বুদ্ধের ধারণা এবং আদি-বুদ্ধতে বিশ্বাস প্রথম যুগের গুহ্য সূত্রগুলির মধ্যে এপর্যন্ত দেখা যায় নি।

আদি বুদ্ধের ধারণার উন্নয়ন গুহ্য সূত্রগুলির বিবৃতিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সম্যক পরীক্ষা দ্বারা কেবলমাত্র সন্ধান করা যেতে পারে। যেমন উপরে লক্ষ্য করা হয়েছে, পবিত্র গুহ্য সময়ের অন্তর্ভুক্ত সূত্রগুলি খুবই প্রণালীবদ্ধ করা আছে। **মহাবৈরোচনাভিসম্বোধি-সূত্রে** বুদ্ধের কার্যাবলী কায়ের, বাক্যের এবং চিন্তের তিন রহস্যের বিবেচনা বিষয় হতে উল্লেখিত হয়েছে। কায়কে বলা হয় জরায়ু যা থেকে মহান সহানুভূতির মণ্ডল নির্গত হয়েছে। বাক্যকে বলা হয় মণ্ডল যা শব্দের চাকাকে ঘোরায় এবং চিন্তকে বলা হয় গোপনীয় মণ্ডল। এগুলোর মধ্যে কায়মণ্ডল হচ্ছে মৌলিক মণ্ডল, যথা, মহান সহানুভূতির মণ্ডল। পূর্ণাঙ্গ চক্রের মণ্ডল দ্বারা বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে অবস্থানকারী বুদ্ধগণ এবং বোধিসত্ত্বগণ হচ্ছেন বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের অধিপতি মহা-বৈরোচন তথাগতের অসংখ্য গুণাবলীর প্রত্যেকটির অভিব্যক্তি। তাঁরা তিনটি মণ্ডলীতে শ্রেণী বিভক্ত হয়েছেন : বুদ্ধ, পদ্ম এবং বজ্র। **মহাবৈরোচন সূত্রের** সম্বন্ধ সম্পর্কিত অধ্যায়ে চিন্তগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। সমাধি পাঁচ প্রকারের,



যথা বুদ্ধের, বোধিসত্ত্বের, শ্রাবকের, প্রত্যেকবুদ্ধের এবং মনুষ্যজাতির সমাধি। মহাবীর সমাধি অধ্যায় বর্ণনা করে মহাবৈরোচন তথাগত যিনি বুদ্ধের প্রতিনিধিত্ব করেন। যেমন : বুদ্ধের জ্ঞান হচ্ছে ধারণাতীত এবং অতুলনীয়। যাঁরা সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং যাঁরা নিজ-জাগরণের দ্বারা সত্যকে উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা তাঁদের সমস্ত ইচ্ছার পূর্ণতা খুঁজে পাবেন। (তৈষে, ১৮, ৯ব ; তিব্বতী হস্তেরি সংস্করণ, পৃঃ ৮৬)। তিব্বতী গ্রন্থে আছে ‘যাঁহারা নিজ-জাগরিত’। সংস্কৃত স্বয়ম্ভূর অনুবাদ যা চীন ভাষায় তজু-য়ন-চিহ্ন (স্বভাবতঃ—উৎপাদিত-জ্ঞান) হিসেবে অনূদিত হয়েছে। পরবর্তী কালে স্বয়ম্ভূ আদি-বুদ্ধের অন্য নাম রূপে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এক গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যের অধিকারী। মহাবৈরোচন সূত্রের বুদ্ধগুহা টীকাতে আদি-বুদ্ধ শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যথা, যাঁরা নিজ-জাগরিত তাঁরা হচ্ছেন বোধিসত্ত্ব, অষ্টম শ্রেণী হতে তাঁরা মহত্তর। তাঁরা অপর জন দ্বারা নির্দেশিত হন না কিন্তু তাঁরা নিজেদের দ্বারা জাগরণ লাভ করেন। (তম, ২৬৬৩, ৩৩২ বি৬, পুনঃস্থাপিত গ্রন্থ) এবং, পুনরায়, মণ্ডল বিষয়ক অধ্যায়ে যা ব্রহ্মাণ্ডের চক্রকে ঘোরায়, মহাবৈরোচন সূত্রে তথাগত নিজেই বর্ণনা করেছেন, যথা : আমাকে বলা হয় জগতের সর্বাপেক্ষা অধিক ভক্তি-ভাজন কারণ আমি যথাযথরূপে শ্রেষ্ঠ (লোকাদি) যিনি মহত্তম মৌলিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং অতুলনীয় ধর্ম প্রচার করেছিলেন (তৈষে ১৮, ২২ বি-সি ; তিব্বতীয় হস্তেরি, পৃঃ ২১)। বুদ্ধগুহ্যের টীকাকারের মতে, লোকাদি পদ যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যথা : যথাযথরূপে শ্রেষ্ঠের দুইটি প্রকার হচ্ছে পবিত্র এবং অপবিত্র। পবিত্রর মধ্যে অন্তর্গত করা হয়েছে বোধিসত্ত্বগণ প্রথম ধাপ অপেক্ষা মহত্তর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রথম আলোক সম্পন্ন মহৎগণ। অপবিত্র অর্থে ব্রহ্মা এবং ইন্দ্র যাঁরা প্রথম কল্পের ধ্বংসের পরে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঠিক সেই সময়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এখানে অবশ্যই লেখা হবে যে ‘প্রথম’ শব্দটি হচ্ছে সেই যেমন আদি

বুদ্ধের সংস্কৃত আদি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিকতম শ্রদ্ধেয়র জন্য ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে লোকনাথ।

**মহাবৈরোচন সূত্রে** বর্ণিত তিনটি ছুজ্জের বিষয়ের অধিকতর বিকাশ ঘটেছিল পবিত্র গুহ্য বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বসংগ্রহ সূত্রে। তিন রহস্যের প্রকৃত প্রবেশকে বলা হয় কর্মের বিভাগগুলি এবং তিন রহস্যকে চার অংশে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে, যথা, মহা, সময়, ধর্ম এবং কর্ম। তাদের এইরূপে, যথাক্রমে, বলা হয় মহা-মণ্ডল ( কায় ), সময় মণ্ডল ( চিত্ত ), ধর্ম-মণ্ডল ( বাক্ ), এবং কর্ম-মণ্ডল ( কর্ম )। মুদ্রা শব্দটি যোগ করে তারা মহা মুদ্রা, সময়-মুদ্রা, ধর্ম মুদ্রা এবং কর্ম-মুদ্রা রূপে প্রতীক হয়েছিল। এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে **ত্রৈলোক্যবিজয় সূত্রে**, যা হচ্ছে **কেনগোছো সূত্রের** চতুর্থ 'সাক্ষাৎকার' ( তথাগতগণের, বোধিসত্ত্বগণের ইত্যাদির ১৮টি সাক্ষাৎকার, **কেনগোছো সূত্রে** একত্রে দলবদ্ধকৃত প্রত্যেকটি সূত্রের পৃথক নামসহ। এইরূপ সম্মিলনগুলি এইরূপে সূত্রের নাম দ্বারা পরিচিত হয়েছে এবং 'সাক্ষাৎকার' হিসাবে সূত্র উল্লিখিত হয়েছে - জি. পি-মললসেকর ), মহাতে, ধর্মতে, সময়েতে এবং কর্মেতে। **কল্পসমুচ্চয়যোগ সূত্রে** তাহা হচ্ছে **কেনগোছো সূত্রের** তৃতীয় সাক্ষাৎকার, কর্ম-বিভাগ আবার কর্ম এবং রত্নতে বিভক্ত হয়েছে, সব মিলিয়ে পাঁচ বিভাগ করা হয়েছে। **তত্ত্বসংগ্রহ সূত্রে**, **কেনগোছো সূত্রের** প্রথম সাক্ষাৎকার, এই বিভাগগুলির উৎপত্তি এবং নানাবিধ বুদ্ধগণ এবং বোধিসত্ত্বগণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছে। বজ্রধাতু-মহাসত্ত্ব নিজে সকল তথাগতগণের বোধিজ্ঞান উপলব্ধি করবার পর বজ্রধাতু-তথাগত হয়েছিলেন এবং প্রবেশ করেছিলেন বজ্র-সত্ত্বে যা হচ্ছে অন্তর্দৃষ্টির পাঁচ প্রকারের মৌলিক প্রকৃতি : ধর্ম ধাতুর পবিত্র অন্তর্দৃষ্টি, দর্পণ-সদৃশ অন্তর্দৃষ্টি, একত্বের প্রকৃতিতে অন্তর্দৃষ্টি, বিশ্ময়কর অন্তর্দৃষ্টি এবং কর্ম-সম্পাদনকারী অন্তর্দৃষ্টি। সমস্ত তথাগতগণ এই বজ্র-সত্ত্বে আবিস্কৃত হন। প্রত্যেকে অপরের সহিত কথোপকথন করতে পারেন এবং বাস্তবতায় প্রত্যেকে আছেন তাঁদের সহিত, কোন

পার্থক্য নেই। কেহ সকল তথাগতগণের সিংহ আসনে উপবেশন করেন। অপরজন চার দিকগুলির সম্মুখভাগে এবং এইরূপ চার বুদ্ধগণ যারা হচ্ছেন জ্ঞানের চার প্রকারের অপরিহার্য প্রকৃতি তাঁরা উদিত হন। এই বুদ্ধগণ হচ্ছেন অক্ষোভ্য ( পূর্ব ), রত্ন সম্ভব ( দক্ষিণ ), অমিতাভ ( পশ্চিম ) এবং অমোঘসিদ্ধি ( উত্তর )। তাছাড়া ছত্রিশটি পবিত্র সম্ভানসম্ভূতি রয়েছেন যার অন্তর্ভুক্ত করেছে চার পারমিতাকে প্রতীক স্বরূপ প্রদর্শিত চার শক্তিগুলি, যোল জন মহান বোধিসত্ত্বগণ তাঁরা হচ্ছেন চার জন তথাগতের শিষ্যগণ, চার আভ্যন্তরিক শিষ্যগণ, চার বহিরাগত শিষ্যগণ এবং চার দিকপালগণ ( তৈষে, ১৮, ২০৮, এ-২১৬-এ-২২৭এ, ৩৩৬এ ৩৪২ বি-৩৫১ বি ; তৈষে, নম্বরগুলি ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২ ; তম ৪৭৯ )।

উপরে প্রদত্ত **মহাবৈরোচন সূত্রের** এবং **তত্ত্বসংগ্রহ সূত্রের** ব্যাখ্যাগুলির ভুলনা হতে ইহা স্পষ্ট হবে যে মিশ্রিত গুহ্য বৌদ্ধধর্মের প্রথম পর্যায়ের নানাবিধ পবিত্র জনকে পূর্বোল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ করেছিল এবং একত্রীভূত করেছিল, যখন শেবোক্ত ব্যাখ্যা করেছিল যে এক বুদ্ধ বজ্রধাতু-তথাগত হতে ছত্রিশটি পবিত্র জন উদ্ভূত হয়েছেন। পূর্বোল্লিখিত প্রদর্শিত মতবাদ হতে ইহা অধিক পরিমাণে উন্নত মতবাদ বলে পরিগণিত হয়। পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, **তত্ত্বসংগ্রহ সূত্রে** চারটি অধ্যায় আছে, বজ্রধাতু, ত্রৈলোক্য বিজয়, পরি-অভিচার এবং সর্বার্থ-সিদ্ধি, তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি যথাক্রমে মহাকে, সময়কে, ধর্মকে এবং কর্মকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে। যেমন প্রত্যেকে অপর তিনটিকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, তারা পারস্পরিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছিল। উপরে উল্লিখিত বজ্র-সত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **পরমাদি সূত্রের** বজ্র-সত্ত্ব অধ্যায়ে ( তৈষে, সংখ্যা ২৪৩; তম ১৭ এবং ৪৮৯ ) যা **কেনগোছো সূত্রের** ষষ্ঠ সাক্ষাৎকার বলে বিবেচিত হয় এবং পূর্বোক্তের প্রথম সাক্ষাৎকার সদৃশ বলে গণ্য হবে। ইহা বলা হয় যে আদ্য-মহা-বজ্র শব্দগুলি, মৌলিক প্রথম মহান বজ্র-সত্ত্বের চিহ্ন ইঙ্গিত করে ( তম ৪৮৭ )। অতএব, **পরমাদ্য-নাম-মহাযানকল্পরাজ**

সূত্র বজ্র-সম্বন্ধের সহজাত বোধি জ্ঞান সম্বন্ধে ইহার সাত খণ্ডে ব্যাখ্যা করেছে। সেই কারণে পরমাদি শব্দকে ( সর্বোচ্চ এবং শ্রেষ্ঠ ) সূত্রের নামের সহিত সংযুক্ত করেছে ( তৈষে সংখ্যা ২৪৪ তম সংখ্যাগুলি— ৪৮৭, ৪৮৮ ) এইরূপে বজ্র-সম্বন্ধের নাম হচ্ছে পরমাদি এবং ইহার চিহ্ন হচ্ছে আদ্য মহাবজ্র। সকল তিন পদগুলি হচ্ছে সমান এবং পঞ্চ-বিভাগীয় বজ্র নামে জ্ঞানের পাঁচ প্রকারের ( পঞ্চ-জ্ঞানাত্মক ) অপরিহার্য এবং মৌলিক প্রকৃতি গঠন করে ( পঞ্চ সেখর বজ্র অথবা পঞ্চারিয় বজ্র : মহাবৈরোচন সূত্রের বুদ্ধগুহা টীকা, তম সংখ্যা ২৬৬৩, ৩৪৪এ )। গুহা বৌদ্ধধর্মে যখন একজন শিষ্যকে কনজা অনুষ্ঠান দেওয়া হয় অথবা জল ছিটানোর দ্বারা দীক্ষা দেওয়া হয়, তিনি একজন আচারিয় বলে বিবেচিত হন। সেই সময়ে শিক্ষক কর্তৃক পঞ্চ-বিভাগীয় বজ্র তাঁহাকে প্রদত্ত হয় যখন পরবর্তী শ্লোক স্তব করা হয় : সকল বুদ্ধগণের এই হচ্ছে প্রকৃতি এবং ইহা বজ্র-সম্বন্ধের হস্তে অর্পণ করা হয়েছে। আপনি গ্রহণ করুন এবং সর্বদা তাঁর অটল নীতিসূত্রগুলি গ্রহণ করুন। ( তৈষে ১৮, ২২৩ বি, ২৫১ সি, ৩৫২ বি ; তম ৪৭৯, ৩৫এ )। এই শ্লোকে ইহা প্রদর্শিত হয়েছে যে সিগননের অনুগামীগণ এবং বজ্র-সম্ব, বজ্র-জন একই।

**গুহা-সমাজ সূত্রে** যা হচ্ছে **কেনগোছো সূত্রের** পঞ্চদশ সাক্ষাৎকার এবং পরের পর্যায়ে গুহা বৌদ্ধধর্মের মৌলিক সূত্র, পরবর্তী প্রশ্নগুলি এবং উত্তরগুলি প্রদর্শিত হয়েছে : প্রশ্ন : সেখানে কত প্রকারের প্রকৃত প্রকৃতি আছে, এবং কত প্রকারের রহস্য আছে ? বিরাট রহস্য কি ? সকলের শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীতে কত প্রকার আছে ?

ইহা ব্যাখ্যাত হবে যে প্রকৃত প্রকৃতির পাঁচ প্রকার এবং রহস্যগুলির তিন প্রকার আছে। মৌলিক বোধি জ্ঞান হচ্ছে বিরাট রহস্য এবং সকলের উচ্চতম শ্রেণীতে একশত প্রকার আছে ( তৈষে, ১৮, ৫০৬-৭, জি জো এস, এল, তিন। ১৫০-৩ ; তম, সংখ্যা ৪৪৩, ১৪৮-৫০ )।

আদি-বুদ্ধের ধারণার বিষয়বস্তুগুলি, বিশেষতঃ পরের পর্যায়ের গুহ্য বৌদ্ধ ধর্মে যেমন কল্পিত এখানে তাহা ব্যাখ্যা করা হবে। শূন্য-কায় (বিবেক-কায়) যাহা সর্বোচ্চ যোগ যানে (অজুত্তর-যোগ-যান), ধ্যানের চূড়ান্ত ধাপ অতিক্রম করেছে তাই হচ্ছে মৌলিক প্রতিষ্ঠিত সম্বন্ধীয় শূন্য (বিবেক) এবং পরম সুখ (মহা-সুখ)। এই বিংশতি অংশে বিভক্ত, যথা পাঁচ সমষ্টি, চার কর্মক্ষেত্র, ছয় জগত এবং পাঁচ ইন্দ্রিয় বস্তুগুলি। এই বিংশতিগুলি পাঁচ বুদ্ধগণ কর্তৃক শাসিত হয় এবং প্রত্যেক বুদ্ধের আছে ঐ সকল বিংশতি অংশ; বিংশতি আবার একশত অংশে হয়। প্রত্যেক বিভাগ হচ্ছে স্বয়ং আদিম বোধি জ্ঞানের এবং এইরূপে সর্বোচ্চতম একশত শ্রেণীগুলির বিবেক-কায়ের মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সর্বোচ্চতম একশত শ্রেণীগুলির বিবেক-কায়ের প্রকৃত প্রকৃতি পাঁচ শ্রেণীতে ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। বৈরোচন, রত্নসম্বত, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি এবং অক্ষোভ্য। এই শ্রেণীগুলি পুনরায় কায়ের, বাক্যের এবং মনের ক্ষুদ্রতর অংশে তিন বজ্রে বিভক্ত হয় যা কায়ের, বাক্যের এবং চিন্তের হচ্ছে, স্বয়ং প্রকৃতি, তিন শ্রেণীর রহস্যময় বিবেক-কায় হিসাবে বোঝা যায়। কায়ের, বাক্যের এবং চিন্তের এই তিন বজ্রগুলি একটি ব্যক্তিতে একত্রিত এবং সংযুক্ত হয়েছে; যা হচ্ছে বজ্রধর বুদ্ধ এবং এক শ্রেণীর মহান্ রহস্যময় বিবেককায়, বজ্র-স্তম্ভের যথার্থ প্রকৃতি রূপে।

সংক্ষেপে, একশত শ্রেণীগুলি পাঁচ মণ্ডলীতে একত্রিত হয়েছে এবং পুনরায় কায়ের, বাক্যের এবং চিন্তের বজ্র সংযুক্ত হয়েছে। বজ্রধর-বুদ্ধ এই সকল শক্তিগুলি অন্তর্গত করেছেন তা একটি শরীরে যা হচ্ছে আদি-বুদ্ধ। আদি-বুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত বজ্রধর-বুদ্ধের এই সকল ধারণাগুলির সম্পূর্ণতা জাগতিক অর্থে হচ্ছে, মায়াদেহ, মায়ার দেহ, যা বায়ুর এবং চিন্তের ক্ষুদ্রতম যথার্থ সত্তা দ্বারা কেবল-মাত্র গঠিত হয়েছে। তিনি মায়াপম সমাধিতে বাস করেন। ইহা কে বলা হয় বজ্র-কায়, যা প্রকৃত অর্থে বাধাহীন, আপেক্ষিকতার কোন ধারণা ব্যতীত চিন্তের এক বন্ধনমুক্ত অবস্থা। অপর কথ্যে,

উপরে উল্লিখিত পাঁচ শ্রেণীর বিবেক-কায়ের প্রকৃত প্রকৃতিকে ধ্যানী বুদ্ধ বলা হয়। কেননগোছো সূত্রের প্রথম সাক্ষাৎকারের পঞ্চ বুদ্ধের সহিত পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের তুলনা করলে দেখা যায় যে, ধ্যানী শব্দ খুব সম্ভবতঃ গুহ্য বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী সময়ে যুক্ত হয়েছিল। পাঁচ বুদ্ধকে যিনি শাসন করেন সেই আদি-বুদ্ধ রূপে পঞ্চাধ্যানী বুদ্ধকে বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করে ছয় বুদ্ধ উল্লিখিত হয়েছেন। পঞ্চক্রমে আদি-বুদ্ধরূপে বজ্র-সত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ বোঝায় : তিনি স্বয়ং উদ্ভূত স্বয়ম্ভু তথাগত ( তম ১৮০২, ৫৩-৪, স্তোত্রিত সংগ্রহ, পৃ: ৯ )। ইহা পরিষ্কার যে স্বয়ম্ভু শব্দ আদিবুদ্ধরূপে বজ্রসত্ত্বকে ইঙ্গিত করেছিল এবং ইহা উল্লেখযোগ্য যে এইরূপে আদিবুদ্ধের বুদ্ধ-ব্যক্তিত্ব পরবর্তী কালের গুহ্য বৌদ্ধধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী গুহ্য কালের মধ্য সময়ের বজ্রসত্ত্বকে প্রকৃত লঙ্কে আদি বুদ্ধ বলা যায়। ইহা নামসংগীতিতে দেখা যায়। যেখানে আদি বুদ্ধ হিসাবে বজ্রসত্ত্বের নানাবিধ গুণাবলী যথা পাঁচ বুদ্ধ এবং জ্ঞানের পাঁচ প্রকার হিসাবে বিভাগীয় শ্রেণী বিভাগ দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে, এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে মঞ্জুশ্রী-জ্ঞানসত্ত্ব পরমার্থ নামসংগীতি ( তৈষে সংখ্যা গুলি ১১৮৭-৯০, তম সংখ্যা ৩৬০ )। এখানে বজ্রসত্ত্বের পরিবর্তে মঞ্জুশ্রীর নাম ব্যবহৃত হয়েছে তার কারণ হচ্ছে যে বজ্রসত্ত্বের অপর নাম সমস্ততত্ত্বের মৌলিকভাবে বোধিকায়ের অভিব্যক্তি হচ্ছে মঞ্জুশ্রী। যাহা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, এই টীকাতে মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞাসত্ত্ব আদি বুদ্ধের ভাব ধারাটি রয়েছে এবং বিবৃতিও আছে যে মঞ্জুশ্রী প্রজ্ঞাসত্ত্বের প্রজ্ঞাকায় হচ্ছে স্বয়ং উদ্ভূত ( স্বয়ম্ভু; তৈষে, ১০, ১০, ৮২০ )। এখানে আদি বুদ্ধের অপর নাম হিসাবে স্বয়ম্ভু পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিষয় বস্তুগুলি থেকে ইহা পরিষ্কার বোঝা যায় যে কেন বজ্রসত্ত্বের পরিবর্তে মঞ্জুশ্রী নাম ব্যবহৃত হয়েছে। যদিও সত্ত্বের তিন প্রকার যথা, সময়, জ্ঞান এবং সমাধি, তথাপি, মৌলিক সত্ত্ব হচ্ছে জ্ঞানসত্ত্ব,



অতএব, বজ্রসম্বন্ধে মঞ্জুশ্রী বলা হয় কারণ তিনি জ্ঞান সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেন।

একই নামসংগীতি টীকাতে ঠিক সেই নাম আদি-বুদ্ধ উল্লিখিত এবং প্রশংসিত হয়েছে : বুদ্ধের আরম্ভ নেই এবং সময়ে অসীম হয়েছেন। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন অশরীরী এবং অদৃশ্য ( তৈষে, ১০, ১০, ৮২২ ; তম, ৩৬০ )। এই সহজাত বোধি হচ্ছে এ শব্দ-অক্ষর যা ইঙ্গিত করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের জীবন। এটা হচ্ছে মহাবৈরোচন সূত্রের উল্লিখিত মহাবীর সমাধির মত। যথা : যে ধর্ম সৃষ্টি হয় নি যা আমি উপলব্ধি করেছি তা হচ্ছে শব্দের ভাবের যে কোন অর্থ থেকে পৃথক এবং কোন ক্রটি নেই এবং সেই জগৎ, ইহা যে কোন প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ কারণগুলি থেকে পৃথক। শূণ্যতার জ্ঞান হচ্ছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মত একই ( তৈষে, ১৮, ২ )। নামসংগীতিতে যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে : এই প্রকারে বুদ্ধ, ভগবান এবং সম্মাসম্বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন এ শব্দ-অক্ষর থেকে। এটা হচ্ছে সকল স্বরবর্ণ এবং অক্ষর থেকে অধিকতর চমৎকার এবং বিশাল তাৎপর্যের অধিকারী। অতএব, এটা হচ্ছে সকল শব্দগুলির মধ্যে অধিকতম চমৎকার মূল শব্দ এবং তাদের অর্থ পরিষ্কার করে ( তৈষে ১০, ১০, ৮০২, ৮১৫, ৮২০ )।

টোগানুর মতে, আদি-বুদ্ধের ধারণার বিষয়গুলি হচ্ছে এইরূপ : আদি-বুদ্ধ হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক মতবাদ, যা একই সময়ে হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম জড় মূল। জড় অথবা আধ্যাত্মিক হতে যা পৃথক নয় এবং একই সময়ে হচ্ছে জড় এবং আধ্যাত্মিক, এইরূপ যথার্থ নির্ধারিত-কায়ের জগৎ হচ্ছে এই নাম। এটা হচ্ছে শাস্ত্রত এবং অবিনশ্বর। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সমস্ত দ্রব্যের এটা হচ্ছে উৎস, কারণ এর দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উৎপাদিত হয় এবং বিকশিত হয়। এটা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক মহান জীবন-কায় এবং এটা স্বয়ং উভয় উৎপাদন এবং ধ্বংস থেকে পৃথক। এটা সমস্ত দ্রব্যের উৎস এবং সমস্ত কিছু এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

কাল-চক্র সূত্র হচ্ছে শেষ সূত্র যাতে আদি-বুদ্ধের ধারণার উল্লেখ আছে। তিব্বতীয় ঐতিহ্য মতে, এই সূত্রের মূলতন্ত্রের বর্তমানে অস্তিত্ব নেই, কিন্তু রঘুতন্ত্র হিসেবে এর এক সংক্ষিপ্ত রূপ এখনও বর্তমান রয়েছে। এই সূত্রের পূর্ণ নাম হচ্ছে পরমাদি-বুদ্ধোদ্ধৃত শ্রী-কাল-চক্র-সূত্র। এখানে ইহার বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ব্যাখ্যা করা যাবে না। কিন্তু পদ্ম-কর-পা কৃত বৌদ্ধ ইতিহাসে আদি-বুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় : “যাঁহারা আদি-বুদ্ধ জানেন না, তাঁহারা কাল-চক্র-সূত্র জানেন না, যাঁহারা কাল-চক্র-সূত্র জানেন না, তাঁহারা কিরূপে ঠিকভাবে চিহ্ন ব্যাখ্যা করিতে হয় জানেন না, তাঁহারা বজ্র ধরের জ্ঞান-কায় জানেন না। যাঁহারা বজ্রধরের জ্ঞান-কায় জানেন না তাঁহারা মন্ত্রযান জানেন না, তাঁহারা হচ্ছেন মোহগ্রস্ত জনগণ এবং তাঁহারা ভগবত এবং বজ্র-ধরের পথ হতে বিচ্যুত হয়েছেন। অতএব, মন্ত্র-যানের সকল প্রভুগণ তাঁহাদের শিষ্যদের এই পরমাত্ম বুদ্ধ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন। মন্ত্রযানের সকল শিষ্যগণ যাঁহারা বোধিজ্ঞান উপলব্ধি করিতে চান তাঁহারা পরমাত্ম বুদ্ধের এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবেন।”

নেপাল হচ্ছে সেই স্থান যেখানে আদি-বুদ্ধের প্রথম পদ্ধতি ঐশ্বরিক নামে এক আন্তিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।<sup>১৭</sup> স্বয়ম্ভু পুরাণে নেপালে অগ্নিশিখার আকারে আদি-বুদ্ধের প্রথম অভিব্যক্তির বিবরণ আছে। সেখানে অগ্নিশিখাকে অবিকল রাখবার উদ্দেশ্যে ইহার উপরে মঞ্জুশ্রী কর্তৃক এক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরের নাম ছিল স্বয়ম্ভু চৈত্য।<sup>১৮</sup> বি ভট্টাচার্য<sup>১৯</sup> বলেন, “আদি বুদ্ধ স্বয়ং এখানে ( নেপালে ) অগ্নিশিখার আকারে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন, এবং সেইজন্য ইহাকে বলা হয় স্বয়ম্ভু-ক্ষেত্র ( স্বয়ং-জাতর স্থান )।” আদি-বুদ্ধের মন্দিরসহ এই স্থানকে ঐশ্বরের সেবায় উৎসর্গিত করা হয়েছে, এবং ইহার নিকটবর্তী হচ্ছে সরস্বতী স্থান হিসেবে পরিচিত মঞ্জুশ্রী পর্বত। মঞ্জুশ্রী চীন থেকে এসেছিলেন। সেখানে তিনি পঞ্চশীর্ষ পর্বতে ( পাঁচটি চূড়ার পর্বত বা পাহাড় ) বাস

করতেন। তিনি ছিলেন একজন মহান্ ঋষি। তাঁর অনেক শিষ্য এবং অনুগামী ছিলেন। দেশের রাজা ধর্মকর তাঁদের মধ্যে একজন। নেপালে কালি হ্রদের জলের পদ্মে স্বয়ংজাত প্রভু আদি-বুদ্ধ অগ্নি-শিখার আকারে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন এই ঐশ্বরিক বাতর্। একদিন প্রাপ্ত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর বহুসংখ্যক শিষ্যগণ, তাঁর দুই স্ত্রী এবং রাজা ধর্মকরসহ এই দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন ঐ দেবতাকে ভক্তি নিবেদন করবার উদ্দেশ্যে। যখন তিনি হ্রদের নিকট এসেছিলেন, তখন তিনি দেবতাকে বেঁঠন করে বিরাট এক জলোচ্ছ্বাস দেখেছিলেন এবং প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্য দিয়ে তিনি অগ্নি-শিখার নিকটে এসেছিলেন এবং তাঁর অভিবাদন জ্ঞাপন করেছিলেন। অবশেষে কৃতকার্য হয়ে তিনি সকলে যাতে দেবতার সাক্ষাৎ পায় এর কিছু উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে হ্রদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে ভ্রমণ করেছিলেন। তখন তিনি পর্বতের দক্ষিণ-দিকস্থ প্রতিবন্ধকে উপস্থিত হয়ে তাঁর তরবারি উন্মোচন করেছিলেন এবং নিয়ে নামিয়েছিলেন। এতে পর্বত দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল এবং খোলা জায়গা দিয়ে জল তীব্র বেগে প্রবাহিত হয়েছিল। এর ফলে শুক জমির এক বিস্তীর্ণ এলাকা প্রসারিত হয়েছিল যা এখন নেপাল উপত্যকা নামে পরিচিত হয়েছে। বাঘমতীর জল এমন কি আজ পর্যন্ত সেই খোলা জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তাকে অদ্যাপি বলা হয় “কোতবার” অথবা “তরবারি কাটা।”

মঞ্জুশ্রী সময় নষ্ট না করে অগ্নিশিখার উপরে এক মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং নিকটস্থ ছোট পাহাড়ে তাঁর বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যগণের জন্য মঞ্জু-পট্টন ( বা পদ্মন ) নামে এক বিহার নির্মাণ করেছিলেন যা আজও মঞ্জু-পদ্মন বা পট্টন নামে পরিচিত। অবশেষে তিনি ধর্মকরকে নেপালের রাজা করেছিলেন। স্বয়ম্ভু পুরাণে মঞ্জুশ্রীর এরকম অনেক ধর্মীয় কার্যাবলীর বিবরণ আছে। সব কিছু ঠিক ঠাক করে মঞ্জুশ্রী স্বদেশ প্রত্যাভর্তন করেছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁর পার্থিব দেহ

পরিভ্যাগ করে বোধিসত্ত্বের ঐশ্বরিক প্রতিমূর্তি লাভ করেছিলেন।”

জি. পি. মল্লসেকরও স্বয়ম্ভু পুরাণের বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : “বি. এইচ. হেজসনের নেপালী ধর্ম সম্বন্ধে লেখাগুলি খুবই সুপরিচিত। তাঁহার সময় হতে কার্যতঃ ঈশ্বর সমতুল্য আদিম ঐশ্বরিক বুদ্ধ অথবা আদি-বুদ্ধের পূজা নেপালী ধর্মে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এইরূপ ধর্মের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু ইহা অযথাভাবে প্রসিদ্ধ হয় নি অথবা একেশ্বরবাদ বৌদ্ধধর্মের এক স্বতন্ত্র প্রত্যক হিসেবে বিবেচিত হয় নাই। আধুনিক নেপালে কাঠমাণ্ডুর নিকটস্থ স্বয়ম্ভু (স্বয়ং জীবিত) পাহাড়ে আদি-বুদ্ধকে অর্পিত প্রধান মন্দির আছে। স্বয়ম্ভু পুরাণে প্রদত্ত পৌরাণিক কাহিনী মতে এক সংলগ্ন হ্রদে প্রাচীনকালে এক বিশেষ ঐশ্বরিক অস্তিত্বাঙ্গি ঘটেছিল। এক অলৌকিক পদ্ম এর উপরিভাগে আবিস্কৃত হয়েছিল। এর ভিতরে একটি প্রতিমূর্তি ছিল। এর উপরে একটি চৈত্যা পরে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দির খুবই শ্রদ্ধার সংগে পূজিত হয়, কিন্তু আদি-বুদ্ধ অথবা স্বয়ম্ভু ভারতের অপর অলৌকিক প্রতিমূর্তিগুলি থেকে একেবারে পৃথক নয়। নেপালে বৌদ্ধধর্মের তাৎপর্য হচ্ছে যে হিন্দুধর্মের সঙ্গে এর মিশ্রণের ফলে এর নতুন কোন প্রগতি হয়নি এবং নেপালী বৌদ্ধধর্ম এই মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।”<sup>১০</sup>

স্বয়ম্ভু পুরাণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত হয়েছে।<sup>১১</sup> এর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ :

প্রথম অধ্যায় : বুদ্ধগয়ার বোধিমগুপ ছিল ঘটনাস্থল এবং অয়্যাজী এবং জিনেশ্বরী বোধিসত্ত্বগণ হচ্ছেন মুখ্য সংলাপকারী। শেষোক্ত জন, বোধি-সম্বর (এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান যা চালিত করে বোধি-জ্ঞান) অর্জন করতে ইচ্ছুক হয়ে প্রথমোক্তকে জিজ্ঞাসা করেন এর প্রাপ্তির জ্ঞান সর্বোৎকৃষ্ট উপায় কি। পূর্বোল্লিখিত তাঁকে পোষক অনুষ্ঠান অবলম্বন করতে উপদেশ দেন, যা তীর্থযাত্রার স্থানে,

বিহারে, শ্রুগতের মন্দিরে, চৈত্বে, অথবা বুদ্ধের প্রতিমূর্তি সহ কোন সম্মানীয় স্থানে সম্পাদন করা উচিত। “কিন্তু ইহার সম্পাদনের জন্ত সর্বোৎকৃষ্ট স্থান”, তিনি বলেন, “হচ্ছে স্বয়ম্ভু ক্ষেত্র, যেখানে ইহার সম্পাদনের দ্বারা সর্বোৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।” এই বিবরণের অনুরূপ, এই পবিত্র স্থান অবস্থিত হচ্ছে গৌশ্বজ নামে পাহাড়ের চূড়ায়। সত্যযুগে ইহাকে বলা হয়েছিল পদ্মগিরি। ইহার বিবরণ হতে জানা যায় যে মণিতে নির্মিত পাঁচটি পদ্ম ভাত হয়েছিল। ত্রেতাযুগে ইহাকে বলা হয়েছিল বজ্রকূট, কারণ ইহা পবিত্রতার আশ্রয়স্থল ছিল। দ্বাপর যুগে ইহাকে গৌশ্বজ বলা হয়েছিল, কারণ ইহার আকার ছিল ষাঁড়ের শৃঙ্গের মত। বর্তমান কলিকালে ইহাকে বলা হয় গোপুচ্ছ, কারণ ইহা হচ্ছে গরুর লেজের মত লম্বা। পাথরের নীচে স্বয়ম্ভু লুকাইত রয়েছেন, যাতে এই পাপপূর্ণকালে দুই লোকেরা ধর্মের পবিত্র উপাদানকে ধ্বংস করতে না পারে। যেখানে তিনি লুকাইত আছেন সেই স্থানের উপর এক চৈত্বে নির্মিত হয়েছে।

একদা শাক্যমুনি জেতবনে সকল প্রাণিগণকে নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা দেখাবার পর স্বয়ম্ভু পর্বতে গিয়েছিলেন যেখানে দেবগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ প্রভৃতি তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে প্রচুর পূজার দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভু এবং ইহার উপর চৈত্বে রত্নখচিত ছিল। এবং একটি স্বর্ণময় চক্র সংযুক্ত ছিল। মৈত্রেয় তাঁকে স্বয়ম্ভুর উৎপত্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে প্রভু তাঁকে বলেছিলেন যে ভদ্রকল্পে যখন মাম্বুষের জীবন আশী হাজার বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল, সেই সময় তিনি বন্ধুমতীর রাজ্য বন্ধুমানের পুত্র সত্যধর্ম রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মাতা বুদ্ধত লাভ করেছিলেন। প্রভু বিপশ্যী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে মুক্ত হয়েছিলেন। সেই সময়ে কালি হৃদ নামে সাত ক্রোশ পরিমাণের এক সুবৃহৎ

চৌকো হ্রদ ছিল। লেখক তারপর এই হ্রদের গুণের এক বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রভু বিপশ্বীর মুক্তির পরে অরুণ নগরে অরুণ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র শিখি বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন এবং প্রভু ক্ষেমরাজ নাম নিয়ে তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। সেই সময়ে কালি হ্রদে একটি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েছিল। ইহার রথের এক চাকার মত বৃহৎ ছিল। ইহার দশ হাজার স্বর্ণময় পাপড়ি ছিল। ইহার উপরে হীরক রাশি ছিল, নীচে মুকো ছিল এবং মধ্যে ছিল চুনী। ইহার পরাগ মণিরদ্বয়ে গঠিত ছিল। ইহার বীজগুলি স্বর্ণে নির্মিত হয়েছিল এবং বোঁটাগুলি ছিল নীল আভাযুক্ত রদ্বয়ে। ইহার মধ্যে এক ফটিক মূর্তি ছিল। ইহা উচ্চতায় ছিল এক হাত বা ১৮ ইঞ্চি পরিমাণ। ইহা স্বয়ম্ভুর মূর্তি ছিল।

তৃতীয় অধ্যায় : কখন কালিহ্রদ শুকিয়ে গিয়েছিল এবং শুষ্ক জমিতে পরিণত হয়েছিল সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়র প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলেছিলেন : “প্রভু শিখির নির্বাণ লাভের পর যখন মানুষের জীবন ষাট হাজার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, সেই সময় এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র বিশ্বভূ শালবৃক্ষতলে কঠোর তপস্যা করে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। বিখ্যাত রাজা পর্বত তাঁর শিষ্য ছিলেন। প্রভু বিশ্বভূ পর্বত এবং অন্যান্য শিষ্যগণ সহ স্বয়ম্ভু মন্দির পরিদর্শনে এসেছিলেন। এই সময়ে চীনের মঞ্জুশ্রী পাহাড়ের রাজা মঞ্জুদেব তাঁর দুই স্ত্রী সহ ঐ স্থানে পৌঁছেছিলেন। মঞ্জুশ্রী পর্বত প্রাচীনকালে পরিচিত ছিল পঞ্চশীঘ্র নামে। ইহার পাঁচটি চূড়া ছিল এবং ঐগুলি যথাক্রমে হীরক, নীলকান্ত মণি, পদ্মা, চুনী এবং নীলাতে নির্মিত হয়েছিল। মঞ্জুদেব ঐস্থান ভ্রম্যানক জলজ প্রাণীতে পরিপূর্ণ দেখে এবং স্বয়ম্ভুর মন্দিরের প্রবেশ পথে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল বলে তাঁর তরবারি দিয়ে হ্রদের দক্ষিণ পার্শ্ব উপত্যকাগুলির অনেকগুলি খুলে দিয়েছিলেন। তিনি পর পর কপোতলের, গন্ধবতীর, মৃগস্থলীর, গোকর্ণের, বরয়র

এবং ইন্দ্রবতীর উপত্যকাগুলি খুলে দিয়েছিলেন। এই খোলা জায়গাগুলি দিয়ে হ্রদের জল তীরবেগে প্রবাহিত হয়েছিল এবং তলদেশ শুষ্ক জমিতে পরিণত হয়েছিল। মঞ্জুশ্রী গন্ধবতীর দক্ষিণে একটি হ্রদ খনন করেছিলেন। এবং কালিহ্রদের পার্শ্বের জায়গায় কাদা নিক্ষেপ করায় এক পর্বতে পরিণত হয়েছিল। তিনি তখন পাহাড়ের চূড়ায় পদ্মগিরি নামে এক হ্রদ খনন করেছিলেন। ইহার জমিখণ্ডকে বলা হয় উপচ্ছন্দ, যা দশটি সিদ্ধ পীঠস্থানের একটি। এখানে দেবী খগাননার মন্দির আছে।

স্বয়ম্ভু পুরাণ আদি-বুদ্ধকে স্বয়ম্ভু বলে উল্লেখ করেছে। এখানে পাঠকগণ দেখবেন যে বুদ্ধ, ধর্ম, স্বয়ম্ভু, ধর্মধাতু, শূন্যরূপ, প্রভৃতি একই শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।<sup>১২</sup>

“ওঁ নমঃ স্বয়ম্ভবে জ্যোতিরূপায়।

ওঁ নমো বুদ্ধায় ধর্মায় সম্বরূপায় বৈ নমঃ।

স্বয়ম্ভবে বিপদাস্তভানবে ধর্মধাতবে।

ভবার্ণবসমুদারাকরণ্যাগারমূর্তয়ে।

জগদাহ্লাদরূপায় নমো অন্তঃ স্বয়ম্ভবে সদা।

অস্তি নাস্তি স্বরূপায় জ্ঞানরূপখরূপিণে

শূন্যরূপখরূপায় নানারূপায় তে নমঃ।”<sup>১৩</sup>

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সঙ্কর্মপুণ্ডরীক সূত্র বুদ্ধকে স্বয়ম্ভু (স্ব-জাত) বলে উল্লেখ করেছে।<sup>১৪</sup> “স্বয়ম্ভু” পদটি বুদ্ধগণের উপাধি। কারণ বুদ্ধগণ কারও কোন সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন এবং বুদ্ধত্ব হচ্ছে অকারণ।<sup>১৫</sup> স্বয়ম্ভু পুরাণ তাঁকে আদিনাথ (প্রথম রক্ষক), এবং স্বয়ম্ভু লোকনাথ (‘পৃথিবীর নিজ অস্তিত্ব রক্ষক’) অথবা স্বয়ম্ভু রূপে উল্লেখ করেছে।<sup>১৬</sup> কতকগুলি পরবর্তীকালের গ্রন্থে স্বয়ম্ভুকে বর্ণনা করেছে : “স্বয়ম্ভুভতি স্বয়ম্ভূর্তীবনাবলাদ ভবতীত্যর্থঃ নামসংগীতি ১০ ) স্বয়ম্ভুঃ সর্ববিকল্পরহিতবৎ ( ঐ, ৬০ )। তথাগতঃ

বুদ্ধত্বম্ স্বয়ম্ভুতম্ সর্বজ্ঞত্বম্ (অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা  
২, ১০)।<sup>১৭</sup>

বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর মধ্যে সর্বোচ্চ দেবতারূপে বজ্রযানে আদি-বুদ্ধ বর্ণিত হয়েছেন।<sup>১৮</sup> তিনি আদিম বুদ্ধ অথবা বুদ্ধ অথবা পরমাদি বুদ্ধ (তিব্বতীতে দন-পোয়া সনম্-খগ্যাস মেহোগ্গি দন-পোয়া .....), অর্থাৎ প্রথম বুদ্ধ, প্রাথমিক বা মৌলিক বুদ্ধ, শুরু থেকে বুদ্ধ (আদৌ বুদ্ধ), যার উৎপত্তি হয় নি এইরূপ বুদ্ধ (অনাদি বুদ্ধ) এবং বুদ্ধগণের বুদ্ধ।<sup>১৯</sup> আদি-বুদ্ধের উপাদান মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত ছিল বলে অনুমিত। ইন্দ্রিয়গুলি ছিল জ্ঞান অথবা মন (সংস্কৃত মনস্)।<sup>২০</sup> তিনি স্বয়ম্ভূ, স্ব-জাত অথবা স্বভব, স্বয়ং বর্তমান হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি বিশ্বত্রকাণ্ডের সৃষ্টকর্তা বলে বিবেচিত হয়েছিলেন।<sup>২১</sup> শশি-ভূষণ দাসগুপ্ত আদি-বুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন : এই আদি-বুদ্ধ অথবা আদিম বুদ্ধ হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ পুরাণের স্ব-জাত প্রভু (স্বয়ম্ভূ)।<sup>২২</sup> তিনি সেখানে সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি নেপাল দেশের গৌরীশৃঙ্গ পর্বতে সকল দেবতাগণ, যক্ষগণ এবং রাক্ষসগণ কর্তৃক পূজিত হন। তিনি ধর্মধাতুর প্রকৃতি হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন। তিনি চার চার দিকে স্থাপিত অপর চার তথাগত সহ প্রভু বৈরোচন রূপে কল্পিত হয়েছেন। পুনরায়, তাঁকে শ্রায়ই শাক্য-মুনি, জগন্নাথ এবং ধর্মরাজও বলা হয়।<sup>২৩</sup> এই ত্রৈলোক্য দেবতা স্বয়ম্ভূ (স্বয়ং জাত) এবং শম্বু (আক্ষরিকভাবে, মঙ্গলের দেবতা) যা দেবাধিদেব শিবের সাধারণ উপাধি। নাম শিবও ইঙ্গিত করে যে দেবতা স্বয়ং হচ্ছেন মঙ্গল। আদি-বুদ্ধ, যিনি হচ্ছেন স্বয়ম্ভূ এবং যিনি ধর্মরাজ বলে বর্ণিত হয়েছেন, তিনি ত্রি-বস্ত্রের প্রকৃতি রূপে সময় সময় বর্ণিত হয়েছেন।<sup>২৪</sup> উপরের বিদ্যমবস্থাতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ত্রি-বস্ত্র মধ্যে মধ্যে কল্পিত হয়েছিল পরবর্তীকালে আদি-বুদ্ধের তিন স্বাভাবিক গুণ রূপে। একই গ্রন্থে, পুনরায়, মঙ্গলী প্রভু রূপে কল্পিত হয়েছেন এবং তাঁকে ধর্মরাজ



বলা হয়।<sup>৩০</sup> আদি-বুদ্ধকে এবং আদি-প্রজ্ঞাকে স্বয়ম্ভু পুরাণে খোলাখুলিভাবে উপায় এবং প্রজ্ঞার অথবা করুণা এবং শূন্যতার প্রতীক বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং পুনরায় শিব এবং শক্তি বলেও বর্ণিত হয়েছেন।<sup>৩১</sup> ধর্মকোষ-সংগ্রহে<sup>৩২</sup> আমরা দেখি নানাভাবে আদি-বুদ্ধ এবং আদি বুদ্ধের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে প্রভু হচ্ছেন আদি-বুদ্ধ, কারণ তিনি হচ্ছেন প্রথম অনুভূতির মাধ্যমে জ্ঞেয়, কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করার জন্য তাঁর কোন আকার নেই। তাঁকে নিরঞ্জন বলা হয়, কারণ তাঁর মধ্যে কোন কলঙ্ক (অজ্ঞান-কাজল) নেই, তিনি আকাশের মত শূন্যতার প্রতীক। তিনি হচ্ছেন নিরাকার, অবলম্বনহীন (নিরাধার), তিনি হচ্ছেন উদার, তিনি হচ্ছেন মহাবীরোচন।<sup>৩৩</sup> এই আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন ধর্মরাজ। তিনি ধর্মরাজ কারণ তিনি হচ্ছেন সকল সত্ত্বের (ধর্মানাং রাজা) প্রভু এবং সকল সত্ত্বগণ এবং সমস্ত কিছু তাঁর আলোর দ্বারা ভাস্বর। ধর্ম রাজ্যতে যস্মাৎ)।<sup>৩৪</sup> তাঁকে ধর্মেশও বলা হয়, কারণ তিনি বৌদ্ধ দশ কুশলগুলির, সকল স্বর্গীয় বা ঐশ্বরিক পুণ্যের প্রভু এবং তিনি সকল ধার্মিক ব্যক্তিগণের প্রভু।<sup>৩৫</sup> অন্যত্র তাঁকে ধর্মরাজ বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ তিনি সকল পবিত্র ধর্মধাতুগুলির সহিত সংযুক্ত রয়েছেন।<sup>৩৬</sup> পুনরায়, বলা হয়, ধর্ম মানে ধর্মধাতু (ধর্মগুলির পশ্চাতে চরম উপাদান) এবং এই ধর্মধাতুর চরম অবলম্বন এবং যিনি ধর্মধাতু দ্বারা আলোকিত করেন তাঁকে ধর্মরাজ বলা হয়।<sup>৩৭</sup> তিনি মহামুখের (অথবা পরম মুখের) আকারে ধর্মধাতু। তাঁকে সর্বজীবের প্রভু বলা হয়—প্রজাপতি।<sup>৩৮</sup> উপরের বিষয়বস্তু হতে ইহা পরিষ্কার যে নেপালী বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ দেবতা, আদি বুদ্ধ যিনি উপায় এবং প্রজ্ঞার সহিত তুলনীয়, তিনি ধর্ম-রাজ বলে সর্বত্র সুপরিচিত।<sup>৩৯</sup>

শশিভূষণ দাসগুপ্ত<sup>৪০</sup> আরও উল্লেখ করেছেন যে “প্রজ্ঞার এবং উপায়ের ধারণাগুলি নেপালী বৌদ্ধধর্মের স্বাভাবিক, ঐশ্বরিক, কর্মিক

এবং যতনিক এই চার সম্প্রদায়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। স্বাভাবিক সম্প্রদায় মনে করে পদার্থ হচ্ছে আদিম বস্তু যা থেকে জগত সৃষ্ট হয়। চরম বস্তু হিসেবে এই পদার্থের ধারা দুটি আছে যেমন, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, কার্ষ এবং স্থিরতা, গতিময় এবং নিশ্চল, জমাটবদ্ধ এবং দুর্বোধ্য। পদার্থ' স্থূল পিণ্ড হিসেবে হচ্ছে শাস্ত্রত এবং সেইরূপ হচ্ছে পদার্থের শক্তিগুলি। এই সব শক্তিগুলির যথাযথ অবস্থার অস্তিত্ব হচ্ছে সকল দৃশ্যমান বিষয় হতে দুর্জয়েরূপে নিবৃত্তির অবস্থা অথবা স্থিরতা। যখন এই শক্তিগুলি স্থিরতার অবস্থা থেকে সক্রিয়তার যৌক্তিক এবং ক্ষণস্থায়ী অবস্থা অতিক্রম করে তখন পরিদৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব হয়। এবং যখন শক্তিগুলি প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্তিতে পুনরায় অতিক্রম করে তখন এর পুনরুৎপত্তি শেষ হয়। এই নিবৃত্তি হচ্ছে প্রজ্ঞা এবং প্রবৃত্তি হচ্ছে উপায়। আমরা দেখেছি যে আদি-প্রজ্ঞা এবং আদি-বুদ্ধ হিসেবে দেবদ্ব্যারোপিত করা হয়েছে প্রজ্ঞা এবং উপায়কে এবং তাদের মিলনের মাধ্যমে দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। মূল প্রতীক হয়েছে প্রজ্ঞার অস্তিত্ব প্রথমে মাতারূপে এবং তারপর বুদ্ধের স্ত্রীরূপে। সুপরিচিত ত্রয়ী বুদ্ধকে, ধর্মকে এবং সজ্ঞকে প্রায়ই ব্যাখ্যা করা হয়েছে মিলনের মাধ্যমে উৎপাদিত উপায় (বুদ্ধ), প্রজ্ঞা (ধর্ম) এবং সজ্ঞ (সজ্ঞ) রূপে। বৌদ্ধধর্মের কিছু নেপালী সম্প্রদায়গুলিতে ধর্মরূপে প্রজ্ঞাকে ত্রয়ীর পরিকল্পে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে এবং বুদ্ধ প্রজ্ঞা থেকে উৎপন্ন হয়েছেন।

কিছু হিন্দু তত্ত্বও আমরা দেখি যে দেব অপেক্ষা দেবীকে অধিক প্রসিদ্ধি দেওয়া হয়েছে এবং পূর্বোল্লিখিত প্রথম মূল রূপে কল্পিত হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে—আদিম দেবতাকে দেখা যায় জলে ভাসমান অবস্থায়। এই জল হচ্ছে কি? কিছু তত্ত্বের মতে, শক্তি জলের আকারে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিব্যাপ্ত করে আছে। এই বিশ্বাস নেপালী বৌদ্ধগণকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। আমরা প্রায়ই আদিম জলের আকারে

‘আদি-প্রজ্ঞাকে কল্পনা করেছি।’<sup>৪৬</sup> এই আদি-বুদ্ধ এবং আদি-প্রজ্ঞা অথবা আদি-দেবী হচ্ছেন পৃথিবীর মূল পিতা এবং মাতা।<sup>৪৭</sup> স্বয়ম্ভু-পুরাণে প্রজ্ঞা শিবের শক্তি, তিন পৃথিবীর মাতা, শূন্যতা-গুলির শূণ্যতা, বুদ্ধগণের মাতা, সকল দেবতাগণের মাতা বলে বর্ণিত হয়েছেন।<sup>৪৮</sup> পুনরায়, সকল নারীকে প্রজ্ঞার অবতার বলা হয়, যখন সকল পুরুষগণ হয় বুদ্ধের ( উপায়ের ) অবতার। পুনরায়, প্রভু হচ্ছেন বীজ ( বিন্দু ) এবং দেবী হচ্ছেন ডিম্বাণু ( রজস ), এবং তাঁদের মিলন হতে বোধিচিন্তা উৎপন্ন হয়, যা থেকে প্রত্যেকটি বস্তু জন্মায়। আদি-প্রজ্ঞাকে অথবা আদি-শক্তিকে ত্রি-কোণাকার উৎপাদনক্রম শক্তির প্রতীক বলা হয়। কারণ তিনি হিন্দুতন্ত্রেও অমুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছেন।

উপরে উল্লিখিত বর্ণনা থেকে ইহা পরিষ্কার হবে যে মাতৃভাষায় আদি-দেব এবং আদি-দেবীর ( অথবা নাথ সাহিত্যে আদির এবং অনাদির ) ধারণায় আমরা দেখি যে সাংখ্যের পুরুষ এবং প্রকৃতির, শিবের এবং শক্তির এক জনপ্রিয় মিশ্রণ হয়েছে তাত্ত্বিকতায় এবং পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদি-বুদ্ধে এবং আদি-প্রজ্ঞায়।”

**কারণবাহ**<sup>৪৯</sup> আদি-বুদ্ধের উল্লেখ করেছে : “তখন কিছুই ছিল না, তখন ছিলেন সেই শঙ্কু যিনি হচ্ছেন স্ব-জ্ঞাত ( স্বয়ম্ভু ), তেমন তিনি সকলের অগ্রে, যেজন্ম তাঁকে বলা হয় আদি-বুদ্ধ [ আদি (প্রথম), বুদ্ধ (জ্ঞানী) ]”। ইহা আরও বর্ণনা করে যে আদি-বুদ্ধ, স্বয়ম্ভু এবং আদিনাথ আলোকের আকারে ( জ্যোতিরূপ ) আরম্ভকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন।<sup>৫০</sup> কারণবাহের পৌরাণিক বিবরণ হতে জানা যায় যে “বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক হয়ে আদিম প্রভু ( আদি-বুদ্ধ ) প্রথমে অবলোকিতে-শ্বরের চক্ষুগুলি থেকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে উৎপাদন করেছিলেন, তাঁর কপাল থেকে মহেশ্বরকে, তাঁর দুই কাঁধ থেকে ব্রহ্মাকে এবং অপরজনদের, তাঁর

দ্রুৎপিণ্ড থেকে নারায়ণকে, তাঁর দাঁতগুলি থেকে সরস্বতীকে, মুখ থেকে বায়ুকে, পদযুগল থেকে পৃথিবীকে, এবং উদর থেকে বরুণকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই সকল দেবতাগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর মহেশ্বরকে নির্বাচিত করেছিলেন, তাঁকে তিনি আদি-দেব নামে কলি যুগে সৃষ্টিকর্তা বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন”।<sup>৫১</sup> এসব থেকে আমাদের এই ধারণা হয় যে সৃষ্টির আদিতেই আদি-বুদ্ধ অথবা স্বয়ম্ভু অথবা আদিনাথ আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তারপর তিনি অবলোকিতেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং তারপর শেষোক্ত ঈশ্বরসহ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছিলেন।

আদি-বুদ্ধ সৃষ্টির আদিতে, কল্পের আরম্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন।<sup>৫২</sup> তিনি শূন্যতা থেকে নির্গত হয়েছিলেন এবং তাঁর অসংখ্য নাম ছিল। তিনি পরিচিত ছিলেন বিশ্বরূপ নামে (“তিনি বিভিন্ন আকার ধারণ করেন এবং বিশ্বের প্রতিনিধিত্ব করেন”)।<sup>৫৩</sup> তিনি নির্বাণে অবস্থান করেন এবং স্বয়ং ‘পবিত্র আলোক’ ছিলেন বলে কারও পক্ষে তাঁকে দেখা সম্ভব ছিল না।<sup>৫৪</sup> তিনি সর্বজন দ্বারা পূজিত হলেও, তার নামে কিন্তু কোন প্রার্থনাদির উল্লেখ নেই।<sup>৫৫</sup> পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ অথবা “ধ্যানমগ্ন বুদ্ধগণ” তাঁর শক্তিদ্বারা সৃষ্ট হয়েছিলেন।<sup>৫৬</sup> এই পাঁচ বুদ্ধগণ ছিলেন বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি। সময় সময় ধ্যানীবুদ্ধের তালিকায় বজ্রস্বের নাম অন্তর্গত হয়েছিল। কিন্তু এলিস গেট্রি আদি-বুদ্ধ বলে এই বুদ্ধকে উল্লেখ করেছেন।<sup>৫৭</sup> এল, এ, ওয়াডেল বলেন যে “আদি-বুদ্ধের মতবাদ যা প্রথম খৃষ্টাব্দ হতে ছিল যদিও তার আরও বাস্তব উন্নয়ন ঘটেছিল (তিব্বতীতে মচো’গ-হি দল-পেহি সনস-খগ্যাস)। তিনি আদিম ঈশ্বর এবং স্রষ্টা হয়েছেন, ধ্যান দ্বারা প্রকাশ করেন, পাঁচ স্বর্গীয় জিনগণ অথবা ধ্যানী বুদ্ধগণ, প্রায় শাস্ত্র সমাহিত, তাঁদের প্রত্যেক ধ্যানের মাধ্যমে প্রকাশ করেন একজন সক্রিয় স্বর্গীয় বোধিসৎ-পুত্র যিনি সৃষ্টি করবার শক্তি বিশিষ্ট প্রত্যেক মানবীয় বুদ্ধ যদিও বিশেষভাবে পাঁচ

স্বর্গীয় ধ্যানী বুদ্ধগণের বিশেষ একটির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিলেন, তথাপি এই শেখোক্তগুলির প্রত্যেকটি থেকে প্রতিকলিত সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হন।<sup>৩৫</sup> বি, এইচ, হোজসন আদি-বুদ্ধের এই পদ্ধতিরও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “এই পদ্ধতির অনুরূপ, (জে, এ, এস, বি, ১২, ৪০০) এক শাস্ত্রত, অসীম, এবং অশরীরী আদি-বুদ্ধ হতে আবির্ভূত হয়েছিলেন পাঁচ নিকৃষ্টতর বুদ্ধগণ, যারা পাঁচ পদার্থের উপাদানের, এবং পাঁচ অঙ্গগুলির এবং দৈহিক বা মানসিক অনুভূতির পাঁচ মনোবৃত্তির আদি কারণ বলে বিবেচিত হন। ষষ্ঠ বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে তিনি আদি বুদ্ধ হতে স্বর্গীয়ভাবে উৎপন্ন হয়েছিলেন, এবং এই ষষ্ঠ বুদ্ধ ছই বজ্রসত্ত্ব নামে পরিচিত।<sup>৩৬</sup> এস, বি, দাসগুপ্ত বলেন : “বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন আদিম বোধিলাভী আদিবুদ্ধ, যিনি পাঁচ প্রকার জ্ঞান বা স্বাভাবিক গুণের অধিকারী এই পাঁচ স্বাভাবিক গুণ থেকে পাঁচ প্রকার ধ্যান উৎপাদিত হয় এবং এই পাঁচ প্রকার ধ্যান হতে নির্গত হন পাঁচ ধ্যানী-বুদ্ধ।”<sup>৩৭</sup>

অকনিষ্ঠ স্বর্গে অথবা ভবনে আদি-বুদ্ধ বাস করতেন।<sup>৩৮</sup> স্বয়ম্ভু পুরাণ আদিবুদ্ধমণ্ডল সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিয়েছে।<sup>৩৯</sup> নামসংগীতির টীকাগুলি এক পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে : “ইদানীং তস্যাদি-বুদ্ধস্য হৃদয়ে প্রজ্জাচক্রং বিভাবয়েৎ... চক্রের চার কটিবদ্ধ (মেখলা) আছে এবং ছয় বিভাগে বিভক্ত আছে।<sup>৪০</sup> জেমস হেষ্টিংস-এর এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস্ (প্রথম খণ্ড) আদি-বুদ্ধ প্রথার এক বর্ণনা দিয়েছে : আদি-বুদ্ধের কায় হচ্ছে ‘ধর্মকায়’। তিনি সমস্তভদ্র অর্থাৎ সার্বজনীনভাবে প্রসন্ন। তাঁর উপর আরোপ করা হয়েছিল বুদ্ধ-গণের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ (আদিবুদ্ধ হচ্ছেন ব্রহ্মার অনুরূপ। তন্ত্রগুলি তাঁর পঞ্চ মুখ হতে নির্গত হয়, যেমন ব্রহ্মার চার মুখ হতে চার বেদ নির্গত হয়েছে ইত্যাদি)। ব্রহ্মা হতে অধিকতর সৌভাগ্য

শালী তিনি পূজিত হন স্বয়ম্ভু নামে। সাধারণ বুদ্ধগণ থেকে তিনি পৃথক।<sup>৬৪</sup>

নেপালী ঐশ্বরিক সম্প্রদায় <sup>৬৫</sup> আদি বুদ্ধকে অসীম, সর্বদর্শী, স্বয়ম্ভু, অনাদি, অনন্ত এবং সকল দ্রব্যের উৎস এবং উৎপত্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছে। তিনি তাঁর জ্ঞানের পাঁচ প্রকারের পুণ্যের দ্বারা এবং পাঁচ ধ্যানের শক্তির দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধগণকে অথবা স্বর্গীয় জিনগণকে। তাঁদের বলা হয় অনুপপাদক অথবা ‘পিতামাতা ব্যতীত জাত।’ সম্পূর্ণ শূণ্যতা (মহাশূণ্যতা), মধ্যে অতীন্দ্রিয়বাদী স্বর ওম <sup>৬৬</sup> যার থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তার থেকে স্বেচ্ছায় আদি-বুদ্ধ উৎপন্ন হয়েছিলেন।<sup>৬৭</sup> পৃথিবীর সৃষ্টির শুরুতে আদি-বুদ্ধ নিজে আবির্ভূত হয়েছিলেন অগ্নিশিখার আকারে যা পদ্ম-ফুল থেকে নির্গত হয়েছিল।<sup>৬৮</sup> এবং নেপালে এই প্রতীক দ্বারা আদি-বুদ্ধকে সর্বদা উল্লেখ করেছে।<sup>৬৯</sup> ঐশ্বরিক সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধকে ঈশ্বর বলে উল্লেখ করেছে।<sup>৭০</sup> কিন্তু নেপালের স্বাভাবিক সম্প্রদায়ের মতে, তিনি ছিলেন স্বভাব, <sup>৭১</sup> স্ব ( নিজ ), ভাব ( স্বভাব )।

আদি-বুদ্ধ যখন মানবীয় আকারে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, তখন তিনি বজ্রধর ( বজ্রের বাহক, বজ্র হস্তে ধারণ করেন ) নামে পরিচিত হয়েছিলেন।<sup>৭২</sup> এলিস গেট্রি বলেন, “বজ্রধর, তিনি” অবিনাশযোগ্য, সমস্ত গোপনীয় রহস্যের প্রভু, তিনি আদি বুদ্ধের হৃদয়ে এক জনপ্রিয় আকার, এবং এই আকারে তিনি পূর্বদিকের এলাকায় রাজত্ব করেন বলে বিশ্বাস করা হয়। স্তম্ভিনত্বসিতের মতে, বজ্রধরের নিকট দমিত এবং পরাজিত অমঙ্গলজনক প্রেতাগ্নাগণ আত্মগত্যের শপথ নিয়েছে এবং নৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে সমস্ত সক্রিয় বিপক্ষতা পরিত্যাগ করেছে।<sup>৭৩</sup> তিব্বতী মন্দির পতাকায় “আট জন ভয়ানকের” সহিত তাঁর মূর্তি দেখা যায়। এখানে তাঁর বর্ণ ছিল নীল।<sup>৭৪</sup> এল, এ, ওয়াডেল বজ্রধরকে “অবিনাশযোগ্য অথবা স্থিরসংকল্পধারী” বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>৭৫</sup> তিনি বর্ণনা করেন, “তিনি একটি বজ্র এবং একটি

ঘণ্টা ধরে আছেন। বাহিরের সম্প্রদায়গুলিতে তাঁকে বলা হয় “গোপনীয় প্রভু” ( গুহ্যপতি )। তিনি ইন্দ্রের রূপান্তর, এবং তাঁর মত, পূর্ধদিকের এলাকায় আধিপত্য করেন। এবং দৈত্য-বুদ্ধগণ বলে কথিত ঐ সকল অধিকাংশ প্রাণিগণের মধ্যে তাঁকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। এবং তদিও প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায় বুদ্ধকে স্বয়ং শাক্যমুনির প্রতিফলিত আলোক বলে বিবেচনা করে, পুরাতন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে আদি বুদ্ধ সদৃশ স্বর্গীয় বুদ্ধ বলে মনে করে।”<sup>১৬</sup>

কতিপয় বৌদ্ধ তাত্ত্বিক গ্রন্থগুলি বজ্রধরকে উল্লেখ করেছে। তাঁর নানাবিধ আকার ছিল। নিম্নলিখিত যোগাবলী বজ্রসদ্বৃন্দগুলি বজ্রধরকে প্রধান দেবতা বলে উল্লেখ করেছে। ইহা বর্ণনা করে, “মণ্ডলের অষ্টনিগূঢ় কক্ষে বজ্রধর আছেন। তাঁহার বর্ণ হচ্ছে স্নেহ লাল সাদা। তিনি হচ্ছেন তিন মুখধারী। দক্ষিণ মুখ হচ্ছেন নীল এবং বাম হচ্ছে লাল। তাঁহার আছে ছয় হাত। দুটি প্রধান হাতে বজ্র এবং ঘণ্টা সহ তিনি প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গন করেন। অপর দুই দক্ষিণ হস্তে রয়েছে সুন্দর তরবারি এবং অঙ্কুশ। অবশিষ্ট দুই বাম হস্তে তিনি বহন করেন কপাল এবং ফাঁস। তিনি অর্দ্ধ-পর্যাক্ষে দণ্ডায়মান থাকেন এবং বর্ণনা করেন তাণ্ডব নৃত্য যাহা প্রদর্শন করে নয় নাটকীয় অমুভূতি।”<sup>১৭</sup>

তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের করণ্যাদ-পা (সংস্কারমুক্ত উত্তরাধিকারের শিষ্যগণ) এবং গে লুগ্-স-পা (প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ সম্প্রদায় জনপ্রিয়ভাবে বলা হয় হলুদ টুপি সম্প্রদায়, সংস্কারমুক্ত সম্প্রদায়) যাহা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে সোঙ্গ-খ-পা দ্বারা এবং এখন তিব্বতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধ অথবা আদিম বুদ্ধ রূপে বজ্রধরকে (অবিনাশরোগ্য অথবা অতীন্দ্রিয় শক্তির স্থিরসংকল্পধারী) পূজা করে।<sup>১৮</sup> এই সম্প্রদায়গুলির মতে, তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ শক্তির অধিকারী এবং সকল দ্রব্যের স্রষ্টা। এস, সি, বিদ্যাভূষণের মতে,<sup>১৯</sup> দকর-হণ্ডা-পা সম্প্রদায়ের শিষ্যগণও আদি-বুদ্ধ রূপে বজ্রধরকে তাঁদের প্রার্থনা অর্পণ করেছিলেন। লাল টুপি সম্প্রদায় (একাদশ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের ক-দম-পা অতীশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল) এবং নেপালী

মহাযানীগণ মনে করেছিলেন যে আদি-বুদ্ধ ছিলেন বজ্র-মহা।<sup>৮০</sup> তাঁরা তাঁকে পূজা করেছিলেন। এলিশ গেট্রি মন্তব্য করেন, “কিছু লামা সম্প্রদায় বজ্রধরকে বজ্রসত্ত্বের সহিত সনাক্ত করেছিলেন। অপর সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্বকে বজ্রধরের সক্রিয় আকার বলে মনে করেছিলেন। বজ্রধরও অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণিগণের ব্যাপারে নিজেকে সরাসরি নিয়োজিত করায় স্বর্গীয় প্রশান্ততায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। অপর ব্যক্তিগণ আবার বজ্রসত্ত্ব হতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র এক সর্বোচ্চ দেবতা রূপে বজ্রধরকে পূজা করেছিলেন। হলুদ টুপিগণ এবং ‘লাল টুপিগণের’ পূর্বতর সম্প্রদায়ের কয়েকটি শাখাগুলি সর্বোচ্চ রূপে বজ্রধরকে স্বীকার করেছিলেন এবং বজ্রসত্ত্বকে বাদ দিয়ে কার্যতঃ তাঁকে পূজা করেছিলেন।<sup>৮১</sup> যখন বজ্রধর ছিলেন একাকী, তিনি সর্বদা তখন তাঁর পাণ্ডুলিকে এঁটে ধরে এবং তাঁর পদতল উপরের দিকে খোলা অবস্থায় আসন গ্রহণ করেছিলেন বজ্র-পর্যঙ্কে অথবা ধ্যানমগ্ন দৈহিক ভঙ্গীতে।<sup>৮২</sup> তাঁর ছিল মুকুট এবং রাজকুমারের মত পোষাক পরিধান করেছিলেন। তাঁর ছিল উর্ণা এবং উষ্ণীষ। তিনি দক্ষিণ হাতে বজ্র ধারণ করেছিলেন এবং বাম হাতে রেখেছিলেন ঘণ্টা।<sup>৮৩</sup> তাঁর বাহুগুলি বজ্রহংকার মুদ্রায় আড়াআড়ি ভাবে অবস্থিত ছিল।<sup>৮৪</sup> যখন বজ্রধর তাঁর যব-ইউম আকারে ছিলেন।<sup>৮৫</sup> অথবা যখন বজ্রধর তাঁর শক্তির সহিত ছিলেন, তখন তাঁর বাহুগুলি তাঁর (শক্তির) পিছনে আড়াআড়িভাবে ছিল এবং তাঁর প্রচলিত প্রতীকগুলি ধারণ করেছিলেন।<sup>৮৬</sup> তাঁর শক্তি ছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা।<sup>৮৭</sup> তিনি (শক্তি) তাঁর দক্ষিণ হাতে কত্রি অথবা ছুরি বহন করছিলেন এবং তাঁর বাম হাতে ছিল কপাল অথবা মাথার খুলি টুপি।<sup>৮৮</sup> ইন্দো-চীনে, জাভায়, চীনে অথবা জাপানে বজ্রধরের অনেক শিষ্য ছিলেন।<sup>৮৯</sup> যদিও শ্যামেতে কতিপয় বজ্রধরের তামার মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু বজ্রধরের সম্প্রদায় সেখানে উন্নতি করেনি।<sup>৯০</sup> বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন, “কিন্তু আদি-বুদ্ধ রূপে বজ্রধরকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করা হয়



নাই। যখন আদি-বুদ্ধর মতবাদ পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধগণ তখন অনেক সম্প্রদায়ে শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিল। কেহ কেহ আদি-বুদ্ধরূপে পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধগণের-একজনকে বিবেচনা করেছিলেন। কেহ কেহ আদি-বুদ্ধরূপে বজ্রসম্বন্ধে স্বীকার করেছিলেন, এবং কারও মতে আদি-বুদ্ধগণ রূপে সামন্তভদ্র এবং বজ্রপাণি বিবেচিত হয়েছিলেন অতএব আদি-বুদ্ধের ধর্মবিশ্বাস বিতরিত হয়েছিল বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে যা তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের মধ্যে বহু বিভিন্ন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল।”<sup>১১</sup>

আদি-বুদ্ধ বজ্রসম্ব ( যিনি ইচ্ছা-শক্তিতে বা চরিত্রে ) অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। অবিনাশযোগ্য-আত্মাধারী, চিরস্থায়ী, বজ্র (বজ্র অথবা হীরক), সম্ব (নির্ঘাস, যথার্থ প্রকৃতি, যাহার প্রকৃতি হচ্ছে বজ্র) রূপে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু মহাযানে বজ্রসম্বের স্থান সম্বন্ধে বলা কঠিন আছে। তিনি কেবলমাত্র অক্ষোভের আধ্যাত্মিক পুত্ররূপে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধগণের প্রধান রূপেও তিনি স্বীকৃত হয়েছিলেন।<sup>১২</sup> বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন, “বজ্রসম্ব হচ্ছেন বজ্রপাণির নিয়মিত উন্নয়নের একজন বোধিসম্ব, যিনি অক্ষোভ্য হতে নির্গত হয়েছেন যদিও সময় সময় বজ্রসম্বের এবং বজ্রধরের ধারণাগুলির জট ছড়ানো যাবে না এমন ভাবে মিশ্রিত হয়ে গেছে।”<sup>১৩</sup>

এস, বি, দাসগুপ্ত বজ্রসম্বের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি চরিত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী বস্তুতে গঠিত একজনরূপে বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের একতা রূপে চরম আদি বলে বিবেচিত হন। এস, বি, দাসগুপ্ত বর্ণনা করেন,<sup>১৪</sup> “বজ্র দ্বারা বোঝায় শূন্যতা, এবং সম্ব দ্বারা ইঙ্গিত করে পবিত্র জ্ঞান; দুইএর একত্ব বজ্রসম্বের প্রকৃতি হতে অনুমৃত।”<sup>১৫</sup> এখানে ইহা মনে হয় যে পবিত্র আত্মজ্ঞান (বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা) রূপে বিজ্ঞ-বাদীদের চরম আদি যা হচ্ছে পবিত্র জ্ঞান এবং কোনও শর্তাধীনের এবং বস্তুগত অভাবের আকারে শূন্যতার সহিত এইরূপে

অভিন্ন, তাহাই হচ্ছে বজ্র-সত্ত্ব। পুনরায় ইহা বলা হয়, “শূন্যতা হচ্ছে বজ্র এবং সকল অভিব্যক্তির আকারে বলা হয় সত্ত্ব ; বজ্রসত্ত্ব দুইএর একতা এবং অভেদকে ইঙ্গিত করে।”<sup>৯৬</sup> অপর কথায় বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন বিজ্ঞানবাদীদের অভূত-পরিকল্প যখন উভয় শূন্যতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্তি অস্বীকৃতভাবে একত্রীভূত হয়েছিল। যদিও বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন সব কিছু অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতা থেকে, তথাপি তিনি সকল আকারের কার্যকরী শক্তিতে এবং অস্তিত্বে বিভূষিত আছেন, এবং স্বয়ং হচ্ছেন মৌন্দর্যের প্রতিক্রম।<sup>৯৭</sup>

বজ্রসত্ত্ব, যিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের সর্বোচ্চ দেবতারূপে ঐশ্বরিক প্রকৃতির ধারণার এক একেশ্বর বাদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন, তিনি সকল প্রকারের স্পষ্ট এবং নঞর্থক স্বাভাবিক গুণসহ নানাবিধভাবে বর্ণিত হয়েছেন বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিতে। তিনি হচ্ছেন ভগবান কারণ তিনি ছয়টি চরম গুণের অধিকারী, অথবা তাঁকে বলা হয় ভগবান কারণ তিনি ভগের অধিকারী যাহা অর্থ করে যে যাহা ভাঙ্গে ; শূন্যতা অথবা প্রজ্ঞা সকল যন্ত্রণা অপসারিত করে এবং মারকে তাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শূন্যতাকে বলা হয় ভগ।<sup>৯৮</sup> তিনি সকল কল্পনাশক্তিকে, সর্বদর্শীকে, পবিত্র জ্ঞানের মূর্তকরণকে অতিক্রম করে শূন্যতা-যথার্থ প্রকৃতি-রূপে অভিবাদিত হন।<sup>৯৯</sup> তিনি হচ্ছেন সকল গুণের আশ্রয়স্থল এবং হচ্ছেন সকল প্রাণীর প্রকৃতির আশ্রয়স্থল।<sup>১০০</sup> তিনি হচ্ছেন প্রাণী যিনি আরম্ভ এবং ধ্বংস ব্যতীত, সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর, সকলের আত্মা-বস্তু, জ্ঞান প্রদানকারী—তাঁর মধ্যে আছে সকল নিশ্চল এবং গতিময় পদার্থ।<sup>১০১</sup> প্রকৃত জ্ঞানই হচ্ছে তাঁর চক্ষু, তিনি হচ্ছেন পবিত্র, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত জ্ঞানের নিষ্কলঙ্ক মূর্তকরণ। ( সমস্ত সৃষ্টির ) অতিসূক্ষ্ম বীজ, অপরিবর্তনীয়।<sup>১০২</sup> তিনি শাস্ত্রতভাবে সকল উপাদানে অধিকারভুক্ত হয়েছেন—আত্মজ্ঞানের প্রবাহের আকারে ( চিন্তা-ধারা ) তিনি সকল শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। তিনি হচ্ছেন অপরিবর্তনীয়, অচিন্ত্যনীয়, পবিত্র, ভাবাবেগশূন্য, আকাশের মত সম্পূর্ণ শূন্য; অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বহীনতা হতে মুক্ত।<sup>১০৩</sup> কখন কখন

তাঁকে মহাস্থবের প্রকৃতি রূপে বলা হয়েছে ; ইহা হচ্ছে এক বিরূপ নতুন প্রকার প্রবর্তন যা বিভিন্ন ভাবে সমস্ত তাত্ত্বিক প্রথাকে ছাঁচে ঢেলেছে ।<sup>১০৪</sup>

ধর্ম-কায় বুদ্ধের ভাব বজ্রসত্ত্বের এই ভাবের সম্পর্কে স্মরণ করা যেতে পারে । মহাযানীগণের ধর্ম-কায়কে বজ্র-যানীদের এই বজ্র-সত্ত্ব অথবা বজ্র-কায়দ্বারা পুনঃস্থাপিত করা হয়েছে বলে মনে হয় । ধর্ম-কায়ের সহিত বজ্র কায়কে প্রায়ই সনাক্ত করা হয়েছে, কিন্তু প্রায়ই মহাযানীগণের তিন কায় যোগ করে চতুর্থ কায় রূপে এই বজ্র-কায়কে কল্পনা করা হয়েছে । বজ্র-যানের কেবল এক শাখা সহজিয়া সম্প্রদায়ে অথবা সহজ-যানে, বজ্রসত্ত্ব অথবা বজ্রকায় রূপান্তরিত হয়েছে সহজ-কায়ে, যাহা হচ্ছে সুস্পষ্টভাবে ধর্ম-কায়ের উপরে কল্পিত এক চতুর্থ কায় ।

ব্রাহ্মণ্য অদ্বৈতবাদী ধারণা ধর্ম-কায় বুদ্ধের ভাবেতে ইতিমধ্যে রয়েছে, এবং এই ভাব সম্পূর্ণ বাক্যের ধারায় প্রকাশ পেয়েছে বজ্র-সত্ত্বের ভাবেতে, যাহা হচ্ছে শর্তাধীনের এবং বস্তুগতের সকল অপবিত্র দূরীভূত পবিত্র আত্মজ্ঞান ; তিনি সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করে আছেন-সকল ধর্মের আভ্যন্তরিক মূলনীতি-বিভিন্নতার মধ্যে একতা ; তিনি হচ্ছেন অসীম জ্ঞানের এবং গুণের অধিকারী, সার্বজনীন সহানুভূতির অধিকারী-তিনি হচ্ছেন প্রভু বুদ্ধ ।

কেবল বাস্তব বিষয় বিচার করে এইরূপ যে সাধারণতঃ বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্র-সত্ত্বকে সর্বোচ্চ প্রাণীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তন্ত্রগুলির অনেকেই এই সর্বোচ্চ দেবতাকে অভিবাদন সহ আরম্ভ করেছিল নির্দিষ্ট অর্থের শব্দগুলিতে যাহা ব্রহ্মনেও সমভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে । এখানে লিখিলে ইহা চিত্তাকর্ষকও হচ্ছে যে সঙ্গীতি-প্রকারের সকল বৌদ্ধ তন্ত্রগুলি<sup>১০৫</sup> শুরু করেছে বুদ্ধগণের, বোধিসত্ত্বগণের এবং অসংখ্য অপর স্বর্গীয়গণের, পার্থিব এবং ভৌতিক প্রাণিগণের সমাবেশ সহ, তাঁহারা সমবেত হয়েছিলেন সর্বোচ্চ প্রভুর বাক্য শ্রবণ করবার জন্ম, যিনি হচ্ছেন বজ্র-সত্ত্ব ।<sup>১০৬</sup>

বজ্র-সংস্কার ভাবের সহিত সংযুক্ত বজ্রযানের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নিজের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উপনিষদের মতে, ব্রহ্মন্ যে হচ্ছে চিরকাল ধরে বিশ্বব্যাপী এবং ব্রহ্মাণ্ডের অতীত, সেই তাকে নিজরূপে ভিতরে উপলব্ধি করতে হবে। ব্রহ্ম-উপলব্ধি বাস্তবিকভাবে অর্থ করে ব্রহ্মন্ রূপে নিজের উপলব্ধি। বৌদ্ধ তত্ত্বগুলি আরও বলে যে সাধক যিনি বজ্রসংস্কারে উপলব্ধি করেছেন, তিনি নিজে বজ্র-সংস্কার হন। বজ্রসংস্কারে উপলব্ধি করাই হচ্ছে উপলব্ধি যে সকল অস্তিত্ব হচ্ছে কিছুই নয়, কিন্তু শূন্যতা তাহার পবিত্র প্রকৃতিতে; কিন্তু একবার যদি সাধক তাঁহার উপলব্ধির দ্বারা এই জ্ঞানে বিভূষিত হন, তিনি হন বজ্র-সংস্কার। তাঁহাকে আবার মহা-সংস্কার বলা হয়, কারণ তিনি অসীম জ্ঞানের পরম সূত্রে পরিপূর্ণ; যেহেতু তিনি ধর্মীয় সময়ের প্রকৃত পন্থায় নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত করেছেন, তাঁহাকে সময়-সংস্কার বলা হয়; যেহেতু তিনি জ্ঞানের আসক্তির জগৎ নিয়মানুবর্তিমূলক পদ্ধতির সহিত শাস্ত্রতভাবে সংযুক্ত রয়েছেন, তাঁহাকে বলা হয় বোধি-সংস্কার; এবং যেহেতু প্রকৃত জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত রয়েছেন, তাঁহাকে বলা হয় জ্ঞান-সংস্কার।<sup>১০৭</sup> জ্ঞান-সিদ্ধিতে জোরালো ভাবে বলা হয়েছে যে আমাদের বোধি-চিন্তা, যেটি হচ্ছে বজ্রের প্রকৃতি, সে নিজে হচ্ছে বুদ্ধত্ব; সুতরাং নিজ রূপে সমস্ত বস্তুর চিন্তার মাধ্যমে বুদ্ধত্বকে উপলব্ধি করতে হবে।<sup>১০৮</sup> এইরূপ ধাপে একজন মানুষ নিজেকে উপলব্ধি করে সকল বস্তুতে, সর্বত্র, সকল দিকে, সকল উপায় দ্বারা এবং চিরকালের জগৎ এবং তিনি উপলব্ধি করেন সার্বজনীনতায় নিজেকে সার্বজনীন সম্পূর্ণভাবে বোধি-জ্ঞানীরূপে।<sup>১০৯</sup> সর্বোচ্চ প্রাণী রূপে নিজের এই উপলব্ধি হচ্ছে দেবতা রূপে নিজের উপলব্ধি এবং এই প্রক্রিয়াকে প্রায়োগিকভাবে বলা হয় স্বাধি-দৈবত-যোগ।<sup>১১০</sup> ইহা পুনঃপুনঃভাবে নির্দিষ্ট করেছে যে দেবতা রূপে নিজেকে উপলব্ধি করা উচিত এবং তখন সকল প্রচলিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং আনুষ্ঠানিক সহ ইহাকে পূজা করা উচিত।<sup>১১১</sup> প্রজ্ঞো-পায়বিনিশ্চয়-সিদ্ধিতে ইহা বলা হয় যে বোধিচিন্তার আকারে সকল অস্তিত্বের প্রকৃতি হচ্ছে প্রভু; তিনি হচ্ছেন প্রভু, বজ্রের ধারক এবং

প্রকৃতই এই নিজ হচ্ছে ঈশ্বর।<sup>১১২</sup> অধিকাংশ এই সাধনগুলিতে ইহা দেখা যায় যে দেবতাগণ এবং দেবীগণ প্রথমে ভাবা হয়েছিল যে সৌরতে অথবা চান্দ্রতে অথবা পদ্মতে, কিন্তু সকল দলটি তখন নিজের সহিত অভিন্ন রূপে ভিতরে ধ্যান করিবে। পৃথক-ক্রমের স্বাধিষ্ঠান-ক্রম আত্ম-পূজার এই মতবাদ সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছে। যোগিন্ প্রথমে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতিতে ধ্যান করবেন এবং মনের গভীর একাগ্রতার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে মোহজনক রূপে পরিদৃশ্যমান জগতের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করবেন ; তখন তিনি উপলব্ধি করবেন বজ্র-সম্বন্ধে যিনি অস্তিত্বের এবং অস্তিত্বহীনের সকল শ্রেণী হতে মুক্ত আছেন ; তিনি সকল আকার সহ বিভূষিত আছেন, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে কোন আকার কল্পনা করা যায় না এবং তখন ইহা যোগ দিলে ইহা হয় যে নিজেকে উপলব্ধি করলে এই বজ্রসম্বন্ধে উপলব্ধি করা হয়। এখানে ‘নিজ’ সর্ব-শক্তিমান, সার্বজনীন বুদ্ধত্ব রূপে বর্ণিত হয়েছে, অতএব, ইহা নির্দিষ্ট হয়েছে যে যত্নের সহিত নিজেকে সর্বদা পূজা করা উচিত।<sup>১১৩</sup> সকল মন্ত্রগুলি এবং মুদ্রাগুলি - প্রত্যেকটি বস্তুকে নিজের পূজার জন্য প্রয়োগ করা উচিত। বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে প্রত্যেকটি বস্তুকে শূন্যতা-প্রকৃতিতে প্রথমে উপলব্ধি করা উচিত এবং পরে নিজরূপে চিন্তা করা উচিত।<sup>১১৪</sup> অপরিবর্তনীয় এবং সর্বপরিব্যাপ্ত প্রকৃতি রূপে নিজের এই উপলব্ধি হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান (আত্মার দৃঢ়তা) এবং এই স্বাধিষ্ঠান হচ্ছে সকল যোগের গুপ্ত বিষয়।<sup>১১৫</sup>

শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে বজ্র-সম্বন্ধের ধারণার ক্রমবিকাশে বজ্রযানে এক নতুন দেবতামণ্ডলীর সৃষ্টি হয়েছে। বজ্র-সম্ব হচ্ছেন বোধিলাভী প্রথম দেবতা আদি-বুদ্ধ। এই সর্বোচ্চ দেবতা অধিকার করে আছেন পাঁচ প্রকার জ্ঞানকে যা হচ্ছে তাঁর পাঁচ স্বাভাবিক গুণের মত। এই পাঁচ স্বাভাবিক গুণ হতে পাঁচ প্রকার ধ্যানের সৃষ্টি এবং এই পাঁচ প্রকার ধ্যান থেকে নির্গত হন পাঁচ দেবতা যারা ধ্যানী বুদ্ধ বলে পরিচিত হয়েছেন।

নেপালের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে, স্বভাব [স্ব (নিজ), ভাব (প্রকৃতি) (আদি-বুদ্ধ)] হচ্ছেন বজ্রস্ব ১১৬ ( বজ্র, বজ্র অথবা হীরক, স্ব, যথার্থ প্রকৃতি) ( যার যথার্থ প্রকৃতি হচ্ছে বজ্র )। নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য থেকে জানা যায় যে, বজ্রস্ব নিজে সুমেরু পর্বতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। “মূল্যবান মণিময় এক পদ্ম-ফুল পাহাড়ের চূড়ায় আবির্ভূত হয়েছিল যা হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র এবং ইহার উপরে উদ্ভিত হয়েছিল এক অর্ধচন্দ্র এবং যাহার উপরে সমাসীন ছিলেন বজ্রস্ব। নেপালের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রতীক ছিল পদ্ম-ফুল থেকে উদ্ভিত এক ত্রিশূল, যার দ্বারা অনুমান করা যায় যে সুমেরু পর্বতের উপর আদি-বুদ্ধ রূপে বজ্রস্বের অভিব্যক্তি হয়েছিল।” ১১৭

মিউসে গিমেতে ১১৮ একটি বসা অবস্থায় বোধিস্ব অথবা চার মুখ সহ মুকুট পরিহিত বুদ্ধ আছেন। তাঁর বজ্রযুক্ত হাতগুলো ধ্যান মুদ্রায় আছে। কোন কোন পণ্ডিত এই বজ্রস্বকে আদি-বুদ্ধ বলে সনাক্ত করেছেন কারণ আদি-বুদ্ধ সর্বদা বোধিস্বের অলংকার পরিধান করেছিলেন। ১১৯ ব্রহ্মা, যিনি সকল ব্রাহ্মণ্য দেবতাগণের প্রধান বলে বিবেচিত হয়েছিলেন তাঁর ছিল চার মুখ। ১২০ সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবেই চতুমুখবিশিষ্ট বজ্রস্ব আদি-বুদ্ধের সৃষ্টি। ১২১

বজ্রস্ব সর্বদা পাণ্ডুলি আড়াআড়িভাবে বদ্ধ অবস্থায় পদ্মের উপর সমাসীন। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করা যায় যে একটি পদ্মের সাহায্যে তাঁর দক্ষিণ পাটি লম্বমান হয়ে স্থাপিত ছিল। ১২২ তাঁর অন্ধাভোর প্রতিমূর্তি সহ একটি মুকুট ছিল। ১২৩ তাঁর পরিচ্ছদ এবং অলংকার-গুলি ছিল একজন ধ্যানী-বোধিস্বের মত। তিনি তাঁর ডান হাতে বজ্র ধরেছিলেন এবং বাম হাতে রেখেছিলেন ঘণ্টা। দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি বৃকের সামনে ডান হাতে বজ্র ধরেছিলেন; এবং বাম হাতে ঘণ্টা ধরেছিলেন। ১২৪ অপর ধ্যানী বোধিস্বগণের বিপরীত তিনি সর্বদা মুকুট পরিহিত অবস্থায় শক্তি সহ অথবা কখনও কখনও শক্তি শক্তি ছাড়াই বর্তমান। ১২৫ যব্-ইয়ুম্ আকারে যেন তিনি তাঁর শক্তিকে নিবিড়ভাবে বৃকে ধারণ করে রয়েছেন। ১২৬

জাপানে বজ্রসত্ত্ব কোঙ্কোসত্ত্ব রূপে পরিচিত।<sup>১২৮</sup> জাপানীদের মতে <sup>১২৯</sup> ত্রৈলোক্যবিজয় বোধিসত্ত্ব ছিলেন বজ্রসত্ত্ব। কোঙ্কো-সত্ত্বের অবস্থান সম্পর্কে একটি বিতর্ক আছে। পণ্ডিতেরা তাঁকে তিব্বতের বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি জাপানী বোধিসত্ত্বের মত সর্বদা পরিচ্ছদ পরিহিত।<sup>১৩০</sup> সমাসীন অবস্থায় তাঁর পাগুলো আড়াআড়িভাবে বদ্ধ। তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে বুদ্ধে বজ্র ধরেছেন এবং বাম হাত দিয়ে বাম হাঁটুতে ঘণ্টা ধারণ করেছেন। তিনি দুই থেকে ছয় অথবা অধিক বাহুযুক্ত। তিনি কখনও শাস্ত্র কখনও বা ভয়ঙ্কর।<sup>১৩১</sup>

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ দুই দেবতা বজ্রধরের এবং বজ্রসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন যে ভারতবর্ষে বজ্রধর অপরিচিত একথা ঠিক নয় কারণ তিনি নেপালে বজ্রধরের বহুসংখ্যক প্রকৃত ভারতীয় প্রতিমূর্তির আবিষ্কার করেছেন এবং বজ্রধর সেখানে পূজিত হন।

নেপালের বজ্রধর সম্প্রদায়ের কাছে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ এবং ষষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন সর্বোত্তম দেবতা। এই ছয়জন বুদ্ধ অকনিষ্ঠ স্বর্গে শাস্তিপূর্ণ গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁরা স্বয়ং সৃষ্টি করেন না, কিন্তু সময়ে তাঁদের দেহ থেকে যে বোধিসত্ত্বগণ নির্গত হন তাঁদের কাজ হচ্ছে সৃষ্টি করা।

পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধের ধারণা বোধ হয় পঞ্চস্কন্ধের স্বভাব থেকে উৎপন্ন হয়েছে (পঞ্চ স্কন্ধ স্বভাবতঃ পঞ্চস্কন্ধজিনাঃ স্মৃতাঃ) এবং ধ্যানী বুদ্ধগণ পাঁচ স্কন্ধের একে অন্যের উপর আধিপত্য করেছেন বলা হয়। বজ্রসত্ত্ব, যিনি হচ্ছেন ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ, তিনি মনের উপর আধিপত্য করেছেন। সমষ্টিগতভাবে তিনি হচ্ছেন পাঁচ স্কন্ধের প্রতিক্রম। এই সকল ছয় ধ্যানী বুদ্ধ থেকে যারা উৎপন্ন হয়েছেন তাঁদের বলা হয় বোধিসত্ত্ব। যেমন, পদ্মপাণি হচ্ছেন অমিতাভের বোধিসত্ত্ব, অঙ্কোভের বজ্রপাণি, বৈরোচনের সমস্তভদ্র, রত্নসম্ভবের রত্নপাণি, অমোঘসিদ্ধির বিশ্বপাণি এবং বজ্রসত্ত্বের ঘণ্টাপাণি।

বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন ধ্যানী বুদ্ধ। কিন্তু তিনি যে পরিচ্ছদ এবং অলংকার পরিধান করেন সেই বিষয়ে অন্যান্য ধ্যানী বুদ্ধ থেকে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহার পরিচ্ছদ হচ্ছে রাজোচিত এবং অলংকারগুলি মূল্যবান। ধ্যানী বুদ্ধগণ কেবলমাত্র ত্রিচীবর পরিহিত। কোন অলংকার নেই।

দশম খৃষ্টাব্দের শুরু পর্যন্ত, বজ্রধরের ধারণা অজ্ঞাত ছিল। বজ্রধর মানেই হচ্ছেন “বজ্রের ধারক” “শূন্যতার ধারক” অর্থাৎ তিনি নিজেকে ইতিপূর্বে শূন্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন। স্বভাবতঃ, বজ্রধর-ছিলেন বজ্রধ্যানী বৌদ্ধগণের শ্রেষ্ঠ আরাধ্য দেবতা। তাঁর অস্তিত্ব ইচ্ছা ছিল নিজেকে শূন্যতার সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া, নির্বাণ লাভ করা, বজ্রধর হওয়া। বজ্রধর শূন্যতা লাভ করেছেন, তাই তাঁর কোন আকার নেই। তিনি সর্বোচ্চ স্বর্গে অকনিষ্ঠে পৌঁছেছেন, এবং তাঁর আকার বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে বজ্রধর সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছিল।

নালন্দা মহাবিহারে আদি-বুদ্ধের এবং কালচক্রের মতবাদের উৎপত্তি হয়েছিল। শেষে বজ্রধর আদি-বুদ্ধের সহিত মিলিত হয়েছিল।

অতএব, আদি-বুদ্ধ, কাল-চক্র এবং বজ্রধর একই। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন আদিম-বুদ্ধ যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। আদি-বুদ্ধ বা বজ্রধর হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এবং পঁচ ধ্যানী বুদ্ধ এবং অন্যান্য তথাগতগণের স্রষ্টা।

স্বয়ম্ভূ পুরাণে বলা হয়েছে যে পুরোহিতগণ আদি-বুদ্ধকে কল্পনা করেছিলেন ছুটি বিভিন্ন আকারে এককরূপে এবং যব-ইয়ুম রূপে। যখন তিনি একক তখন তাঁর বর্ণ নীল এবং পরিধানে স্বর্গীয় অলংকার এবং পোশাক। তিনি বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর সমাসীন। তাঁর এক হাতে বজ্র, অন্যহাতে ঘণ্টা এবং তাঁর বুকে বজ্রহৃৎকার মুদ্রা।

বজ্রধরের শক্তি হচ্ছেন প্রজ্ঞাপারমিতা, যাঁর আলিঙ্গনে তিনি সময়



সময় যব-ইয়ুমে রূপান্তরিত। প্রজ্ঞাপারমিতা তাঁর ডান হাতে বহন করছেন করত্রি এবং বাম হাতে কপাল এবং আলিঙ্গন করছেন বজ্রধরকে।

ধ্যানী বুদ্ধ, বজ্রসঙ্কেত আবার দুই বিভিন্ন আকারে—একক এবং যব-ইয়ুমে কল্পনা করা হয়েছে। যখন তিনি একাকী তখন বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে তিনি পদ্মের উপর সমাসীন। তিনি মূল্যবান অলংকার এবং রাজকীয় পোশাকে সজ্জিত। তিনি ডান হাতে বুদ্ধের সামনে বজ্র ধারণ করে আছেন এবং করতল আছে উপরদিকে। তিনি বাম হাতে কোমরের কাছে ঘণ্টা বহন করছেন।

যখন যব-ইয়ুমের আকারে তখন তিনি দ্বার শক্তির দ্বারা আলিঙ্গনে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রয়েছেন। স্তূতরাং বজ্রধর এবং বজ্রসঙ্কেত ঠিক এক বলা যায় না।<sup>১৩২</sup>

অষ্টম খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তিব্বতের নিঙ্-মা-পা সম্প্রদায় আদি-বুদ্ধ অথবা আদিম বুদ্ধ রূপে সমস্তভদ্রকে উল্লেখ করেছে।<sup>১৩৩</sup> নেপালে এবং তিব্বতে আদি-বুদ্ধ তাঁহার শক্তির সঙ্গে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হয়েছেন। সেই সময় তিনি যোগান্দ্র এবং তাঁর শক্তি দিগম্বরী রূপে পরিচিত ছিলেন।<sup>১৩৪</sup> এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে যদিও আদি-বুদ্ধ একজন বুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি সর্বদা মুকুট এবং অলংকার পরিহিত এবং তাঁর পোশাক ছিল একজন রাজপুত্রের মত। তাঁর স্ত্রী বা শক্তি আদি-ধর্ম রূপে (আদি প্রজ্ঞারূপে) পরিচিত ছিলেন।<sup>১৩৫</sup>

কন্যু কবেসে তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে আদি-বুদ্ধের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, <sup>১৩৬</sup> “তিব্বতী বৌদ্ধধর্মকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, প্রারম্ভিক পর্যায় এবং পরের পর্যায়। প্রারম্ভিক পর্যায়ের এক সম্প্রদায় নিঙ্-মা-পাতে আদি-বুদ্ধ সমস্তভদ্র অথবা বজ্রসঙ্কেত রূপে বিবেচিত হয়েছেন। সমস্তভদ্র এবং বজ্রসঙ্কেত প্রবৃত্তির এবং নিবৃত্তির স্বভাবগুলি অধিকার করে আছেন। ভগবান (প্রভু) এই পৃথিবীতে বোধিসত্ত্ব রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বোধি জ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং পরে সকল প্রাণীর কাছে ধর্ম প্রচার

করেছিলেন। তিনি হচ্ছেন বোধিসত্ত্ব যানে সমস্তভদ্র এবং বজ্রযানে বজ্রসত্ত্ব। উভয়ে একই স্বভাবের অধিকারী এবং তাঁরা ধ্যানের আকারে তাঁদের বোধি জ্ঞানের ভিতরের বস্তু সকলকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্য ধ্যানী-বুদ্ধগণকে উৎপাদন করেন। দেব-দেল-গৌ-পোতে উল্লেখ আছে যে নিঙ্-মা-পা পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণকে অথবা তিনজন ধ্যানী বুদ্ধগণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইহা জানা যায় যে এই বুদ্ধগণ মহা-বৈরোচন সূত্রের এবং তত্ত্বসংগ্রহ সূত্রের মতবাদ হতে উৎপত্তি হয়েছিলেন, অর্থাৎ তিন ধ্যানী বুদ্ধগণের ধারণা মহা-বৈরোচন সূত্র হতে এবং পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধগণের ধারণা তত্ত্বসংগ্রহ সূত্র হতে উদ্ভূত হয়েছিল। ধ্যানের অবস্থাতে বিভিন্ন প্রাণীকে বাঁচাবার জন্য, আদি-বুদ্ধ পাঁচ ধ্যানী বুদ্ধগণকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে প্রত্যেকে অধিকার করে আছে বজ্র, মহামুদ্রা এবং কুল। পরের পর্যায়ে তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের সকল সম্প্রদায়গুলি যথা করগুট্-পা, কদম-পা এবং সকা-পা অপরিহার্য মতবাদ রূপে গুহা সমাজকে বিবেচনা করে। দেব-দেল গৌ-পো মতে, গুহা সমাজ পদ মানে দেহের, বাক্যের এবং মনের তিন বিভিন্ন দিক যাকে বলা হয় গুহা অথবা গুপ্ত বা লুক্কায়িত এবং তাদের দলকে বলা হয় সমাজ অথবা সভা। এই মণ্ডলী সকল বুদ্ধগণকে প্রতীক করেছে। এই কারণে বুদ্ধগণের ব্রহ্মাণ্ডের অতীত দেহকে, বাক্যকে এবং মনকে বলা হয় গুহা অথবা লুক্কায়িত, কারণ সেগুলো শ্রাবকগণ এবং প্রত্যেক বুদ্ধগণ হতে লুক্কায়িত ছিল। প্রদিপোদ্ধোতন-নাম টীকা মতে, বজ্রধর এই পদটির অর্থ হচ্ছে বুদ্ধগণের সকল কুলের যথার্থ প্রকৃতি (আত্মন), অর্থাৎ পাঁচ কুল বলে পরিচিত যারা তারা হচ্ছে পদ্ম, বজ্র, রত্ন, কর্ম এবং বৈরোচন। অনাদি এবং অনন্ত আদি-বুদ্ধ, মহান চেতনা জীবন্ত আকারে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন, জ্ঞান-কায় বা জ্ঞানের দেহ, স্বভাবের দ্বারা তিন-কায়ের অধিকারী, তিন যানের অধিকারী। ঠিক যেমন নিঙ্-মা-পাতে সেই রকম এই টীকাতে আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন বজ্রধর অথবা বজ্রসত্ত্ব। কিন্তু এখানে সর্বতথাগত-তত্ত্বসংগ্রহ-মহাযান সূত্রে

বাইরের তন্ত্র রূপে বিবেচিত হয়েছে এবং গুহ্যসমাজ আভ্যন্তরিক তন্ত্র রূপে বিবেচিত হয়েছে।” জাপান কখনও ‘আদি-বুদ্ধ’ শব্দ ব্যবহার করেনি। বাস্তবিক পক্ষে এই শব্দ জাপানে অপরিচিত ছিল। কিন্তু ধ্যানী বুদ্ধগণ, অমিতাভ এবং বৈরোচন বুদ্ধ জাপানে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত। কনু্য কবেসে বলেন, ১৩৭ “জাপানী বৌদ্ধধর্মে আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন মহাবৈরোচন তথাগত, এবং সকল বুদ্ধগণ, বোধি-সত্ত্বগণ এবং অপর দেহীগণ হচ্ছেন আদি-বুদ্ধের প্রতিকলিতকায় স্বরূপ। আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন সম্পূর্ণ বুদ্ধ এবং একজন ধ্যানী বুদ্ধ হচ্ছেন আংশিক বুদ্ধ। একজন হচ্ছেন ‘সার্বজনীন-প্রবেশ পথ,’ এবং অন্যজন ‘এক-প্রবেশ পথ’। কোবে-দৈষির ব্যাখ্যা অনুসারে, ধর্মকায় রূপে মহাবৈরোচন তথাগত সিদ্ধন মতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁর মূর্ত অথবা প্রতিকলিত কায়গুলি জনসাধারণে প্রচলিত উপদেশগুলি শিক্ষা দিয়েছিল। ধর্মকায় শিক্ষা দেয় সিদ্ধন মতবাদ। অতএব, সিদ্ধন মতবাদের সূত্রগুলি হচ্ছে জগতের উপদেশগুলি। অপরপক্ষে, মূর্তকায়গুলি বাস করে পারিদৃশ্যমান জগতে এবং জনসাধারণে প্রচলিত উপদেশগুলির প্রভুগণ জগতের প্রাণিগণকে প্রাসঙ্গিক মতবাদগুলি শিক্ষা দেয়। কোবে-দৈষির কেনমিংসু-নিকো-রোনের মতে, সকল বুদ্ধগণ, বোধিসত্ত্বগণ এবং স্বর্গীয় প্রাণিগণ হচ্ছেন প্রতিকলিত কায়গুলি অথবা ধর্ম-কায়ের ধ্যানী বুদ্ধগণ। মহাবৈরোচন তথাগত এবং ধর্ম-কায় নিজে হচ্ছেন আদি-বুদ্ধ। দ্বৈত মতবাদের দুইটি সিদ্ধান্ত এবং দ্বৈতহীন মতবাদ আদি-বুদ্ধের এবং ধর্মকায়, মহাবৈরোচনের মধ্যে কি সম্বন্ধ সে বিষয়ে আলোচিত হয়েছে; এবং দ্বয়-ধর্ম-কায়ের এবং অদ্বয়-ধর্ম-কায়ের মধ্যে পার্থক্য জাপানী গুহ্য মতবাদে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রূপে প্রায়ই আলোচিত হয়েছে। দ্বয়-ধর্মকায় মতবাদ কায়ের এবং মনের দুটি যথার্থ প্রকৃতিকে স্বীকার করে কিন্তু অদ্বয়-ধর্ম-কায় মতবাদ ছয়জন বুদ্ধের ধর্ম-কায়ের একটি যথার্থ প্রকৃতিকে কেবলমাত্র স্বীকার করে। উভয় ধর্ম-কায়গুলি হচ্ছে আদি-বুদ্ধ। পরিদৃশ্যমান জগতে আদিবুদ্ধ দ্বয়ের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং অপরিহার্য

জগতে আদি-বুদ্ধ অদ্বয়ের বিভিন্ন দিক সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।”

কন্য কবেসে<sup>১৩৮</sup> তারপর আদি-বুদ্ধের তিব্বতী এবং জাপানী বিশদ ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, “তিব্বতী ব্যাখ্যায় আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন সমস্তভদ্র অথবা বজ্রধর, কিন্তু জাপানী ব্যাখ্যায় আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন ধর্ম-কায়, বৈরোচন। এরূপ পার্থক্যের কারণ এখানে বর্ণিত হয়েছে : তিব্বতী আদি-বুদ্ধ ধারণা বুদ্ধগুহোর, আনন্দগর্ভের, কেইকর এবং কুকেইর (কোবে দৈষি) দর্শন হতে উদ্ভূত হয়েছিল। ধারণাগুলির পার্থক্য উত্থাপিত হয়েছিল যথাক্রমে শুভকর-সিংহ দ্বারা এবং বুদ্ধগুহাদ্বারা মহাবৈরোচন সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যার প্রণালীর পার্থক্য হতে। শুভকরসিংহের বিশদ ব্যাখ্যা অনুসারে প্রধান বুদ্ধ হচ্ছেন মহাবৈরোচন, আভ্যন্তরিক শিষ্যগণ হচ্ছেন প্রথম মণ্ডলী, দ্বিতীয় মণ্ডলী হচ্ছে নানাবিধ মহান শিষ্যগণ যারা অনুভূতি সম্পন্ন প্রাণিগণকে শিক্ষা দেন, তৃতীয় মণ্ডলী হচ্ছে অপর শিষ্যগণ এবং পবিত্র প্রাণিগণ। অতএব প্রধান বুদ্ধ হচ্ছে ধর্মকায়, প্রথম মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর নিজ প্রতিফলিত কায়গুলি, দ্বিতীয় মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর অপর প্রতিফলিত কায়গুলি, এবং তৃতীয় মণ্ডলী হচ্ছে তাঁর অপর মূর্ত কায়গুলি। প্রধান বুদ্ধ, ধর্মকায়, প্রথম মণ্ডলীকে উৎপাদন করে, এবং তারপর যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়কে। সিঙ্গন উপদেশের অনুসরণকারী প্রথমে তৃতীয় মণ্ডলীতে প্রবেশ করেন, এবং তারপর পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়তে এবং প্রথমেতে, এবং অবশেষে তিনি প্রবেশ করতে পারেন এবং দেখতে পারেন প্রধান বুদ্ধকে, অর্থাৎ ধর্ম-কায়কে। অপরপক্ষে, বুদ্ধগুহার বিশদ ব্যাখ্যা হচ্ছে : প্রধান বুদ্ধ হচ্ছেন ত্রিভুজ মুদ্রা, প্রথম মণ্ডলী হচ্ছে সময়-মুদ্রা, বজ্রস্ব এবং সমস্তভদ্র, দ্বিতীয় মণ্ডলী হচ্ছে শাক্যমুনি বুদ্ধ, এবং তৃতীয় মণ্ডলী হচ্ছে মঞ্জুশ্রী এবং অগ্ন্যাগ্নরা। প্রধান বুদ্ধ হচ্ছেন ধর্মকায়ের অবস্থা এবং এই হচ্ছে অবস্থা যেখানে বজ্রস্ব এবং সমস্তভদ্র প্রবেশ করেন যখন তাঁরা বোধিজ্ঞান উপলব্ধি করেন। দ্বিতীয় মণ্ডলী হচ্ছে শাক্যমুনি বুদ্ধ, মূর্ত কায়, তিনি এই জগতের

অমুভূতিসম্পন্ন প্রাণিগণকে শিক্ষা দান করেন, এবং তৃতীয় মণ্ডলী হচ্ছে মঞ্জুশ্রী এবং অপর বোধিসত্ত্বগণ যারা বোধিজ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করেন। এই গুলি হচ্ছে বজ্রসত্ত্বের এবং সমস্তভদ্রের বর্তমান বোধি জ্ঞান কায়ের তিন বিভিন্ন দিকের অভিব্যক্তি। অতএব প্রধান বুদ্ধ অবস্থা হচ্ছে বোধিজ্ঞানে ধর্মকায়কে দেখা, এবং দ্বিতীয় অবস্থা বাহ্যিক জগতে বর্তমান বোধিজ্ঞান কায়কে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, এবং তৃতীয় হচ্ছে বোধিসত্ত্বগণের অবস্থা যা অপেক্ষা করে বর্তমান বোধিজ্ঞান কায়ের জন্য। অতএব, শুভকরসিংহের মতে, আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন প্রধান বুদ্ধ, যথা ধর্মকায়, মহাবৈরোচন; কিন্তু অপরপক্ষে, বুদ্ধগুহ্য মতে, আদি-বুদ্ধ হচ্ছেন প্রথম মণ্ডলীর বর্তমান বোধি-জ্ঞান কায়, যথা, সমস্তভদ্র, বজ্রসত্ত্ব এবং অগ্নাগুরা। বুদ্ধগুহ্যের **তত্ত্বসংগ্রহ সূত্রের** চীকাতে উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহা সম্ভবতঃ আদি-বুদ্ধের এক-যান (একটি যান) এবং ত্রি-কায় (তিন যানগুলির) বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

এল, এ, ওয়াডেল আদি-বুদ্ধ সম্বন্ধে এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, “ইহা দেখা যাবে যে পাঁচ স্বর্গীয় জিনগণ চার দিকগুলির প্রত্যেকটিতে একজন করে বসে বসার জন্য এবং মধ্যস্থলে পঞ্চমকে স্থাপন করার জন্য এইরূপভাবে বিতরিত হয়েছেন এবং প্রধান স্থান অতএব তাঁহাকে দেওয়া হয়েছে যথা বৈরোচন। সমস্তভদ্র হচ্ছেন বৈরোচনের স্বর্গীয় পুত্র।”<sup>১৩৯</sup>

বোধিসত্ত্বের অলংকারগুলি এবং পরিচ্ছদগুলি সহ আদি-বুদ্ধের কতকগুলি প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল।<sup>১৪০</sup> তাঁদের ছিল উষ্ণীয় অথবা চিন্তামণি মণি দিয়ে চুল বাঁধা ছিল। কখন কখন তাঁদের ছিল ওরগা এবং কাণগুলির দীর্ঘ নিম্নভাগ ছিল। কিন্তু সমস্তভদ্রের অলংকার এবং পোশাক ছিল না।

নিম্নে আদি-বুদ্ধের এক তালিকা দেওয়া হল :

আদি-বুদ্ধগণ<sup>১</sup> ৪১

আদিম হিসেবে	বজ্রধর	বজ্রসদ্ব	সমস্তভদ্র
পূজিত	হলুদ টুপি	লাল টুপি	সংস্কার হীন লাল
স্বারা	সম্প্রদায়	সম্প্রদায়	টুপি সম্প্রদায়

বর্ণ	নীল, কখন কখন স্বর্ণ	সাদা	নীল
মুদ্রাগুলি	বজ্রহুমকার মুদ্রা কাঁধের	বক্ষতে দক্ষিণহাত বজ্র	বজ্রহুমকার
এবং	সামনেতে বজ্র এবং	ধরে ; কোলে অথবা	
পাণ্ডুলি	ঘণ্টা পদ্মতে ধরে	কোমরের নীচের অংশে	
	আছে	বাম হাতে ঘণ্টা	

আসন	ধ্যান	ধ্যান অথবা ললিত	ধ্যান
শাক্তি	প্রজ্ঞাপারমিতা		

অলংকারগুলি	বোধিসত্ত্ব	বোধিসত্ত্ব	নগ্ন ; অলংকারহীন
অপর	কর্মবজ্র, পদ্ম	দণ্ডায়মান ; দক্ষিণ হাতে	যব-ইয়ুম ;
আকার-	আছে বাম	বক্ষতে বজ্র ধরে আছে	উভয়ে নগ্ন
গুলি	হাতে ; দক্ষিণ	অথবা কর তালুতে সমভাব	এবং কোন
	হাতে আছে	হয়েছে অঙ্গুলি নির্দেশে, বাম	পরিচ্ছদ নেই
	বিতর্ক মুদ্রা	হাত ধরে আছে ঘণ্টা যা	
		পা-কে চাপ দিচ্ছে	

ধর্মবজ্র

বিশ্ববজ্র হচ্ছেন বক্ষেতে  
দক্ষিণ হাতে ; বাম হাতে  
কোমরের নীচের অংশে  
ঘণ্টা ধরে আছে

যোগেশ্বর এবং শক্তি দিগম্বর। পদ্ম দ্বারা অবলম্বিত ডান  
 উভয়ে নগ্ন আছে ; তাঁর পদতল সহ ললিতাসনে  
 হাতগুলি আছে ধর্মচক্র মুদ্রাতে ; আসীন। দক্ষিণ হাত বরদ  
 তিনি (স্ত্রী) ধ্যানমুদ্রাতে এক মুদ্রাতে ; বিতর্ক মুদ্রাতে  
 পত্র ধরে আছেন বামহাত ধরে আছে  
 পদ্মের বোঁটা যা কাঁধের  
 সামনেতে বজ্র এবং ঘণ্টা  
 ধরে আছে।

যব-ইয়ুম আকার আদি-বুদ্ধ  
 এবং আদি-ধর্ম। তিনি  
 বজ্রহুমকার মুদ্রায় বজ্র এবং  
 \*ঘণ্টা ধরে আছেন ; শক্তি  
 তাঁর আলিঙ্গনে কপাল  
 এবং করত্রিক ধরে আছেন

## পাদটীকা

- ১। বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিট আইকোনোগ্রাফী, পৃ: ৪২
- ২। ঐ, পৃপৃ: ৪২ এবং ৩৮৭, পাদটীকা ১ : শ্রী কালচক্রভঙ্গ ভারতে দশম খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল এবং ভিক্তিতে একাদশ খ্রীষ্টাব্দে —জেমস হেসটিংস, এনসাইক্লোপেডিয়া অফ রিলিজান এণ্ড এথিকস, খণ্ড ১, পৃ: ২৫
- ৩। বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিট আইকোনোগ্রাফী পৃপৃ: ৪২-৪৩
- ৪। এল, এ, ওয়াডেল, বুদ্ধিজন্ম অফ টিবেট অথবা লামাইজম, পৃপৃ: ১৫ এবং ১৩১; এস, বি, দাসগুপ্ত, এন ইনট্রোডাকশান টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজন্ম, পৃপৃ: ৬৪-৬৫
- ৫। জয়নাল অফ্ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ২, ১৮৩৩, পৃপৃ: ৫৭-৫৮
- ৬। ঐ, পৃ: ৫২
- ৭। জি, পি, মল্লসেকর, ঐ এনসাইক্লোপেডিয়া অব্ বুদ্ধিজন্ম অচল—অবেন পৃ: ২১৩ পাদ টীকা ১ “প্রারম্ভিক ধাপগুলির সহিত তুলনা করে পার্থক্য দেখানোতে উন্নয়নের এই ধাপের এক উদাহরণ রূপে, ইহা অঙ্গুলি তুলে নির্দেশ করা হয়েছে যে যখন পরে নিয়মগুলি সাধারণভাবে গৃহীত, পড়া হয়, “কারণগুলি হতে সকলের বাহা অগ্রগতি হয়, তথাগত কারণকে ব্যাখ্যা করেছেন,” “আন্তিকবাদ” বৌদ্ধধর্মে এইভাবে পড়িবে. “কারণগুলি হতে সকলের বাহা অগ্রগতি হয়, তথাগতই হচ্ছেন কারণ।”—জি, পি, মল্লসেকর, এনসাইক্লোপেডিয়া অফ্ বুদ্ধিজন্ম। পৃ: ২১৩

এইচ, এ, ওল্ডফিল্ড, স্বেচেস ব্রহ্ম নেপাল, খণ্ড ২ পৃপৃ: ৮২ ২২, বৌদ্ধধর্মের আন্তিকবাদ প্রথা বাহা নেপালে অতি লচালিত আছে এবং বিশ্বাস করা হয় যে শাক্যসিংহ কর্তৃক খ্রীঃ ৫৫০ অব্দে গৃহীত হয়েছিল শিক্ষা, দান করে যে এক সাধকমান, সর্বশক্তিমান এবং অশরীরী উৎস সময়ের শুরুতে পূর্ব



## আদি-বুদ্ধ

হতে বর্তমান আছে এবং ইহা পরিব্যাপ্ত করবে সকল অনন্তকাল ব্যাপিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। এই উৎস হচ্ছে দেবতা। তিনি সর্বোত্তম শক্তির অধিকারী এবং সর্বোত্তম বুদ্ধ দ্বারা সজ্জিত, অতএব তাঁকে বলা হয় আদি-বুদ্ধ। তিনি বর্তমান আছেন, তিনি ছিলেন এবং চিরদিন থাকবেন সম্পূর্ণ বিশ্রামের অবস্থাতে।

আন্তিকবাদী সম্প্রদায়গুলির কতকগুলি আদি-বুদ্ধকে একমাত্র এবং সর্বোত্তম দেবতা, তাঁহার মধ্যে সকলের প্রথম কারণ, শ্রষ্টা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সংরক্ষণকারী হিসেবে দেখে।

আন্তিকবাদী সম্প্রদায়গুলির অনেকে বিশ্বাস করে যে যখন আদি-বুদ্ধ প্রতিনিধিত্ব করে সর্বোত্তম প্রজ্ঞাকে অথবা চিন্তাকে, তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং তাহার অংশ গঠন করে, তথাপি, একই সময়ে তা হতে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র, অল্প একজন প্রাণী, স্বর্গীয় এবং শাস্ত, যিনি বিষয়কে প্রতিনিধিত্ব করেন, একজন যিনি জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সক্রিয় শক্তির হচ্ছেন যোগফল। এই প্রাণীকে অথবা উৎসকে তারা বলে আদি-ধর্ম অথবা আদি প্রজ্ঞা। এই দুই স্বর্গীয় মূলনীতিগুলি অথবা উৎসগুলি চিন্তের এবং বিষয়ের প্রতীকরূপে ব্যবহৃত-হয় তাদের সংযোগে এবং সম্মিলিত কার্যে একজন সর্বোত্তম প্রাণী গঠিত হয়, তিনি কেবলমাত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন তা নহে, এবং ইহাকে রক্ষাও করেন, কিন্তু যিনি, তাঁর ইচ্ছাশক্তির দ্বারা স্বর্গীয় দেবতগণের অথবা বুদ্ধগণ, অনুরূপভাবে ক্ষুদ্রতর হিন্দু দেবতাগণ, সকলকে সৃষ্টি করেছেন বলে ভাবা হয়, প্রজ্ঞা।

সময় সময় আন্তিকগণ কর্তৃক এই সর্বোত্তম প্রাণী আদি-বুদ্ধ অথবা “সর্বোত্তম প্রজ্ঞা” এবং মধ্যে মধ্যে স্বয়ম্ভু অথবা “স্বয়ং বর্তমান” বলে কথিত হয়েছেন। তিনি সকলের পূর্বে ছিলেন, এবং সকলের উপরে আছেন; তিনি সৃষ্ট হন নাই, কিন্তু তিনি হচ্ছেন শ্রষ্টা। তিনি হচ্ছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রক্ষাকর্তা এবং শাসন-কর্তা। আন্তিকবাদ বৌদ্ধগণের সকলেই বিশ্বাস করেন মানবীয় আত্মার ব্যক্তিগত অস্তিত্বে। তাঁরা বিবেচনা করেন যে আত্মা মৌনিকভাবে আদি-বুদ্ধ, হতে নির্গত হয়েছে এবং যুত্মার পর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির এক দীর্ঘতর অথবা স্বল্পতর পর্যায়ের

পরে, ইহা তাঁর কাছে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে এবং তিনি ইহাকে গঠন করেন। ইহা ইঙ্গিত করে যে আত্মা—সর্বোত্তম আদি-বুদ্ধের অংশ মাত্র।

প্রত্যেক পবিত্র আন্তিকবাদী বৌদ্ধগণের অভিলাষ হচ্ছে এটি আদি-বুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হওয়া।

অতএব আন্তিকবাদী বৌদ্ধগণের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে : প্রথম, যাকে তাঁরা আদি-বুদ্ধ বলেন সেই সর্বোত্তম দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস। দ্বিতীয়, মানবীয় আত্মার ব্যক্তিত্বে এবং অমরত্বে বিশ্বাস। তৃতীয়, বিশ্বাস যে স্বর্গে এই সর্বোত্তম আদি-বুদ্ধের সঙ্গে মিলন।

জড়বাদী এবং আন্তিক বৌদ্ধগণের মধ্যে মতবাদে পার্থক্য-গুলি হচ্ছে কেবল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অহুমান সম্পর্কিত, যদিও এটা একেবারে নামমাত্র। আন্তিকগণ বা বিবেচনা করেন কারণ হিসেবে, জড়বাদীগণ তা বিবেচনা করেন ফলাফল হিসেবে। আন্তিকগণ সকলের মহান প্রথম কারণ হিসেবে আদি-বুদ্ধকে পূজা করেন। জড়বাদীগণ কার্যতঃ বিষয়ের কর্মফলভাণ্ডালিকে দেবত্ব আরোপ করেন এবং প্রকৃতি রূপে দেবত্ব আরোপিত করে তাদের পূজা দেন। যাকে তাঁরা সর্বোত্তম বলে দেখেন এবং আদি-ধর্ম অথবা আদি প্রজ্ঞা বলেন। আন্তিকগণ বলেন যে প্রজ্ঞা নিজে প্রতীয়মান জগতের আকারগুলির উপর শাস্ত্র কার্যে কেবলমাত্র আদি-বুদ্ধের ধর্ম। ইহা জড়বাদীরা অস্বীকার করেন। কারণ তাঁরা ঘৃষ্ণি দ্বারা সমর্থন করেন যে আদি-বুদ্ধ নিজে সৃষ্ট হয়েছেন অতএব, তিনি কার্য-কারণ শৃংখলার অধীন।

আন্তিকগণ বিবেচনা করেন যে আদি-বুদ্ধ পাঁচজন স্বর্গীয় বুদ্ধকে তাঁর নিজ ইচ্ছা শক্তিদ্বারা উৎপন্ন করেছিলেন।

জড়বাদীগণ এই একই স্বর্গীয় বুদ্ধগণের অবস্থিতি স্বীকার করেন, কিন্তু এটা বিশ্বাস করেন না যে কোন সর্বোত্তম দেবতার ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাঁরা সৃষ্ট হয়েছেন। আন্তিক এবং জড়বাদীদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একটা বিষয়ে তাদের মধ্যে মিল আছে যে উভয় বৌদ্ধ ত্রিগুণ—বুদ্ধ, ধর্ম এবং সত্যকে পূজা করেন। পার্থক্য শুধু এই যে জড়বাদীরা ধর্মকে

প্রথম স্থান দিয়েছেন এবং আন্তিকরা বুদ্ধকে প্রথম স্থান দিয়েছেন। উত্তর সম্প্রদায় সন্ত্যকে তৃতীয় স্থান দিয়েছেন।

৮। জি.পি. মললসেকর, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ বুদ্ধিজম, অচল-অকেন পৃঃ ২১৩

৯। এলিস পেট্রী, দি গডস্ অফ নরদান বুদ্ধিজম, পৃঃ ৩

১০। ঐ, পৃঃ ৩, সি ইলিয়ট, হিন্দুইজম এণ্ড বুদ্ধিজম, খণ্ড ৩, পৃঃ ১৭৩

১১। ঐ, পৃঃ ৩

১২। ,, ৩; জি, পি, মললসেকর, ঐ পৃঃ ২১৪; জেমস হেসটিংস, এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস, পৃঃ ২৫; তত্ত্ব হচ্ছে বহু পুরাতন (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রিপোর্ট, ১৮৯৫-১৯০০;—)। ইহা লক্ষ্যনীয়, যে নামসংগীতিতে মঞ্জুশ্রীকে আদি বুদ্ধ বলা হয়। (নামসংগীতি, পংক্তি ৫৫, ১০০)। এই পুস্তকটি নিঃসন্দেহে দশম খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে রচিত হয়েছিল। কারণ ঐতিহাসিক তারনাথ বিব্রাস করেন যে চন্দ্রগোমিন যিনি চন্দ্রকীর্তীর (সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ) সমসাময়িক, ইহার উপরে একটি টীকা লিখেছিলেন (তারনাথ, : ১৫২)।

মঞ্জুশ্রীতে একজন আদি-বুদ্ধের চরিত্র আরোপ করবার ভাল কারণ ছিল, কারণ তিনি হচ্ছেন বোধিসত্ত্বেরও অধিক অর্থাৎ একজন 'জ্ঞানসত্ত্ব', বা ধর্মকায় অথবা ধর্মধাতু-বাগীশ্বর। মূর্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁর হাতে রয়েছে তরবারি যা অস্ত্রতাকে ধ্বংস করে এবং প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক 'সর্বোত্তম পুস্তক'। প্রজ্ঞাপারমিতাকে (পরে পরিচিত আদিপ্রজ্ঞা রূপে) খুবই গোঁড়া গ্রন্থগুলিতে বলা হয় বুদ্ধের মাতা। মঞ্জুশ্রী 'তথাগতের অংশ থেকে সৃষ্ট'। পাঁচ বুদ্ধগণ তাঁর শরীর থেকে উৎপন্ন হয়েছেন। প্রতীক স্বরূপ মূর্তি-গুলিতে পাঁচ বুদ্ধগণকে তাঁর মাথার উপরে স্থাপন করা হয়েছে এবং তাঁর চারটি মুখ দিয়ে তাঁকে সরস্বতীর উজ্জল মুকুট পরিহিত আমি ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, অন্তত তিনি আবার দেবেন্দ্রসদৃশ। (দেবাভিদেবঃ ব্রহ্মাত্মকত্বাং দেবেন্দ্রঃ বিসুস্মভাষত্বাং)। মঙ্গলের প্রতীকরূপে তাঁকে আবার শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মঞ্জুশ্রী হচ্ছেন আদি-বুদ্ধ, কারণ তিনি হচ্ছেন প্রজ্ঞার রাজা

ফাউন্ডার, আইকোনোগ্রাফিক বুদ্ধিক, ২ খণ্ড এবং জ্ঞানসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী আদিবুদ্ধ সাধন, ঋগ্বেদ, ৬১ মঞ্জুশ্রী হচ্ছেন শিল্পকলার, স্বাভাবিক বিজ্ঞান এবং মূর্তি নির্মাণকারীদের পৃষ্ঠপোষক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ক্যাটলগ, দরবার লাইব্রেরী, ৭৭)।

যদিও কতকগুলি দলিলপত্রে মঞ্জুশ্রী হচ্ছেন একজন তাত্ত্বিক আদি-বুদ্ধ, তাঁর উৎপত্তি হচ্ছে কেবলমাত্র দর্শনসংক্রান্ত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অন্বেষণের উপর। তন্ত্রগুলিতে এক বিভিন্ন প্রকৃতির আদিবুদ্ধ আছেন, তিনি ব্রহ্মা অথবা বিষ্ণুর চেয়ে শিবের নিকটতর অর্থাৎ “বজ্রসত্ত্ব-বজ্রধর”।

- ১০। জি, পি. মললসেকর, ঐ পৃ: ১৭৪
- ১১। ঐ, পৃ: ২১৩, সি, ইলিয়ট, ঐ পৃপৃ: ৩৮৭-৩৮৮
- ১২। আর এন সালেটোয়ে, এনসাইক্লোপেডিয়া অফ ইণ্ডিয়ান কালচার পৃ: ১৭
- ১৩। জি, পি. মললসেকর, ঐ পৃপৃ: ২১৫-২১৮
- ১৪। এলিস গেট্টি, ঐ. পৃ: ২
- ১৫। বি, ভট্টাচার্য, ঐ, পৃ: ৪৩
- ১৬। ঐ, পৃপৃ: ১০০-১০১
- ১৭। জি. পি. মললসেকর, ঐ পৃ: ২১৩
- ১৮। আর, এল, মিত্র, দি সংস্কৃত বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অফ নেপাল। পৃপৃ: ২৪২-২৪৮, এইচ, এ, ওল্ডফিল্ড, স্টেচেস ফ্রম নেপাল। খণ্ড ২, পৃপৃ: ১৮৫-১২২, বি, এইচ, হজসন, এসেজ অন দি ল্যাংগুয়েজ, লিটারেচার এণ্ড রিলিজেন অফ নেপাল এণ্ড টিবেট, পৃপৃ: ১১৫
- ১৯। এল, এম, জোসী, টাউজ ইন দি বুদ্ধিস্টিক কালচার অফ ইণ্ডিয়া, পৃ: ৩৪২
- ২০। আর, এল, মিত্র, এম বি সি এন. পৃ: ২৫৮
- ২১। এল, এম, জোসী, এম বি বি আই, পৃ: ২২২, বুদ্ধচরিত অফ অশ্বঘোষ, ১৬, ৩৪; সঙ্ঘম পুণ্ডরীক সূত্র, ২. ৪৭, ৫৬, পৃপৃ: ৩০-৩১
- ২২। জি, পি, মললসেকর, ঐ পৃ: ২১৩;  
জেমস হেসটিংস, ই আর ই, খণ্ড ১, পৃ: ২৪

২৬। ত্রৈ, পৃ: ২১৩; ত্রৈ, পৃ: ২৪

২৭। , , ২৪

২৮। বি, ভট্টাচার্য, ত্রৈ পৃ: ৪৩

২৯। জি, পি, মনলসেকর, ত্রৈ পৃ: ২১৩, জেমস হেসটিংস, ই আর ই,  
খণ্ড ১, পৃ: ২৪

৩০। এ, কে, গোরডন, দি আইকোনোগ্রাফি অফ টিবেটান লামাইজম,  
পৃ: ৩১

৩১। ত্রৈ পৃ: ৪২

৩২। বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ, এইচ পি শাস্ত্রী, এস বি দাসগুপ্ত, অবলম্বিয়ুয়  
বিলিজিয়াস্ কাল্টস্ এস ব্যাকগ্রাউণ্ড অফ বেঙ্গলি লিটারেচার,  
পৃ: ৩২৫

৩৩। ত্রৈ পৃ: ২১, ত্রৈ পৃ: ৩২৫

৩৪। “নমো বুদ্ধায় ধর্মায় সত্ত্বায় চ স্বয়ম্ভুবে।

ত্রি-রত্ন মূর্তয়ে তন্মৈ আদি-বুদ্ধ-স্বয়ম্ভুবে।

শ্রী-স্বয়ম্ভু মে শরণম্ রত্ন-ত্রয়-স্বরূপিনম্।

সর্ব-প্রতিদিনা মে'ন্ত স্বয়ম্ভুবে কৃতাজ্জলিঃ” — বৃহৎ স্বয়ম্ভু পুরাণ।

পৃ: ১১২

এস বি, দাসগুপ্ত, ও আর সি বি এল, পৃ: ৩২৫, পাদটীকা ৩

৩৫। ‘নাম্না চ ধর্ম-বাজো’ অয়ম্ পত্তিভয়ঃ সহ সমুতম্”

ত্রৈ পৃ: ১৪২, এবং পৃ: ১৫৭, ত্রৈ পৃ: ৩২৬, পাদটীকা ১

৩৬। ত্রৈ পৃপৃ: ১৭২-১৮০

৩৭। “এই কাজটি যাহা পুঁথিতে রক্ষিত আছে বেঙ্গলের রয়্যাল এসিয়া-  
টিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে (নম্বর ৮০০৫৫) তাহা লিখেছিলেন  
মহাবোধি বিহার ললিত-পট্টনের বজ্রাচার্য অমৃতানন্দ। তিনি  
ছিলেন নেপালের প্রথম বসবাসকারী পণ্ডিত ব্রাহ্মান হজসনের  
অনুবোধে লিখেছিলেন (এন, এস ২৪৬ অর্থাৎ ১৮২৮ এ, সি)। সি  
হজসন এই কাজটি খুবই ব্যবহার করেছেন তাঁর নেপালী বৌদ্ধ-  
ধর্মের ভাষা এবং সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির জন্য। মূল পাঠ  
স্পষ্টরূপে খুব প্রাচীন না হলেও আমরা একে গুরুত্ব দিই  
কারণ নেপালের একজন গোড়া পণ্ডিত কর্তৃক ইহা রচিত হয়েছে।

নেপালী বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে ইহাতে সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।”  
(এ ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ অফ সংস্কৃত Mss. ইনি দি  
গভর্নমেন্ট কালেকশান আগার দি কেয়ার অফ দি আর, এ, এম  
বি-এইচ, পি, শাঞ্জী কর্তৃক তৈয়ারী হয়েছে, পৃপৃ: ১৩২-১৩৩)।

৩৮। তাঁহাকে বলা হয় মহা-বৈরোচন, কারণ তিনি মহান এবং একই  
সময়ে আলোকিত করেন অথবা প্রত্যেকটি বস্তুকে উজ্জ্বল করেন—  
“বিশেষণে রোচয়তি সততং মহাংশাসো”—পূঁধি, পৃ: ১ (বি)

৩৯। ধর্ম-কোষ-সংগ্রহ, পৃ: ৩ (এ)

৪০। “ধর্মোঃ, ধর্মণাম্ কুলশ-কুলশাঙ্গিনাম্ ভীমঃ ধারনাং সকলম্  
সংসাত্তিকণাম্ চ”—ঐ, পূঁধি, পৃ: ৮ (বি)

৪১। “হ-বিশুদ্ধ-ধর্ম-ধাতু-জ্ঞান-যোগেন ধর্ম-রাত”—ঐ, পূঁধি, পৃ: ৮

৪২। “ধর্ম-ধর্মধাতু: (ভস্যা) সাধিস্থানম্ যত্র, তেন ব রাক্ত ইতি ধিঅর্ম-  
-রাত”—ঐ, পূঁধি, পৃ: ৬৩ (এ)

৪৩। ঐ, পৃ: ৬৩ (বি)

৪৪। এস, বি, দাসগুপ্ত, ও আর সিবিএল, পৃপৃ: ৩২৫-৩২৭

৪৫। ঐ পৃপৃ: ৩২২-৩২৭

৪৬। “প্রজ্ঞা জলময়া-কারা, প্রজ্ঞা ত্রী-লিঙ্গজাত জব-রূপা ততো-বতা-  
-কারা.”—ধর্ম-কোষ সংগ্রহ, পূঁধি, পৃ: ৫ (বি)

৪৭। দেবেন্দ্র-পরিপৃচ্ছা-তন্ত্র, উদ্ধৃত করেছে হুভাষিত সংগ্রহ, পৃ: ৭৬  
(পূঁধি)

লক্ষ্যনীর যে, কি প্রকারের প্রজ্ঞা এবং উপায় সময় সময় বিশ্ব-  
ব্রহ্মাণ্ডের মাতা এবং পিতা রূপে অভিবাদিত হয়েছেন। কবি  
কালিদাসও রঘুবংশের প্রথম সর্গের প্রথম স্লোকে পার্বতীকে এবং  
মহেশ্বরকে অভিবাদন করেছেন।

“বাগর্থ্যবিব সম্প্রকতো জ্যোৎস্না-চক্রমসাবিব জগতাম  
পিতৃবাবাদয়স্ প্রজ্ঞো-পারাব-উপাস্ মহে।” ধর্ম-কোষ-সংগ্রহ।  
পূঁধি, পৃ: ১০ (বি)

৪৮। স্বয়ম্ভু পুরাণ, এইচ, পি, শাঞ্জী, পৃপৃ: ১৭২-১৮০

৪৯। এলিস, গেক্টি, ঐ পৃ: ২

৫০। জেমস হেসটিংস, ই আর ই, নং ১, পৃ: ২৫

- ৫১। ঐ পৃ: ২৫, এম, বি, দাসগুপ্ত, ওরসি বি এল, পৃপৃ: ৩২০-৩২১
- ৫২। ,, ২৪, জি, পি, মল্লসেকর, ঐ, পৃ: ২১৩
- ৫৩। ,, ২৪, ঐ, পৃ: ২১৩
- ৫৪। ,, ২৪, ,, ২১৩
- ৫৫। ,, ২১৩
- ৫৬। ,, ২৪, ঐ, পৃ: ২১৩
- ৫৭। ,, ২৪, ,, ২১৩
- ৫৮। এল, এ, ওয়াডেল, দি বুদ্ধিজম অফ টিবেট অথবা লামাইজম,  
পৃ: ১৩০
- ৫৯। ঐ, পৃ: ৭৩০
- ৬০। এম, বি, দাসগুপ্ত, এন ইনট্রোডাকসন টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজম।  
পৃপৃ: ২৩-২৪
- ৬১। জেমস হেসটিংস- ঐ, খণ্ড ১, পৃ: ২৪ (“ঐ সকল সমস্ত ব্যক্তিগণ  
বহু শতাব্দী অপেক্ষা করেছেন নির্বাণলাভের পূর্বে। হীনযানের  
মতে, তাঁরা হচ্ছেন অনাগামিন্গণের পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত।”)  
বি, ভট্টাচার্য, বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, বজ্রধর ভাসাঁস  
বজ্রসং, জরনাল অফ দি বিহার এণ্ড ওরিস্সা রিসার্চ সোসাইটি,  
পাটনা, খণ্ড ২, মার্চ, ১৯২৬, পৃ: ১১৪, পাদ-টীকা, “বৌদ্ধ  
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তিনটি বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত হয়েছে, কাম। রূপ  
এবং অরূপ স্বর্গগুলি। অকানিষ্ঠ হচ্ছে রূপস্বর্গের সর্বোচ্চ।”  
এলিস গেট্টী, ঐ, পৃ: ২ “জায়োদশের (নেপালে ১৩; ভারতে  
১০ ভূবন অথবা স্বর্গীয় স্তূপবৎ বাসগুলি) সর্বোচ্চ” আদি বুদ্ধের  
স্বর্গকে বলা হয় ওগমিন (সংস্কৃত অকানিষ্ঠ), যেখান হতে নির্বাণ  
লাভ করা যেতে পারে পৃথিবীতে প্রত্যাঘর্ষণ ব্যতীত। জে, প  
মল্লসেকর, ঐ, পৃ: ১১৪
- ৬২। জেমস হেসটিংস, ঐ, খণ্ড, ১, পৃ: ২৯
- ৬৩। ঐ পৃ: ২১
- ৬৪। ,, পৃপৃ, ২৫-১০০
- ৬৫। এলিস গেট্টী, ঐ, পৃ: ২
- ৬৬। ঐ পৃ: ২, “গুট অক্ষর ফলাফল ইঙ্গিত করে জি-বৃত্তকে (তিন মণি

গুলি) বুদ্ধ (এ), ধর্ম (য়), সজ্জ (ম), অথবা বুদ্ধ, ধর্ম সম্প্রদায় ।  
মহাভে ইহা লেখা হয়েছে ওম্. ভি, ত্রিষত্ব এবং ওম্. ।

৬৭। ঐ, পৃ: ২

৬৮। ,, ২, পাদটিকা ১, “অগ্নিশিখা প্রতীক অর্ধচন্দ্রের কেন্দ্রে  
প্রতীকস্বরূপ প্রদর্শন করছে ।”

৬৯। ঐ, পৃ: ২

৭০। ,, ৩

৭১। ,, ৩

৭২। বি, ভট্টাচার্য. ঐ, পৃ: ৪৩, বি, ভট্টাচার্য, এন ইনট্রোডাকশন, টু  
বুদ্ধিষ্ট এসোটেরিজম্ পৃ: ১২৮

৭৩। এলিস গেট্টি, ঐ পৃ: ৪

৭৪। ঐ পৃ: ৪

৭৫। এল, এ, ওয়াডেল ঐ পৃ: ৩৫২

৭৬। ঐ, পৃ: ৩৫২

৭৭। বি, ভট্টাচার্য, ঐ পৃ: ৪৪, নিম্পন্ন-যোগাবলী, পৃ: ৮ “কুটাগারগভে’  
বজ্রধরঃ-ঈষজ্ঞস্তানুবিজ্ঞসিতবর্ণঃ ত্রিমুখো নীল-বক্ত-সভ্যেত-  
স্ববক্তয়ে সতুজ্ঞো বজ্রযণ্টাবিহ-জিতাভূতাত্ম্যাম্ আল্লভিত  
স্বাতপ্রজ্ঞা....সত্যকরাভ্যাম্ কপানাংকুশ-বরৌ বামাভ্যাম্ কপাল-  
-পাশং-অর্ধপর্যাক্ষেন নবনাত্যরসৈস্তাণ্ডভী ।”

৭৮। জি, পি, মলসেসকর, ঐ পৃ: ২১৪, এ, কে গডন, দি  
আইকোনোগ্রাফি অফ টিবেটান লাকমাইজম, পৃ: ৪৯, এলিস গেট্টি  
দি গডস অফ নরদান্ বুদ্ধিজম, পৃ: ৩

৭৯। এস,সি, বিত্তাভূষণ, অন সারটেন টিবেটান ক্রোলস্ এণ্ড ইমেজেস,  
মেমোআরস অফ দি এসিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, খণ্ড ১,  
নং ১, এলিস গেট্টি, দি গডস অফ নরদান্ বুদ্ধিজম, পৃ: ৪

৮০। এলিস গেট্টি, দি গডস অফ নরদান্ বুদ্ধিজম, পৃ: ৪৯

৮১। ঐ, পৃ: ৪

৮২। ,, ৪, বি ভট্টাচার্য, IB1 পৃ: ৪৩, বি ভট্টাচার্য, এন ইনট্রো-  
ডাকশন টু বুদ্ধিষ্ট এসোটেরিজম, পৃ: ১২৮

৮৩। ঐ, পৃ: ৪, ঐ, পৃ: ৪২, ঐ, পৃ: ১২৮



৮৪। ,, ৪, ,, ,, ৪৩, ,, ১১৮

৮৫। এলিস গেট্টি, ঐ. পৃ: ৫, “ইয়ুম (শক্তি) দেবতার (যবের) আলিঙ্গনে।”

৮৬। ঐ পৃ: ৫

৮৭। বি ভট্টাচার্য, এন ইনট্রোডাকসান টু বুদ্ধিষ্ট এসোটেরিজম, পৃ: ১২৮  
বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৪৩

৮৮। ঐ পৃ: ১২৮, ঐ, পৃ: ৪৩, এলিশ গেট্টি, দি গডস অফ নরদান’  
বুদ্ধিজন্ম, পৃ: ৫

৮৯। ঐ, পৃ ৫

৯০। ,, ৫

৯১। বি, ভট্টাচার্য, এন ইনট্রোডাকসান টু বুদ্ধিষ্ট এসোটেরিজম, পৃ:  
১২ বি ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি পৃ ৪৪

৯২। এলিস গেট্টি ঐ পৃ ৫

৯৩। বি ভট্টাচার্য এন ইনট্রোডাকসান টু বুদ্ধিষ্ট এসোটেরিজম  
পৃপৃ ১২৭-১২৮

৯৪। এস, বি, দাসগুপ্ত, এন ইনট্রোডাকসান টু তাত্ত্বিক বুদ্ধিজন্ম,  
পৃপৃ ৭৬-৮৪

৯৫। ঐ পৃ ৭৮ পাদটীকা: ৩ অদয়-বজ্র-সংগ্রহ পৃ ১৪ “বজ্রেন শূন্যতা  
পর্যন্তা সত্ত্বেন জ্ঞান-মাত্রতা তাদাত্ম্যম্, অন্যো সিদ্ধম্  
বজ্র-সত্ত্ব-স্বভাবতঃ।”

৯৬। ঐ পৃ ৭৮ পাদটীকা ৪ জালাবলী-বজ্র-মালা-তন্ত্র পুঁথি বি এন  
সংস্কৃত নং ৪৭ পৃ ১ (বি)

“শূন্যতা বজ্রমিত্যুক্তম্-আকার: সত্ত্বম্ উচ্যতে  
তাদাত্ম্যম্ অনরোয়ৈক্যম্ বজ্রসত্ত্ব ইতি স্ততঃ।”

৯৭। ঐ পৃ ৭৯, পাদ-টীকা ১; পঞ্চ-ক্রম, পুঁথি, পৃ ২৭ এ।

“ভাবাভাব-বিনির্মুক্তো বজ্রসবঃ হুচিস্থিতঃ  
সর্বা-কার বরোপেতঅসেচনক-বিগ্রহঃ।”

৯৮। ঐ, পৃ ৭৯, পাদটীকা ২; এইচ টি পুঁথি আর এ এস বি।  
“ভজ্ঞানম্ ভগম্ আধ্যাতম্ ক্লেশ মারা-দি-ভজ্ঞানাং  
প্রজ্ঞা বোধ্যাশ্ চ তে ক্লেশাস্ তস্মাৎ জ্ঞানং ভগোচ্যতে।”

২২। ঐ পৃ ৭২; প্রজ্ঞাপারমিত্যসিদ্ধি, পরিচ্ছেদ ৩, শ্লোক ২

১০০। ,, ,, ৭২ ঐ পরিচ্ছেদ ৫, শ্লোক ৪৫

১০১। ,, ৭২ জ্ঞানসিদ্ধি পৃ ৮৪

১০২। ,, ৭২, পাদটীকা ৬, ঐ পরিচ্ছেদ ১৫

“জ্ঞানৈকচক্ষুরমলে জ্ঞানমুক্তিস্ তথাগত :

নিফলঃ সর্বগো ব্যাপী সূক্ষ্মং বৌদ্ধম্ অনাত্মব”।

১০৩। ঐ পৃ ৮০, পাদটীকা ১, শ্রী বজ্র মণ্ডল-লংকায় উদ্ধৃত হয়েছে জ্ঞান-সিদ্ধিতে পৃ ৮৪ “এই প্রকারের বর্ণনাগুলি বৌদ্ধ তত্ত্বগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আছে। ব্যক্তভাবানুগত-তত্ত্ব সিদ্ধি:ত ব্যক্তিগত আত্মার দ্বারা উপলব্ধি হইবে প্রভু রূপে প্রভু বজ্র-সত্ত্ব অভিবাদিত হয়েছেন, সমাস্তরাল ব্যতীত প্রভু সর্বত্র চলনশীল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত একমাত্র কার্য সম্পাদনকারী, একমাত্র ধ্বংসকারী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর সর্বোত্তম প্রভু, সম্ভাবনা সূচকগুলির প্রকাশক”।

“প্রজ্ঞাস্ব-বেদ্যো ভগবান্ উপমাৰ্জিতঃ প্রভুঃ।

সর্বজ্ঞাঃ সর্বব্যাপি চ কৰ্ভা হৰ্তা জগৎপতিঃ।

শ্রী মান্ বজ্র-সম্বোধে সৌ ব্যক্ত-ভাব-প্রকাশকঃ।”

পূঁথি, সি এল বি পৃ ২১ (এ)

‘অন্যত্র তিনি শূন্যতা স্বার্থ প্রকৃতি, সকল গঠনমূলক কল্পনা হতে মুক্ত প্রকৃত জ্ঞান প্রদানকারী বলে অভিবাদিত হয়েছেন; তিনি প্রকৃত প্রজ্ঞা ব্যক্তিত্ব আরোপিত, তিনি বিভ্রম দূরীভূত কারী; তিনি পবিত্র সত্যের ধর্মপ্রচারক, ধর্মগুলির অনাবশ্যক প্রকৃতি থেকে তাঁর জন্ম; তিনি হচ্ছেন বোধি চিত্ত তাঁর থেকে সকল সম্পূর্ণরূপে বোধিজ্ঞানীগণ সকল সত্য এবং সকল সর্বোচ্চ নৈতিক ধর্মগুলি আসে। তিনি তিন মণিগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন, মুক্তির মহান পথকে তিনি প্রতীকস্বরূপ প্রদর্শন করেন, সকল নিশ্চলে এবং গতিময়ে তিনি হচ্ছেন বাস্তবতা, তিনি হচ্ছেন তিন উপাদানের সকল বাহ্য তিন উপাদানের রূপান্তর:

নমস্ তু শূন্যতাগর্ভ - সর্বসংকল্প-বর্জিত।

সর্ব প্রজ্ঞানসম্বোধো জ্ঞান-মূর্ত্তে নমস্ তু তে।

জগৎ-অজ্ঞান-বিচ্ছেদি শুদ্ধ তত্ত্বার্থদেহকঃ।

## আদি বুদ্ধ

ধৰ্মনৈরাশ্বাসন্তু তে বজ্রসত্ত্ব নমস্ তু তে ।

বজ্র জয়ম্ মহাবানং তত্ত্ব-স্বাবরে জয়মম্ ।

ত্ৰৈধাতুকম্ ইদম্ সৰ্বম্ জগদ্বীৰ্য নমস্ তু তে ।

—সমপুতিকা, পুথি (আর এ এস বি, নং ৪৮৫৪), ১২ (বি)

আরো হুবিশুদ্ধ মহাজ্ঞানম্ সৰ্ব-দেব স্বরূপকম্ ।

বজ্র-সত্ত্ব ইতি খ্যাতম্ পরম্ স্থখমদাকৃতম্ ।

স্বয়ম্ভু-রূপম্ এতৎ তু ধর্মিকায়-স্বরূপকম্ ।

তয়েব সহজা প্রজ্ঞা স্থিতা তদগতো রূপিণী ।”

—ঐ পুথি পৃ (বি)

১০৪। ঐ, পৃ ৮০, পাদটীকা ২; জ্ঞান সিদ্ধিতে উদ্ধৃত, পরিচ্ছদ ১৫

স চৈব সর্বভাবেন-সর্বদা সমবস্থিতঃ ।

অনাদিনিধনঃ সত্ত্বো বজ্রসত্ত্ব পরম্ স্থখম্

আরও অদ্বয় সমত বিজয় ।

১০৫। ঐ, পৃ ৮২ পাদটীকা ২; “বৌদ্ধ সাহিত্যে সংগীতি হচ্ছে প্রকার বাহা অপরিবর্তনীয়ভাবে আরম্ভ করে বিবৃত ভক্তগণের সভাসহ বঁহাদেশে প্রভু বুদ্ধ সকল সত্য প্রচার করিবেন এবং এই প্রকার সাহিত্য আরও অপরিবর্তনীয়ভাবে আরম্ভ করে এইরূপ এক বাক্য সহ—এবং ময়া ক্রতম্ একস্মিন্ সময়ে ইত্যাদি (গন্ধবংস, পালি টেক্সট, সোসাইটি)। এই বৌদ্ধ তত্ত্বগুলিকে বলা হয় বুদ্ধের বচন এবং তির্যকী অনুবাদে তাহার। কাজুর সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বখন মূল পাঠগুলির অনুবাদ (বৌদ্ধ আচার্যগণ কর্তৃক রচিত হয়েছে) তাজুর সংগ্রহের অংশ।”

১০৬। ঐ পৃ ৮০ পাদটীকা ২ শ্রীগুহ্যসমাজ পরিচ্ছদ ১৮ শাস্তা সর্ব বুদ্ধ বোধিসত্ত্বানাম্ সর্বভাগতানাম্ চ স এব ভগবান্ মহা বজ্রধরঃ সর্ব-বুদ্ধ-জ্ঞানাবিশিষ্ট ইতি ।”

১০৭। ঐ পৃ ৮২ পাদটীকা ৩

‘অদ্বয়ং বজ্রম্ ইত্যুক্তং সত্ত্বম্ ত্রিভবসৈকতা ।

অন্যা প্রজ্ঞায় বস্ত্যম্ বজ্র-সত্ত্ব ইতি স্মৃতঃ ।

নিত্যম্ সময়প্রবৃত্ততাং সময়সত্ত্ব-বিধিরতে ।

বোধিচর্য্যা সমাসেন বোধি-সত্ত্বং নিগন্ততে ।

প্রজ্ঞা-জ্ঞান-সমাবোগাং জ্ঞান-সত্ত্বম্ তথাগতঃ ।’

—পুথি (আর এ এস বি, নং ১১৩১৭) পৃ (এ)

১০৮। ঐ পৃ ৮৩, পাদটীকা ১; জ্ঞানসিদ্ধি, পরিচ্ছদ ১৫

“বোধিচিহ্নমিদমজরম্ সর্ব-বুদ্ধত্বমাত্মনঃ

তস্মাৎ সর্বভ্রুযোগেন সর্ববুদ্ধত্বম্ আপ্নতে ।”

১০৯। ঐ পৃ ৮৩ পাদটীকা ২ ঐ পরিচ্ছদ ১৫ শ্লোক ৫২

“সর্বত্র সর্বতঃ সর্বম্ সর্বথা সর্বদা স্বয়ম্

সর্ব বুদ্ধময়ম্ সিদ্ধম্ স্বমাত্মানং প্রাপ্ স্যাতি ।”

১১০। ঐ পৃ ৮৩ পাদটীকা ৩ অভিধানো জয় পুথি (আর এ এস বি, নং ১০৭৩৯) পৃ ৭ (এ)

“স্বাধিদৈবতযোগেন সর্বম্ একম বিকল্পয়েৎ,”

১১১। ঐ পৃ ৮৩ পাদটীকা ৪ জ্ঞান সিদ্ধি পরিচ্ছদ ১৫, শ্লোক ৫৪

“সর্ব-ভোগো-পভোগৈ (শ্চ) সেব্যমানৈষধাত্মম ।

স্বাধি-দৈবত যোগেন স্বম্ আত্মানম্ প্রপূজয়েতে ।”

১১২। ঐ পৃ ৮৩ পাদটীকা ৫ ঐ পরিচ্ছদ ৫ শ্লোক ৩৩

‘সর্বভাব স্বভা’ যম্ বোধিচিহ্নস্বরূপত

স এব ভগবান্ বজ্র তস্মাৎ আত্মৈব দেবতা”

১১৩। ঐ পৃ ৮৪ পাদটীকা ১

“তস্মাৎ বৈ সর্ব বুদ্ধত্বম্ সর্বসৌবিত্তম্ এব চ ।

তস্মাৎ সর্ব প্রযজ্ঞেন হ্যাত্মানং পূজয়েৎ তদা ।”

—পুথি পৃ ২৭ (বি)

১১৪। ঐ পৃ ৮৪ পাদটীকা ২ ঐ পুথি পৃ ২৭ (বি)

“বহুনাভ কিম্ উক্তেন বজ্র-যোগে তু ভক্ততঃ

যত্নদজালমবয়দ যোগী তৎ তৎ আটমৈব কল্পয়েৎ ।”

১১৫। ঐ পৃ ১ পাদটীকা ৩ ঐ পুথি পৃ ২৮ (বি)

১১৫। এলিস গেটি ঐ পৃ ৫

১১৭। ঐ পৃ ৫

১১৮। „ ৫

১১৯। „ ৫

১২০। „ ৫

- ১২১। ,, ৫-৬
- ১২২। ,, ৬
- ১২৩। ,, ৬
- ১২৪। ,, ৬
- ১২৫। ,, ৬
- ১২৬। ,, ৬
- ১২৭। ,, ৬
- ১২৮। ৭
- ১২৯। ,, ১১ ৭
- ১৩০। ,, ১১ ৭
- ১৩১। ,, ৭
- ১৩২। বি ভট্টাচার্য, বুদ্ধিষ্ট আইকোলোগ্রাফি বজ্জবর ভাসেম বজ্জসত্ত্ব  
জুয়নাল অফ দি বিহার এণ্ড ওরিস্সা রিসার্চ সোসাইটি, পাটনা,  
খণ্ড ২ মার্চ ১৯২৩ পৃপৃ ১১৪ ১১৭
- ১৩৩। এলিস গেটিট্র ঐ পৃ ৩ এ কে গর্ডম, দি আইকোনোগ্রাফি অফ  
টিবেটান লামাইজম পৃ ৪২; জি পি মললসেকর দি এনসাইক্লোপে-  
ইডিয়া অফ বুদ্ধিজম অচল অকেন পৃ ২১৮
- ১৩৪। ঐ পৃ ৩
- ১৩৫। ঐ পৃ ৩
- ১৩৬। জি পি মললসেকর ঐ পৃ ২১৮
- ১৩৭। ঐ পৃ ২১৮
- ১৩৮। ঐ পৃ ২১৯
- ১৩৯। এল, এ ওয়াডেল, দি বুদ্ধিজম্ অফ টিবেট অথবা লামাইজম  
পৃ ১৩০
- ১৪০। এ কে গর্ডম, দি আইকোনোগ্রাফি অফ টিবেটান লামাইজম,  
পৃ ৪২
- ১৪১। ঐ পৃ ৫০

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### ধ্যানী বুদ্ধগণ

#### ধ্যানের বুদ্ধগণ

ধ্যানী-বুদ্ধগণ আদি-বুদ্ধের আধ্যাত্মিক পুত্রগণ রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন।<sup>১</sup> তাঁরা পঁচ স্বর্গীয় জিনগণ অথবা জয়ীগণ বলেও পরিচিত ছিলেন।<sup>২</sup> এলিস গেট্টি বলেন, “ধ্যানী-বুদ্ধ হচ্ছেন বৌদ্ধ ত্রয়ীতে ( ত্রি-কায়তে ) প্রথম কায় অথবা ‘দেহ’ এবং সম্পূর্ণ পবিত্রতর ছবোধ্য আকারে স্থির হয়ে অরূপধাতু স্বর্গে বাস করেন। তিনি হচ্ছেন ‘ধর্মের দেহ’ ( ধর্ম-কায় ) অথবা একজন বুদ্ধের আভ্যন্তরিক বোধি-জ্ঞান কায়। যোগ মতবাদের মতে, “নির্মাণ-কায় ( মানুষ্য-বুদ্ধ ) কর্তৃক উপদেশিত ধর্ম হচ্ছে গুহ্য। যখন তিনি গুহ্য মতবাদ প্রচার করেন, তিনি তাঁর ধ্যানী-বুদ্ধ-ধর্ম-কায় দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। কিছু বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি কর্তৃক ‘ধর্মের-কায়’ ধর্মের, ত্রয়ীতে, বুদ্ধের, ধর্মের এবং সজ্জের অথবা ত্রিরত্নের ( তিন মণিগুলির ) সহিত সনাক্ত হয়েছে আদি-বুদ্ধের প্রথা অনুযায়ী, পঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণের ( বৈরোচন, অক্ষোভা, রত্নসম্ভব, অমিতাভ এবং অমোঘসিদ্ধি ) মণ্ডলী আদি-বুদ্ধ কর্তৃক প্রকাশ পেয়েছে ধ্যানী-বুদ্ধগণের প্রত্যেকে পেয়েছিলেন “একত্রে তাঁহার অস্তিত্ব সহ, সেই জ্ঞানের শক্তি এবং ধ্যান তাহার চেষ্টায়, আদি-বুদ্ধ কর্তৃক, তিনি তাঁহার অস্তিত্বে ঋণী ছিলেন”।<sup>৩</sup> আদি-বুদ্ধ, আদিম বুদ্ধ তাঁর জ্ঞান এবং ধ্যান দ্বারা সৃষ্টি করেছিলেন ধ্যানী বুদ্ধগণকে অথবা ধ্যানের বুদ্ধগণকে।<sup>৪</sup> ধ্যানী-বুদ্ধগণকে একজন বোধিসত্ত্বের ধাপ অতিক্রম করার কোন প্রয়োজন ছিল না।<sup>৫</sup> না ছিল তাঁদের অবস্থা ক্ষুদ্রতর এবং না ছিল তাঁদের স্থান একজন বুদ্ধ হতে অধিকতর।<sup>৬</sup> তাঁরা সর্বদা ব্যস্ত ছিলেন শাস্তিময় ধ্যানে এবং তাঁরা কখনও নিজেদের নিয়োজিত

করেন নি সৃষ্টির কার্যে।<sup>১</sup> ইহা বলা হয় যে ধ্যানী বুদ্ধগণ ছিলেন নির্বাণে ধর্ম-কায় রূপে অভিহিত হ্রবোধ্য কায়ে।<sup>২</sup> প্রত্যেক ধ্যানী-বুদ্ধগণ ধর্ম-কায় রূপে অভিহিত হ্রবোধ্য কায়ে নির্বাণে ছিলেন। প্রত্যেক ধ্যানী-বুদ্ধগণ এক বিভিন্ন পৃথিবী কালচক্রের দলপতি ছিলেন।<sup>৩</sup> প্রত্যেকে এক বিভিন্ন অবস্থানের আধিপত্য করেছিলেন। প্রত্যেকের নিজ বর্ণ ছিল। প্রত্যেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যার দ্বারা গঠিত হয়েছিল সেই পঁচ উপাদানের একটিকে এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটিকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।<sup>৪</sup> বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন :<sup>৫</sup> উত্তরস্থ বৌদ্ধগণের দেবতামণ্ডলী পঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণের মতবাদকে ঘিরে বৃত্তাকারে ঘোরে। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়েছে পঁচটি মহাজাগতিক উপাদান অথবা স্কন্ধগুলি দ্বারা। পঁচটি স্কন্ধ হচ্ছে রূপ ( আকার ), বেদনা ( দৈহিক বা মানসিক অনুভূতি ), সংজ্ঞা ( নাম ), সংস্কার ( অনুরূপকরণ ) এবং বিজ্ঞান ( চেতনা )। এই উপাদানগুলি হচ্ছে শাস্ত্রত মহাজাগতিক শক্তি এবং ইহারা হচ্ছে আরম্ভ অথবা শেষ বিহীন। এই মহাজাগতিক শক্তিগুলিকে পঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধগণ বলে বজ্রযানে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। সময়ের গতিতে নানারকমের সৃষ্টির জন্তু দায়ী পঁচ আদিম দেবতাগণ রূপে তাঁরা বিবেচিত হয়েছিলেন এবং বজ্রযান একটি বহুদেবোপাসকতার আকার গঠন করেছিল, যদিও বহুদেবোপাসকত্ব কদাচিৎ এক প্রথায় প্রয়োগ করা যায় যা, অবিভাজ্যকে এবং বাস্তবতাকে এক রূপে শূন্যতাকে বিবেচনা করে। কিন্তু যতক্ষণ এক মানবীয় দেবতা রূপে আকারকে শূন্যতায় দেওয়া হয়নি পঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণের প্রথায় ততক্ষণ নিশ্চিতভাবে ছিল বহুদেবোপাসকতার গন্ধ। পুরোহিতগণ এবং বজ্রযান লেখকগণ এই ক্রটির জন্য সচেতন ছিলেন, বিশেষভাবে বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যে দর্শনের হয় হিন্দু প্রথা-গুলি উচ্চ অদ্বৈতবাদী দর্শনকে বিকাশ করবার যত্ন নিয়েছিল। তাঁরা প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন কুলগুলির এবং দেবতাগণের এবং মানবগণের কুলগুলির প্রধানদের মতবাদ দ্বারা এই ক্রটির বিধান করতে এবং

এইরূপে পঁচটি মণ্ডলীতে প্রত্যেক বস্তুকে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক মণ্ডলীর জন্য একজন বিশেষ ধ্যানী-বুদ্ধ কুলের প্রধান অথবা আদিম প্রভু হন, এবং অপর সকল মণ্ডলীগুলি তাঁর থেকে উৎপন্ন। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের অন্য মহৎ ধারণা হচ্ছে সর্বোচ্চতম দেবতা বজ্রধরের মতবাদ, যাকে আদিবুদ্ধও বলা হয়, যিনি হচ্ছেন আদিম একেশ্বরবাদ দেবতা, তিনি হচ্ছেন শূন্যতার প্রতিক্রম। এমনকি তাঁর নিকট ধ্যানী বুদ্ধগণ তাঁদের উৎপত্তির জন্য ঋণী।”

শশীভূষণ দাসগুপ্ত<sup>১২</sup> ধ্যানী বুদ্ধগণের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, “প্রভু সর্বোত্তমরূপে বজ্রস্বের ধারণার ক্রমবিকাশে বজ্রযানে এক নূতন দেবতামণ্ডলী প্রকাশিত হয়েছিল— এই সর্বোত্তম প্রভু পঁচ প্রকার জ্ঞান অধিকার করে আছেন যা হচ্ছে প্রভুর পঁচ প্রকার স্বাভাবিক গুণাবলী। এই পঁচ প্রকার স্বাভাবিক গুণগুলি হতে ধ্যানের পঁচ প্রকারের অগ্রগতি হয়েছে এবং ধ্যানের এই পঁচ প্রকারগুলি থেকে নির্গত হয়েছেন পঁচজন দেবতা যারা পঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণ রূপে পরিচিত হয়েছেন। এই পঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধগণ হচ্ছেন পঞ্চস্কন্ধের উপর পঁচজন সভাপতি দেবতাগণ।

- পঁচটি স্কন্ধ হচ্ছে রূপ ( জড় ), বেদনা ( অল্পভূতি ), সংজ্ঞা ( ধারণার প্রকৃতিগত জ্ঞান ), সংস্কার ( মিশ্রিত জটিল মানসিক অবস্থা ) এবং বিজ্ঞান ( চেতনা )।<sup>১৩</sup> দেবতাগণ হচ্ছেন (১) বৈরোচন, (২) রত্ন-সম্ভব, অথবা রত্ন-কেতু ( শ্রীগুহ-সমাজ, পৃ: ১২ ) অথবা রত্ননাথ ( পঞ্চ-ক্রম, অধ্যায় ১ ), (৩) অমিতাভ, অথবা অমিতায়ু: ( শ্রীগুহ সমাজ, পৃ: ১২ ), (৪) অমোঘসিদ্ধি অথবা কর্ম-নাথ ( পঞ্চ-ক্রম ) এবং (৫) অক্ষোভ্য।<sup>১৪</sup>

পঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধগণের দেবতামণ্ডলী বোধ হয় পরবর্তী বৌদ্ধধর্মে সাংখ্যদর্শন দ্বারা কিছু প্রভাবিত হয়েছিল। বৌদ্ধগণের পঁচ স্কন্ধগুলি বিশৃঙ্খল ভাবে মিশ্রিত হয়েছিল সাংখ্যের পঞ্চভূতের সহিত ( পঁচ জড় উপাদানগুলি ), যথা পৃথিবী ( ক্ষিতি ), জল ( অপ ),



অগ্নি ( তেজঃ ), বায়ু ( মরুৎ ) এবং মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত বলে অনুমিত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বিশেষ ( বোম ) । এই পাঁচ জড় উপাদানগুলি, পঞ্চ ইন্দ্রিয় পদার্থগুলি সহ একত্রে পাঁচ প্রকার তন্-মাত্রগুলি অথবা সম্ভাবনাসূচক উপাদানগুলি অথবা শব্দের স্পর্শের, বর্ণের, স্বাদের এবং গন্ধের যথার্থ প্রকৃতি হতে, সাংখ্য মতে, অগ্রসর হয় । তন্-মাত্র শব্দ এই প্রকারে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে যাতে এবং আশ্চর্য্যে অস্পষ্ট এবং বিশেষভাবে উল্লিখিত নহে এমন বাস্তবতা ( তৎ ) পরিমিত হয়, অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছিল । এই অর্থে পাঁচটি তন্-মাত্র আমাদের স্মরণ করে দিতে পারে আদিম প্রভুর প্রজ্ঞার অথবা জ্ঞানের পাঁচ প্রকারকে বাহ্য প্রভুর পাঁচ প্রকার স্বাভাবিক গুণ রূপে জনপ্রিয় ভাবে কল্পিত হয়, এবং প্রজ্ঞার বা জ্ঞানের এই পাঁচ প্রকার স্বাভাবিক গুণগুলি হতে ধ্যানের পাঁচ প্রকারকে অনুসরণ করে, যা থেকে পুনরায় পাঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধগণ অগ্রসর হন, যারা পুনরায় পাঁচ প্রকার সমষ্টিগুলির ( স্কন্ধগুলির ) উপর দেবতারূপে আধিপত্য করছেন । জ্ঞানের এই পাঁচ প্রকারগুলি প্রকৃতির কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নাই ; কিন্তু তারা মনে হয় প্রভুর চরম প্রকৃতিতে সৃষ্টি করবার ক্ষমতাবিশিষ্ট কার্যকরী শক্তির পাঁচ প্রকার, যা হচ্ছে ঠিক । আত্মজ্ঞান ।<sup>১৫</sup> বিজ্ঞানবাদ বৌদ্ধধর্মে অভূতপরিকল্পরূপে চরম বাস্তবতা । যদিও সকল বস্তু এবং কার্যকারিতা থেকে বঞ্চিত, তা হলেও তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কার্যকরী শক্তি আছে । এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাবিশিষ্ট কার্যকরী শক্তির প্রকৃতি হচ্ছে জ্ঞান এবং এইরূপ জ্ঞানের পাঁচ প্রকার হতে অগ্রসর হয় প্রভুর পবিত্র আত্ম-জ্ঞানেতে সুনির্দিষ্টের পাঁচ প্রকার এবং আত্মজ্ঞানের সুনির্দিষ্টের পাঁচ প্রকারগুলি হচ্ছে ধ্যানের পাঁচ প্রকারগুলি যা পুনরায় পাঁচটি স্কন্ধের জাতিগত যথার্থ প্রকৃতি ।

তত্ত্ব সাগিত্যে পাঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধগণ তাঁদের শক্তিগুলি অথবা স্বর্গীয় স্ত্রীগুলিসহ বর্ণিত হয়েছেন । প্রত্যেক ধ্যানী-বুদ্ধ পেয়েছেন

একজন বিশেষ স্ত্রী, এক বিশেষ বর্ণ, শিখা, মুদ্রা ( ভাবভঙ্গি ) এবং বাহন ; প্রত্যেকের আবার আছে এক বিশেষ বোধিসত্ত্ব, এক মানবীয় বুদ্ধ, এক বীজমন্ত্র, এক অবস্থান এবং প্রত্যেকে আবার সংযুক্ত হয়েছেন এক বিশেষ কুল অথবা পরিবারসহ, তাঁরা আবার সংযুক্ত হয়েছেন পঞ্চভূত এবং চক্ষুর, শব্দের, স্পর্শের, স্বাদের এবং গন্ধের সঙ্গে। তাঁরা আবার মানবীয় দেহের বিভিন্ন অংশেতে স্থাপিত হয়েছেন। এই পাঁচজন ধ্যানী-বুদ্ধগণকে বলা হয় পাঁচজন তথাগতগণ এবং তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানরূপী পঞ্চম ধ্যানীবুদ্ধ অকোভাকে প্রায়ই সর্বোচ্চতম স্থান দেওয়া হয়েছে এবং প্রথম চারজন তথাগতগণ সাধারণতঃ পঞ্চম তথাগত অকোভোর ক্ষুদ্র চিত্র দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন এবং অকোভা আবার বজ্রসত্ত্বের ক্ষুদ্র চিত্র দ্বারা চিহ্নিত হয়েছেন। অকোভোর ক্ষুদ্র চিত্র দ্বারা প্রথম চারজন তথাগতগণের গঠন ইঙ্গিত করে যে প্রথম চার প্রকার স্বকগুলি কিছুই নহে আত্মজ্ঞানের প্রণালী মাত্র এবং তারা হচ্ছে আত্মজ্ঞান থেকে উৎপন্ন। কিন্তু সমষ্টিগুলির এক রূপে বিজ্ঞান চরম বাস্তবতা হচ্ছে না, পবিত্র আত্মজ্ঞান যা গ্রাহ্য এবং গ্রাহকের ধারণাগুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত তা হচ্ছে চরম বাস্তবতা এবং শূন্যতার এই চরম মূলনীতিগুলি হচ্ছে বজ্রসত্ত্ব এবং সেইজন্য, এমনকি বজ্রসত্ত্বের ক্ষুদ্রকায় মূর্তিদ্বারা অকোভা চিহ্নিত হয়েছেন।”

শশীভূষণ দাসগুপ্ত আরও বর্ণনা করেন যে “মহাযান বৌদ্ধধর্মে পঞ্চ উপদান স্বক স্তব্ধ পেতে আরম্ভ করেছিল এবং ক্রমে ক্রমে তার থেকে পাঁচজন দেবতাগণের ধারণা উৎপন্ন হয়েছিল। অদ্বয়-বজ্র-সংগ্রাহের পঞ্চ-তথাগত-মুদ্রা-বিবরণে আমরা দেখি যে পাঁচজন তথাগতগণ হচ্ছেন কিন্তু বজ্রসত্ত্বের ধর্ম-কায়ের প্রণালীর সামান্য পরিবর্তন মাত্র। এই পাঁচজন তথাগতগণ, যদিও মৌলিকভাবে স্বকগুলির উপর পাঁচজন দেবতাগণ রূপে কল্পিত, তা হলেও পরে পঞ্চ সূত্র উপাদানগুলির ( অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এবং মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত বলে

অনুমিত অতিশূন্য পদার্থবিশেষ) এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলির (চক্ষুর, স্বাদের, শব্দের, গন্ধের এবং স্পর্শের ইন্দ্রিয়গুলি) উপর পাঁচজন সভাপতি রূপে দেবতাগণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ সাহিত্যে এই দেবতাগণ তাঁদের বোধিসত্ত্বগণ, মানবীয় বুদ্ধগণ (মানুষীয় বুদ্ধ), শক্তি (স্ত্রী প্রতিক্রিয়া), বাহন, ভাবভঙ্গী (মুদ্রা), শিক্ষা বা চূড়া, পরিবার (কূল), বীজ মন্ত্র ইত্যাদি সহ বর্ণিত হয়েছেন। তারা আবার সংযুক্ত হয়েছে পঞ্চ স্থূল উপাদানগুলি (পঞ্চভূত), ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির পাঁচ প্রকারগুলি এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়গুলির সঙ্গে। তারা আবার অবস্থিতি নির্দেশ করেছিল মানবীয় দেহের মধ্যে পাঁচটি স্থানে।<sup>১৬</sup>

ইহা বলা হয় যে প্রভু ধর্ম পাঁচ যুগেতে পঞ্চ পণ্ডিত পুরোহিতরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন যেমন স্বর্ণ যুগেতে (সত্য যুগে) সেতাই, রৌপ্য যুগে (ক্লেতা যুগে) নীলাই, তাম্রযুগে (দ্বাপর যুগে) কংসাই, লৌহযুগে (কলি যুগে) রামাই এবং শূন্যযুগে অথবা অনাগত যুগে গোংসাই। সেতাই ছিলেন বর্ণে সাদা; নীলাই ছিলেন নীল; কংসাই ছিলেন হলদে; রামাই ছিলেন লাল এবং গোংসাই ছিলেন সবুজ। এই পাঁচ পণ্ডিতগণ স্থাপিত হয়েছিলেন পাঁচ এলাকাতে যারা ধর্মের মন্দিরে পাঁচ প্রবেশ পথ রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। পাঁচজন পুরোহিত ছিলেন; পাঁচজন কোটাল অথবা গ্রহরী অথবা তাদের সহিত দ্বাররক্ষীগণ। তাঁরা ছিলেন চন্দ্র পশ্চিমে, দক্ষিণে হুম্মান, পূর্বে সূর্য, উত্তরে গরুড় এবং শূন্য বা শূন্যতায় উলুক। পণ্ডিতগণের ছিল বিভিন্ন আমিনীগণ অথবা ঘট-দাসীগণ যারা ছিলেন তাঁদের স্ত্রী চাকরাণী।

সম্পূর্ণ বিষয়ের এক তালিকা নিম্নে দেওয়া হল<sup>১৭</sup>

১	২	৩	৪	৫	৬
খ্যানীবুদ্ধ	স্বক্ক	নির্দেশ	বর্ণ	শক্তি	বোধিসত্ত্ব
বৈরোচন	রূপ	কেন্দ্র	সাদা	বজ্রধাতেশ্বরী	সমস্তভদ্র
				অথবা তারা	চক্রপাণি

অকোভা	বিজ্ঞান	পূর্ব	নীল	লোচনা	বজ্রপাণি
রত্নসম্ভব	বেদনা	দক্ষিণ	হলদে	মামকী	রত্নপাণি
অমিতাভ	সংস্কার	পশ্চিম	লাল	পাণ্ডুরা	পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর
অমোঘ- সিদ্ধি	সংস্কার	উত্তর	সবুজ	আর্ষতারা অথবা তারা	বিশ্বপাণি

৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
মানুষী-বুদ্ধ	কুল	বাহন	মুদ্রা	বীজ	উপাদানগুলি	অবস্থান মানবীয়
ক্রকুচ্ছন্দ	মোহ	ড্রাগন	ধর্মচক্র	‘এ’	ব্যোম কর্ণ	মাথা
কনক- মুনি	দেব	হাতী	ভূস্পর্শ	‘ই’ অথবা (বায়ু) ‘হুম’	মরুত স্পর্শ চামড়া	হৃৎপিণ্ড
কাশ্যপ	চিন্তামনি	সিংহ	বরদ	‘ই’ অথবা (আগুন) দৃষ্টি স্ব (রূপ)	তেজঃ (রূপ)	নাভি
গৌতম	রাগ	ময়ূর	সমাধি	‘এ’ অথবা (অপ) স্বাদ আহ (রস) জিহ্বা	জল (অপ) স্বাদ (রস) জিহ্বা	মুখগহ্বর
মৈত্রেয়	সময়	গরুড়	অভয়বিশ্ব	‘আই’ অথবা (স্থিতি) জ্ঞান ‘হাস’	পৃথিবী (স্থিতি) জ্ঞান (গন্ধ) নাক	পাণ্ডুলি

এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে এলিস গোটী বৈরোচনের, অকোভোর, রত্নসম্ভবের এবং অমোঘসিদ্ধির যে উপাদানগুলিকে উল্লেখ করেছেন সেগুলি হচ্ছে যথাক্রমে চক্ষু, শব্দ, গন্ধ, এবং স্পর্শ। তিনি আরও বলেন যে রত্নসম্ভবের বীজমন্ত্র ছিল ‘এঃ’; অমিতাভর

এক বীজমন্ত্র ছিল যাহাকে ‘হ্রি’ বলা হত এবং ‘অহ’ ছিল অমোঘ-  
সিদ্ধির বীজমন্ত্র। তিনি অধিকতর বর্ণনা করেন যে সমস্তভয়ের  
বাহন ছিল সিংহ এবং রত্নপাণির বাহন ছিল ঘোড়া। তিনি বলেন  
যে বজ্রস্বের অবস্থান ছিল কেন্দ্রবিন্দুর উপরে, তাঁর উপাদান  
ছিল স্বর্গীয় মন; তাঁর ইন্দ্রিয় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি  
এবং তাঁর বর্ণ ছিল সাদা।<sup>১৮</sup>

পাঁচজন স্বর্গীয় বুদ্ধগণের অথবা জিনগণের এক তালিকা দেওয়া  
হল :<sup>১৯</sup>

১	২	৩	৪	৫	৬
নির্দেশ যেখানে অবস্থিতি	নামগুলি	হাত ধরবার প্রণালী	সিংহাসন বাহন	বর্ণ	প্রতীকরূপে ব্যবহৃত বস্তুগুলি
কেন্দ্র	বজ্রচন	স্পর্শ অথবা ধর্মচক্র প্রবর্তন	সিংহ	সাদা স্থান	চক্র
পূর্ব	অকোভ্য	‘সাক্ষ্য’ ভূমিস্পর্শ	হাতি	নীল বায়ু	বজ্র
দক্ষিণ	রত্নসম্ভব	বরদান	ঘোড়া বা অশ্ব	স্বর্ণময় হলদে পৃথিবী	মনি রত্ন
পশ্চিম	অমিতাভ	ধ্যান	ময়ূর	লাল আলো	লাল পদ্ম রক্ত পদ্ম
উত্তর	অমোঘ- সিদ্ধি	অভয়তার আশীর্বাদ	‘সাঙ্- মাঙ’, এক ডানায়ুক্ত বামন	সবুজ জল	আড়াআড়ি- ভাবে অবস্থিত বজ্র বিশ্ব বজ্র

৭	৮	৯	১০
সুশোভিত সক্রিয় প্রতিফলিত আলোক	দ্বী প্রতিফলিত আলোক	বোধিসত্ত্ব প্রতিফলিত আলোক অথবা ধর্মীয় পুত্রগণ	বুদ্ধ হিসেবে পার্থিব প্রতি- ফলিত আলোক
বৈরোচন দ্বিতীয়	বজ্রধাতীশ্বরী লোচনা	সমস্তুভদ্র বজ্রপাণি	ত্রকুচন্দ্র কনকমুনি
বজ্রসত্ত্ব রত্নসম্ভব দ্বিতীয়	মামকী	রত্নপাণি	কাশ্যপ
অমিতায়ুঃ অমোঘসিদ্ধি দ্বিতীয়	পণ্ডর অথবা সিতা তারা	বিশ্বপাণির সাধারণ উপাধি অবলোকিত	শাক্যমুনি পদ্মপাণি মৈত্রেয়

পণ্ডিতগণের অথবা পুরোহিতগণের এক তালিকা নিম্নে দেওয়া হল : ২০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
পণ্ডিত অথবা পুরোহিত	যুগ	নির্দেশ	পণ্ডিতগণের বর্ণ	অনুসরণ- কারী যতি	আনিনী অথবা ঘটদাসী	কোটাল
সেতাই অথবা স্বৈতাই নীলাই কংসাই	স্বর্ণময় (সত্য) রৌপ্য তাম্র	পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব	সাদা নীল হলদে	৪০০ ৮০০ ১২০০	বসুয়া অথবা বিজয়া চরিত্রা গংগা	চন্দ্র হুম্মান সূর্য
	(দ্বাপর)					

রামাই লোহ উত্তর লাল ১৬০০ ছর্গা গরুড়  
(কলি)

গোসাঁঞি শূন্য শূন্য নীল অসংখ্য অভয়া উলুক  
অথবা অথবা অথবা  
গোসাঁই শূন্যতা শূন্যতা  
অথবা অনাগত  
ভবিষ্যৎ

৮	৯	১০	১১	১২
দ্বারপাল	প্রবেশ	ধর্মের স্নানের	গৃহগুলির,	ধর্মকে
এবং	দরজার	জল এবং	বসিবার স্থান-	উৎসর্গীকৃত
পত্র	নাম	তার নিকট	গুলির	জ্বোঁর বর্ণ
		উৎসর্গীকৃত	কাঁচা মাল	
		পেয়ালাগুলি	স্নানের ঘাটগুলি,	
			সিংহাসনগুলি,	
			জলের বাঁধ	
ঝরঝরি	পশ্চিম	পাঁচ পবিত্র	স্বর্ণ	সাদা
সুন্দর অথবা	প্রবেশ	স্থানগুলির		
মহাকাল	পথ অথবা	জল, জলের		
(পত্র	অহক	পেয়ালা		
পড়িহর)				
জম্বুব	লংকর	নারিকেল	রৌপ্য	নীল
অথবা	প্রবেশপথ	জল,		
তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা	অথবা	ছুধের		
(পাত্র	নটবক	পেয়ালা		
হুম্মান)				

মহাকায়	উদয়	ত্রিবেণীজল, তাত্র	তাত্রবর্ণ
(পাত্র	প্রবেশপথ	মধুর	
দামরশানি)	অথবা	পেয়ালা	
	সংখারি		
নন্দীদেব	গাজন	কপিলা গরুর লাল ধাতু	লাল
(পাত্র	প্রবেশপথ	দুধ, ভালবা-	অথবা
কামদেব)	অথবা	সার	ঘণ্টা, ধাতু পাথর,
	ভীষণ	পেয়ালা	মুক্তা, পিতল
	পঞ্চম	খালি	হীরক
	প্রবেশপথ	পেয়ালা	

অতএব উপরের দুটি তালিকা হতে ইহা পরিষ্কার হচ্ছে যে পাঁচজন তথাগতগণের অথবা পাঁচজন পণ্ডিতগণের মতবাদ একই এবং “পরবর্তীটা হচ্ছে পূর্বোল্লিখিতের এক রূপান্তরিত অনুবাদ।”

ইহা বলা হয় যে ধ্যানী বুদ্ধের মতবাদ চতুর্থ শতাব্দীতে প্রবর্তিত হয়েছিল। গুহ্যসমাজতন্ত্র প্রথম ইহাকে উল্লেখ করে। ইহা ধ্যানী-বুদ্ধ মণ্ডলের গঠনের এক বিবরণ দিয়েছে। “ইহা দেবতাগণের, তথাগতগণের, বোধিসত্ত্বগণের, শক্তিদের এবং বিভিন্ন অপর স্বর্গীয় প্রাণিগণের এক মহতী সভার বিবরণসহ বাগাভ্রম্বর পটু পদ্ধতিতে আরম্ভ করেছে। সভাতে উপস্থিত তথাগতগণ তথাগত-মণ্ডলকে অথবা পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণের জাহ্ন মণ্ডলকে ব্যাখ্যা করবার জন্য প্রভু বোধিসত্ত্ব বজ্রকে অনুরোধ করেছিলেন, এবং তাঁদের অনুরোধের উত্তরে, প্রভু বিশেষ সমাধিতে যাকে বলা হয় জ্ঞানপ্রদীপে (জ্ঞানের আলো বা প্রদীপ) বসেছিলেন এবং তাঁর সম্পূর্ণ আকার বজ্রধরের পবিত্র শব্দগুলি সহ প্রতিধ্বনি করতে শুরু



করেছিল যা হচ্ছে দেব কুলের মন্ত্র। এই কথাগুলি আসবার সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলি ভূমিস্পর্শ মুদ্রাসহ অকোভোর বাস্তব আকারে নিজেদের পরিবর্তন করেছিল।

তারপর প্রভু অপর সমাধিতে বসেছিলেন এবং শীঘ্র মোহ কুলের প্রধান মন্ত্র জিন অজিকের পবিত্র শব্দগুলিসহ আন্দোলিত হয়েছিল। শব্দ ধর্মচক্র মুদ্রাসহ বৈরোচনের বাস্তব আকারে নিজেদের সংক্ষিপ্ত করেছিল এবং তিনি স্থাপিত হয়েছিলেন তাঁর সম্মুখে পূর্বেতে।

পরে তৃতীয় সমাধিসহ প্রভু চিন্তামণি কুলের প্রধান মন্ত্র রতনধর কথাসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়েছিলেন এবং শীঘ্র বরদের ( দান প্রদান-কারী ) তাঁর প্রিয় চিহ্নসহ রত্নকেতুর মানবীয় আকারে সংক্ষিপ্ত করেছিলেন এবং প্রভুর দক্ষিণে স্থাপিত হয়েছিলেন।

প্রভু উহার ফলে চতুর্থ সমাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং অবলোকিতের পবিত্র শব্দসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়েছিলেন, এবং শীঘ্র স্পন্দনগুলি ধ্যান চিহ্নসহ অমিতাভের মানবীয় আকারে নিজেদের স্থূলাকারে পরিণত করেছিল এবং তিনি পশ্চিমে প্রভুর পশ্চাতে স্থাপিত হয়েছিলেন।

পরে, প্রভু অন্য সমাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং শীঘ্র সময় কুলের প্রধান মন্ত্র প্রজ্ঞাধরের পবিত্র শব্দসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়েছিলেন। স্পন্দনগুলি সংক্ষিপ্ত হবার পর অভয়ের ( অভয়দান ) বৈশিষ্ট্যমূলক চিত্রসহ অমোঘসিদ্ধির আকার ক্রমে ক্রমে ধারণ করেছিল এবং তিনি প্রভু কর্তৃক উত্তরে স্থাপিত হয়েছিলেন।

তারপর প্রভু সংখ্যাতে পাঁচ, বিশেষ সমাধিগুলির অনুক্রমে বসে-ছিলেন এবং বিভিন্ন পাঁচ প্রকার মন্ত্রগুলিসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়ে-ছিলেন। স্পন্দনগুলি রীতি মতে ইতঃপূর্বে উল্লিখিত পাঁচজন তথাগত-গণের ত্রীলোক প্রতিক্রম রূপে পাঁচজন দেবীগণের আকারে সংক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের ঠিকমত স্থানগুলিতে স্থাপন করা হয়েছিল।

অতএব, প্রভু প্রথম সমাধিতে দ্বৈরতি শব্দসহ প্রতিধ্বনিকারী

হয়েছিলেন যা তাঁর নিজ রাণীর আকারে নিজেকে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তাঁর নিজ আসনে স্থাপিত হয়েছিলেন ।

পরে, তিনি মোহরতি শব্দসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়েছিলেন যাহা এক দেবীর আকার গ্রহণ করেছিল এবং বৈরোচনের রাণী রূপে পূর্বদিকে স্থাপিত হয়েছিলেন ।

তারপরে, তিনি ঈষারতি শব্দসহ স্পন্দিত হয়েছিলেন যা দেবীর আকার গ্রহণ করেছিল এবং রত্নসমুদ্রের রাণী রূপে দক্ষিণ দিকে স্থাপিত হয়েছিলেন ।

পরে, অপর সমাধিতে প্রভু রাগরতি শব্দসহ স্পন্দিত হয়েছিলেন যা শীঘ্র এক দেবীর বাস্তব আকার গ্রহণ করেছিল এবং অমিতাভের রাণী রূপে পশ্চিম দিকে স্থাপিত হয়েছিলেন ।

তারপর অধিকতর সমাধিতে প্রভু বজ্ররতি শব্দসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়েছিলেন যা এক দেবীর আকারে বাস্তব রূপ নিয়েছিল এবং অমোঘসিদ্ধির রাণী রূপে উত্তর দিকে স্থাপিত হয়েছিলেন ।

যখন সকল তথাগতগণ তাঁদের জ্বীলোক প্রতিক্রম সহ সংযুক্ত হয়েছিলেন প্রভু তখন আরও চারটি সমাধিতে বসেছিলেন এবং এইগুলির মধ্য দিয়ে চার প্রধান দিকগুলির জন্য প্রবেশ পথের চার অভিভাবকগণকে সৃষ্টি করেছিলেন ।

প্রথমে, তিনি মহাবৈরোচন বজ্র সমাধিতে বসেছিলেন এবং যমান্তকৃত শব্দসহ প্রতিধ্বনিকারী হয়েছিলেন । এই শব্দ স্পন্দনগুলি শীঘ্র তথাগতগণের প্রতি ভয়ঙ্কর । এক ভীষণ দেবতার বাস্তব আকার গ্রহণ করেছিল এবং পূর্বদিকস্থ প্রবেশদ্বারে তিনি স্থাপিত হয়েছিলেন ।

পরে তিনি প্রজ্ঞাসমুৎক শব্দ সহ স্পন্দিত হয়েছিলেন । শব্দ স্পন্দনগুলি শীঘ্র বজ্র প্রক্রিয়ার প্রতি ভয়ঙ্কর এক দেবতার আকার গ্রহণ করেছিল এবং দক্ষিণদিকস্থ প্রবেশপথে তিনি স্থাপিত হয়েছিলেন ।

তৃতীয় সমাধিতে প্রভু পদ্মাসমুৎক শব্দসহ স্পন্দিত হয়েছিলেন,

যা শীঘ্র তথাগতগণের কথা প্রতিনিধিত্বকারী এক ভীষণ দেবতার আকার গ্রহণ করেছিল এবং পশ্চিম দিকস্থ প্রবেশপথে স্থাপিত হয়েছিলেন।

অবশেষে, প্রভু অশ্রু সমাধিতে বসেছিলেন, যা তথাগতের কায়বাকচিহ্নবজ্র বলে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বিদ্বান্ধকুং শব্দসহ স্পন্দিত হয়েছিলেন যা শীঘ্র তথাগতগণের কায়, বাক্য এবং চিত্তকে প্রতিনিধিত্বকারী এক প্রচণ্ড দেবতার আকার গ্রহণ করেছিল এবং উত্তরদিকস্থ প্রবেশ পথে স্থাপিত হয়েছিলেন।<sup>১১</sup> গৃহসমাজতন্ত্রের উপরে বিবরণগুলি আমাদের পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধগণের মতবাদ, তাঁদের প্রতিক্রিয়াগণের, তাঁদের মন্ত্রগুলি এবং প্রবেশ পথগুলির অভিভাবকগণ সম্বন্ধে জানায়। পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণের মতবাদের উপর বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীর এক সম্পূর্ণ অট্টালিকা উদ্ভোলন করা হয়েছে। যেমন দেবতাগণের অথবা বৌদ্ধ দেবদেবীগণের, পঞ্চ কুলের অথবা পরিবারবর্গের পূর্বপুরুষ দ্বৈষ, মোহ, রাগ, চিন্তামগ্নি এবং সময় ছিল পরিবারবর্গ। এই পরিবারবর্গের প্রত্যেক সদস্য তাঁর মাথায় তাঁর মাতা বা পিতার সম্পর্কীয় ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি বহন করতেন, প্রত্যেককে স্মরণ করে দিবার জ্ঞান যে তিনি এই ধ্যানী বুদ্ধ হতে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

সাধনমালা পঞ্চ বা পাঁচ ধ্যানী-বুদ্ধগণের নামগুলি, বর্ণগুলি এবং প্রতীকগুলি বর্ণনা করেছে।

“জিনে বৈরোচনে খ্যাতে রত্নসম্ভব এষ চ

অমিতাভামোঘসিদ্ধিরক্ষোভাশ্চ প্রকীর্তিতঃ

বর্ণা অমীষাং সীতঃ পীতো রক্তো হরিতমেচকৌ

বোধাদ্ধী বরদো ধ্যানম্ মুদ্রা অভয়-ভূম্পার্শৌ”।<sup>১২</sup>

“জিনগণ (বুদ্ধগণ) হচ্ছেন বৈরোচন রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, এবং অক্ষোভ্য। তাঁদের বর্ণ হচ্ছে সাদা, হলদে, লাল, সবুজ এবং নীল এবং তাঁরা প্রদর্শন করেন বোধাদ্ধী

( শিক্ষাদান ), বরদ ( বর ), ধ্যান ( ধ্যান, বা গভীর চিন্তা ), অভয় ( রক্ষণ ) এবং ভূস্পর্শ ( ভূমি-স্পর্শ ) হাতগুলির ভাবভঙ্গী যথাক্রমে” ।

এইচ কার্ণ পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণের উল্লেখ করেছেন । তিনি বলেন “বুদ্ধগণ এক অদ্বুত রকম, সম্পূর্ণভাবে রীতিবহির্ভূত কারণ তাঁরা হচ্ছেন শাস্ত্রত এবং কখনও বোধিসত্ত্ব হননি মহাযানীগণের পঁচাত্তর জন ধ্যানী-বুদ্ধগণ হচ্ছেন : বৈরোচন, অক্লোভা, রত্নসম্ভব, অমিতাভ অথবা অমিতায়ু( স্ ) এবং অমোঘসিদ্ধি । তাঁদের ঐক্যরূপ হচ্ছেন তারাগণ অথবা শক্তিগণ হচ্ছেন বজ্রধাম্মীশ্বরী, লোচনা মামকী, পণ্ডরা এবং তারা” । ২৩

বুদ্ধ শাক্যসিংহ কতকগুলি কারণে পঁচ প্রকার মুদ্রা ব্যবহার করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহা পঁচাত্তর জন ধ্যানী বুদ্ধগণের ধারণার প্রবর্তনে এবং উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে । কিন্তু কতকগুলি তাত্ত্বিক সম্প্রদায় হতে জানা যায় যে পঞ্চ মূর্ত্তগুলির অথবা উপাদান-গুলির নিত্যতার মতবাদ থেকে পঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণের উৎপত্তি হয়েছিল । বুদ্ধ মতে, এগুলি প্রাণীর উপাদানগুলি মাত্র । বজ্রসত্ত্ব সময় সময় ষষ্ঠ ধ্যানী-বুদ্ধ রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন । তিনি সাধারণতঃ পঁচ জন ধ্যানী-বুদ্ধগণের পুরোহিত রূপে গৃহীত হয়েছিলেন । “একজন ষষ্ঠ বজ্রসত্ত্ব আছেন, যাকে পঁচাত্তর মণ্ডলীর সভাপতিরূপে ভাবা হয়েছিল এবং আদি-বুদ্ধ রূপে কোন সম্প্রদায়গুলি দ্বারা গৃহীত হয়েছিলেন । ইহা বিশ্বাস করা হয় যে মানুষের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাঁর থেকে নির্গত হয়েছিল, তখন ইন্দ্রিয়ের অপর পঁচটি অঙ্গগুলি ( চক্ষু, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ ) পঁচাত্তর ধ্যানী-বুদ্ধগণ হতে অগ্রসর হয়েছিল । একইরূপে বিশ্বাস করা হয় যে পঁচ প্রকার বর্ণগুলি, সাদা, নীল, হলদে, লাল এবং সবুজ পঁচাত্তর ধ্যানী-বুদ্ধগণ হতে নির্গত-হয়েছে, অনুরূপভাবে ছয় প্রকার উপাদান-গুলির পঁচটি যাতে মানুষ গঠিত হয়েছে : মাটি, জল, আগুন, বায়ু এবং মহাশূন্যে পরিব্যাপ্ত বলে অনুমিত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-বিশেষ

(ব্যোম)। ষষ্ঠ উপাদান, নানাবিধভাবে বর্ণিত জ্ঞান, আত্মা অথবা মন, আদি-বুদ্ধের যথার্থ প্রকৃতির পরমাণু রূপে স্বীকৃত হয়েছে।”<sup>২৪</sup> বজ্রসত্ত্ব বহন করেছিলেন বজ্র এবং ঘণ্টা যা পুরোহিতের প্রতীক রূপে বিবেচিত হয়েছিল। তিনি “সমষ্টিগতভাবে পঞ্চ স্কন্ধগুলির সম্ভবতঃ এক মূর্তকরণ রূপে পরিচিত ছিলেন।” পরবর্তী পর্ধ্যায়ে উত্তরস্থ বৌদ্ধগণের দেবমণ্ডলীর তিনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন।

ধানী বুদ্ধগণ ধ্যানমগ্ন ভঙ্গীতে সর্বদা পাগুলি আড়াআড়ি-ভাবে রক্ষিত অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসন গ্রহণ করতেন। তাঁরা তাঁদের ডান পা আড়াআড়িভাবে রাখতেন এবং উভয় পায়ের পদতলগুলি বামের সন্মুখে উপর উপরদিকে ঘুরানো ছিল। সময় সময় কোলের উপর হাত ছিল খালি কিন্তু অনেক স্থানে এই হাতে একটি পাত্র ছিল। তাঁদের মাথাগুলির উপর কোন আবরণ ছিল না। চক্ষুগুলি ছিল অর্দ্ধ-মুদিত যেন ধ্যানেতে নিজেদের মগ্ন রাখতেন। তাঁদের পোশাক ছিল একটি অন্তর্বাস যা একজন ভিক্ষুর পরিচ্ছদের মত ছিল এবং তাঁদের ডান বাহুগুলিতে কোন আবরণ ছিল না। প্রত্যেক ধানী বুদ্ধের একজন নারী শক্তি ছিলেন। যখন তিনি তাঁর শক্তির সহিত থাকতেন তখন তিনি সর্বদা যব-ইয়ুম ভঙ্গীতে থাকতেন। তাঁর পরিচ্ছদ ছিল তের রকম বোধিসত্ত্ব অলংকারগুলি সহ ভারতীয় রাজকুমারের মত। ধানী-বুদ্ধগণ সর্বদা মুকুট পরিধান করতেন যখন তাঁরা তাঁদের শক্তিদের সহিত যুক্ত হতেন। এই কারণে তিব্বতীগণ তাঁদের “মুকুট পরিহিত বুদ্ধগণ” বলে অভিহিত করেছেন। ধানী বুদ্ধগণ সর্বদা একটি স্তূপের চারি পার্শ্বে তাঁদের স্থান নিয়েছিলেন। বৈরোচন আভ্যাস্তরিক মন্দিরের দেবতা রূপে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সময় সময় তাঁকে স্থাপন করা হয়েছিল দক্ষিণে রত্নসম্ভবের-পূর্বে অক্ষোভ্যের মধ্যে। “স্তূপের উপরে অক্ষোভ্য হচ্ছেন পূর্বমুখী, রত্নসম্ভব দক্ষিণ-মুখী, অমিতাভ পশ্চিম-মুখী এবং অমোঘসিদ্ধি

উত্তরমুখী”। অদ্বয় বজ্রসংগ্রহ<sup>১৬</sup> হতে ইহা জানা যায় যে ধ্যানী বুদ্ধ-গণের বিশেষ বিশেষ উপাধিগুলি তাঁদের কুলগুলির কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব অমিতাভ পদ্মকুলী রূপে পরিচিত হয়েছিলেন, অক্ষোভাকে বলা হয়েছিল বজ্রকুলী, বৈরোচন ছিলেন তথাগতকুলী, রত্নসম্ভব রত্নকুলী বলে পরিচিত ছিলেন এবং অমোঘসিদ্ধি কর্মকুলী রূপে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বজ্রসংগ্রহের কোন পরিবার ছিল না। সেই কারণে অদ্বয়বজ্রসংগ্রহে তাঁর কুলের ( বা পরিবারের ) কোন উল্লেখ নেই।

ধ্যানী-বুদ্ধগণের আরও বর্ণনা রয়েছে। “বুদ্ধগণ উপদেশ দিচ্ছেন, অথবা গৌরবে আসনে উপবিষ্ট, এবং বিভিন্ন স্বর্গগুলিতে, অন্ধারে এবং অতিশয় সুখকর গভীরভাবে চিন্তাতে ঈশ্বরদ্বারা নির্বাচিত গায়কদলের মধ্যে। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন অমিতাভ অথবা অমিতায়ুঃ, যিনি তাঁর গুণের পুণ্য দ্বারা শুদূরবর্তী অতীতে পরম সুখের ( সুখাবতী ) স্বর্গের অথবা পশ্চিমদিকস্থ স্বর্গে আরোহণ করেছেন। অপরজন হচ্ছেন অক্ষোভা, যিনি একইরূপে অভিরতি স্বর্গে পবিত্র গায়কগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছেন, এবং মৈত্রেয়ের অপেক্ষা করছেন তুষিত স্বর্গে তাঁর অবতরণের জন্য।

প্রারম্ভিক মূর্তিসংক্রান্ত বিষয়ে কদাচিৎ সাধারণ গুণ দ্বারা বুদ্ধগণ সনাক্ত হয়েছেন, অমিতায়ুঃ কারুকাঙ্করী পূর্ণঘট ধরে আছেন, অক্ষোভা, বজ্র। তাঁদের হাতের অঙ্গ-ভঙ্গীগুলি গুরুত্বপূর্ণ। অক্ষোভা ভূমিকে স্পর্শ করেন ( ভূমিস্পর্শমুদ্রা ), বৈরোচন ধর্ম প্রচার করেন ( ধর্মচক্র মুদ্রা ), অমিতাভ ধ্যানে বসেন ( ধ্যানমুদ্রা ), রত্নসম্ভব দান করছেন ( বরদমুদ্রা ) এবং অমোঘসিদ্ধি অভয়দানের অথবা রক্ষণের ( অভয়মুদ্রা ) ইঙ্গিত করেন।

প্রত্যেক বুদ্ধ সর্বদা তাঁর নিজ স্বতন্ত্র “যান” সহ সিংহাসনে বসেন ; অক্ষোভা হাতিতে চড়েন, বৈরোচন চড়েন পক্ষমুক্ত কপ্লিত মর্প বিশেষে, অমিতাভ ময়ূরে চড়েন, রত্নসম্ভব অশ্বে আরোহন করেন এবং অমোঘসিদ্ধি চড়েন পৌরাণিক পাখী গরুড়ে।

অক্ষোভ্য এবং তাঁর পরিবার হচ্ছে নীল, বৈরোচন সাদা, অমিতাভ লাল, রত্নসম্ভব হলদে এবং অমোঘসিদ্ধি সবুজ। বর্ণ হচ্ছে অতীন্দ্রিয় প্রতীক, অপরিহার্য উপাদান। অলৌকিক মৰ্যাদার প্রতীক হিসেবে পরবর্তীকালে বুদ্ধের সকল মূর্তিগুলি স্বর্ণমণ্ডিত করা হয়েছিল।<sup>২৩</sup>

(১) বৈরোচন (প্রথম ধ্যানী বুদ্ধ) :

(আক্ষরিক অর্থে আলোকময়, অতি উজ্জ্বল আলোক, সর্বোত্তম এবং শাস্ত্র বুদ্ধ)।

গুহ্যসমাজ তন্ত্র ৩০০ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল, তা ধ্যানী বুদ্ধগণের বিবরণ দিয়েছে। এখানে ইহা বৈরোচনকে উল্লেখ করেছে। নেপালী বৌদ্ধগণের মতে, তিনি ছিলেন প্রাচীনতম এবং পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণের মধ্যে প্রথম। কিন্তু কতিপয় উত্তরস্থ বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি আদি-বুদ্ধ রূপে বৈরোচনকে প্রতিষ্ঠা করেছিল যখন আদি-বুদ্ধের মতবাদ নেপালে প্রবর্তিত হয়েছিল। বৈরোচন সমগ্র স্তূপের এবং ইহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভু রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন, “স্বভাবতঃ, তিনি স্তূপের বাইরে প্রতিনিষিদ্ধ করতে পারেন না। কিন্তু এই আপত্তি নীতির বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃভাবে সাক্ষাৎ ঘটেছে নেপালের গুরুত্বপূর্ণ স্তূপগুলিতে যেখানে পূর্বে অক্ষোভ্যের এবং দক্ষিণে রত্নসম্ভবের মধ্যে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে।<sup>২৭</sup> অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ বৈরোচনকে উল্লেখ করেছে। ইহা বলে, “পূর্বদলে চন্দ্রমণ্ডলোপরি ওঁকারজঃ শুক্লবর্ণ-বৈরোচনঃ শুক্লচক্রচিহ্নঃ বোধ্যঙ্গী-মুদ্রাধরঃ রূপস্কন্ধ-স্বভাবঃ মোহ-স্বরূপো বিতবিশুদ্ধঃ তথাগতকুলী আদর্শত্বেন প্রতিষ্ঠিতঃ হেমমুত্ব-বিশুদ্ধঃ মধুররসশরীরঃ কবর্গব্যাপী প্রভাতসন্ধ্যাস্থকায়স্বভাবঃ”।<sup>২৮</sup> “বৈরোচন পদ্মের পূর্বদিকস্থ পাপড়ির উপরে চন্দ্রের কক্ষের উপর স্থাপিত সাদা অক্ষর ওম্ হতে উদ্ভূত হয়েছেন। এবং তাঁর বর্ণ হচ্ছে সাদা। তাঁর স্বীকৃত প্রতীক হচ্ছে সাদা ভারী চাকতি। তিনি বোধ্যঙ্গী মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং রূপের (আকারের)

মহাজাগতিক উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি হচ্ছেন মোহের ( বিভ্রান্তির ) প্রকৃতি। এবং দুই সঙ্গীগণ ব্যতীত, তিনি হচ্ছেন তথাগত কুলের বা পরিবারের মূর্তকরণ, এবং আদর্শ ( আদর্শ স্বরূপ ) জ্ঞানের একজন প্রতিকল্প রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি হেমন্ত ঋতুর মিষ্টি স্বাদের, অক্ষরগুলির মধ্যে ক (কণ্ঠ্য) মণ্ডলীর এবং দিনের মধ্যে প্রাতঃকালের এবং সন্ধ্যাকালের প্রতিনিধিত্ব করেন। বৈরোচন ছিলেন বর্ণতে সাদা। তাঁর দুটি হাত সংযুক্তকৃত, ঐতোক হাতের বুড়ো আঙ্গুলের এবং তর্জনির অগ্রভাগসহ বুকের সম্মুখে রক্ষিত ছিল”।

যখন বৈরোচনেরও চার মুখ এবং আট বাহু ছিল, তখন তিনি বজ্রধাতু রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। নিম্নসংযোগাবলী বজ্রধাতু-মণ্ডলে তাঁকে বর্ণনা করেন : “বৈরোচনো বজ্রপর্যঙ্কেন নিষগ্নঃ শুভ্রঃ সিত-পীত-রক্ত-হরিত-চতুর্ভুজঃ। অষ্টভুজঃ সব্যবামাভ্যাম্ ধৃতসবজ বোধয়ঙ্গী-মুদ্রা’পর্যাব্যাম্ ধৃতধ্যান-মুদ্রো দক্ষিণাভ্যাম্ অক্ষমালাশরধরো বামাভ্যাম্ চক্রচাপভূঃ”।<sup>১২</sup> “বৈরোচন বজ্রপর্যঙ্কে বসে আছেন এবং বর্ণে সাদা। তাঁর চার মুখমণ্ডল দেখায় সাদা, হলদে, লাল এবং নীল বর্ণগুলি। তিনি হচ্ছেন অষ্ট-ভুজ। দুটি প্রধান হাতে বজ্র ধরে তিনি বোধয়ঙ্গী অথবা ধর্মচক্র মুদ্রা। আদর্শন করছেন। দ্বিতীয় জোড়া হাতসহ তিনি ধ্যান মুদ্রা দেখাচ্ছেন। অবশিষ্ট দুটি ডান হাত জপমালা এবং ধনুক ধরে আছে এবং অবশিষ্ট দুই বাম হাত দ্বারা তিনি ভারী চাকতি এবং তীর বহন করছেন”।

যোগ প্রথা সর্বদা ব্যক্তিগতের সহিত সার্বজনীন ভাবের মিলনের উপর জোর দেয়। জাপানীগণ অতীন্দ্রিয় সংযোগের সর্বোত্তম যান রূপে বৈরোচনকে গণ্য করেন। যা, তাঁদের মতে, ছিল ‘দাইনিছি নয়োরইএর’ ( মহান সূর্য ) ( অথবা রোশন ) কার্য। বৈরোচনের মুদ্রা আমাদের দেখায় অতীন্দ্রিয় মিলন। যখন তিনি ছিলেন ত্যাগী বুদ্ধ তাঁর ছিল ধর্মচক্র মুদ্রা। তিস্ততীগণ তাঁকে থবডোং-শেসুব অথবা “জ্ঞানের সহিত বিষয়ের সংযোগ” রূপে উল্লেখ



করেছেন। কিন্তু যখন জনগণ আদি-বুদ্ধ রূপে তাঁকে পূজা করেছিলেন, তখন তাঁর ছিল ছয়টি উপাদানের মুদ্রা। “বাম হাতের তর্জনী ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুলের দ্বারা দৃঢ়বদ্ধ করা হয়েছে। ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল পাঁচটি জড় উপাদানগুলির প্রতীক স্বরূপ প্রদর্শন করেছিল যার দ্বারা মানুষ গঠিত হয়েছে : মাটি (ছোট আঙ্গুল বা কড়ি আঙ্গুল), জল (আংটির আঙ্গুল), আগুন (মধ্য আঙ্গুল), বায়ু (তর্জনী), ব্যোম (বুড়ো আঙ্গুল)। বাম হাতের তর্জনী আদি-বুদ্ধের অগ্নিশিখা-প্রতীককে প্রতিনিধিত্ব করছে, ষষ্ঠ উপাদানের জন্য মন হচ্ছে তাঁর যথার্থ প্রকৃতির অণু।” দুটি হাত ইঙ্গিত করছে আধ্যাত্মিকের সহিত জড়ের সংযোগ যা বজ্রধাতুর এবং গর্ভধাতুর অথবা দুই অংশের মণ্ডলের (অতীন্দ্রিয় বৃত্ত বা মণ্ডল) সহিত সনাক্ত করা হয়েছে।

তিব্বতে বৈরোচন ধ্যানী বুদ্ধ রূপে সর্বদা ভিক্ষুরের পোশাক পরিধান করেছিলেন। তাঁর ছিল ছোট কোঁকড়ানো চুল এবং উষ্ণীয়। উর্ণা এবং কর্ণগুলির নিম্নভাগ ছিল দীর্ঘ। ধর্মচক্র মুদ্রার ভঙ্গিতে তাঁর হাতগুলি স্থাপিত ছিল। যখন তিনি তাঁর শক্তির সহিত ছিলেন, তিনি একজন বোধিসত্ত্বের পরিচ্ছদ পরিধান করেছিলেন এবং একটি চক্র এবং একটি ঘণ্টা বহন করেছিলেন। শক্তি তাঁর পাগুলি সহ তাঁর দেহকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং ধরেছিলেন একটি মাথার খুলির টুপি, ছুরি অথবা একটি চক্র। বৈরোচনের কতকগুলি প্রতিমূর্তি তিব্বতে এবং চীনেতে পাওয়া গিয়েছিল।

## (২) অক্ষোভ্য (দ্বিতীয় ধ্যানী বুদ্ধ)

(আন্দোলিত নন যিনি, অচল, শাস্ত্র বা আলোড়িত নন যিনি) ইহা বলা হয় যে প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথম অক্ষোভ্যকে উল্লেখ করেন। তারপর সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র এবং সুখাবতীব্যাহ পূর্বে তাঁর গৌরবময় স্বর্ণ, অভিরিতির এক বর্ণনা দিয়েছে। অমিতায়ুস সূত্র, যা ৩৮৪ খ্রীষ্টাব্দের এবং ৪১৭ খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছে, উল্লেখ করেছে তথাগত রূপে ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষোভ্যকে। নেপালী বৌদ্ধগণের মতে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় ধ্যানী বুদ্ধ। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ তাঁকে বর্ণনা করে বলে, “সূর্য-মণ্ডলস্থ-নীল-হংকারনিপ্পন্নো দ্বিভুজো এক-মুখো ভূস্পর্শমুদ্রাধরো বজ্রপর্যঙ্কী...বিজ্ঞান-স্বক্সস্বভাবঃ...বজ্রকুলী...শিশির-মধ্যাহ্নকটুশ্রুতি-আকাশশব্দ-চবর্গো অক্ষোভ্যবিশুদ্ধঃ”।<sup>১০</sup> অক্ষোভ্য নীল অক্ষর হং হতে উদ্ভূত হয়েছেন যা সূর্যের কক্ষের উপর স্থাপিত হয়েছে। তাঁর আছে দুইটি বাহু এবং একটি মুখ-মণ্ডল। তিনি ভূ-স্পর্শ (ভূমি-স্পর্শ) মুদ্রা এবং বজ্র-পর্যঙ্ক (শক্তিশালী আসন) ভঙ্গীতে বসে অছেন। তিনি বিজ্ঞানের (আত্মজ্ঞান বা চেতনা) আদিম মহাজাগতিক উপাদানগুলির প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি হচ্ছেন বজ্রকূলের প্রতিক্রম বা মূর্তকরণ এবং শীত ঋতুর, মধ্যাহ্নকালের, কাল স্বাদের, শ্রুতি ইন্দ্রিয়ের ব্যোমের, শব্দের উপাদানের এবং অক্ষরগুলির মধ্যে চ (তালব্য বর্ণ) মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করেন।

নিপ্পন্নযোগাবলী অক্ষোভ্য মণ্ডলে প্রধান দেবতা রূপে অক্ষোভ্যকে উল্লেখ করেছে। ইহা বলে, “অক্ষোভ্যঃ কৃষ্ণো রৌদ্রঃ সিতমক্ক-সব্যোতরমুখঃ সব্যাকরৈঃ কুলচক্র-পদ্মানি বামৈ-ধ্বণ্টা-চিস্তামণি-খড়্গান বিভ্রানঃ স্বাভ-স্পর্শবজ্রা-লিঙ্গিতঃ”।<sup>১১</sup>

“অক্ষোভ্য হচ্ছেন বর্ণে নীল এবং তাঁর ক্রুদ্ধ চেহারা। তাঁর ডান মুখমণ্ডলের বর্ণ হচ্ছে সাদা এবং বামের হচ্ছে লাল। তিনি তাঁর ডান হাতগুলিতে বজ্র (কূলের প্রতীক), ভারী চাকতি এবং পদ্ম ধরে আছেন। তিনি ঘণ্টা, চিস্তামণি মণি এবং তরবারি বহন করেছেন তাঁর তিনটি বাম হাতে। তিনি তাঁর দুই প্রধান হাত গুণিসহ আলিঙ্গন করছেন প্রজ্ঞারূপী-স্পর্শবজ্রকে।”

অক্ষোভ্য সর্বদা তাঁর মুখমণ্ডল পূর্বদিকে রেখেছিলেন যখন তিনি স্তূপে স্থাপিত ছিলেন। অপর ধ্যানী বুদ্ধগণের মত অক্ষোভ্য তাঁর পাগুলি এঁটে ধরা সহ তাঁর আসন গ্রহণ করে-

ছিলেন এবং উভয় পাশ্চলি ছিল আপাত প্রতীয়মান। তাঁর কপালে ছিল উর্ণা এবং তাঁর পদতলে ছিল চক্রের চিহ্ন। তাঁর বাম হাতখানি তাঁর কোলেতে রেখেছিলেন এবং ডান হাতের বিস্তৃত আঙ্গুলগুলি ভূমি স্পর্শ করেছিল যা ছিল ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। যখন তিনি ছিলেন তাঁর শক্তির সহিত, তিনি তাঁর মাথাতে মুকুট পরেছিলেন এবং তাঁর শক্তিকে আলিঙ্গন করেছিলেন। তাঁর শক্তি ধরেছিলেন কপাল (মাথার খুলির টুপি) এবং বজ্র। কিছু বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে, অক্ষোভা ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ছিলেন বজ্রসত্ত্ব কিন্তু অন্যরা চিন্তা করেন যে বজ্রধর ছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক পুত্র। পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণের প্রথা হতে জানা যায় যে বজ্রপাণি ছিলেন তাঁর ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব। কতকগুলি তান্ত্রিক গ্রন্থ অক্ষোভ্যের বিভিন্ন আকারগুলি উল্লেখ করেছে। তাঁর মূর্তির কিছুর মধ্যে চার হাত, কিছুর দশায়মান অবস্থায় ছয় হাত, কিছু বসা অবস্থায়। কিছু একাকী এবং কিছু যব-ইয়ুমে পাওয়া গিয়েছিল বিভিন্ন স্থানে। তিব্বতে চীনে তিনি ছিলেন খুবই জনপ্রিয়।

### (৩) রত্ন সম্ভব (তৃতীয় বুদ্ধ)

[মূল্যবান (অথবা পবিত্র) বিষয়ের বা দ্রব্যের উৎস; মূল্যবান জন্মের বুদ্ধ, মূল্যবান জন্ম!]

গুহ্যসমাজতন্ত্র প্রথমে রত্নসম্ভবের নাম উল্লেখ করেছে। নেপালী বৌদ্ধগণের মতে, তিনি ছিলেন তৃতীয় ধ্যানীবুদ্ধ। তিনি রত্নকূলের প্রতিষ্ঠাতা। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ রত্নসম্ভবের এক বিবরণ দিয়েছে। ইহা বর্ণনা করে, “দক্ষিণদলে সূর্যমণ্ডলোপরি ত্রাং-কারজঃ পীতবর্ণো রত্নসম্ভবো রত্নচিহ্নবরদমুদ্রাধরো বেদনাস্থভাব-পিণ্ডনশরীরঃ রক্তাঙ্গকো রত্নকুলী সমতাজ্ঞানবান্ বসঃ স্বভূরূপো লবণশরীরঃ তবর্গব্যাপী তৃতীয়চতুর্থপ্রহরায়কঃ।”<sup>৩৭</sup> “রত্নসম্ভব দক্ষিণদিকস্থ পদ্মের পাপড়ির উপর সূর্যের কক্ষের উপর অবস্থিত ত্রাং নামক হ্রদে অক্ষর হতে উদ্ভূত হয়েছেন তিনি হচ্ছেন বর্ণে হলদে, মণি হচ্ছে

তার পরিচিত প্রতীক এবং তিনি বরদ ( দান প্রদান করা ) মুদ্রাধর এবং বেদনার ( দৈহিক বা মানসিক অনুভূতি ) মহাজাগতিক উপাদান-গুলির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তিনি হচ্ছেন কুংসার ( পিশুন, নিন্দা ) মূর্তকরণ । তিনি মানবশরীরে প্রবাহিত রক্তের সভাপতিত্ব করেন এবং দেবতাগণের রক্ত মণি ) কুলেতে অন্তর্ভুক্ত আছেন । তিনি সমতা ( সমভাবের ) জ্ঞানের অধিকারী এবং বসন্ত ঋতুর, লবনাক্ত স্বাদের, অক্ষর গুলির মধ্যে 'ত' ( দস্ত সম্পর্কীয় ) মণ্ডলীর, এবং দিবসের এবং রাত্রির তৃতীয় এবং চতুর্থ যামের আধিপত্য করেন ” ।

রত্নসম্ভব সর্বদা তাঁর পাগুলি অন্তরঙ্গে এঁটে ধরে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর বর্ণ ছিল হলদে এবং দক্ষিণ দিকে তাঁর মুখ স্থাপিত ছিল । তিনি তাঁর বাম হাতে-চিন্তামণি ( জাছুমণি ) ধরে রেখেছিলেন এবং তাঁর কোলে ইহা রেখেছিলেন এবং তাঁর দক্ষিণ হাত ছিল বরদমুদ্রার ভঙ্গীতে । তাঁর ছিল উষ্ণীষ । উর্ণা এবং কানের নিম্নভাগ দার্ঘ্য । তিনি ভিক্ষতে এবং চীনে খুব জনপ্রিয় ছিলেন ।

( ৪ ) অমিতাভ ( চতুর্থ ধ্যানী বুদ্ধ )

( অসীম আলোকের বুদ্ধ )

নেপালী বৌদ্ধগণ চতুর্থ ধ্যানী বুদ্ধরূপে অমিতাভকে গ্রহণ করেছিলেন । তিনি ছিলেন শাক্যমুনির বোমীয় বা মহাশূদ্রে পরিব্যাপ্ত বলে অনুমতি অতি সুন্দর পদার্থবিষয়ক আকার । এলিস গেট্টি বলেন, “উত্তর দিকস্থ বৌদ্ধগণ দাবী করেন যে গৌতম বুদ্ধ নির্বাণে প্রবেশের পূর্বে শারিপুত্রকে ( তাঁহার প্রিয় শিষ্যগণের মধ্যে একজন ) পশ্চিমদিকস্থ স্বর্গের ( সুখাবতীর ) পরিচয় দিয়ে গিয়েছিলেন । এই স্বর্গের আধিপত্য করেন অমিতাভ যিনি হচ্ছেন অসীম আলোকের বুদ্ধ এবং তাঁর স্বর্গের অধিবাসীদের অমরত্ব প্রদানকারী ” । বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও তাঁর বর্ণনা করে বলেন, “ধ্যানী বুদ্ধগণের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম

হচ্ছেন অমিতাভ, যিনি শান্তিপূর্ণ ধ্যানে সুখাবতী স্বর্গে বাস করেন বলা হয়। তিনি আধিপত্য করেন বর্তমান কল্পের (কালচক্র) যা হচ্ছে ভদ্রকল্প”।<sup>৩৩</sup> ধ্যানী বুদ্ধ রূপে তিনি কিছুই সৃষ্টি করেন নি। কিন্তু তাঁর বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি সৃষ্টির জন্য সবকিছু করেছিলেন।

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ অমিতাভের আকারের এক বিবরণ দিয়েছেন। ইহা বর্ণনা করে, “পশ্চিমদলে রবিমণ্ডলোপরি রক্ত-হ্রীঃকারসমুত্তো রক্তবর্ণে। অমিতাভঃ পদ্ম-চিহ্নঃ সমাধিমুদ্রাধরঃ সংজ্ঞাস্বক্ৰমভাবো রাগশরীরঃ শুক্রাশ্রকঃ পদ্মকুলী প্রত্যবেক্ষণজ্ঞানলক্ষণো গ্রীষ্মতুরূপহা- ম্লরসশরীরঃ তবর্গাত্মা প্রদোষবান্”।<sup>৩৪</sup> “পশ্চিমদিকস্থ পাপড়ির উপর সূর্যের চাকতির উপর লাল অক্ষর হ্রীঃ হতে উদ্ভূত লাল বর্ণের অমিতাভ। তাঁর চিহ্ন রূপে তাঁর আছে একটি পদ্ম, এবং তিনি তাঁর দুই হাতে সমাধি মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। তিনি হচ্ছেন সংজ্ঞার (নামের) মহাজাগতিক উপাদানের প্রকৃতি, তিনি হচ্ছেন আসত্তির এক মূর্তকরণ এবং তিনি পদ্মকূলে অন্তর্ভুক্ত আছেন। তিনি অত্যাশ্চর্যকর তরল পদার্থের ধারক এবং তিনি প্রত্যবেক্ষণ (দেখা) জ্ঞানসহ বিভূষিত আছেন। তিনি গ্রীষ্ম ঋতুর এবং অম্লম্বাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি (বুদ্ধিসংক্রান্ত, বা মগজসংক্রান্ত) ত-বর্গীয় অক্ষরগুলির মণ্ডলীর আধিপত্য করেন এবং সন্ধ্যাকালের গোধূলি সময়ের প্রভু করেন”।

যখন অমিতাভ স্তূপে স্থাপিত হয়েছিলেন, তিনি তখন সর্বদা তাঁহার মুখমণ্ডল পশ্চিম দিকে রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা তাঁর পাণ্ডুলি নিবিড়ভাবে এঁটে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ধ্যান মুদ্রা ভঙ্গীতে তাঁর হাতগুলি তাঁর কোলে রেখেছিলেন। তাঁর ছিল উষ্ণীষ, উর্ণা এবং কানের নিম্নভাগ ছিল দীর্ঘ। তাঁর বর্ণ ছিল লাল এবং তাঁর বাহন ছিল ময়ূর। এলিস গেটি বর্ণনা করেন, “অসীম আলোকের বুদ্ধ হওয়া ছাড়া, অমিতাভ হচ্ছেন অনন্ত জীবনের বুদ্ধ, অমিতায়ুর আকারে এবং

অবলোকিতেশ্বরের বোধিসত্ত্ব আকারে অনন্ত করুণার বুদ্ধ এবং মহাস্থানপ্রাপ্ত এবং অবলোকিতেশ্বর সহ তাঁকে ত্রয়ীতে দেখা যায়।” অমিতাভর অনেকগুলি মূর্তি চীনে এবং জাপানে পাওয়া গেছে।

(ক) অমিতাযুঃ (অপরিমিতাযুঃ)

(শাস্ত্রত জীবনের বুদ্ধ, অনন্ত জীবনের বুদ্ধ)

অমিতাভ তাঁর চরিত্রে দীর্ঘ জীবন প্রদানকারী বলেই অমিতাযুঃ “দীর্ঘ জীবনের দাতা” রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি মুকুট পরেছিলেন এবং তাঁর ছিল বোধিসত্ত্বের ১৩টি অলংকার। তিনি সর্বদা বুদ্ধের মত আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং ধ্যানমুদ্রা ভঙ্গীতে তাঁর কোলেতে তিনি তাঁর হাতগুলি রেখেছিলেন, এবং অমৃতের পাত্র ধরেছিলেন। তাঁর কোন শক্তি ছিল না। তিনি তিব্বতে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। ত্রয়ীতে মঞ্জুষ্রী এবং বজ্রপাণির মধ্যে তাঁকে প্রায়ই দেখা যেত।

(খ) ও-মি-তো-ফো

(অসীম আলোকের চীনের বুদ্ধ)

চীনেতে ও-মি-তো-ফো অথবা অমিতাভর পূজা খুবই জনপ্রিয় ছিল। তাঁর ছোট কোঁকড়ানো চুল, কানের নিম্নভাগ দীর্ঘ, উষ্ণীয়, উর্ণা এবং অর্ধমুদিত চক্ষুগুলি ইঙ্গিত করে তাঁর গভীর ধ্যানমগ্নের ভঙ্গি। তিনি সর্বদা তাঁর পাগুলি নিবিড়ভাবে এঁটে আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর হাতগুলি ধ্যান মুদ্রা ভঙ্গীতে স্থাপিত ছিল।

ও-মি-তো-ফোর আর এক আকার চীনেতে দেখা গেছে। তিনি ছিলেন দণ্ডায়মান অবস্থায় এবং তাঁর বাহুগুলি অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ ছিল। তাঁকে বলা হত চিয়ে-য়িন-ফো অথবা বুদ্ধ যিনি স্বর্গকে চালিত করেন।

(গ) অমিদ ন্যোরে

( অসীম আলোকের জাপানী বুদ্ধ )

অমিদ একজন মৌলিক আদিম বুদ্ধ রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। অনাদি অনন্ত, তিনি ছাড়া অপর কেহ নহেন। তাঁকে বলা হয় ‘বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পিতা’ এবং তাঁর থেকে সকল বুদ্ধগণ এবং বোধিসত্ত্বগণ উদ্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর ছিল সন্ন্যাস বস্ত্র। তাঁর উভয় কাঁধ ঢাকা ছিল এবং তাঁর বক্ষ আংশিকভাবে অনাবৃত ছিল। যখন তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন, তখন তাঁর পাগুলি নিবিড়তার আঁটা ছিল এবং তাঁর পদতলগুলি উপরের দিকে ঘোরানো ছিল। তাঁর হাতগুলি ধর্মচক্র মুদ্রায় স্থাপিত ছিল। কিন্তু যখন অমিদ দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে ছিলেন, তখন তাঁর ডান হাত অভয়-মুদ্রা ভঙ্গীতে স্থাপিত করেছিলেন এবং তাঁর বাম হাতখানি ছিল বরদ মুদ্রাতে।

(৫) অমোঘসিদ্ধি ( পঞ্চম ধ্যানী বুদ্ধ )

( অশ্রান্ত জাহ্নব, অশ্রান্ত শক্তির বুদ্ধ )

নেপালী বৌদ্ধগণের মতে, অমোঘসিদ্ধি ছিলেন পঞ্চম ধ্যানী বুদ্ধ। “তিনি ‘সর্বতোভাবে সফল’ এবং অশ্রান্ত জাহ্নব কর্মক্ষমতায়ুক্ত”। তিনি সর্বদা “অনমনীয় ভঙ্গীতে” তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর বাম হাত কোলে স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর ডান হাতখানি অভয় মুদ্রা “অভয়তার আশীর্বাদ” প্রদানের ভঙ্গীতে।

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ অমোঘসিদ্ধির রূপ বর্ণনা করেছেন। ইহা বলে, “উত্তরদলে সূর্যমণ্ডলোপরি শ্যাম-খংকারজঃ শ্যামবর্ণোহমোঘসিদ্ধিঃ বিশ্ব-বজ্রচীনাভয়মুদ্রাধরঃ সংস্কার-স্কন্ধস্বভাবো বর্ষাভূ-রূপঃ ( কর্মকুলী ) পিশিতাপ(শ ?) : তিক্তরসাত্মকঃ পবর্গবিপ্লবঃ অর্দ্ধরাত্রস্বভাবঃ”। ৩১ “অমোঘসিদ্ধি পদ্মের উত্তর দিকস্থ পাপড়ির উপর সূর্যের কক্ষের উপর অবস্থিত সবুজ অক্ষর খং হতে উদ্ভূত হয়েছেন, এবং তাঁর বর্ণ ছিল সবুজ। তাঁর স্বীকৃত প্রতীক হচ্ছে বিশ্ববজ্র অথবা দ্বিবজ্র। তিনি

অভয় [রক্ষণ] মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং সংস্কারের [অমুরূপ করণ] মহাজাগতিক উপাদানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি হচ্ছেন বর্ষা ঋতুর মূর্তকরণ এবং তিনি স্বভাবে দানব; তিনি কর্মকুলেতে অন্তর্ভুক্ত আছেন এবং তিনি তিস্ত্র স্বাদেব, অক্ষরগুলির মধ্যে প (ওষ্ঠসম্বন্ধীয়) মণ্ডলীর এবং রাত্রির মধ্যভাগের প্রতিনিধিত্ব করেন”।

অমোঘসিদ্ধির বর্ণ ছিল সবুজ। তিনি সর্বদা তাঁর মুখমণ্ডল উত্তর দিকে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বাহন ছিল এক জোড়া গরুড়, একটি সাত ফণাযুক্ত সাপ এবং একটি ছাতা সর্বদা তাঁর পিছনে স্থাপিত হয়েছিল যার থেকে তাঁর প্রকৃতি জানা যায়। “নেপালী চৈত্যাগুলিতে যেখানে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণ কুলজিতে প্রতিনিধিত্ব করেন, অমোঘসিদ্ধি সেখানে একাকী এবং তাঁর মাথার উপর আছে সাপের চাঁদোয়া”। অমোঘসিদ্ধির পূজে তিব্বতে এবং চীনে খুব জনপ্রিয়।

(৬) বজ্রসত্ত্ব (ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ)

নেপালী বুদ্ধগণের মতে, বজ্রসত্ত্ব হচ্ছেন ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ। তিনি ছিলেন পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণের পুরোহিত। অপর ধ্যানী বুদ্ধগণের মত তাঁকে স্তূপে স্থাপিত করা হয়নি। কিন্তু তাঁর পূজার জন্য পৃথক মন্দিরগুলি উৎসর্গ করা হয়েছিল। তাঁর পূজা কখনও খোলা জায়গায় সম্পাদন করা হত না। ভক্তগণ গোপনেই তাঁর পূজা করত। এলিস গেটি বর্ণনা করেন, বোরোবুদ্র মন্দিরে পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধগণের উপরে গম্বুজেতে রুদ্ধ বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব রূপে প্রতীয়মান। এই বজ্রসত্ত্ব তিব্বতী ও নেপালী “গুপ্ত প্রভু” ছাড়া অস্ত্র কেউ নন, কারণ নেপালে তিনি পূজিত হন গোপনে কেবলমাত্র বজ্রযানের রহস্যগুলিতে দীক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা।

বজ্রসত্ত্বের ছিল দুটি আকার, একাকী এবং যব-ইয়ুম। যখন তিনি একাকী ছিলেন, তিনি তখন জনসাধারণের সম্মুখে স্থাপিত হতেন। কিন্তু যখন তিনি সঙ্গে শক্তির যুক্ত তখন তাঁকে জনসাধারণের



সম্মুখে স্থাপন করা হত না। এই রূপ সর্বদা গোপনে রাখা হত। তাঁর ছিল বজ্র এবং ঘণ্টা কিন্তু তাঁর শক্তি কত্রি এবং কপালকে ধারণ করতেন।

অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ বজ্রস্বের আকার বর্ণনা করেছে। “বজ্রসম্বন্ত হংকারজন্মা শুক্লো দ্বিভুজ একবক্তে। বজ্রঘণ্টাধরো কাষায়-রসশরীরঃ শরদৃত্তুবিগুদ্ধো যরলবাঢ়াত্মকঃ অর্দ্ধরাত্রিতঃ প্রভাত-কালপর্যন্তো ধর্মধাতুপরনামা”।<sup>৩৬</sup> “বজ্রসম্ব হং অক্ষর হতে উদ্ভূত হয়েছেন এবং বর্ণতে হচ্ছেন সাদা। তাঁর ছিল দুই বাহু এবং একটি মুখ এবং তিনি দুই হাতে বজ্র এবং বজ্র চিহ্নিত ঘণ্টা ধরে আছেন। তিনি কষায় সাদের, শরৎ ঋতুর, য, র, ল এবং ব বর্ণমালার অক্ষরগুলির এবং মধ্যরাত্রি হতে প্রত্যুষ পর্যন্ত রাত্রির অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর দ্বিতীয় নাম হচ্ছে ধর্মধাতু।”<sup>৩৭</sup> বজ্রস্বের পূজা তিব্বতে এবং চীনে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

## পাদ-টীকা

- (১) এ, কে, গর্ডন, দি আইকোনোগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান লামাইজম,  
পৃ: ৫১
- (২) ঐ, পৃ: ৫১
- (৩) এলিস গেট্টি, দি গডস অফ নব্বদার্ব বুদ্ধিজন্ম, পৃ: ২৮
- (৪) এ, কে, গর্ডন, দি আইকোনোগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান লামাইজম,  
পৃ: ৩০
- (৫) বি. ভট্টাচার্য, এন ইনট্রোডাকসান্ টু বুদ্ধিষ্ট এসোটেরিজম,  
পৃ: ১২৮
- (৬) ঐ, পৃ: ১২৩
- (৭) বি. ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৪২
- (৮) এ. কে, গর্ডন, দি আইকোনোগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান লামাইজম,  
পৃ: ৩০
- (৯) ঐ, পৃ: ৩০
- (১০) ঐ, ,, ৩০
- (১১) বি. ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৫২
- (১২) এস, বি, দাসগুপ্ত, এন ইনট্রোডাকসান্ টু তাত্ত্বিক বুদ্ধিজন্ম,  
পৃ: ৮৪-৮৭
- (১৩) ঐ, পৃ ৮৪; পাদটীকা ৪ : “শ্রী-চক্র-সম্বন্ধ-ভয়ে এই পাঁচ জন দেবতা  
বাধ্যমুক্ত মনোজাত জ্ঞানের প্রতীক। তাঁরা হচ্ছেন ধ্যানী  
বুদ্ধগণ, পঞ্চাস্তরে পঞ্চস্কন্ধগুলির উপরে আধিপত্যকারী বুদ্ধগণ,  
যথা বৈরোচন ( রূপ ), বজ্র-সূর্য ( বেদনা ), পছনর্ভেষ্বর ( সংজ্ঞা ),  
স্বাক্ষ-বজ্র ( সংস্কার ) এবং বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব ( বিজ্ঞান )।”
- (১৪) ঐ, পৃ: ৮৪, পাদটীকা ৫ :  
রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞানম্, এব চ। পঞ্চ-বুদ্ধ-স্বভাবং তু  
স্কন্ধোৎপত্তি -বিনিশ্চিতম্”।

বজ্র-বারাহি-কল্প-মহাভক্ত, পুঁথি (আর, এ, এস, বি, নং ১১২৪৫) পৃ: ১০ (এ) ।

(১৫) এস, বি, দাসগুপ্ত; এন ইনট্রোডাকশান টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজয়, পৃ: ৮৫, পাদটীকা ১: “অদ্বয়-বজ্র-সংগ্রহের মতে জ্ঞানের পাঁচ প্রকার হচ্ছে (১) সুবিশুদ্ধ ধর্ম-ধাতু-জ্ঞান, বৈরোচনকে উৎপাদন করেছে, (২) আদর্শ-জ্ঞান, অক্ষোভ্যকে উৎপাদন করেছে, (৩) প্রত্যবেক্ষণাজ্ঞান অমিতাভকে উৎপাদন করেছে, (৪) সমতাজ্ঞান, রত্ন-সম্বন্ধকে উৎপাদন করেছে, (৫) কৃত্যানুষ্ঠান-জ্ঞান অমোঘসিদ্ধিকে উৎপাদন করেছে। সাধারণত: সৃষ্টির জন্য যে ধ্যান তা লোক-সংসর্জন বলে পরিচিত হয়েছে। আদর্শ-জ্ঞান, সমতা-জ্ঞান, প্রত্যবেক্ষণা-জ্ঞান এবং কৃত্যানুষ্ঠান-জ্ঞান হচ্ছে চার প্রকার জ্ঞান যা প্রভু বুদ্ধ নিজে আয়ত্ত করেছিলেন।”

(১৬) ও, আর, সি, বি, এল, পৃ: ৩৫২

(১৭) ঐ, ,, ৩৫৩ ; এস, বি, দাসগুপ্ত, এন ইনট্রোডাকশান টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজয়, পৃ: ৮৭ ; এ, কে, গড্ডন, দি আইকোনোগ্রাফি অফ ইণ্ডিয়ান লামাইজম, পৃ: ৫২

(১৮) এলিস গেট্টি ; দি গড্ডস অফ নরদার্ন বুদ্ধিজয়, পৃ: ২৮-৩২

(১৯) এল, এ, ওয়াডেল, দি বুদ্ধিজয় অফ টিবেট অথবা লামাইজম পৃ: ৩৪০-৩৫১

(২০) এস, বি, দাসগুপ্ত, ও, আর, সি, বি, এল পৃ: ৩৫১

(২১) বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৪৫-৪৬

(২২) ঐ, পৃ: ৪৭ ;

সাধনমালা, পৃ: ৫১৮-৫১০

(২৩) এইচ কার্প, ম্যানুয়েল অফ ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিজয়, পৃ: ৬৪

(২৪) এলিস গেট্টি, দি গড্ডস অফ নরদার্ন বুদ্ধিজয়, পৃ: ২৮

(২৫) বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৪২, ৫৪

(২৬) বি, ভট্টাচার্য, দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, ”৫৩

(২৭) দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৫৩

(২৮) ঐ, পৃ: ৫৩ ; অদ্বয়-বজ্র-সংগ্রহ, পৃ: ৪১

(২৯) নিম্নরোগাবলী, পৃ: ৪৪

- (৩০) ঐ, পৃ: ৫১, অদয়বজ্রসংগ্রহ, পৃপৃ: ৪০-৪১
- (৩১) নিম্নয়োগাবলী, পৃ: ৫
- (৩২) অদয়বজ্রসংগ্রহ, পৃ: ৪১
- (৩৩) বি, ভট্টাচার্য, দি ঈশ্বরান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি, পৃ: ৪২
- (৩৪) অদয়বজ্রসংগ্রহ, পৃ: ৪১
- (৩৫) জি, এল, বি, পৃ: ৫২
- (৩৬) আই, বি, আই, পৃ: ৭৫
- (৩৭) ঐ

## তৃতীয় অধ্যায়

### ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ

( বোধি, 'জ্ঞান', 'জ্ঞানদান', 'যথার্থ প্রকৃতি' )<sup>১</sup>

( তিনি যার যথার্থ প্রকৃতি হচ্ছে দোষশূন্য বা নির্মল জ্ঞান )

ত্রি-কায়ের অথবা উত্তরস্থ বৌদ্ধ ত্রয়ীর মতে ( ধর্ম-কায়, সন্তোষ-কায় এবং নির্মাণ-কায় ) ( ধ্যানী-বুদ্ধ, ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণ এবং মাম্বুসী বুদ্ধগণ ), ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণ ছিলেন স্বর্গীয়। ত্রি-কায় পদ্ধতিতে তাঁরা দ্বিতীয় কায় রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। ওয়াডেল বলেন যে তাঁরা ছিলেন “অলৌকিক বোধিসত্ত্ব, অপেক্ষাকৃতভাবে অনতিক্রমণীয় স্বর্গীয় বুদ্ধগণ থেকে সক্রিয় প্রতিফলিত আলোক”।<sup>২</sup> তাঁরা উৎপন্ন হয়েছিলেন পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধগণ থেকে। এই ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ, সন্তোষ কায় অথবা ‘সর্বোত্তম সুখের কায়’ অথবা ‘প্রতিফলিত আধ্যাত্মিকতার’ অবস্থাতে রূপধাতু স্বর্গে বাস করতেন। তাঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন। প্রত্যেক ধ্যানী বুদ্ধ নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাগতিক কালচক্রের নায়ক ছিলেন এবং তাঁর ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব এই কালচক্রের প্রকৃত স্রষ্টা ছিলেন। ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণকে দুই দলে সাজানো যেতে পারে। প্রথম দলে পাঁচজন ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ছিলেন : সমস্তুভদ্র, বজ্রপানি, রত্নপানি, অবলোকিতেশ্বর এবং বিশ্বপানি। তাঁদের বর্ণগুলি ছিল একই এবং প্রতীকগুলি ছিল ধ্যানী-বুদ্ধগণের প্রতীকসদৃশ। দ্বিতীয় দলে আট জন ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ছিলেন : অবলোকিতেশ্বর, আকাশগর্ভ, বজ্রপানি, ক্রিষ্ণিগর্ভ, সর্ব-নীবরণবিক্রমী, মৈত্রেয়, সমস্তুভদ্র এবং মঞ্জুশ্রী। এই ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণ সাধারণতঃ উত্তরস্থ বৌদ্ধ মন্দিরগুলির এক প্রসিদ্ধ দেবতার পাশে নিজেদের স্থান অধিকার করেছিলেন। এখানে

বলা যেতে পারে যে মহাস্থানপ্রাপ্ত এবং ত্রৈলোক্যবিজয়কে এই দলের অন্তর্গত করা হয়েছিল।

মহাপণ্ডিত অভয়করগুপ্তের নিষ্পন্নযোগাবলী বোলজন বোধিসত্ত্বকে তিন দলে ভাগ করেছে। প্রথম দল : সমমুভদ্র, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, আকাশগর্ভ, গগনগঞ্জ, রত্নপাণি, সাগরমতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, মহাস্থানপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, জালিনিপ্রভ, অমিতপ্রভ, প্রতিভানকূট, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি, সর্বনীবরণবিষ্ণুস্তুী।

দ্বিতীয় দল : মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, গন্ধহস্তী, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, সাগরমতি, অক্ষয়মতি, প্রতিভানকূট, মহাস্থানপ্রাপ্ত, সর্বাপায়ঞ্জহ, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি, জালিনিপ্রভ, চন্দ্রপ্রভ, অমিতপ্রভ, গগনগঞ্জ, সর্বনীবরণবিষ্ণুস্তুী।

তৃতীয় দল : মৈত্রেয়, অমোবদর্শী, অপায়ঞ্জহ, সর্বাপায়ঞ্জহ, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি, গন্ধহস্তী, সুরংগম, গগনগঞ্জ, জ্ঞানকেতু, অমিতপ্রভ, চন্দ্রপ্রভ, ভদ্রপাল, জালিনিপ্রভ, বজ্রগর্ভ, অক্ষয়মতি, প্রতিভানকূট, সমমুভদ্র”।\*

প্রত্যেক দলের ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ নিজ নিজ আধ্যাত্মিক পিতা ধ্যানীবুদ্ধ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। এলিস গেট্টি<sup>৪</sup> বর্ণনা করেন, “তিনি ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ) হচ্ছেন তাঁরই ( ধ্যানীবুদ্ধের ) প্রতিকলিত আলোক, এবং তাঁরই আধ্যাত্মিক পুত্র। আদি বুদ্ধের প্রথানুযায়ী, আদি-বুদ্ধ হতে ধ্যানী বোধিসত্ত্ব তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা ধ্যানী বুদ্ধের মাধ্যমে, সৃষ্টির সক্রিয় কর্মক্ষমতা লাভ করেছেন। পাঁচ জনের এই দলের ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণের মহাবান পদ্ধতিতে এক নিশ্চিত স্থান আছে, এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ, প্রত্যেকে তাঁর নিজ যথার্থ প্রকৃতি হতে প্রকাশ করে এক জড় এবং ক্ষয়শীল পৃথিবী যাতে তিনি আধিপত্য করেন তাঁর কালচক্রের মানুষী বুদ্ধের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত। তাঁর নশ্বর বুদ্ধের মৃত্যুতে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচারের কাজ অবশ্যই ক্রমাগত চালিয়ে যাবেন যে পর্যন্ত না তাঁর উত্তরাধিকারী এক নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করেন। ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণের তিনজন

পৃথিবীগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং এখন আদি বুদ্ধের পূজায় সম্পূর্ণরূপে নিমগ্ন আছেন, অথবা, কিছু লোকের মতে, নির্বাণে সমাহিত আছেন। বর্তমান পৃথিবী হচ্ছে চতুর্থ, এবং পঞ্চম ভবিষ্যতে উৎপন্ন হবে। সমস্তভদ্র ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ) কর্তৃক প্রথম পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা বৈরোচন ( ধ্যানী বুদ্ধ ) মানুষী বুদ্ধের অর্থাৎ ক্রকুচ্ছন্দের আকারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই প্রণালীতে আমাদের আছে :

### দ্বিতীয় পৃথিবী

ধ্যানী বোধিসত্ত্ব : বজ্রপাণি

ধ্যানী বুদ্ধ : অক্ষোভা

মানুষী বুদ্ধ : কণকমুনি

### তৃতীয় পৃথিবী

ধ্যানী বোধিসত্ত্ব : রত্নপাণি

ধ্যানী বুদ্ধ : রত্নসম্ভব

মানুষী বুদ্ধ : কাশ্যপ

চতুর্থ পৃথিবী হচ্ছে বর্তমান পৃথিবী. যা অবলোকিতেশ্বর ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ) কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা, অমিতাভ ( ধ্যানী বুদ্ধ ) গৌতম বুদ্ধের অর্থাৎ শাক্যমুনির আকারে পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। উত্তর দিকস্থ বুদ্ধগণ স্বীকার করেন যে গৌতম বুদ্ধ যা আরম্ভ করেছিলেন অবলোকিতেশ্বর সেই কাজ চালিয়ে গেছেন, এবং এটা করবার উদ্দেশ্যে লাসার ( তিব্বত ) আনুক্রমিক দালাই লামাতে বারবার নিজেকে মূর্ত করে থাকেন।

গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ হাজার বছর পর, মানুষী বুদ্ধ রূপে আবির্ভূত হবেন পঞ্চম পৃথিবীতে, যা বিশ্বপাণি ( পঞ্চম ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ) কর্তৃক সৃষ্টি হবে, যিনি রূপধাতু স্বর্গে বাস করেন এবং পঞ্চম

কালচক্রের জগৎ অপেক্ষা করছেন, যখন তিনি সৃষ্টির সক্রিয় কর্মক্ষমতা লাভ করবেন এবং পঞ্চম পৃথিবী প্রকাশ করবেন।”

এখানে ত্রি-কায় পদ্ধতির একটি তালিকা আছে :

ধ্যানী বুদ্ধ	প্রথম পৃথিবী	দ্বিতীয় পৃথিবী	তৃতীয় পৃথিবী	বর্তমান পৃথিবী	ভবিষ্যৎ
	বৈরোচন	পৃথিবী	রত্নসম্ভব	পৃথিবী	পৃথিবী
		অকোভা		অমিতাভ	অমোঘ- সিদ্ধি
১	২	৩	৪	৫	৬
ধ্যানী	সমস্তুভজ	বজ্রপাণি	রত্নপাণি	অবলোকিতেশ্বর	বিশ্বপাণি
বোধিসত্ত্ব					
মানুষীবুদ্ধ	ক্রকুচ্ছন্দ	কণ্ঠমুনি	কাশ্যপ	শাক্যমুনি	মৈত্রেয়
অবস্থান	কেন্দ্র	পূর্ব	দক্ষিণ	পশ্চিম	উত্তর
বর্ণ	সাদা	নীল	হলদে	লাল	সবুজ
উপাদান	দ্রব্য বা বিষয়	বায়ু	পৃথিবী	অগ্নি	জল
	(ব্যোম)				
ইন্দ্রিয়	চক্ষু বা দৃষ্টি	শব্দ	গন্ধ	স্বাদ	স্পর্শ
বাহন	সিংহ	হাতি	অশ্ব	ময়ূর	বামন অথবা গরুড়
প্রতীক	চক্র	বজ্র	রত্ন	পাত্র	বিশ্ববজ্র ৫

অবলোকিতেশ্বর, যিনি হচ্ছেন অশেষ ক্ষমার অবতার, তিনি তিব্বতে, চীনে এবং জাপানে খুবই জনপ্রিয়। মঞ্জুশ্রী জ্ঞানের দেবতা, এবং মৈত্রেয় প্রেমের দেবতা (ভবিষ্যৎ বুদ্ধ), উত্তরস্থ বৌদ্ধজগতে বিখ্যাত স্থানগুলি অধিকার করে আছেন। এটা বিস্ময়কর যে কতকগুলি বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মঞ্জুশ্রী রূপে প্রথম ধ্যানী বোধিসত্ত্বকে, অবলোকিতেশ্বর রূপে দ্বিতীয় এবং বজ্রপাণিরূপে তৃতীয়কে উল্লেখ করে।<sup>৬</sup> তাঁরা একটি খুবই জনপ্রিয় ত্রয়ী গঠন করেছেন যা উত্তরস্থ বৌদ্ধধর্মে প্রথম ত্রয়ী বলে পরিচিত হয়েছিল। ওয়াডেল বর্ণনা করেন, “জ্ঞানের সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্র বিষয়ক বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীসহ



লামাগণ নেতৃত্ব করেছেন। কিন্তু এই দেবতাগণের উন্নয়নের রকম অনুসরণ করে যা প্রতীয়মান হয় তা হ'ল এই যে, আগত বুদ্ধ এবং অনাগত বুদ্ধ মৈত্রেয় বর্তমান দিনের তথাকথিত দক্ষিণস্থ বৌদ্ধগণের অর্থাৎ বর্মী, সিংহলী এবং শ্রামদেশীয়দের কাছে পরিচিত একমাত্র বোধিসত্ত্ব, যদিও লামাগণ তাঁকে তাঁদের তালিকাতে চতুর্থ অথবা পরে স্থান দিয়েছেন। তাঁরা বিশেষভাবে সক্রিয় বোধিসত্ত্বগণকে, যারা মহান সৃষ্টি করেছেন তাঁদেরই প্রাধান্য দিয়েছেন। পৌরাণিক দেবতা মঞ্জুশ্রী, বজ্রপাণি এবং অবলোকিত কিয়ৎপরিমাণে ব্রাহ্মণ্য ব্রহ্মা, শিব এবং বিষ্ণু এই ত্রয়ী সদৃশ।”<sup>৭</sup>

ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ সর্বদা রাজকুমারদের মত পরিচ্ছদ পরিধান করেন। তাঁদের তের রকম মূল্যবান অলংকার ছিল, যেগুলি ছিল পাঁচটি গাছের পাতায় নির্মিত মুকুট, কানের তুল, সুদর্শন হার, তাগা, মণিবন্ধ বালা, মল, নিম্ন অঙ্গের জন্তু শাল, উপর অঙ্গের জন্তু আর একটি শাল, উরু পর্যন্ত লম্বিত একটি মালা এবং আর একটি নাভি পর্যন্ত, একটি কটিবন্ধ একটি সার্শি।<sup>৮</sup> তাঁদের উষ্মীষ এবং উর্ণা ছিল। সাধারণতঃ তাঁরা তাঁদের মণথায় যা আবৃত আছে তাতে অথবা পাঁচটি গাছের পাতায় নির্মিত মুকুটের আধ্যাত্মিক পিতাগণ, ধ্যানী বুদ্ধগণের এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্তি রেখেছিলেন।<sup>৯</sup> যখন তাঁরা ধ্যানী বুদ্ধগণের সঙ্গে ছিলেন, তখন তাঁরা সর্বদা ছিলেন দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। কিন্তু তাঁদের নিজ মন্দিরগুলোতে, তাঁরা উপবিষ্ট অবস্থায় আছেন। কখন কখন যব-ইয়ুম ভঙ্গীতে তাঁদের শক্তিদেবের সঙ্গে তাঁদের দেখা যেত।

(১) সমস্তভদ্র (প্রথম ধ্যানী বোধিসত্ত্ব)

(সার্বজনীন দয়া, সার্বজনীন সততা, সর্বভদ্রতা সমস্তভদ্র)

সমস্তভদ্র কেবলমাত্র প্রথম ধ্যানীবোধিসত্ত্ব রূপে বিবেচিত হননি, বরং উত্তরস্থ বৌদ্ধ সম্প্রদায়গুলি দ্বারা সর্বোত্তম বুদ্ধিমত্তা, আদিম বুদ্ধরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিব্বতের দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় কর-গ্য-পা (লাল টুপি) এবং গে-লুগ্ পা (হলদে টুপি) কর্তৃক আদি বুদ্ধ রূপে বজ্রধরের সংস্থাপন করার জন্য সমস্তভদ্র নিঃসন্দেহে তাঁর

জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন।<sup>১০</sup> তথাপি তিস্রতে এবং চীনে তিনি ব্যাপকভাবে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিমূর্তিগুলি চীনে পাওয়া গিয়েছিল। যোগাচার পদ্ধতি হতে জানা যায় যে কিছু যোগাচার সম্প্রদায় তাঁকে যোগাচার পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠাতা এবং ধর্মীয় ভাবাবেশের দেবতা বলে উল্লেখ করেছে। তাঁর ধ্যানী-বুদ্ধ ছিলেন বৈরোচন।

নিষ্পন্নযোগাবলী সমস্তভদ্রকে উল্লেখ করেছে। ইহা তাঁকে ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে উল্লেখ করেছে। ইহা বলে, “সমস্তভদ্রঃ পীতঃ স্যোন্ বরদো বামেন উৎপল-খড়্গধরঃ।”<sup>১১</sup> “সমস্তভদ্র হচ্চেন বর্ণে হলদে। তাঁর ডান হাত বরদ মুদ্রায় এবং তাঁর বাম হাতে পদ্মোপরি তরবারি ধরে আছেন।” নিষ্পন্নযোগাবলী দুর্গতি-পরিশোধন-মণ্ডলে তাঁর বিবরণ দিয়েছে। ইহা বর্ণনা করে, “সমস্তভদ্রঃ সুবর্ণবর্ণো রত্নমঞ্জরিভৃদক্ষিপাণিঃ কটিস্থবামমুষ্টিঃ।”<sup>১২</sup> “সমস্তভদ্র হচ্চেন স্বর্ণময়, তিনি তাঁর ডান হাতে একগুচ্ছ মণি ধরে আছেন এবং বাম হাত রেখেছেন কোমরের নিম্নভাগে।” নিষ্পন্নযোগাবলী হতে আমরা কালচক্র মণ্ডলে তাঁর এক বিবরণ পাই। ইহা বলে, “সমস্তভদ্রঃ নীলঃ সর্বৈবব্রজকর্ত্রিপরশূন্, বামৈর্ঘণ্টা-কপাল-ব্রহ্ম-শিরাংসি দধানঃ ব্রহ্মশিরস্থানে উৎপলম্ বা ধর্মবজ্রসামপল্ল্যম্।”<sup>১৩</sup> “সমস্তভদ্র হচ্চেন বর্ণে নীল এবং তাঁর তিন ডান হাতগুলিতে বজ্র, করত্রি এবং পরশু ধরে আছেন এবং তাঁর তিন বাম হাতে রয়েছে ঘণ্টা, কপাল এবং ব্রহ্মার ছিন্ন মাথা। কখন কখন ব্রহ্মার মাথার স্থানে উৎপল সংস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর শক্তি ধর্মবজ্র তাঁকে আলিঙ্গনরতা।” নিষ্পন্নযোগাবলীর কতকগুলি বিবরণ নিঃসন্দেহে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রদর্শন করে। এমনকি সাধনমালাও লোকনাথ সাধনে তাঁর এক বিবরণ দিয়েছে। ইহা বর্ণনা করে, “সমস্তভদ্রঃ পীতাভো রত্নোৎপল-বরপ্রদঃ”।<sup>১৪</sup> “সমস্তভদ্র হচ্চেন পীতাভ বর্ণের, ধরে আছেন পদ্মের উপর মণিকে এবং তাঁর দুই হাতে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করেছেন।”

সমস্তভদ্র কেবলমাত্র মুকুট পরিহিত নন। তাঁর অলংকার ছিল

এবং বোধিসত্ত্বের রাজকুমারোচিত পরিচ্ছদগুলি ছিল। তাঁর বাম হাত ছিল বরদ মুদ্রায় এবং ধরে ছিলেন চিন্তামণি মণি, জাটু-মণি অথবা স্ফোল। তার ডান হাতে বিতর্ক মুদ্রা। তাঁকে উপবিষ্ট অবস্থায় অথবা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে দেখা যায়। সময় সময় তিনি যব-ইয়ুম ভঙ্গীতে ছিলেন। যখন তাঁর শক্তি তাঁর সাথে থাকত। কিন্তু আটজন ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণের সঙ্গে থাকার সময় তিনি থাকতেন সর্বদা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। যখন তাঁর হাতগুলো বিতর্ক এবং বরদ মুদ্রায় থাকত, তিনি পদ্মফুলের বোঁটা ধরেছিলেন যা চিন্তামণিকে ডানদিকে এবং বজ্রকে বামদিকে রাখতে সাহায্য করেছিল। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে।

(২) বজ্রপাণি ( দ্বিতীয় ধ্যানী বোধিসত্ত্ব )

( বজ্রধারী, বজ্রের ধারক )

বজ্রপাণি কেবলমাত্র বজ্রধর হতে নির্গত হননি, কিন্তু তিনি অক্লান্ত্যের ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব, আধ্যাত্মিক প্রতিফলিত আলোক রূপেও বিবেচিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রারম্ভিক বৌদ্ধ উপাখ্যান তাঁকে গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে উল্লেখ করেছে। এখানে তিনি উল্লিখিত হয়েছেন একজন ক্ষুদ্রতর দেবতা রূপে। কিন্তু কিছু বৌদ্ধ বিবরণ হতে এই কথা জানা যায় যে তিনি, দেবতাগণের রাজা রূপে “ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে” বাস করেছিলেন।

গ্রন্থবেডেলের মতে, বজ্রপাণি ছিলেন শত্রু অথবা ইন্দ্র, বর্ষার ভারতীয় দেবতা।<sup>১৫</sup> বৌদ্ধ লিপিগুলি থেকে আমরা জানতে পারি যে, শুধু তথাগতের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন তা নয় শত্রু তাঁকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার সময়ও সাহায্য করেছিলেন। “কপিলাবস্ত্র থেকে শাক্যমুণির নির্গমনের সময় বজ্রপাণি নিজেই আটজন দেবতার রূপে সৃষ্টি করে তাঁর পদপ্রদর্শক হয়েছিলেন এবং দেবরাজ শত্রু কামলোকবাসী বহু দেবগণ সহ তাঁর বামদিকে ছিলেন।<sup>১৬</sup>

হিউয়েন-সাঙ এর বিবরণ থেকে আমরা জানি যে যখন তথাগত

কর্কট উদয়নে বিরাটকায় সর্প দমিত হয়েছিল সেই সময়ে বজ্রপাণি তাঁর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা জানা যায় যে, যখন নাগগণ (সর্প দেবতাগণ) বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করতে আসতেন, বুদ্ধ তখন বজ্রপাণিকে নিযুক্ত করতেন গরুড়দের আক্রমণ থেকে নাগদের রক্ষা করার জন্য। বজ্রপাণি স্বয়ং তখন গরুড়ের আকার ধারণ করতেন। এই ঘটনায় ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় বজ্রপাণি হতাশায় তাঁর বজ্র ফেলে দিয়ে ধূলায় গড়াগড়ি করেছিলেন।

নাগগণ বৃষ্টি-মেঘগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে কিংবদন্তী আছে। অতএব এই থেকে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত এই যে তাঁদের রক্ষক বজ্রপাণি বৃষ্টি-দেবতা রূপে আখ্যাত। তিনি উত্তরস্থ বৌদ্ধ জগতে বৃষ্টির দেবতা রূপে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষে সপ্তম খৃষ্টাব্দে তাঁর পূজার উল্লেখ করেছেন।

সাধনমালাতে লোকনাথ সাধনা থেকে আমরা বজ্রপাণির এক বিবরণ পাই। ইহা বলে, “বজ্রপাণিষ্ট শুক্লাভো বজ্রহস্তো বরপ্রদঃ।”<sup>১৭</sup> “বজ্রপাণির দেহাবয়ব সাদা বর্ণের, এক হাতে বজ্র ধরে আছেন এবং অপর হাতে অভয় মুদ্রা প্রদর্শন করছেন।”

ধানী বোধিসত্ত্বের উভয় বর্গে বজ্রপাণির নাম দেখা গিয়েছে। পরবর্তী বর্গে তাঁকে দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে দেখা যায়। তিনি ডান হাতে বজ্র ধরেছিলেন এবং বাম হাতে বরদ মুদ্রায় অথবা পদ্মধৃত বজ্র ও ঘটা সহ যে পদ্মের বৃত্ত তিনি বরদ এবং বিতর্ক মুদ্রায় ধারণ করে আছেন, তাঁর বর্ণ ছিল সাদা। কিন্তু সময় সময় তাঁকে বসা ভঙ্গীতে দেখা গিয়েছে ডান অথবা বাম পা লম্বমান অবস্থায় তিনি তাঁর বক্ষোপরি ডান হাতে বজ্র ধারণ করে আছেন। এবং তাঁর বাম হাত বরদমুদ্রায়। বজ্রপাণিকে সর্বদা অমিতায়ু অথবা মঞ্জুশ্রী এবং পদ্মপাণি সহ ত্রয়ীতে দেখা যায়। তিনি চীনে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। ডবলু, ই, ক্লার্ক তাঁর পাঁচটি প্রতিমূর্তি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যা

টীনে আবিষ্কৃত হয়েছিল।<sup>১৮</sup> তাঁর তিব্বতী মূর্তিগুলো থেকেও আমরা জানতে পারি যে, তিব্বতেও তিনি খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

এ, কে, গর্ডন বজ্রপাণির কতকগুলি আকার সম্বন্ধে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি তাঁর অতাস্থিক এবং তাস্থিক উভয় আকারগুলির কথা উল্লেখ করেছেন।<sup>১৯</sup>

যে আকারগুলিতে তাস্থিকতার কোন চিহ্ন নেই (এক মাথা এবং দুই হাত) সেইগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ :

(১) সাধারণ আকারগুলি : বোধিসত্ত্বের অলংকার এবং পোশাক ; উর্ণা এবং উষ্ণীস ; নীল অথবা সাদা।

(ক) ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ; ডান হাত বরদমুদ্রায়, বাম হাত বিতর্ক মুদ্রায়, কাঁধে বজ্র।

(খ) ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ; ধ্যানমুদ্রা করতালু থেকে বজ্র দোতুল্যমান।

(গ) ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ; ডান ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ; ধ্যান মুদ্রাতে বজ্রধৃত বাম হাত।

(ঘ) ললিতাসনে উপবিষ্ট ; ডান হাতে বজ্র ধরে আছেন বুকে ; বাম হাত হাঁটুর পিছনে অথবা বরদ মুদ্রাতে।

(ঙ) ধ্যানাসনে উপবিষ্ট ; বরদমুদ্রায় ডান অথবা বাম হাত, হাতের তালুতে পদ্মদ্বারা ধৃত বজ্র

(চ) দণ্ডায়মান, পাগুলি আড়াআড়িভাবে রাখা। করতালুর উপর ভারসাম্যে রক্ষিত বজ্র।

(২) সর্পদংশন রক্ষক।

(৩) গরুড় আকারগুলি।

(৪) আচার্য্যাবজ্রপাণি।

(৫) নীলাম্বর বজ্রপাণি।

(৬) চন্দ্রবজ্রপাণি।

এ, কে, গর্ডন তারপর তাঁর তাস্থিকতার আকারগুলোর (এক

মাথা এবং দুইয়ের বেশী হাত অথবা একাধিক মাথা এবং দুই অথবা দুইয়ের বেশী হাত উল্লেখ করেছেন) :

- (১) ভূতডামরবজ্রপাণি
- (২) মহাচক্র বজ্রপাণি
- (৩) অচল বজ্রপাণি ।

এলিসগেট্রিও বজ্রপাণির কতকগুলি আকার উল্লেখ করেছেন :

- (১) মানবীয় আকার : (ক) প্রতীক : বজ্র ধ্যানী বোখিসব্ব
- (খ) প্রতীকগুলি : বজ্র ( বজ্র )

বজ্র সময় সময় তৃতীয় চক্ষু । আচার্য বজ্রপাণি ( ধর্মপাল )  
ঘণ্টাপাশ ( ফাঁস দড়ি )

- (১) অপর আকারগুলো :

(ক) এক মাথা প্রতীক : বজ্র নীলাম্বর বজ্রপাণি  
চার হাত সাপগুলির উপর শায়িত ( ই-দম )  
লোকে পদদলিত

(খ) তিন মাথা প্রতীক : বজ্র মহাচক্র বজ্রপাণি  
ছয় হাত সাপগুলি ধরে আছে, ব্রহ্মা ( ই-দম )  
এবং শিব পদদলিত : যব-ইয়ুম

(গ) চার মাথা প্রতীকগুলি : ঋজু (তরবারি) অচল বজ্রপাণি  
চার হাত পাশ ফাঁসদড়ি ), বজ্র  
চার পা দানবদল পদদলিত

- (ঘ) গরুড়ের মত মাথা, ডানা এবং নখযুক্ত

বজ্রপাণি আচার্য ( ধর্মপাল নীলাম্বর-বজ্রপাণি ই-দম ),  
অচল বজ্রপাণি ( ধর্মপাল এবং মহাচক্র বজ্রপাণি ( ই-দম ) ছিল  
তৎকালে বজ্রপাণির খুবই গুরুত্বপূর্ণ হিংস্র আকারসমূহ ।

- (ক) বজ্রপাণি — আচার্য ( ধর্মপাল ) :

এখানে বজ্রপাণি আচার্য মানবীয় আকারে “খাড়া খাড়া আলু-  
আলু চুলসহ” আবির্ভূত হয়েছিলেন । তিন একটা মাথার খুলির  
মুকুট পরেছিলেন । এবং তাঁর তৃতীয় চক্ষু ছিল । তাঁর গলায়

সাপের হার ছিল। তাঁর নিম্নাঙ্গ বাস্ত্রচর্মাবৃত। কোমরে নরমুণ্ডের মালা। তিনি দক্ষিণমুখী এবং উর্ধ্বে উত্তোলিত ডানহাতে বজ্র। তাঁর ভয়ঙ্কর মুখের ভাব। রং করা হলে, তাঁর বর্ণ হ'ত গাঢ় নীল, এবং অগ্নিশিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন যাতে ছোট ছোট গরুড় ছিল।

(খ) নীলাম্বর বজ্রপাণি (ই-দম)

নীলাম্বর বজ্রপাণির ছিল একটি মাথা এবং একটি তৃতীয় চক্ষু, “কখনও একটি বজ্র সহ এবং তাঁর অবিচ্ছিন্ন চুলে একটি সাপ। তিনি একটা মাথার খুলির মুকুট পরেছিলেন এবং তাঁর চার অথবা ছয় হাত ছিল। তিনি তাঁর বুকতে দুটি হাত রেখেছিলেন অতীন্দ্রিয় মুদ্রাতে। তাঁর উত্তোলিত ডান হাতে বজ্র এবং তাঁর পশ্চাদ্দেশে স্থাপিত বাম হাতে ঘণ্টা। তাঁর ছিল সাপের অলংকার এবং তাঁর কোমরে ছিল মুণ্ডমালার একটি কোমরবন্ধ। তিনি স্পর্শযায় শায়িত। মুকুট পরিহিত ব্যক্তির উপর তাঁর ডান পা প্রসারিত করে আছেন।

(গ) অচল বজ্রপাণি (ধর্মপাল)

অচল বজ্রপাণির চারটি মাথা, চারটি হাত, এবং চারটি পা ছিল। তাঁর প্রতীকগুলি ছিল কপাল (মাথার খুলির টুপি), বজ্র, খড়্গ (তরবারি), এবং পাশ (দড়ির ফাঁস)। তাঁর ছিল ধর্মপালের অলংকারগুলি এবং অগ্নিশিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তিনি দানবদিগকে পদদলিত করছেন।

(ঘ) মহাচক্র-বজ্রপাণি (ই-দম)

মহাচক্র বজ্রপাণির তিনটি মাথা, ছয়টি হাত এবং দুটি পা ছিল। তাঁর তৃতীয় চক্ষু ছিল। রং করা হলে তাঁর বর্ণ ছিল নীল, কিন্তু ডান দিকেতে মাথা ছিল সাদা এবং বাম দিকেতে মাথা ছিল লাল। তাঁর ছিল ধর্মপালের অলংকারগুলি। তাঁর প্রতীকগুলি ছিল বজ্র এবং সাপ। তাঁর দুই মূল হাত দিয়ে তাঁর শক্তিকে আলিঙ্গন করছেন। তাঁর শক্তির ছিল একটি মাথা, দুটি হাত যাতে ধরা

আছে একটি কপাল ( মাথার খুলির টুপি ) এবং কর্ত্রিকা ( খড়্গ ) । দক্ষিণমুখী তাঁর পদতলে শায়িত দুই ব্যক্তি ।

উপরে উল্লিখিত আকারগুলি ছাড়া, বজ্রপাণির অপর আকারগুলি নিম্নরূপ :

#### (ঙ) বজ্রপাণি, সর্পদংশন রক্ষক

বজ্রপাণি, যিনি হচ্ছেন বজ্রের ধারক, তিনি ‘যাতু দেবতা’ রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন । এটা বলা হয় যে সাপের কামড়ানো হতে রক্ষক, এক সাপের জাতীয় আকারে তার উপর দেবত্ব আরোপ করা হয়েছিল । তিনি একটা পদ্যের সিংহাসনের উপরে ময়ূরবাহিত আসনে তিনি উপবিষ্ট । তাঁর ছিল একটি উচ্চ মুকুট এবং অলংকার । তিনি সাপের তাগা এবং মল পরেছিলেন । তাঁর ডান হাত বুকের কাছে যাতে ছিল সর্পদানবদের ধরায় পাশ এবং তাঁর বাম হাত তাঁর কোমরের নিম্নভাগে স্থাপন করেছিলেন । সর্বনীচরণবিক্ষম্ভী এবং সমগুভদ্র বোধিসত্ত্বগণ তাঁর নিত্যসঙ্গী, তাঁর বর্ণ ছিল সাদা, কখনও বা নীল ।

#### (চ) বজ্রপাণি, গরুড় আকারে

যখন বজ্রপাণি ছিলেন গরুড় আকারে, তিনি ছিলেন দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে সাপের উপর অথবা মৃত নাগের উপর । তাঁর ছিল গরুড়ের ডানা এবং নখ । তাঁর মানুষের মাথা হলেও দেখতে অনেকটা গরুড়ের ঠোঁট বা মাথার মত । তাঁর বর্ণ ছিল গভীর নীল । তিনি তাঁর ডান হাতে একটি কর্ত্রিকা ( কোপ মেরে কাটবার বা আঘাত করবার ধারাল অস্ত্র ) ধরেছিলেন এবং তাঁর বাম হাতে ছিল একটি পাত্র ( বাটি ) । তাঁর দুটি হাত নমস্কার করার মুদ্রায় ( প্রার্থনা মুদ্রা ) ছিল ।

#### (ছ) চন্দ্রবজ্রপাণি

চন্দ্রবজ্রপাণি তাঁর ডান হাতে বজ্র ধরেছিলেন এবং বাম হাত করণ মুদ্রায় ছিল । তাঁর পা ডানদিকে প্রসারিত ।



### (জ) ভূতডামর বজ্রপাণি

ভূতডামর বজ্রপাণির একটি মাথা, চারটি বাহু এবং তৃতীয় চক্ষু ছিল। তাঁর মাথায় ছিল বজ্র এবং সাপ। তিনি একটি মাথায় খুলির মুকুট পরেছিলেন। তাঁর মৌলিক হাতগুলি ভূতডামর মুদ্রায় ছিল। তিনি তাঁর উত্তোলিত ডান হাতে বজ্র ধরেছিলেন। তাঁর বাম হাত ছিল তর্জনী মুদ্রায়। তিনি সর্পোপরি শায়িত মানুষের উপর ডান পা রেখেছিলেন।

### (৩) রত্নপাণি ( তৃতীয় ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব ) রত্নধারী

নিম্পন্নযোগাবলী বোধিসত্ত্ব ধর্মধাতু বাগীশ্বর মণ্ডলেতে রত্নপাণিকে উল্লেখ করেছে : ইহা বর্ণনা করে, “রত্নপাণিঃ শ্যামো দক্ষিণপাণিনা রত্নং বামেনোজ্জ্বল-চন্দ্রমণ্ডলম্ বিভ্রাজঃ”। “রত্নপাণি হস্টেন বর্ণেতে সবুজ, ডান হাতে মণি ধরে আছেন এবং বাম হাতে পদ্মের উপর চন্দ্রের চাকতি ধরে আছেন।”

ধ্যানী বুদ্ধ রত্নসম্ভবের বোধিসত্ত্ব ছিলেন রত্নপাণি। তাঁর ছিল স্বর্ণীয় বোধিসত্ত্বের পঞ্চপত্র নির্মিত মুকুট এবং অলংকার। তাঁকে সাধারণত উপবিষ্ট অবস্থায় দেখা যেত। তিনি তাঁর ডান হাতে বরদ ( ভিক্ষা দান, বদান্যতা ) মুদ্রা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তার বাম হাতে ধ্যান মুদ্রা করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই হাতে চিন্তামণিকে ( জ্ঞাত রত্ন ) ধারণ করেছিলেন যা তাঁর কোলেতে অবস্থিত ছিল। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে।

### (৮) অবলোকিতেশ্বর ( চতুর্থ ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( দয়াভাব, অবলোকিত, ‘দেখা’, ঈশ্বর, ‘প্রভু’ )

( বিচক্ষণ প্রভু ভাল প্রভু, মহান করুণাময়, পরহৃৎখে কাতর হৃদয় প্রভু, দয়ার প্রভু )

সঙ্কর্মপুণ্ডরীকসূত্র অবলোকিতেশ্বর শব্দের অর্থ দিয়েছে ইহা বলে, “সেই প্রভু যিনি সব দিকে দেখেন”। তিব্বতীগণও এই

কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা বর্ণনা করেন, “প্রভু যিনি দেখেন।” অনেক পশ্চিমী পণ্ডিত বলেন যে “যা আমরা দেখি তা প্রভু” “প্রকাশিত প্রভু,” “যাকে আমরা দেখি তিনিই প্রভু” “সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি বা কটাক্ষসহ প্রভু”, “প্রভু যিনি তাকিয়ে আছেন”, “প্রভু যিনি তাকান”, “যিনি সর্বদিকদর্শী” ইত্যাদি।

জেমস হেসটিংসের এনসাইক্লোপেইডিয়া অব রিলিজান এণ্ড এথিকস-এ প্রভু অবলোকিতেশ্বরের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন : ঈশ্বর (নৈয়ায়িক) এবং অন্যান্য ভক্তদের কাছে যিনি হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা। ভগবান শব্দের অর্থ হচ্ছে ‘রাজা’ ‘সম্রাট’। ইহা হচ্ছে বোধিসত্ত্বগণের সাধারণ উপাধি। ‘বোধিসত্ত্ব’ বলতে বোঝায় যিনি বোধি লাভ করার প্রার্থনা করেন, যদিও তিনি এখনও পর্যন্ত একজন ‘স্বাভাবিক মানুষ’ (পৃথগ্জন)। বোধিসত্ত্বগণের গুণাবলী যার সম্পূর্ণ অধিকারে আছে যেমন, যারা হচ্ছেন ‘মহান্ বোধিসত্ত্বগণ’ (‘বোধিসত্ত্ব-মহাসত্ত্ব’) যিনি দশভূমির ঈশ্বর। কিন্তু ‘অবলোকিত’ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলে ঈশ্বর শব্দের অর্থ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহেশ্বর। শিবকেও মহেশ্বর বা শুধু ঈশ্বর বলা হয়।

সমাসবদ্ধ ‘অবলোকিতেশ্বর’ শব্দের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট। পণ্ডিতগণ এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অবলোকিতেশ্বর অর্থ হতে পারে যা আমরা দেখি তা প্রভু অর্থাৎ ‘বর্তমান পৃথিবীর বা জগতের’ অথবা ‘দৃশ্যের, দৃষ্টির’ অথবা ‘প্রভু যাকে আমরা দেখি,’ ‘প্রভু যিনি প্রকাশিত,’ ‘যিনি আছেন বা দৃষ্ট হয়েছিলেন’ (খ্যানী বুদ্ধ অবলোকিত ঈশ্বর বাক্ত ঈশ্বর, অর্থাৎ শিবের নাম, ‘দৃষ্টির অথবা দেখার প্রভু অথবা যা দেখা যায় তাঁর, ... দৃষ্টি....)। কিন্তু তিব্বতীগণ এবং নিঃসন্দেহে তাদের ভারতীয় কর্তৃপক্ষগণও এটাকে অর্থ করেছিলেন ‘প্রভু যিনি দেখেন’; তাঁদের অনুবাদকারীর অঙ্ক ‘স্প্যান রসগজিগস্’ ‘প্রতীয়মান প্রভুর’ ভাব মনে হয় বিতরণ করছে (স্প্যানরস চক্ষুস চক্ষু)। এটা হচ্ছে একটি মহৎ ভাব। আমাদের আছে, উদাহরণের জন্য, থুং-রজেই স্প্যান-রস্ ক্যিসজিগ্-পঃ ‘করুণচক্ষুযা অবলোকয়ন্

(শরৎচন্দ্র অভিধান)। (গিজিগমণ্ড) হচ্ছে একটি উন্নত পদ্ধতির শব্দ, মানে ‘দেখা’ এবং অবলোকিতের নামের প্রভাব হেতু, মানে বা অর্থ হয় ‘দেওয়া’ ‘করণা’। যদি তিব্বতী অনুবাদে কোন সন্দেহ হয় তাহলে শ্লোকে রচিত ‘করণ্ড’ সেই সন্দেহ দূরীভূত করবে। তাঁর ঐ নাম যেহেতু তিনি জন্মজন্মান্তরের কলুষহেতু দুঃখী সত্ত্বগণকে করুণা দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। কিছু আধুনিক পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করেছেন “সেই প্রভু যিনি উচ্চ হতে নীচেতে তাকান।” এই অর্থ সম্পূর্ণভাবে সন্তোষজনক নয়, কারণ সকল বোধিসত্ত্বগণের মত অবলোকিত সহানুভূতির দৃষ্টিতে (‘করুণান্নিক্কাবলোকন’) উভয়কে—বুদ্ধকে ‘ভগবান-মুখাবলোকনপর’) এবং প্রাণিগণকে দেখেন। ওয়াডেল ‘উঁচু নীচে তাকান’ বিষয় দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন যে অবলোকিতের প্রচলিত বাসস্থান হচ্ছে পর্বতের উপর। এই ব্যাখ্যা হয়ত নিতুল কারণ অবলোকিতের এবং শিবের মধ্যে সাদৃশ্য আছে।

এলিস গেট্টি অবলোকিতেশ্বরের প্রধান আকারগুলি বর্ণনা করেছেন :

(১) মানবীয় আকার—

(ক) অবলোকিতেশ্বর : মুদ্রা—নমস্কার (ভক্তিমান্) প্রতীকগুলি জপমালা এবং পাটলবর্ণ বিশিষ্ট পদ্ম।

(খ) পদ্মপাণি : মুদ্রা—বর (ভিক্ষা দান) প্রতীকগুলি—কারুকাঙ্ক করা পাত্র এবং পদ্ম। মুম্পষ্ট চিহ্ন : অমিতাভ মুকুট পরিহিত।

(গ) বুদ্ধ রূপে অবলোকিত।

(ঘ) অবলোকিতেশ্বর (সিংহনাদ)।

(ঙ) নীলকণ্ঠাধ্যাবলোকিতেশ্বর

(চ) ত্রৈলোক্যবশংকার-লোকেশ্বর

(ছ) হরিহরিহরি বাহনোদ্ভব।

(২) মানবীয় আকার উপাদান সহ

(ক) অবলোকিতেশ্বর বারটি মুকুট পরিহিত বুদ্ধগণের উপাদান-  
গুলিসহ প্রতীক পদ্ম

(খ) সিংহনাদ-লোকেশ্বর পাঁচজন বুদ্ধগণের উপাদানগুলি সহ।

(৩) চার বাহুগুলি : (ক) দালাই লামাতে দেহী আকার।  
মুদ্রা : নমস্কার একমাথা। প্রতীকগুলি - পদ্ম, কারুকাজ করা পাত্র,  
জপমালা অথবা মুদ্রাগুলি।

(খ) উর্দ্ধতর হাতগুলি : মুদ্রা—নমস্কার নিম্নতর হাতগুলি :  
—মুদ্রা ধ্যান। ভিক্ষার পাত্র ধরে আছেন।

(গ) মুদ্রা—ধর্মচক্র ( ধর্মচক্র প্রবর্তন )।

(ঘ) রক্ত লোকেশ্বর

(৪) দশ থেকে আঠার বাহুগুলি :

(১) দশ হাতগুলি—অঞ্জলি মুদ্রা ধরে আছেন তারা

একটি মাথা মুদ্রা : নমস্কার অথবা ধর্মচক্র

বিশেষ প্রতীক : পাশ ( কাঁশ দড়ি )

প্রতীকগুলি : জপমালা, পদ্ম, ধনুক ইত্যাদি।

তিনটি মাথা (১) তৃতীয় চক্ষু, চার বাহুগুলি।

মুদ্রা : বর

প্রতীকগুলো : জপমালা, পদ্ম, ধনুক এবং ভীর

(২) হলাহল লোকেশ্বর

পাঁচটি মাথা : (১) মায়াজালক্রমার্ঘ্যাবলোকেশ্বর। তৃতীয় চক্ষু,  
বার হাত।

(১) তৃতীয় চক্ষু। চব্বিশটি বাহু

মুদ্রা : অঞ্জলি ( অভিবাদন )।

নমস্কার ধ্যান।

এগারটি মাথা : (১) ছয় থেকে আট বাহুগুলো।

মুদ্রা : নমস্কার

অঞ্জলি মুদ্রাতে উত্তোলিত এক জোড়া বাহু অমিতাভর প্রতিমূর্তি ধরে আছে।

(১) এক হাজার বাহুবুদ্ধ ( চক্ষু করতলগত।

হয়ে 'সহস্রচক্ষু' )।

প্রতীকগুলি : জপমালা, পদ্ম, কলস, ইত্যাদি।

(২) সহস্রবাহু উদ্ধতর দুই হাত তরবারি এবং ঢাল ধরে আছেন, সাপের উপর ডানদিকে পদক্ষেপ।”

তিব্বতী রাজা শ্রোঙ-সং গম-পো, কর্তৃক আরোপিত তিব্বতী ঐতিহাসিক গ্রন্থ “মনি কমবুম” অবলোকিতেশ্বরের এক বিবরণী দিয়েছে। অবলোকিতেশ্বর ছিলেন অমিতাভর প্রতিফলিত আলোক অথবা আধ্যাত্মিক পুত্র, অসীম আলোকের বুদ্ধ। এটা বর্ণনা করে, “একদা অমিতাভ গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকাকালীন তাঁর ডান চক্ষু থেকে যে শ্বেত রশ্মি নির্গত হয়েছিল তা থেকেই পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব ( অবলোকিতেশ্বর ) উদ্ভূত হয়েছিলেন। অমিতাভ তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন, যার ফলে বোধিসত্ত্ব ‘ওম্ মণিপদ্মে হুম্’, ( অহো, সৃষ্টির মণি রয়েছে পদ্মতে ) এই প্রার্থনা সৃষ্টি করেছিলেন। ১৪৮ খৃষ্টাব্দের এবং ১৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনা ভাষায় অনূদিত সুখাবতীবাহ প্রথম অমিতাভর নাম উল্লেখ করে। তিনি ছিলেন সুখাবতীর অথবা অকনিষ্ঠ স্বর্গের অধিপতি দেবতা। তিনি অবলোকিতেশ্বরকে সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব অবলোকিতেশ্বর ( যিনি ছিলেন সূর্যের এবং চন্দ্রের পরিমিত আলোক ) অমিতাভ হতে নির্গত হয়েছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের শক্তি ছিলেন পগুরা। অমিতাভ এবং পগুরা হচ্ছেন বর্তমান কল্পের ( কালচক্র ) অর্থাৎ ভদ্রকল্পের অধিপতি ধ্যানীবুদ্ধ এবং বুদ্ধশক্তি। এই অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব নম্বর বুদ্ধ শাক্যসিংহের অন্তর্ধানের পর থেকে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়র আবির্ভাব পর্য্যন্ত সময়ের শাসক।

অবলোকিতেশ্বর সর্বশক্তির প্রতিমূর্তি এবং মহাকারুণিকরূপে মহাযান বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। এলিস গেট্রি বলেন, “অবলোকিতেশ্বর, বহু মহাযান সূত্রে বিশেষ

সুস্বপ্নপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন এবং তিনি উত্তরস্থ বৌদ্ধগণ কর্তৃক অসংখ্য গুণের আধার রূপে ভূষিত হয়েছেন। শাক্যমুনি নিজে, মহাযান সূত্র মতে, বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়কে এবং সর্বনীবরণবিকল্পীকে অবলোকিতেশ্বরের মাহাত্ম্যের সঙ্গে এবং যে অলৌকিক ঘটনাগুলি যার দ্বারা তিনি নরকে অবতীর্ণ হয়ে দুঃখজনদের উদ্ধার করে অমিতাভর স্বর্ণ স্নোবতীতে নিয়ে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে পরিচিত করেছিলেন। অপর অলৌকিক ঘটনাগুলোর মধ্যে তিনি বর্ণনা করেন কিরূপে তিনি নিজে বোধিসত্ত্ব দ্বারা রক্ষা পেয়েছিলেন এবং সিংহলের উপাখ্যান বর্ণনা করে কিভাবে তাম্রদ্বীপের অদূরে তাঁর জাহাজডুবি হয়, কিভাবে সুন্দরী ত্রীলোকদের (যারা আসলে ছিল রাক্ষসী) দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এবং কিভাবে একটি অলৌকিক ঘোড়া সমুদ্রতীরে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বহন করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল। শেষে তিনি বলেন যে তিনিই ছিলেন সিংহল এবং সেই অলৌকিক ঘোড়াটি ছিল অবলোকিতেশ্বর।”

মহাযান বৌদ্ধ জগতের সকল দেবতাগণের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর ছিলেন নিঃসন্দেহে অধিকতম জনপ্রিয় বোধিসত্ত্ব। তাঁর ছিল প্রায় একশত আট (১০৮) বিভিন্ন আকার যা নেপালের কাটমণ্ডুতে মন্ডপের বহনের দেয়ালগুলির উপর চিত্রিত করা হয়েছে। তিনি নেপালে এবং তিব্বতে প্রভুতভাবে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর পূজা উত্তরদিক থেকে বৈকাল হ্রদ পর্যন্ত এবং ককেশাস থেকে পূর্বদিক জাপান পর্যন্ত অসংখ্য প্রসারিত রয়েছে। ওয়াডেল বলেন, “স্বর্ণীয় বুদ্ধ অমিতাভর আধ্যাত্মিক পুত্র অবলোকিতেশ্বর হচ্ছেন সকল বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে অধিকতম শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়, এবং তিব্বতে যিনি দালাইলামা রূপে বারবার অবতীর্ণ হন।”

ভারতবর্ষে অবলোকিতেশ্বরের পূজার প্রবর্তনের ঠিক তারিখ সম্বন্ধে কিছু বলা কঠিন। সুবর্ণপ্রভাস সূত্র তার নাম উল্লেখ করেছে, কিন্তু এর তারিখ হচ্ছে অনিশ্চিত তৃতীয় শতাব্দীর দিকে উত্তর করতে তাঁর পূজা বিস্তৃতভাবে হয়েছিল, এবং সপ্তম খ্রীষ্টাব্দে এটা গৌরবের শিখরে পৌঁছেছিল। কারণ ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ এবং ই-ৎসিঙ

যখন ভারত পরিদর্শন করেছিলেন তখন তাঁকে বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। ফা-হিয়েন ( ৩৯৪ খৃঃ-৪১৪ খৃঃ ) মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়র নামগুলো দিয়েছেন। ১৪২ হিউয়েন-সাঙ ( ৬২৯খৃ-৬৪৫খৃঃ ) হারিতী, ক্ষিতিগর্ভ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, পদ্মপাণি, বৈশ্রবণ, শাক্যবুদ্ধ, শাক্য বোধিসত্ত্ব এবং যমের নামগুলো উল্লেখ করেছেন। তিনি আবার দেবত্ব আরোপিত মনুষীদের নাম উল্লেখ করেছেন যারা হচ্ছেন অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, অসঙ্গ, সুমেধাঃ এবং অপর ব্যক্তিগণ। ই-ৎসিং ( ৬৭১-৬৯৫খৃঃ ) অবলোকিতেশ্বর, অমিতায়ুঃ অথবা অমিতাভ, হারিতী, চতুর্মহারাজিক-মৈত্রেয়, কঞ্জুশ্রী, যম প্রভৃতিগণের নামগুলোরও বর্ণনা দিয়েছেন। তিব্বতে সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁর পূজার প্রবর্তন হয়েছিল। প্রথম খৃষ্টাব্দের শেষেতে চীনে তাঁর পূজার প্রবর্তন হয়েছিল। তবে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে প্রথম অবলোকিতেশ্বরের ধারণার সূত্রপাত হয়। কারণ মহাসাঙ্ঘিকগণ মৌর্য সম্রাট অশোকের সময়ে প্রথম তাঁর উল্লেখ করেন। তাঁরা তাঁদের গ্রন্থ অবদানে উল্লেখ করেছেন “ভগবান” রূপে যিনি বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেন, যিনি চারিদিকে অবলোকন ( অবলোকিত ) করেন জনগণকে শিক্ষা দিবার জন্ম এবং তাদের শাস্ত মঙ্গলের এবং সুখের জন্ম। অতএব এটা নিঃসন্দেহ যে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের পূর্বেই এই ‘অবলোকিত বোধিসত্ত্ব’ অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং গুপ্তযুগ থেকে তাঁর প্রতিমূর্তিগুলি পাওয়া যায়। সুখাবতীবাহু তাঁর এক বিবরণ দিয়েছে। কারণবাহু বলে যে অজ্ঞ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ম এবং মানবজাতির মুক্তির জন্ম তিনি দেবতার প্রকৃতির অনেকগুলি প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিভিন্ন ব্যক্তিগণকে বাধিত করতে, তিনি তখন সকল ধর্মবিশ্বাসের সকল দেবতার প্রতিমূর্তিসহ আবিভূত হয়েছিলেন।

এটা সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি পাহাড়ের চূড়াতে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যা ইঙ্গিত করে “প্রভু যিনি

উচ্চ হতে নীচে দেখেন”। অবতংসক সূত্র পোতল নামে এক পর্বতের বর্ণনা করেছে যা অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এটা ভারতবর্ষে ছিল। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এই পর্বত ছিল সিদ্ধ নদীর মুখে, কিন্তু সপ্তম খৃষ্টাব্দে হিউয়েন-সাঙ দক্ষিণ ভারতের পোতল পর্বতে অবলোকিতেশ্বর নিজেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। তিব্বতে দালাই লামার প্রাসাদকে বলা হয় ‘পোতল’। অবলোকিতেশ্বরের পূজার জন্য উৎসর্গীত লিঙপো দ্বীপকে বলা হয় ‘পু-ত-স,’ যা ‘পোতলের’ অপভ্রংশ বলে বিশ্বাস করা হয়। ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দে নির্মিত অবলোকিতের মূর্তিগুলো হিন্দু শ্রষ্টা প্রজাপতি অথবা ব্রহ্মার অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল ; এবং একই নমুনার খোঁজ পাওয়া যায় তাঁর দৈত্যাকারের তান্ত্রিক মূর্তিগুলিতে। তাঁর মূর্তিগুলিতে সাধারণতঃ ব্রহ্মার চিহ্ন পদ্ম এবং জপমালা এবং প্রায়ই পাত্র এবং গ্রন্থ বহন করে।

বৌদ্ধ পৌরাণিক কাহিনী হতে এই কথা জানা যায় যে অবলোকিতেশ্বর ৩৩৩ ( তিনশত তেত্রিশ ) বার পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন মনুষ্যজাতিকে রক্ষা করতে। তাঁর সকল অভিযুক্তিগুলি ছিল মানবীয়, কেবলমাত্র অলৌকিক অশ্ব বলাহের ঘটনা ব্যতীত। গুণ-কারণবাহ হতে আমরা তাঁর চরিত্রের, নৈতিক উপদেশগুলির এবং অলৌকিক ঘটনাগুলির এক ধারণা পাই। তিনি নির্বাণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে পর্যন্ত না সকল সৃষ্ট সত্ত্বগণ বোধিজ্ঞানের অধিকারী হচ্ছে। কারণবাহের বর্ণনাতে দেখা যায় যে, প্রথমে মানুষেরা, তার পরে পশু এবং অন্যান্য প্রাণিগণ ক্রমান্বয়ে মুক্তিলাভ করবে। অবলোকিতেশ্বরকে বৌদ্ধ রত্নের মধ্যে সর্বোত্তম রত্ন বলা হয়েছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যও অবলোকিতেশ্বরের ঐ প্রকৃতিই বর্ণনা করেছেন। কারণবাহে বলা হয়েছে যে যখন অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব নির্বাণ লাভের পর স্মেরু পর্বতের চূড়া থেকে শাস্ত্র শূন্য নিকেড়ে সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন, তিনি তখন বহু দূরবর্তী এলাকা থেকে এক কোলাহল শুনে তীব্র অনুশোচনাগ্রস্ত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে তৎক্ষণাৎ ধ্যানস্থ হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে ঐ তীব্র



কোলাহল বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অন্তর্ধানেতে জনগণের বিলাপ । পার্থিব দুঃখ এবং কষ্ট থেকে তাঁদের একমাত্র ত্রাণকর্তা যিনি ছিলেন সেই অবলোকিতেশ্বরের অন্তর্ধানে অসহায় শোকসন্তপ্ত জনগণের ক্রন্দন শুনে তিনি অনুকম্পাপরায়ণ হয়ে প্রতিক্রিয়া করেছিলেন যে জগতের শেষ প্রাণীটিও মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্মাণে বিলীন হয়ে যাবেন না । কারণবৃহতে আমরা তাঁকে দেখি যে তিনি বলেছেন তিনি সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত জীবিত থাকবেন এবং মানবতার উন্নতির জন্য কাজ করবেন । তিনি বিষ্ণুর প্রতিমূর্তি গ্রহণ করে তাঁর ভক্তদের ধর্মোপদেশ প্রদান করবেন । তিনি শিবের প্রতিমূর্তি গ্রহণ করে তাঁর ভক্তদের ধর্মোপদেশ দেবেন । তিনি গণেশের প্রতিমূর্তি গ্রহণ করে তাঁর ভক্তদের উপদেশ প্রদান করবেন । তিনি রাজার প্রতিমূর্তি গ্রহণ করে তাঁর অনুগতদের রক্ষা করবেন । তিনি পিতার এবং মাতার প্রতিমূর্তি গ্রহণ করে ভক্তদের ধর্ম শিক্ষা দেবেন । এই করুণার আদর্শই মহাযান ধর্মের সুবিদিত বৈশিষ্ট্য । অবলোকিতেশ্বরের এই মহাকরুণার নজীর পৃথিবীর অপর কোন ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় না ।

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক, সূখাবতীবৃহ এবং অমিতায়ুর্ধ্যানসূত্রে অবলোকিতেশ্বরের বর্ণনা আমরা পাই। জেমস হেসটিংসের এনসাইক্লোপেইডিয়া অফ রিলিজিঅন এণ্ড এথিক্স গ্রন্থ বর্ণনা করে : “সদ্ধর্মপুণ্ডরীক অবলোকিতেশ্বরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে । তিনি অক্ষয়মতি প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ অপেক্ষা অনেক উন্নত যারা তাঁর সঙ্গে শাক্যমুনি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করেছেন । তিনি হচ্ছেন ত্রাণকর্তা ; হাজার বুদ্ধগণকে সম্মান দেওয়ার চেয়ে তাঁকে শরণ করা শ্রেয়ঃ । তিনি বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, মহেশ্বর, কুবের, বজ্রপাণি প্রভৃতির প্রতিমূর্তি ধারণ করেন । তাঁর প্রকৃত বাসস্থান হচ্ছে ‘সুখাকাশে’, অমিতাভর স্বর্গে, যেখানে তিনি সময়ে সময়ে বসেন বুদ্ধের ডান দিকে এবং সময়ে সময়ে বুদ্ধের বাম দিকে” ।

নিম্নলিখযোগাবলীর ধর্মধাতুবাকীশ্বর মণ্ডল বর্ণনা করে, “অবলো-

কিতেশ্বরঃ শুভঃ সর্বোদারঃ বরদো বামেন সন্নোজধরঃ”। “অবলোকিতেশ্বর হচ্ছেন বর্ণে সাদা ; তিনি ডান হাতে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করেন এবং তাঁর বাম হাতে তিনি পদ্ম ধরে আছেন”।

অবলোকিতেশ্বরের প্রাচীনতম বর্ণনাগুলি থেকে আমরা একটা ধারণা পাঠ যে অবলোকিতেশ্বরের একটা মাথা ছিল এবং ছুটি হাত ছিল। তিনি বসা অথবা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে বর্তমান। তাঁর হাত-গুলো প্রার্থনা মুদ্রাতে ; অথবা তিনি ভিক্ষাদান ( বরদ ) মুদ্রাতে ডান হাতখানি দেখিয়েছিলেন, এবং তাঁর বাম হাতখানি ছিল বিতর্ক মুদ্রাতে। তাঁর চুল ছিল উচ্চ উষ্ণীয় ভঙ্গিতে। কিন্তু পরবর্তী মূর্তিগুলিতে তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা অমিতাভর এক ক্ষুদ্র মূর্তিসহ পাঁচটি পাঠায় নির্মিত মুকুট তাঁর ছিল। এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ভারতে তাঁর প্রথম বর্ণনাগুলিতে হিন্দু দেবতাগণের সঙ্গে তাঁর অনেক সাদৃশ্য ছিল। এলিস গেট্রি লক্ষ্য করেন, “যদিও ভারতে তাঁর প্রথম বর্ণনাগুলি ব্রহ্মাঞ্জলি মুদ্রাতে ( ভক্তিমান ভাবভঙ্গী ) হাতগুলোসহ এক্সার অমুরূপ হয়েছিল, তাঁর কাজ ছিল বিষ্ণু-রক্ষাকারী এবং প্রতিরোধকারীর মত। কিন্তু শিবের সঙ্গেও তাঁর প্রচুর পরিমাণে মিল আছে, কারণ উভয়ের বর্ণ হচ্ছে সাদা এবং অবলোকিতেশ্বর একটা সাপ জড়ানো ত্রিশূল বহন করেন যা হচ্ছে শিবের প্রতীক। সময় সময় অবলোকিতেশ্বর প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাঁচটি মাথাসহ, যার দ্বারা তিনি পাঁচ মাথাসহ মহাদেব রূপে শিবের অমুরূপ হয়েছেন ( মুর, দি হিন্দু প্যানথিয়ন, পৃঃ ১৫ ) ; কিন্তু এক মাথার চেয়ে অধিক সহ তাঁর প্রতিমূর্তি সচরাচর সংখ্যা দ্বিগুণ করেছে এবং চূড়াতে অমিতাভর মাথা সহ, সব মিলিয়ে এগারটি মাথা করা হয়েছে। তিনি যব-ইয়ুম ভঙ্গীতে শক্তিসহ প্রায়ই প্রতিনিধিত্ব করেছেন, কিন্তু এমন ঘটনাও আছে যেখানে তিনি যব-ইয়ুমকে তাঁর হাটুতে ধরে আছেন, যেমনভাবে শিব পাশাণীকে ধরে আছেন”

অবলোকিতেশ্বরের কতকগুলি তান্ত্রিক এবং অতান্ত্রিক প্রতিমূর্তি নিয়ে দেওয়া হল—

(১) সিংহনাদ-অবলোকিতেশ্বর অথবা সিংহনাদ-লোকেশ্বর  
(সিংহের কণ্ঠস্বর সহ প্রভু)

সিংহনাদ-লোকেশ্বর ছিল অবলোকিতেশ্বরের একটি প্রতিমূর্তি যা তান্ত্রিক নয়। মহাযানীদের মতে, তিনি ছিলেন সকল রোগের বিশেষভাবে কুষ্ঠ রোগের আরোগ্য বিধানকারী। মোঙ্গলদের মধ্যে যে লামাধর্মের প্রথম সাকল্য সম্ভবপর হয়েছিল তার কারণ একজন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত মোঙ্গল রাজা সিংহনাদ-সাধনের সাহায্যে রোগ মুক্ত হয়েছিলেন।

সাধনমালা তাঁর সম্বন্ধে এক বিবরণ দিয়েছে।

“আত্মানং সিংহনাদ-লোকেশ্বররূপং ভাবয়েৎ, শ্বেতবর্ণং ত্রিনেত্রং জটামুকুটিনং নিভূষণং ব্যাঘ্রচর্মপ্রাভূতং সিংহাসনস্থং মহারাজলীলাং চন্দ্রাসনং চন্দ্রপ্রভং ভাবয়েৎ। দক্ষিণে সিতফণি-বেষ্টিতং ত্রিশূলং শ্বেতং, বামে নানা-সুগন্ধি-কুশুম-পরিপূরিত-পদ্মভাজনম্। বামহস্তাং উখম্ পদ্মোপরি অলংকর্যম্। “পূজারী ত্রিনেত্র এবং জটামুকুট (জটামুকুলের মুকুট) সহ সাদা বর্ণের সিংহনাদ লোকেশ্বর রূপে নিজেকে চিত্রা করবেন। তিনি অলংকারবিহীন, বাঘের চামড়া পরিহিত এবং রাজকীয় ভঙ্গীতে সিংহের উপর উপবিষ্ট। তিনি চন্দ্রের কক্ষের উপর উপবিষ্ট এবং চন্দ্রের মত উজ্জ্বল। তাঁর ডান দিকে একটি সাদা ত্রিশূল আছে যা সাদা সাপ দ্বারা বেষ্টিত এবং তাঁর বামে সুগন্ধি ফুল-গুলিতে ভরা একটা পদ্ম পাত্র। তাঁর বাম হাত থেকে একটা পদ্ম উঠেছে যাতে আছে আগুনের মত প্রজ্বলিত একটি তরবারি।

অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ একটা গর্জনকারী সিংহদ্বারা বাহিত একটা পদ্মের উপর উপবিষ্ট থাকেন। তাঁর হাত ছিল নমস্কার-মুদ্রায়। তাঁর চুলগুলো রক্ষিত ছিল উচ্চ উক্ষীষ ভঙ্গীতে। তাঁর ডান কাঁধের সমতল স্থানে একটা মালা এবং একটা পদ্ম আছে।

সিংহনাদ-লোকেশ্বর এই পদ্ধতিতে পদ্মপাণির প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছিল একটি মাথা এবং ছটি হাত। তিনি বোধি-সম্বের সকল অলংকারগুলি পরেছিলেন এবং পাঁচ পাতার মুকুটেতে

অমিতাভর একটি ক্ষুদ্র মূর্তি রেখেছিলেন। তাঁর চুলগুলো বামদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে একটা উচ্চ মণিখচিত উষ্ণীষে সম্বদ্ধ ছিল। তাঁর গর্জনকাণ্ডী সিংহের উপর আসনের মত কোন পদার্থের উপর অথবা পদ্মের উপর ললিতাসন ছিল। তাঁর ডান হাত খানা ছিল বরদ মুদ্রাতে এবং ধরে ছিলেন একটি মালা ডান হাতে যা শিথিলভাবে ডান হাঁটুর উপর ঝুলছিল। তিনি তাঁর বাম হাত বাম হাঁটুর পিছনে স্থাপন করেছিলেন এবং পদ্মের বোঁটা রেখেছিলেন। তাঁর প্রতীকগুলি ছিল পদ্ম, খড়্গ ( তরবারি ), কপাল ( মাথার খুলির টুপি ) এবং ত্রিশূল। তাঁর বর্ণ ছিল সাদা।

সিংহনাগ তিব্বতের এবং চীনের ধর্মীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। এই দেশ গুলিতে তাঁর পূজা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

## ( ২ ) পদ্মপাণি ( পদ্ম-বাহক )

অবলোকিতেশ্বরের অপর একটা অতাস্থিক বা তন্ত্রবিহীন প্রতিমূর্তি ছিল পদ্মপাণি। বলা হয় যে পদ্মপাণি সকল জীব সৃষ্টি করেছিলেন অমিতাভর আদেশের দ্বারা, তিনি ছিলেন তাঁর ধ্যানী-বুদ্ধ। এলিস গেট্রি বর্ণনা করেন, “আদি-বুদ্ধের পদ্ধতি অনুসারে, তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা অমিতাভর মাধ্যমে তিনি আদি-বুদ্ধ থেকে সৃষ্টির সক্রিয় কর্ম-ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতীক ছিল পদ্ম যা তিনি হাতে ধরে আছেন। তিনি যথার্থ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন বলে অনুমান করা হয়, এবং হজসনের মতে, সংরক্ষণের জন্তু বিষুকে সৃষ্টি করবার জন্তু ‘ব্রহ্মা’কে এবং মহেশকে ( শিবকে ) ধ্বংস করার জন্তু উৎপাদন করেছেন বলে অনুমান করা হয়”।

সাধারণতঃ এটা বিশ্বাস করা হয় যে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর পদ্মপাণি বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্তু সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা তিনি করেছিলেন বিশ্বপাণির আগমন পর্যন্ত যিনি পঞ্চম পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন। এই কারণের জন্য তিনি যে কেবল খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন তা নয়, তিব্বতে এবং জাপানে তিনি বিশেষভাবে

পূজিত হয়েছিলেন। তিনি জাপানে সো-কাওয়ান-নোন নামে পরিচিত ছিলেন।

পদ্মপাণি প্রচলিতভাবে ভারতীয় রাজকুমারের ন্যায় পোশাক ও অলংকার পরিহিত। তাঁর চুল ছিল উচ্চ উষ্ণীয় পদ্ধতিতে সাজানো এবং স্থাপন করা হয়েছিল পাঁচ-পাতায় নির্মিত মুকুটে পিছনে, যেখানে অমিতাভর একটা ছোট প্রতিমূর্তি রাখা ছিল। তাঁর বিশেষ প্রতীক ছিল পদ্ম ফুল যা তাঁর প্রাচীন মূর্তিগুলিতে দেখা গেছে। তিনি সর্বদা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে ছিলেন এবং তাঁর হাতগুলো ছিল বিতর্ক মুদ্রাতে এবং বরদ (দানশীলতা) মুদ্রাতে। তাঁর বর্ণ ছিল সাদা।

অন্য প্রতিমূর্তিতে পদ্মপাণি তাঁর বাম কাঁধের উপর এক ধরনের হরিণের চামড়া ধারণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল সাদা। তাঁর হাত-গুলোতে বিতর্ক এবং বরদ মুদ্রাগুলি প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। কারুকার্য খচিত পাত্র বা কনদ ধরেছিলেন।

অপর এক প্রতিমূর্তিতে পদ্মপাণি বসে ভঙ্গীতে ছিলেন এবং তাঁর হাতগুলো ছিল বিতর্ক অথবা অভয় অথবা বরদ মুদ্রাতে। তাঁর মুকুটে অমিতাভর একটি প্রতিমূর্তি ছিল। তাঁর অপর একটা প্রতিমূর্তিতে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন 'অষ্টভয় প্রতিরোধকারী' রূপে। তাঁর পদ্ম ছিল না।

### (৩) ত্রৈলোক্যবশংকর-লোকেশ্বর

লোকেশ্বরের এই প্রতিমূর্তি উড্ডিয়ান বা ওড্ডিয়ান লোকেশ্বর রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি পূজিত হয়েছিলেন উড্ডিয়ানে যা মধ্য যুগে তান্ত্রিক বিচার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। এই স্থানটি বাংলা দেশের অধুনা ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাতে বজ্রযোগিনি গ্রামের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে। নেপালে দেবতার এই আকারের তামার মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

সাধনমালা এ ছোটো সাধনাতে ত্রৈলোক্যবশংকরের পূজার এবং ধ্যানের উল্লেখ করেছে। ইহা বর্ণনা করে “লোকেশ্বরং

সর্বাংগমহারাগরক্তম্ একমুখং দ্বিভুজং ত্রিনেত্রং জটামুকুটমণ্ডিতং  
বজ্রাঙ্কিতপাশাংকুশহস্তং রক্তপদ্মবজ্রপর্যঙ্কনিষণ্ণং দিব্যাভরণবস্ত্র-  
ভূষিতম্ আশ্রয়ং বিচিন্ত্য।”<sup>২০</sup> “পূজারীর নিজে কে চিন্তা করা  
উচিত লোকেশ্বর রূপে তাঁর অঙ্গগুলি ভাবাবেগের তীব্র অনুভূতির  
দ্বারা লাল হয়েছে এবং যিনি হচ্ছেন এক-মুখ, দুই-বাহু এবং ত্রিনেত্র  
ধারী। তিনি জটীর চুলের একটি মুকুট পরে আছেন, এবং তাঁর দুই  
হাতে বহন করছিলেন ফাঁস এবং সীল করা অঙ্কুশ। তিনি বজ্রপর্যঙ্ক  
ভঙ্গীতে একটা লাল পদ্মের উপর বসে আছেন এবং স্বর্ণীয় পোশাকে  
এবং অলঙ্কারে ভূষিত আছেন। এতএব ধ্যান করছেন……”

ত্রৈলোক্যবশংকর লোকেশ্বরের তৃতীয় চক্ষুসহ মানবীয় প্রতিমূর্তি  
ছিল। তিনি একটা লাল পদ্মের আসনের উপর তাঁর স্থান গ্রহণ  
করেছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল লাল তিনি প্রত্যেক প্রান্তভাগে অর্ধ  
বজ্রসহ পাশ এবং একটি হাতে অঙ্কুশ ধরেছিলেন।

#### (৪) নীলকণ্ঠ অথবা নীলকণ্ঠাধিবলোকিতেশ্বর

এটা খুব সম্ভাব্য যে নীলকণ্ঠের অথবা নীলকণ্ঠাধিবলোকিতেশ্বরের  
ধারণা হিন্দু দেবতা শিব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থগুলি  
থেকে জানা যায় যে শিব, যিনি নীলকণ্ঠ বলে পরিচিত হয়েছিলেন,  
পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন সর্পরাজ বাসুকীর মুখনিঃসৃত বিষ নিজে  
পান করে।

নীলকণ্ঠ সর্বদা ছোটো সাপ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সাধনমালা  
তাঁর ধ্যানের এক বিবরণ দিয়েছে। “ভগবন্তং পীতবর্ণম্ অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত-  
জটামুকুটিনম্ অমিতাভপলংকিতশিরঃপ্রদেশং রক্তপদ্মোপরিস্থিতং,  
কৃষ্ণসারহরিগর্ভমণি বজ্রপর্যঙ্কিনং সমাধিমুদ্রোপরিনানারত্নপরিপূর্ণ-  
কপালধারিনম্ এনেয়র্মকৃতযজ্ঞোপবীতিনং, ব্যাঘ্রচর্মাস্বরধরং  
নিরাভরণং নীলকণ্ঠং নীলগুটিকাবিশিষ্টকণ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ে পরস্পরাভি-  
সম্বন্ধপুঙ্ক্তসম-নিষ্কণা বিশিষ্টভগবদবলোকনপরোক্ষমুখ-কৃষ্ণসর্পদ্বয়োপল-  
ঙ্কিতম্ আশ্রয়ানম্ এবম্ বিভাবয়েৎ।”<sup>২১</sup> “পূজারীর নিজে কে  
চিন্তা করা উচিত দেবতা নীলকণ্ঠ রূপে। যিনি বর্ণ

হচ্ছেন হলুদ, যাঁর জটামুকুট অর্দ্ধচন্দ্রে এবং অমিতাভর প্রতিমূর্তিতে সুশোভিত আছে। তিনি লাল পদ্মের উপর বজ্রপর্ষক ভঙ্গীতে বসে অছেন, যাতে কাল হরিণের চামড়া বিছানো আছে। তিনি প্রদর্শন করছেন সমাধি মুদ্রা তাঁর দুই হাতের দ্বারা যা বিবিধ রত্নগুণিতে পরিপূর্ণ কপাল (পাত্র) বহন করছে। তাঁর পবিত্র স্মৃতা বা পৈতা হরিণ চামড়া (এণেয়চর্ম) দ্বারা নির্মিত। তিনি বাঘের চামড়া পরিধান করে আছেন এবং তাঁর দেহেতে কোন অলংকার ছিল না। তাঁর গলা দেখাচ্ছে (বিষের) নীল, বড়ি। দেবতার দুই পার্শ্ব অধিকৃত আছে দুটি কেউটে সাপ যাদের মাথায় আছে মণি এবং লেজগুলি পরস্পরের সঙ্গে জড়ানো ছিল। তাঁরা দেবতার দিকে তাকিয়ে আছে। পূজারীর নিজে একরূপ ভাবা উচিত।

নীলকণ্ঠ লাল পদ্মের উপর হরিণ চামড়ার উপর বসা ভঙ্গীতে প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি তাঁর মাথার পরিচ্ছদে অমিতাভর এক ক্ষুদ্র মূর্তি রেখেছিলেন, তাঁর হাতগুলো ছিল ধ্যান-মুদ্রাতে এবং মণিগুলির সঙ্গে কপাল ধরেছিলেন। তাঁর ছিল ব্রাহ্মণীয় পৈতা এবং তিনি তাঁর দেহ বাঘের চামড়ায় আবৃত করে রেখেছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল হলুদ এবং তাঁর গলা ছিল নীল।

(৫) ষড়ঙ্করী-লোকেশ্বর

ষড়ঙ্করী লোকেশ্বরের ছিল এক মাথা এবং চার হাত। তিনি নমস্কার মুদ্রাতে তাঁর মৌলিক হাতগুলো সহ দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে ছিলেন। তাঁর অপর দুই হাত ধ্যান মুদ্রা করেছিল এবং একটা পাত্র ধরেছিলেন।

ষড়ঙ্করী লোকেশ্বরের আরেক প্রতিমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। তিনি পদ্মের সিংহাসনে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর একটি অগ্নি-শিখা মুক্তাসহ উচ্চ উষ্ণীয় ছিল। তাঁর দুটি মৌলিক হাত নমস্কার মুদ্রাতে ছিল এবং তাঁর অপর দুই হাত কাঁধের সমতাতে মালা এবং পদ্ম অথবা পুস্তক ধরেছিলেন। কিন্তু সময় সময়, তাঁর দুই

মৌলিক হাতগুলো তেমনি এবং শব্দ রেখেছিলেন নমস্কার মুদ্রায় পরিবর্তে।

ষড়ঙ্করী-লোকেশ্বরকেও দেখা গিয়েছে তাঁর শক্তির সহিত যব-ইয়ুম ভঙ্গীতে। তিনি তাঁর হিংশ্র মুখের ভাব দেখিয়েছিলেন। তাঁর তান্ত্রিক প্রতীকগুলি ছিল খটবঙ্গ, কপাল এবং করত্রিক।

সাধনমালা ষড়ঙ্করীর ধ্যানের এক বিবরণ দিয়েছে। এটা বর্ণনা করে : “আত্মানং লোকেশ্বররূপং সর্বালংকারভূষিতং শুক্লবর্ণং বামতঃ পদ্মধারিণং দক্ষিণতোহক্ষসূত্রধারিণম্ অপরাভ্যাং হস্তাভ্যাং হৃদি সমপুটাজ্জলিহ্বিতং ধ্যায়াৎ। দক্ষিণে মণিধরং তত্তদবর্ণভূজাস্থিতং পদ্মাস্তরোপরিষ্ম। বামে তথৈব অপরপদ্মস্থাং ষড়ঙ্করীং মহাবিদ্যাম্।”<sup>১১</sup> পূজারীর নিজেকে ষড়ঙ্করী লোকেশ্বর রূপে চিন্তা করা উচিত। যিনি সকল প্রকার অলংকারে সজ্জিত আছেন। তিনি বর্ণে সাদা এবং তাঁর চার হাত। তিনি বহন করছেন পদ্ম বাম হাতে এবং জপমালা ডান হাতে। তাঁর অপর দুই হাত সংযুক্ত করা হয়েছে বুদ্ধের সামনে মুষ্টিবদ্ধ হাতের মুদ্রা গঠনে। তাঁর ডানদিকে আছেন মণিধর যিনি একট বর্ণ এবং একই হাতযুক্ত এবং বসে আছেন অপর এক পদ্মে। বাম দিকে হচ্ছেন ষড়ঙ্করী মহাবিদ্যা, যার একই প্রতিমূর্তি এবং যিনি অপর পদ্মের উপর বসে আছেন। এই দেবতার মন্ত্র ছিল “ওম্ মণিপদ্মে হুম্” যা গঠিত হয়েছে ছয় অক্ষর দিয়ে এবং ষড়ঙ্করী মহাবিদ্যার প্রতিমূর্তিতে দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে। যখন লোকেশ্বর ছয় অক্ষরগুলির বৃহৎ জ্ঞানের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তিনি তখন লোকেশ্বর বলে পরিচিত হয়ে ছিলেন।

#### (৬) রক্ত লোকেশ্বর

রক্ত লোকেশ্বরের ছিল এক মাথা এবং চার হাত। তিনি লাল মূলগুলি সহ অশোক বৃক্ষের তলায় তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল লাল। তাঁর প্রতীকগুলো চাপ, সার, পাশ, এবং অঙ্কুশ। সাধনমালা তাঁর ধ্যানের এক বিবরণ দিয়েছে: “দক্ষিণোত্তর-



পার্শ্বে' তারাভূকুটীদেবীদ্বয়সহিতম্ আৰ্য্যাবলোকিতেশ্বরভট্টারকম্  
রক্ত-বর্ণম্ রক্তমায়াস্বরাভূষণপনং পাশাঙ্কুশধানুর্বাণধরম্ চতুর্ভূজম্  
রক্তকুশুম্বতশোকতরোরধস্তাং অবস্থিতম্ আত্মানম্ বিচিন্তয়েৎ... রক্ত  
লোকেশ্বরসাধনম্।”<sup>১৩</sup> “পূজারীর নিজেকে আৰ্য্য-অবলোকিতেশ্বর  
রূপে চিন্তা করা উচিত। তাঁর ডান এবং বাম পার্শ্বে অবস্থিত রয়েছেন  
ছই দেবী যাঁরা হচ্ছেন তারা এবং ভূকুটী। তিনি হচ্ছেন বর্ণে লাল,  
পরিধান করে আছেন লাল পোশাক এবং তিনি লাল মলম লেপন  
করে আছেন। তিনি তাঁর চার হাতে বহন করেছেন কঁাস, অঙ্কুশ,  
ধনুক এবং তীর এবং লাল ফুল দ্বারা পুষ্পিত অশোক বৃক্ষ তলায়  
দাঁড়িয়ে আছেন।” সাধনের পরিশিষ্ট রক্তলোকেশ্বরের নাম উল্লেখ  
করেছে।

সাধনমালা সাধনাতে দুটো বাছ সহ রক্ত লোকেশ্বরকে উল্লেখ  
করেছেন : “রক্তবর্ণম্ অমিতাভগর্ভজটামুকুটধরং বামকরগৃহীতরক্ত-  
পদ্মং তচ্চ দক্ষিণকরেন বিকাশয়ন্তম্ বিবিধালাংকারবস্ত্র  
বিভূষিতম্...।” “পূজারীর রক্ত বর্ণের রক্ত-লোকেশ্বর রূপে  
নিজেকে চিন্তা করা উচিত। রক্ত-লোকেশ্বরের আছে জটী-মুকুট এবং  
তিনি অমিতাভর প্রতিমূর্তি ধারণ করে আছেন। তিনি বাম হাতে  
লাল পদ্ম বহন করছেন এবং ডান হাত দিয়ে এর পাঁপড়িগুলি  
খুলছেন এবং তিনি ভূষিত রয়েছেন বিভিন্ন অলংকারে এবং  
পরিচ্ছদে।”

(৭) হরিহরিহরিবাহন অথবা হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব

লোকেশ্বর-অবলোকিত

হরিহরিহরি বাহনের অথবা হরিহরিহরি বাহনোদ্ভব-লোকেশ্বর  
অবলোকিতের ছিল একটা মাথা এবং ছয়টি বাছ। তিনি তাঁর  
আসন গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর উপর তিনি সিংহাসনের  
উপরে গরুড়ের উপর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল  
সাদা। সাধনমালা তাঁর ধ্যান বর্ণনা করেছে “হরিহরিহরিবাহনোদ্ভবম্  
ভগবন্তম্ আৰ্য্যাবলোকিতেশ্বরম্ সর্বাঙ্গ-শূন্যম্ জটামুকুটিনম্

শাস্তবেৎ দক্ষিণকরণে ভগবন্তং তথাগতং সাক্ষিণং কুব্জন্তম্ দ্বিতীয়েন অক্ষমূলধারিণম্ তৃতীয়েন দুঃকুহকং লোকম্ উপদেশয়ন্তম্ বামেন দণ্ডধরং দ্বিতীয়েন কৃষ্ণাজিনধরং তৃতীয়েন কমণ্ডলুধরং সিংহ-গরুড়-বিষ্ণু-স্কন্ধস্থিতম্ আত্মানম্ ধ্যানা...’’২৪ পূজারীর দেবতা অবলোকিতেশ্বরের হরিহরিহরিবাহনের প্রতিমূর্তি রূপে নিজেকে চিন্তা করা উচিত। তাঁর সকল অঙ্গগুলো হচ্ছে সাদা, মাথায় আছে জটধামুকুট এবং লাবণ্যময় পরিহৃদে সজ্জিত রয়েছেন। তিনি সাক্ষী রূপে তথাগতের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর ডান হাতগুলোর একটাতে, দ্বিতীয়তে বহন করছেন জপমালা এবং তৃতীয়তে তিনি প্রতারিত লোকদের শিক্ষা দিচ্ছেন। তিনি তাঁর বাম হাতগুলির একটাতে লাঠি বহন করছেন, দ্বিতীয়তে হরিণ-চামড়া এবং তৃতীয়তে কমণ্ডলু বহন করছেন। তিনি বসে আছেন বিষ্ণুর কাঁধেতে যার নীচে আছে গরুড় এবং সিংহ। এইভাবে ধ্যান করতে হবে।

#### (৮) অমোঘপাশ

অমোঘপাশ অবলোকিতেশ্বরের তত্ত্ব প্রতিমূর্তিগুলির অন্যতম রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁর ছিল একটি মাথা এবং সম্ভবতঃ ছয় থেকে আট হাত ছিল তিনি ছিলেন দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। তাঁর মৌলিক হাতগুলো ছিল নমস্কার মুদ্রাতে এবং অপর হাতগুলো দ্বারা তিনি কলশ, ত্রিশূল, মালা, ঘণ্টা, পুস্তক এবং পাশা ধারণ করেছিলেন। পাশ (জন্তু ধরবার কাঁসদড়ি) তাঁর বিশেষ প্রতীক। তাঁর পরিচ্ছদ ছিল বাঘের চামড়া। সময় সময় তাঁর সঙ্গীরা ছিলেন তারা, সুধন-কুমার, হয়গ্রীব এবং ভৃকুটী।

অপর প্রতিমূর্তিতে অমোঘপাশের ছিল একটি মাথা এবং কুড়িটি বাহু। তিনি বসা ভঙ্গীতে ছিলেন। তাঁর মৌলিক হাতগুলি নমস্কার। মুদ্রাতে ছিল তাঁর দুটি হাত নিয়ে কোলের উপর রাখা ছিল। ডানহাত দিয়ে পাশকে (কাঁস দড়ি) ধরেছিলেন এবং তাঁর বাম হাতে ছিল মালা। তাঁর অপর হাতে ছিল তান্ত্রিক প্রতীকসমূহ, যেমন বজ্র, ঘণ্টা, পদ্ম, সূর্য, চক্র প্রভৃতি।

## (৯) পদ্মনর্থেশ্বর

পদ্মনর্থেশ্বর মানবীয় আকারে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর ছিল একটি মাথা এবং আঠারটি হাত। তিনি ছিলেন অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে নৃত্যরত অবস্থায়। তাঁর মৌলিক হাতগুলো দ্বারা তাঁর শক্তিকে ধরে ছিলেন। তাঁর অপর হাতগুলি ধরেছিল পদ্ম অথবা দ্বিগুণ পদ্ম। সাধনমালা তাঁর ধ্যানের বর্ণনা দিয়েছে। “পদ্মনর্থেশ্বরান্মায়েন আৰ্য-অবলোকিতেশ্বর-ভট্টারকম্ আশ্রানং বিভাবয়েৎ একমুখম্ অষ্টাদশভুজম্ অর্দ্ধপর্যঙ্কিনম্ অমিতাভজটাজুটমণ্ডলং সর্বকরৈর্বিষ্মপদ্মধারিণং, যোগিনীবৃন্দপরিবৃতং দক্ষিণবামপার্শ্বস্থিত-তারা-সুধন-ভুকুটি-হয়গ্রীবং দিব্যালংকারবস্ত্র-ভূষণম্....।”<sup>১৫</sup> পূজারীর নিজে থেকে চিন্তা করা উচিত ভট্টারক অবলোকিতেশ্বর রূপে পদ্মনর্থেশ্বরের প্রতিমূর্তিতে যার এক মুখ এবং আঠারটি হাত বা বাহু, আছে। তিনি অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন, এবং তাঁর জটামুকুটে আছে অমিতাভের প্রতিমূর্তি। তিনি তাঁর আঠার হাতে দ্বিগুণ পদ্ম ধারণ করছিলেন এবং বহু সংখ্যক যোগিনী দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তারা, সুধন, ভুকুটি এবং হয়গ্রীব দ্বারা তাঁর ডান এবং বাম পার্শ্বগুলি অধিকৃত আছে। তিনি সকল প্রকার স্বর্গীয় অলংকার এবং পরিচ্ছদ দ্বারা সজ্জিত।

অপর প্রতিমূর্তিতে পদ্মনর্থেশ্বরের ছিল একটা মাথা এবং দুটো বাহু বা হাত। তাঁর বর্ণ ছিল লাল। তাঁর সঙ্গী ছিলেন শক্তি। তাঁর প্রতীক ছিল পদ্ম এবং তাঁর বাহন জম্বু। সাধনমালা তাঁর ধ্যান বর্ণনা করেছে: ‘পদ্মনর্থেশ্বরম্ আশ্রানম্ ভাবয়েৎ সর্বপর্যঙ্কনিষণ্ণং দ্বিভুজৈকমুখং রক্তম্ সকলালংকারধরং অমিতাভমুকুটং বামপার্শ্বে পাণ্ডুরবাসিনিসমাশিষ্টম্ আলিঙ্গনাভিনয়স্থিতবামভুজেন রক্তপদ্মধরং নর্দনাভিনয়েন সাচিমুদ্রয়া বিকাশয়দপরদক্ষিণকরম্....।’<sup>১৬</sup> পূজারীর নিজে থেকে চিন্তা করা উচিত পদ্মনর্থেশ্বর রূপে, যিনি একটা পশুর উপর বসে আছেন। তাঁর দুই হাত এবং একটি মুখ। তাঁর বর্ণ হচ্ছে লাল এবং সকল প্রকার অলংকারে তিনি সজ্জিত আছেন, তিনি

মুকুটে অমিতাভর প্রতিমূর্তি ধারণ করে আছেন এবং বামেতে পাণ্ডুরবাসিনী দ্বারা তিনি আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বাম হাত বহন করছে পদ্ম, তা ( শক্তিকে ) আলিঙ্গন করতে উখিত করেছেন, যখন ডান হাত নাচের ভঙ্গীতে সূচীমুদ্রায়.....

অন্য প্রতিমূর্তিতে পদ্মনর্তেশ্বরের ছিল একটা মাথা এবং আট বাহু বা হাত। তাঁর বর্ণ ছিল লাল। তিনি ছিলেন অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে নৃত্যরত। সাধনমালা তাঁর ধ্যান বর্ণনা করেছে: “নমঃ পদ্মনর্তেশ্বরায়.....তত্র বিশ্বপদ্যোপরি চন্দ্রে রক্তহীকারপরিণতং পদ্মনর্তেশ্বরং রক্তবর্হম্ একমুখম্ জটামুকুটিনং ত্রিনেত্রম্ অষ্টভুজং সর্বাং-কারভূষিতং সর্পযজ্ঞোপবীতম্ অর্দ্ধপর্যঙ্কেন তাণ্ডবম্ প্রথমভুজদ্বয়েন নৃত্যাভিনয়ম্ দ্বিতীষদক্ষিণভুজেন হৃদি বিকাশয়ন্তম্ সূচীমুদ্রাং বামভুজেন রক্তপদ্মম্ শিরসি ধৃতম্ তৃতীয়ভুজদ্বয়েন বজ্রবদণ্ডত্রিশূল-ধরম্ চতুর্থ-ভুজদ্বয়েন একসূত্রকুণ্ডিকাধরম্ অষ্টদেবীপরিভূতম্ এবম্ভূতম্ পদ্মনর্তেশ্বরম্ লোকনাথম্ ভাবয়েৎ।”<sup>২৭</sup> “পদ্মনর্তেশ্বরকে প্রণাম..... এখানে পূজারীর নিজেকে চিন্তা করা উচিত পদ্মনর্তেশ্বর রূপে। পবিত্র হ্রী অক্ষর থেকে উদ্ভূত দ্বিগুণ পদ্মের উপরে চন্দ্রে তিনি আছেন। তাঁর বর্ণ লাল এবং তাঁর একটি মুখমণ্ডল, জটামুকুট, তিনটি চক্ষু এবং আটটি বাহু বা হাত। তিনি সকল প্রকার অলংকারে ভূষিত আছেন। তিনি একটা সাপের পবিত্র উপবীত পরে আছেন এবং অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে নাচ করছেন। হাতগুলির প্রথম জোড়া নাচের ভঙ্গী প্রদর্শন করছে; দ্বিতীয় ডান বুদ্ধের সম্মুখে সূচীমুদ্রা দেখাচ্ছে, দ্বিতীয় বামে তাঁর মাথার উপরে একটি লাল পদ্ম ধরে আছে; তৃতীয় জোড়া লাঠি এবং বজ্র লাগানো ত্রিশূল বহন করছে; এবং চতুর্থ জোড়া বহন করছে জপমালা এবং জলের পাত্র। প্রধান দেবতা আটজন দেবী পরিবৃত্ত আছেন। এই প্রকারে দেবতা পদ্মনর্তেশ্বর লোকনাথকে ধ্যান করা উচিত।”

(১০) হালাহল লোকেশ্বর

হালাহল লোকেশ্বরের তিনটি মাথা এবং ছটি বাহু বা হাত।

তার প্রত্যেকটি মুখমণ্ডলে ছিল তৃতীয় চক্ষু। তার কেন্দ্র মুখমণ্ডল ছিল সাদা কিন্তু তার অপর মুখমণ্ডলগুলি ছিল লাল এবং নীল। তার মুকুটে কেবল অমিতাভর মূর্তি ছিল, এবং একটি অর্ধচন্দ্রও ছিল। তিনি পরিধান করেছিলেন সাপের চামড়া পোশাক এবং তার অনেক অলংকার ছিল। তার ছয় হাত ছিল এবং তার প্রতীকগুলো ছিল : জপমালা, পদ্ম, ধনুক, তীর, ইত্যাদি। তিনি লাল পদ্মের উপর তার আসন গ্রহণ করেছিলেন। তার শক্তি এক হাতে পদ্ম ধরেছিলেন, এবং অপর দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন, তার হাঁটুতে বসেছিলেন। তার ডান দিকে স্থাপন করা হয়েছিল একটা ত্রিশূল যার চারিদিকে জড়িয়ে ছিল একটা সাপ, এবং তার বাম দিকে দেখা যায় ফুলের সঙ্গে একটা মাথার খুলি (কপাল) অবলম্বনে একটা পদ্মকে। হলাহলের মূর্তি পাওয়া গিয়েছে নেপালে এবং চীনে।

সাধনমালা তাঁর ধ্যান উল্লেখ করেছে। ইহা বলে :

“হ্রীঃকার বীজনিষ্পন্নং হালাহলং মহাকৃপম্।

তিনেত্রং ত্রিমুখং চৈব জটামুকুটমণ্ডিতম্।

প্রথমাশ্রং সিতম্ নীলদক্ষিণং বামলুহিতং

শশাঙ্কার্দ্ধধরং মুষ্ণি কপাংকৃতশেখরম্।

জটাস্তঃস্থজিনং সম্যক্ সর্গভরণভূষিতম্।

সিতারবিন্দনির্ভাসং শৃঙ্গাররসসুন্দরম্।

সৌভূজম্ স্মেরবক্ত্রম্ চ ব্যাঘ্রচর্মস্বারপ্রিয়ম্।

বরদং দক্ষিণে পাণং দ্বিতীয়ে চাক্ষুমাণিকম্।

তৃতীয়ে শরনর্ধনম্ চ বামচাপধরং তথা।

দ্বিতীয়ে সিতপদ্মম্ চ তৃতীয়ে স্তনমেব চ।

বামাজানুনা সিতাং স্বাভাবদেবীং ধ্যানম্।

বামেন কমলধরাং দক্ষিণেন ভূজেন ভগবদালিঙ্গনপরাং

কুণ্ডলশোভিতজটাকলাপাম্।

দক্ষিণপার্শ্বে সর্পবেষ্টিতং ত্রিশূলম্, বামপার্শ্বে

পদ্মস্থকপালং নানাশৃঙ্গদ্বীকুসুমৈঃ সম্পূর্ণম্

রক্তপদ্মচন্দ্রে লীলাক্ষেপস্থিতং বিভাবয়েৎ ভগবন্তম্” । ২৮

“পূজারীর নিজেকে চিন্তা করা উচিত মহান সভানুভূতি সম্পন্ন হালাহল রূপে। যিনি উদ্ভূত হয়েছেন পবিত্র হ্রী অক্ষর থেকে, যার তিনটে চক্ষু, তিনটে মুখমণ্ডল এবং জটাজুট যা উদ্ভিত হয়েছে উপরের দিকে মুকুটের আকারে। প্রথম (অথবা প্রধান) মুখমণ্ডল হচ্ছে সাদা, ডান নীল, এবং বাম লাল। তিনি তাঁর মাথাতে বহন করছেন অর্দ্ধচন্দ্র এবং কপাল। তাঁর জটাজুটের মধ্যে আছে জিন (অমিতাভ) এবং তিনি সকল অলংকারে সজ্জিত আছেন। তিনি হচ্ছেন শ্বেত-পদ্মের মত সমুজ্জ্বল এবং আবেগপ্রবণের অনুভূতি যা তিনি প্রদর্শন করছেন তার দ্বারা তিনি সুন্দর প্রতীয়মান হচ্ছেন। তাঁর ছয়টা হাত একটা হস্তময় মুখমণ্ডল আছে। তিনি হচ্ছেন সাপের চামড়ার পোশাকের অমুরাগী। তিনি প্রথম ডান হাতে বরদ মূর্ত্তা প্রদর্শন করছেন, দ্বিতীয়তে আছে জপমালা, এবং তৃতীয় সঞ্চালন করছে তীর। প্রথম বাম হাত বহন করছে ধনুক, দ্বিতীয় শ্বেত বা সাদা পদ্ম এবং তৃতীয় তাঁর শক্তির বক্ষ স্পর্শ করছে। তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টির শক্তিকে বহন করছেন তাঁর বাম কোলেতে। তিনি (শক্তি) বাম হাতে পদ্মকে দেখাচ্ছেন এবং ডান হাত দেবতাকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় নিযুক্ত আছে। তাঁর জটাজুট (শক্তির) ফুল দ্বারা সজ্জিত আছে। তাঁদের ডান দিকে আছে ত্রিশূল যা একটা সাপ দিয়ে জড়ান এবং বাম পার্শ্বে আছে শৃঙ্গদ্বী ফুলে ভরা পদ্মের উপর কপাল। দেবতা লাল পদ্মের উপর ললিত ভঙ্গীতে বসে আছেন”।

( ১১ ) মায়াজালক্রমার্থাবলোকিতেশ্বর

( তিনি যাহা অধিকার করেছেন মায়ার জালে )

মায়াজাল ক্রমার্থাবলোকিতেশ্বরের ছিল পাঁচ মাথা এবং বারটি হাত বা হাত। তাঁর প্রধান মাথা ছিল কাল। কিন্তু তাঁর অপর মাথাগুলি ছিল সাদা, লাল, হলদে এবং সবুজ। তিনি পরেছিলেন

মাথার মালা। তাঁর অলংকার ছিল। তাঁর মৌলিক হাতগুলো তীর এবং ধমুক ধরে ছিল, কিন্তু তাঁর অপর হাতগুলোতে দেখা গিয়েছে কপাল, ফাঁস দড়ি, বজ্র, রত্ন, পদ্ম ইত্যাদি। তাঁর মুখের ভাব ছিল নীল।

সাধনমালা ধ্যানে মায়াজাল ক্রমার্ঘ্যবলোকিতেশ্বরকে উল্লেখ করেছে। ইহা বলে, “ভগবন্তম্ আর্ঘ্যবলোকিতেশ্বরং কৃষ্ণবর্ণং প্রত্যালীঢ়স্থং সূর্যমণ্ডলস্থিতং পঞ্চমুখং ত্রিনেত্রং দ্বাদশভুজং সিতরক্ত-দক্ষিণমুখদ্বয়ং তথা পীতহরিতবামমুখদ্বয়ং দক্ষিণভুজৈঃ ডমরু-খট্‌দ্বাঙ্গ-অঙ্কুশ-পাশ-বজ্র-সারধরং বাম-ভুজৈঃ তর্জনি-কপাল-রক্তকমল-মনি-চক্রচাপধরম্ দংষ্ট্রাকরালসবলবদনং ষণ্মুদ্রোপেতম্ সার্দ্রমুণ্ডমালালং কৃতশরীরং নগ্নং সর্বাঙ্গশুন্দরম্ আত্মানম্ ষটিতি প্রত্যাকলয়া....।”<sup>১২৯</sup> পূজারীর নিজেই চিন্তা করা উচিত আর্ঘ্য-অবলোকিতেশ্বর রূপে। যার বর্ণ হচ্ছে নীল। তিনি সূর্যের কক্ষতে প্রত্যালীঢ় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আছে পঞ্চ-মুখমণ্ডল, ত্রিনেত্র এবং বারটি হাত বা বাহু। তাঁর ছটি ডান মুখমণ্ডল হচ্ছে সাদা এবং ছটো বাম মুখমণ্ডল হচ্ছে হলদে এবং সবুজ বর্ণ। তিনি তাঁর ডান হাতে (১) ডমরু, (২) খট্‌দ্বাঙ্গ, (৩) অঙ্কুশ, (৪) ফাঁস, (৫) বজ্র, (৬) তীর বহন করছেন, এবং বাম হাতগুলিতে (১) উত্তোলিত তর্জনি আঙ্গুল, (২) কপাল, (৩) লাল পদ্ম, (৪) মণি, (৫) ভারী চাকতি, এবং (৬) ধমুক বহন করছেন। তাঁর মুখমণ্ডলগুলো অনাবৃত অবস্থায় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। বিষদাঁত সহ। তিনি ছয়টি হাড়ের অলংকার পরে আছেন এবং তাঁর দেহ মাথার মালাতে সুশোভিত রয়েছে। তিনি হচ্ছেন উলঙ্গ এবং তাঁকে তাঁর সকল অঙ্গগুলোতে সুন্দর দেখাচ্ছে। এভাবে ধ্যান করে ....।”

(১২) সিতাতপত্রা

( সাদা ছাতার পূজিত একজন )

সিতাতপত্রার ছিল এগারটি হাত এবং বারটো বাহু বা হাত।

তিনি ধ্যানাসন ভঙ্গীতে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হাতে ধরেছিলেন আতপত্র, পরশু, খড়্গ, ইত্যাদি।

(১৩) লোকনাথ

আমরা তিনটে সাধনে জানতে পারি যে লোকনাথ সর্বদা ছিলেন একাকী। কিন্তু কেবল একটা সাধন তাঁকে উল্লেখ করেছে যে তিনি ছিলেন তাঁর ডানে দেবী তারার এবং বামে জয়গ্রীবীর সঙ্গে। তিনি পদ্মফুলের উপর ললিত ভঙ্গীতে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। আটজন বোধিসত্ত্ব তাঁর সঙ্গী ছিলেন—মৈত্রেয়, ক্ষিতিগর্ভ, বজ্রপাণি, খগর্ভ, বিস্কমভিন বা বিস্কম্ভিন্, সমস্তুভদ্র, মঞ্জুঘোষ এবং গগনগঞ্জ এবং তাঁরা পদ্মের আটটি পাপড়ির উপড় বসাবঙ্গীতে ছিলেন, এবং তাঁরা বরদমুদ্রাতে ছিলেন ক্ষিতিগর্ভ বামে যার ডান হাত অভয়মুদ্রাতে ছিল। যখন আট জন বোধিসত্ত্ব তাঁর সঙ্গী ছিলেন, সেই সময় লোকনাথের সঙ্গে ছিলেন চারজন দেবী—ধূপা, পুষ্পা, গন্ধা এবং দীপা এবং দ্বারগুলির চারজন রক্ষিণী বজ্রাংকুশি, বজ্রপাশী, বজ্রফোটা এবং বজ্রঘণ্টা। এখানে উল্লেখযোগ্য যে প্রধান দেবতা লোকনাথের দুটি হাত—বাম হাতে পদ্ম রেখেছিলেন এবং তাঁর ডান হাত বরদমুদ্রাতে ছিল।

সাধন লোকনাথের বর্ণনা দিয়েছে নিম্নরূপ—

“পূর্ববৎক্রমযোগেন লোকনাথং শশীপ্রভম্।

ত্ৰীঃকারাক্ষরসঙ্কতং জটায়ুকুটমণ্ডিতম্।

বজ্রধর্মজটাস্তঃস্থম্ অশেষরোগনাশনম্।

বরদং দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরং তথা।

ললিতাক্ষেপসংস্থং তু, মহাসৌম্যং প্রভাস্বরম্।

বরদোৎপলকরা সম্মা তারাদক্ষিণতঃ স্থিতা।

বন্দনাদগুহস্তস্ত্বয়গ্রীবোহথ বামতঃ।

রক্তবর্ণো মহারশ্মো ব্যাঘ্রচর্মাস্বরপ্রিয়ঃ” ॥<sup>৩০</sup>



“একই প্রণালী অনুসরণ করে যেমন পূর্বে পূজারীর নিজে লোকনাথ রূপে চিন্তা করা উচিত। তিনি হচ্ছেন চন্দ্রের মত সমুজ্জল, এবং পবিত্র হ্রী অক্ষর থেকে তিনি উথিত হয়েছেন এবং জটামুকুট ধারণ করে আছেন।

তার জটামুকুটের মধ্যে দেবতা বজ্রধর্মের মূর্তি আছে। তিনি হচ্ছেন সকল রোগের ধ্বংসকারী, ডান হাতে বরদমুদ্রা প্রদান করছেন এবং বামেতে পদ্ম বহন করছেন।

তিনি ললিত ভঙ্গীতে বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন শাস্ত্র এবং সমুজ্জল। তার ডানেতে আছেন তাঁরা যাদের আকৃতি-প্রকৃতি শাস্ত্রিময়। তিনি বরদমুদ্রা প্রদান করছেন এবং পদ্ম বহন করছেন

বামদিকে হচ্ছেন হয়গ্রীব, তিনি নমস্কারের আকার-ইঙ্গিত প্রদর্শন করছেন এবং তার দুই হাতে লাঠি বহন করছেন তিনি হচ্ছেন বর্ণতে লাল, আবিভূত হয়েছেন ভয়ানক রূপে এবং ব্যাঘ্রের চামড়ার পোশাকে আচ্ছাদিত আছেন।”

সাধন বর্ণনা করেছে বোধিসত্ত্বগণকে, দেবীগণকে, দ্বাররক্ষীগণকে যারা লোকনাথের মণ্ডল গঠন করেছেন, যেমন—

“তদবরটকাষ্টদলে পদ্ম মৈত্রেয়াদিং চ বিন্যাসেং ।

মৈত্রেয়ঃ পীতবর্ণশ্চ নাগপুষ্পবরপ্রদঃ ।

ক্ষিতিগভঃ শ্যামবর্ণঃ কলশং চাভয়ং তথা

বজ্রপাণিঃ শুক্রাভো বজ্রহস্তো বরপ্রদঃ

ঋগভেঁ নভঃশ্যামাভঃ চিত্রামণি-বরপ্রদঃ ।

মঞ্জুষোষঃ কনকাতঃ ঋগপুস্তকধারকঃ

গগনগঞ্জো রক্তবর্ণো নীলোৎপলবরপ্রদঃ

বিস্কম্বী তু ক্লারবর্ণো রত্নোত্তমবরপ্রদঃ ।

সমস্তভদ্রঃ পীতাভঃ রত্নোৎপলবরপ্রদঃ ।

ধূপাদিচতুর্দেবী চ বজ্রাঙ্কুশাদিধারগাঃ ।

বর্ণায়ুধে যথাপূর্বং মণ্ডলস্যানুসারতঃ ।

এবমস্থিধৈঃ সমায়ুতং লোকনাথং প্রভাবয়েৎ ।”৩১

“পদ্মের আটটি পাপড়ির উপর (যার উপর দেবতা বসে আছেন) মৈত্রেয় এবং অপর দেবতাগণকে স্থাপন করা উচিত। মৈত্রেয় হস্তেন হলুদ বর্ণের। তিনি নাগপুঞ্জ (কেশর) ফুল বহন করছেন এবং বরদ ভঙ্গী প্রদর্শন করছেন। ক্ষিতিগর্ভ হচ্ছেন সবুজ বর্ণের। কলস বহন করছেন এবং অজয়ভঙ্গী প্রদর্শন করছেন। বজ্রপাণি হচ্ছেন বর্ণতে সাদাটে, বজ্র বহন করছেন এবং অভয়মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। খগর্ভের হচ্ছে নীল আকাশের বর্ণ, চিন্তামণিকে বহন করছেন এবং বরদমুদ্রা প্রদর্শন করছেন। মঞ্জুষোষের গাত্রবর্ণ হচ্ছে স্বর্ণময় এবং তাঁর দুই হাতে তিনি বহন করছেন তরবারি এবং পুস্তক। গগনগঞ্জে বর্ণ হচ্ছে লাল, পদ্ম বহন করছেন এবং বরদমুদ্রা প্রদর্শন করছেন। বিষ্ণুভী হচ্ছেন ধূসর বর্ণের, চমৎকার মণি বহন করছেন এবং বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। সমস্তভদ্রের গায়ের রং পীতাম্বু, পদ্মের উপর মণি বহন করছেন এবং বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। চার দেবীগণ মুপা এবং অন্যান্যারা (লোকনাথকে সজ দিচ্ছে) এবং (চার রক্ষিণী দেবীগণ) বজ্রাঙ্কুশী এবং অন্যান্যারা প্রবেশ পথ পাহারা দিচ্ছেন। তাঁদের বর্ণ এবং অস্ত্রগুলি হচ্ছে অস্ত্রশাসনের বা নিয়মের মণ্ডলের অনুযায়ী।”

(১৪) আৰ্যাবলোকিতেশ্বর (আৰ্য-পাল) (আৰ্য-বোলো) (একাদশমুখ) (এগারটি মাথা যুক্ত)

আৰ্যাবলোকিতেশ্বর একাদশমুখ (এগারটি মাথাযুক্ত) রূপেও পরিচিত হয়েছিলেন। এলিস গেষ্টি বলেন—

“অবলোকিতেশ্বর সম্পূর্ণরূপে দয়াময় যিনি নরকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, দুষ্টকে পরিবর্তিত করেছিলেন, তাঁদেরকে মুক্ত করেছিলেন, এবং তাঁর আধ্যাত্মিক পিতা অমিতাভর স্বর্ণ সুখাবতীতে তাঁদেরকে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি হতাশার সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন যে দীক্ষিত এবং মুক্ত প্রত্যেক অপরাধীর স্থানে মুহূর্তমধ্যে অগ্নজনে তাঁর স্থান নিয়েছিলেন এবং পৌরাণিক কাহিনী আছে যে পৃথিবীতে দুষ্টতার

বিস্তৃতি আবিষ্কার করে সম্পূর্ণ মানব জাতিকে রক্ষা করার নৈরাশ্র্য থেকে তাঁর মাথা দশটুকরায় বিভক্ত হয়েছিল। অমিতাভ প্রত্যেকটি টুকরাকে দিয়ে এক একটি মাথা উৎপাদন করিয়েছিলেন এবং মাথাগুলি তাঁর আধ্যাত্মিক পুত্র অবলোকিতেশ্বরের দেহতে স্থাপন করেছিলেন, তিনের তিন বিন্যস্ত সারিতে, দশম মাথাটি সহ একটা চূড়া এবং সকলের উপর তাঁর নিজ মূর্তি অতএব ‘দর্শনরত প্রভু’ ছটির পরিবর্তে বাইশটি (২১) চক্ষুতে বিভূষিত হয়েছিলেন সকল কষ্ট দেখবার জন্য এবং একটার পরিবর্তে এগারটি মাথায় বিভূষিত হয়েছিলেন মানবজাতিকে রক্ষা করার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়েতে মনোনিবেশ করতে।” মোনিয়ের উলিয়ামস যে মনে করেন যে মাথাগুলো তিন সারিতে থাকায় অবলোকিতেশ্বর তিনটি পৃথিবী প্রদর্শন করছেন, ইচ্ছার পৃথিবী, সত্য আকারের পৃথিবী এবং নিরাকারের পৃথিবী। ই আইটেল বলেন যে মাথাগুলির তিনটে অর্থ প্রকাশ করে ত্রয়ী— অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী এবং বজ্রপাণি। আর্যাবলোকিতেশ্বর এই প্রতিমূর্তিতে তাঁর হাতে একটা পুস্তক এবং বজ্র রেখেছিলেন। এল, এ, ওয়াডেল বলেন, ৩২ “এগারটি মাথা সাজানো হয়েছে শঙ্কর আকারে পাঁচটা অমুক্রমে উপর দিক হতে, ৩, ৩, ৩, ১ এবং উচ্চতম মাথাটা হচ্ছে অমিতাভর, যিনি হচ্ছেন অবলোকিতের আধ্যাত্মিক পিতা। যাঁরা সামনের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা বদান্যতার এক মুখের ভাব দেখাচ্ছেন, বাম দিকেরটি মানুষের ক্রটিতে রাগ প্রকাশ করছেন, যখন ডান দিকের মুখমণ্ডলগুলি ভাল কাজেতে অথবা দুঃ-কারীদের প্রতি ঘৃণাতে বা অবজ্ঞাতে সদয়ভাবে মৃদু হাসছেন।” তাঁর হাতগুলির দ্বিগুণ জোড়া ছাড়া তাঁর ছিল অপর হাত যা ভক্তদের রক্ষা করতে অস্ত্র বহন করছেন। এল, এ, ওয়াডেল আরও বলেন : “এটা অবলোকিতের হতভাগ্য অবস্থার প্রতীক যে, মানবতার শোচনীয় অবস্থা দেখে দুঃখে যখন তাঁর মাথা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছিল।”

অবলোকিতেশ্বরের এগারটি মাথা এবং বাইশটি বাহ বা হাত

ছিল। তিনি দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে ছিলেন। তাঁর মৌলিক হাতগুলি ছিল নমস্কার মুদ্রাতে। মাথার উপর তাঁর উচ্চতম বাহুগুলি অঞ্জলি মুদ্রা করেছিল এবং অমিতাভের একটি মূর্তি ধরেছিল। কলশ, মালা, চক্র, পুষ্পক, বজ্র, ঘণ্টা ইত্যাদি তাঁর অপর হাতগুলিতে ধরা ছিল।

সময় সময় আখ্যাবলোকিতেশ্বরের এগারটা মাথা এবং একহাজার বাহু বা হাত ছিল। তাঁর মৌলিক হাতগুলো নমস্কার অথবা ধর্মচক্র মুদ্রা করেছিল। তাঁর অপর হাতগুলির প্রত্যেক করতালুতে একটা করে চোখ ছিল। তাঁর প্রতীকগুলি ছিল মালা, পদ্ম, চক্র, চাপ, শর, কলশ, পুষ্পক, ভিক্ষার পাত্র, বজ্র, ইত্যাদি। তাঁর একটি চোখ বহুদ (দানশীলতা, ভিক্ষা দান) মুদ্রা করেছিল। তিনি নয়টি মাথাতে বোধিসত্ত্ব মুকুট পরেছিলেন এবং তাঁর দশম মাথাটি সম্মিত ছিল মাথার খুলিতে। অমিতাভের একটি মূর্তি মাথাতে স্থাপন করা হয়েছিল। এল. এ. ওয়াডেল বলেন, “এই প্রতিমূর্তিতে বারবার দেওয়া হয়েছে এক হাজার চোখ, যা হচ্ছে অবলোকিত নামের একটি বাস্তব জড়বাদ সংক্রান্ত ভাব, “তিনি যিনি নীচে তাকান,” অথবা “সমস্ত-মুখ,” “তিনি যার মুখমণ্ডল সর্বাঙ্গিকদর্শী” এক হাজারেতে চোখগুলোর সংখ্যা প্রতিষ্ঠা কেবল বহুসংখ্যার ভাবদ্যাতক এবং কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাসম্বন্ধীয় তাৎপর্য নয়। এবং ব্রাহ্মণ্য পুরাণের সহস্র চক্ষু দেবতা ইন্দ্রের মত নহে……অবলোকিতের অতিরিক্ত চক্ষুগুলো হচ্ছে তাঁর অতিরিক্ত হাতগুলিতে, যেগুলি হচ্ছে কর্মক্ষমতার প্রতীকরূপে ব্যবহৃত এবং তাঁদের হাতগুলোর অধিকাংশ হতভাগ্যকে এবং ক্ষতিগ্রস্তকে রক্ষা করবার জন্য সম্মুখে প্রসারিত হয়েছিল। চোখ, যা হচ্ছে উপরে তা অত্যন্ত ক্রেশ ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করবার জন্য দেখা, এর সঙ্গে আছে একটা সাহায্যকারী হাত—সম্পূর্ণরূপে একটা কাব্যিক প্রতীক।”

( ১৫ ) খসর্পণ

খসর্পণের দুটো হাত এবং একটা মাথা ছিল। তাঁর বর্ণ ছিল সাদা এবং তাঁর প্রতীক ছিল পদ্ম। তাঁর হা-গুণ্ডো বরদ মুদ্রায় ছিল তিনি ললিতাসনে ছিলেন অথবা তিনি অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে ছিলেন। তারা, সুধনকুমার, ভূকুটী এবং হয়গ্রীব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

সাধনমালা খসর্পণের যে ধ্যান বর্ণনা করেছে ৩৩ তার অর্প দাঁড়ায়—“পূজারীর নিজেকে চিন্তা করা উচিত দেবতা ( খসর্পণ ) রূপে যাঁর দেহ থেকে এক কোটী চন্দ্রের রশ্মি বিকীর্ণ হয়েছে। তিনি ধারণ করে আছেন জটামুকুট ( জটাজুটের মুকুট ), মাথাতে অমিতাভের মূর্তি ধরে আছেন, এবং অর্দ্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে একটা দ্বিগুণ পদ্মের উপরে চন্দ্রের উপর বসে আছেন। তিনি সকল প্রকার অলংকার ধারণ করেছেন, আছে হাস্যময় মুখমণ্ডল, তাঁর বয়স প্রায় ষোল, ডান হাতে বরদ ভঙ্গী প্রদর্শন করছেন এবং বাম হাতে একটা বোঁটাসহ পদ্ম ধরে আছেন। তাঁর হাত থেকে পীষ্মধারা প্রবাহিত হচ্ছে, এবং উর্বানন, ক্ষীতাদর এবং বিষম্বদন সুচীমুখ তা গ্রহণ করেছে। তিনি পোতলক পর্বতের গর্ভে বসে আছেন। তাঁর মুখমণ্ডল করুণাস্নিগ্ধ, শৃঙ্গাররসপূর্ণ, অত্যন্ত শাস্তিময় এবং বিভিন্ন শুভলক্ষণযুক্ত, তাঁর পূর্বে হচ্ছেন তারা এবং ডানদিকে আছেন সুধনকুমার।

“এখানে তারার বর্ণ সবুজ। তিনি তাঁর ডান হাতে পদ্ম ফুল এবং বাম হাতে বোঁটা ধরে আছেন। তাঁর অনেক অলংকার আছে এবং তাঁর স্তনদ্বয় অভিনব যৌবনদীপ্ত।

“সুধনকুমারের অঞ্জলিবদ্ধ হাত ; স্বর্ণের মত সমুজ্জ্বল, এবং রাজকুমারের মত আকৃতি আছে। তিনি তাঁর বাম বগলের নীচে পুস্তক বহন করছেন এবং সকল প্রকার অলংকারে বিভূষিত আছেন।

“দেবতার পশ্চিম দিকে হচ্ছেন ভূকুটী এবং পূর্বদিকে আছেন হয়গ্রীব।

“এখানে ভূকুটীর চার হাত আছে, স্বর্ণের মত সমুজ্জল, জটা চুল আছে, তিনটি শৃঙ্গসহ লাঠি বহন করছেন এবং ছোটো বাম হাতে আছে কমণ্ডলু। ছোটো ডান হাতের একটাতে নমস্কার মুদ্রা এবং দ্বিতীয়তে জপমালা। তাঁর তিনটি চোখ আছে।

“হয়গ্রীবের বর্ণ লাল এবং তিনি স্বৰ্ণকায় এবং ক্ষীতাদর; অগ্নিশিখার আকারে তাঁর চুল উপরের দিকে ওঠা এবং তাঁর পবিত্র পৈতা রূপে তাঁর একটি সাপ আছে। তাঁর মুখমণ্ডল এক জোড়া গাঢ় তামাটে গৌরব যুক্ত; চোখগুলি হচ্ছে লাল এবং গোলা, তাঁর ক্রয়ুগল বিকৃত করা হয়েছে ভ্রুকুটি দ্বারা। তিনি পরিচিত আছেন বাঘের-চামড়া, একটা অস্ত্রের দণ্ড আছে, এবং তাঁর ডান হাত নমস্কার প্রদর্শন করছে।

“এই সকল দেবতাগণকে ধ্যান করা উচিত উপযুক্ত এবং কঠিনমত রীতিতে, তাঁদের চোখগুলি প্রধান দেবতার মুখমণ্ডলের দিকে বিক্ষারিত।”

খসর্পণের অনেকগুলি মূর্তি তিব্বতে এবং চীনে পাওয়া গেছে।

(১৬। নামসংগীতি<sup>৩৫</sup>

অবলোকিতেশ্বর একটা প্রতিমূর্তিতে নামসংগীতি রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁকে একজন স্বতন্ত্র দেবতা রূপে উল্লেখ করেছেন।

নামসংগীতির ছিল একটা মাথা এবং বারটি হাত। তিনি ধ্যানাসন ভঙ্গীতে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সকল বোধিসত্ত্বের অলংকারগুলি ধারণ করেছিলেন। তাঁর উষ্ণীষ ছিল পাঁচটি পাতায় নির্মিত মুকুটের পিছনে এবং তাতে ছিল একটা অঙ্ক-বজ্র। তাঁর মৌলিক হাতগুলি বৃকের উপর অভয় মুদ্রা করেছিল। মাথার উপর তাঁর উচ্চতম হাতগুলো উত্তরবোধি মুদ্রাতে ছিল। এই হাতগুলোর নীচে তর্পণ মুদ্রাতে দুটো হাত দেখা গিয়েছে। তারপর কাঁধের সমতাতে তাঁর দুটি হাত ছিল—ডান হাত ধরেছিল

খড়গ অথবা পদ্ম এবং বাম হাত দ্বারা রক্ষিত ছিল বজ্র চূড়াসহ ষট্‌বাংগ। মৌলিক হাতগুলির নীচে তাঁর প্রথম জোড়া হাতগুলি ছিল ক্ষেপণ মুদ্রাতে এবং তাঁর নিম্নতম জোড়া হাতগুলো দেখা গিয়েছে কোলেতে ধ্যান মুদ্রাতে এবং তিনি একটা কলশ ধরেছিলেন।

### [৫] বিশ্বপাণি ( পঞ্চম ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

বিশ্ব ( বজ্র ) পাণি

( আড়াআড়িভাবে রক্ষিত বজ্র বাহক অথবা দ্বিগুণ বজ্র ধারক )<sup>৩৬</sup>

বিশ্বপাণি বিশ্ববজ্রের অথবা দ্বিগুণ বজ্রের ধারক রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রতীকও ছিল বিশ্ববজ্র। তাঁর বর্ণ ছিল সবুজ। তিনি বসভঙ্গীতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর সকল প্রকার বোধিসত্ত্ব অলংকার ছিল। তাঁর মুদ্রাগুলো ধ্যান এবং বরদ। তিনি তিব্বতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

উপরে উল্লিখিত বিবরণগুলি থেকে প্রথম দলের পাঁচ জন ধ্যানী বোধিসত্ত্বের ইতিহাস আমরা জানতে পারি।

এখানে দ্বিতীয় দলে অন্তর্ভুক্ত আটজন ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণের এক বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

### ( ১ ) আকাশগর্ভ ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব )

( উর্দ্ধে পৃথিবী মহাশূণ্যের যথার্থ প্রকৃতি, শূণ্যতার আধার, মহা-শূণ্যের গর্ভ, আকাশ-গর্ভ, আকাশের জরায়ু, স্বর্গের যথার্থ প্রকৃতি )<sup>৩৭</sup>

আকাশগর্ভ, “যিনি অপর সকলের মূল উপাদান রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন” আটজন বোধিসত্ত্বের দলভুক্ত হয়েছিলেন। তিনি খগর্ভ রূপেও পরিচিত ছিলেন। কারণ ‘খ’ এবং ‘আকাশ’ উভয়ে ‘আকাশ’কে ইঙ্গিত করে। সাধনমালা বর্ণনা করে, “খগর্ভো নভঃশ্যামাভঃ চিস্তামণিবরপ্রদঃ”। খগর্ভ আকাশ রূপে হচ্ছেন সবুজ, এক হাতে চিস্তামণি মণি ধরে আছেন এবং অপর হাতে বরদ মুদ্রা

প্রদর্শন করছেন। একথা বলা হয় যে আকাশের গর্ভে এই ধ্যানী বোধিসত্ত্ব বাস করেছিলেন।

নিম্পন্নযোগাবলী ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলেতে আকাশগর্ভকে বর্ণনা করেছে—“আকাশগর্ভঃ শ্যামঃ সর্বোদ্যমঃ সর্বরত্নবর্ষা বামনে চিত্তামণিভূঃ।”<sup>৩৮</sup> “আকাশগর্ভের গাত্রবর্ণ হচ্ছে শ্যাম। তিনি ডান হাতগুলি দিয়ে সকল প্রকার মণি বর্ষণ করেন এবং বাম হাত দিয়ে তিনি চিত্তামণি (ইচ্ছা-প্রদান) মণি ধারণ করেন।”

সাধারণতঃ আকাশগর্ভ ছিলেন তাঁর দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে এবং তাঁর হাতগুলো বিতর্ক এবং বরদ মুদ্রায় ছিল। তাঁর প্রতীক ছিল সূর্য যা পদ্মের সাহায্যে তাঁর ডান কাঁধেতে রক্ষিত ছিল। এবং তাঁর বামেতে পুষ্পকের সঙ্গে একটা পদ্ম-ফুল ছিল। কিন্তু এইচ, ওলডেনবার্গের বিবরণ হতে এই কথা জানা যায় যে আকাশগর্ভের ডান হাতে ছিল সূর্যকে অবলম্বিত একটা শ্বেত পদ্ম এবং বাম হাতে বরদ মুদ্রাতে ছিল। অন্য বিবরণে তিনি বসভঙ্গীতে ছিলেন এবং তাঁর পাগুলি আলগাভাবে ঝুলন্ত ছিল। এটা আরও বর্ণনা করে যে যদিও তিনি তাঁর ডান হাতে একটি ফুলের বোঁটা ধরেছিলেন কিন্তু বাম হাতে পদ্ম ছিল না।

এ গ্রুন্বেডেল তাঁর [মাইথোলজি দ্য বুদ্ধিজমে] বৌদ্ধধর্মের মাইথোলজিতে বলেন যে আকাশগর্ভ বস ভঙ্গীতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর বাম হাতে একটা পদ্মের বোঁটা ছিল যা থেকে একটি তরবারি ঝুলছিল। তাঁর উভয় হস্ত বিতর্ক মুদ্রায় ছিল।

ডব্লু, ই, ক্লার্ক তাঁর টু লামাইসটিক প্যানথিয়নে উল্লেখ করেছেন যে চীনেতে আকাশগর্ভের তিনটে স্বতন্ত্র প্রতিমূর্তি ছিল। তাঁর দুটো প্রতিমূর্তি থেকে একথা জানা যায় যে তাঁর ডান হাতে পদ্ম ছিল এবং বাম হাতে বরদ মুদ্রায় ছিল। তৃতীয় মূর্তির ছিল তিনটে মুখমণ্ডল এবং ছয়টা বাহু বা হাত, এবং চতুর্থ মূর্তি ডান হাতে মণি ধরেছিল এবং বাম হাতে ছিল মণি সহ বরদ মুদ্রা।



## (২) ক্ষিতিগর্ভ ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( পৃথিবীর জরায়ু )

যদিও ক্ষিতিগর্ভ চতুর্থ ঋষ্টাদ থেকে ভারতে পরিচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কখনও একটা জনপ্রিয় দেবতা রূপে পরিচিত ছিলেন না। তিব্বতে তান্ত্রিক সম্প্রদায়গুলি আটজন বোধিসত্ত্বগণের দলের বাইরে কদাচিৎ তাঁকে তাঁদের প্রার্থনা অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম মহাযানী পৌরোহিত্য দীক্ষার অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত আছে।

নিষ্পন্নযোগাবলী ক্ষিতিগর্ভকে দুবার উল্লেখ করেছে। এক স্থানে বৈরোচনের সঙ্গে তাঁকে সনাক্ত করেছে। অপরস্থানে নিষ্পন্ন-যোগাবলী তাঁকে উল্লেখ করেছে : “ক্ষিতিগর্ভঃ পীতঃ দক্ষিণেন কৃতভূম্পর্শো বায়েনাজ্জস্থ-কল্পদ্রুমধরঃ” ৩৯ ক্ষিতিগর্ভ হচ্ছেন বর্ণে হলদে, ডান হাতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রা দেখান, এবং বাম হাতে কল্পতরুসহ একটা পদ্ম আছে। সাধনমালা তাঁর এক বিবরণ দিয়েছে—“ক্ষিতিগর্ভঃ শ্যামবর্ণঃ কলশঃ চাভয়ং তথা।” “ক্ষিতিগর্ভ হচ্ছেন সবুজ বর্ণের এবং তাঁহার দুই হাতে মাটির পাত্র এবং অভয় মুদ্রা দেখান।”

তিব্বতে ক্ষিতিগর্ভের প্রতিমূর্তি বেশী পাওয়া যায় নি। এখানে ক্ষিতিগর্ভ ছিলেন দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। তিনি ধারণ করেছিলেন বোধিসত্ত্বের অলংকারগুলি। তাঁর ডান হাত বিতর্ক মুদ্রা এবং বাম হাত বরদ (দানশীলতা, ভিক্ষাদান) মুদ্রা দেখিয়েছিল। তাঁর প্রতীক ছিল জাত্মগনি যা একটা জ্বলন্ত মুক্তার আকারে ছিল, এবং তাঁর ডান কাঁধের উঁচু একটা পদ্ম-ফুল দ্বারা ধৃত ছিল। সময় সময় তিনি তাঁর বাম কাঁধের উপর একটা পদ্ম-ফুলের সঙ্গে একটা পুস্তক রেখেছিলেন, অথবা তিনি অভয় মুদ্রাতে ডান হাতের সহিত একটা কলশ বহন করেছিলেন। তিনি বসা ভঙ্গীতেও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন এবং তাঁর দুই হাতে একটা বিপদ সংকেত সূচক দণ্ড ধরেছিলেন। তিনি প্রত্যেক পাতার উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধসহ পাঁচ পাতায় নির্মিত মুকুট ধারণ করেছিলেন।

মুকুট এবং মণিসহ ক্ষিতিগর্ভকে সময় সময় আটজন বোধিসত্ত্বগণের দলের মণ্ডলে দেখা গেছে। এই বোধিসত্ত্বগণ বুদ্ধকে পরিবৃত্ত করে পদ্মের পাপড়ির উপর তাঁদের আসন গ্রহণ করেছিলেন। এখানে ক্ষিতিগর্ভ তাঁর বাম হাতে একটা ভিক্ষার পাত্র ধরেছিলেন এবং তাঁর ডান হাত অভয় মুদ্রায় ছিল। তাঁর মস্তক ছিল স্বাহা। ক্ষিতিগর্ভকে ছয় কামলোকের প্রতিনিধি রূপেও দেখা গিয়েছিল। এখানে তিনি ছিলেন “(১) একজন বোধিসত্ত্বের দেবলোকের প্রতীক রূপে ; (২) একজন মানুষের সঙ্গে মানুষালোকের পৃথিবীকে প্রতীক রূপে ; (৩) একটা ঘোড়ার এবং একটা ঘাঁড়ের সঙ্গে জীবজগতের প্রতীক রূপে ; (৪) একজন দৈত্যের সঙ্গে, নরকগুলোর প্রতীক রূপে ; (৫) একটা অশুরের সঙ্গে অশুরলোকের প্রতীক রূপে ; এবং (৬) একটা প্রেতের সঙ্গে প্রেতলোকের প্রতীকস্বরূপ।”<sup>৪০</sup>

ক্ষিতিগর্ভ চীন এবং জাপানে খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলেন। তাঁর পূজা পঞ্চম খৃষ্টাব্দ থেকে চীনে আরম্ভ হয়েছিল। তিনি সেখানে পরিচিত হয়েছিলেন তি-সং (নরকের অধীশ্বর) (তি, ‘পৃথিবী’, ‘নরক’ সং ‘আধার, গর্ভ, ভাণ্ডার’) রূপে। তিনি ছিলেন তাঁর দণ্ডায়মান অথবা বসা ভঙ্গীতে এবং তাঁর ডান হাতে একটা বিপদ সংকেতসূচক দণ্ড বহন করেছিলেন। চীনেতে তিনি নরকের দশ জন অধিপতির সঙ্গে দণ্ডায়মান ছিলেন, যারা তাঁকে পরিবৃত্ত করে ছিলেন।

ক্ষিতিগর্ভ জাপানে জিজ্ঞে রূপে পরিচিত ছিলেন। তিনি মুণ্ডিতমস্তক এক পুরোহিত রূপে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি ছিলেন বসা অথবা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। তিনি গেকুয়া চীঘর পরিধান করেছিলেন এবং তাঁর একটা মুকুট ছিল। তিনি তাঁর ডান হাতে ছয়টি ধাতুর অঙ্গুরীয় দ্বারা ধর্ম সূচক একটা বিপদ সংকেত দণ্ড ধারণ করেছিলেন এবং তাঁর বাম হাতে ছিল জাহ্নমণি, একটা জপমালা অথবা একটা কোকো পতাকা। সময় সময় শো-জেন (ভালর বা সংএর শাসক), যিনি সাদা বর্ণের ছিলেন এবং তাঁর হাতে

একটা সাদা পদ্ম বহন করছিলেন, এবং শো-অকিন ( খারাপের বা অসৎ এর শাসক ), যিনি বর্ণে ছিলেন লাল এবং ধরেছিলেন একটা বজ্র, সঙ্গে জিজে ছিলেন ।

( ৩ ) সর্বনীবরণবিষ্কম্ভিন ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( সকল কলঙ্কের মোচনকারী )

সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্র গোতম বুদ্ধের সঙ্গে সর্বনীবরণবিষ্কম্ভিনের কথোপকথন বর্ণনা করেছে । এখানে সর্বনীবরণবিষ্কম্ভী অবলোকিতেশ্বরের রূপ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে । এই জন্ম গোতম বুদ্ধ তাঁকে বেনারসে প্রেরণ করেছিলেন যেখানে তিনি কেবল অবলোকিতেশ্বরকে সাক্ষাৎই করেননি বরং এই স্বর্গীয় দেবতার বিভিন্ন গুণাবলী সম্বন্ধেও তাঁর কাছে শুনেছিলেন ।

সর্বনীবরণবিষ্কম্ভী সকল পাপের মোচনকারী রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন নিম্নলিখিতগুণাবলী তাঁর ছুটি বিশেষ প্রতিমূর্তির এক বিবরণ দিয়েছে । তাঁর বর্ণ ছিল নীল অথবা সাদা অথবা ধূসর । একটা সম্প্রদায় মতে, তিনি অক্ষোভ্যর আধ্যাত্মিক পুত্র ছিলেন । কিন্তু কিছু উত্তরস্থ বৌদ্ধগণ চিন্তা করে যে বৈরোচন ছিল তাঁর স্বর্গীয় পিতা । নিম্নলিখিতগুণাবলী বলে “সর্বনীবরণবিষ্কম্ভী নীলঃ শুক্লো বা বামেন ভূম্পর্শি দক্ষিণে মুষ্টিতর্জন্যাংগুষ্ঠৌ সংমীল্য প্রশমাভিনয়ী ।”<sup>৪১</sup> “সর্বনীবরণবিষ্কম্ভী হচ্ছেন নীল অথবা সাদা বর্ণের । বাম হাতে তিনি ভূম্পর্শ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন ; হাতের বুড়ো আঙ্গুল এবং তর্জনী একত্রে যুক্ত করে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরা ডান হাতে তিনি সান্ত্বনা দান মুদ্রা প্রদর্শন করছেন ।” নিম্নলিখিতগুণাবলী ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলেতেও তাঁর বর্ণনা দিয়েছে—“সর্বনীবরণবিষ্কম্ভী নীলঃ কৃপানভংসব্যপাণিঃ বামেন বিশ্ববজ্রাঙ্ক-পতাকাধরঃ ।”<sup>৪২</sup> “সর্বনীবরণবিষ্কম্ভী হচ্ছেন নীল বর্ণের । ডান হাতে তিনি তরবারি ধরে আছেন এবং বাম হাতে একটা দ্বিগুণ বজ্র চিহ্নিত পতাকা আছে ।”

তিনি তিস্রতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। সাধনমালা তাঁর সম্বন্ধে এক বিবরণ দিচ্ছে—“বিষ্ণুতী তু ক্ষারবর্ণো রত্নোত্তমবরপ্রদঃ” “বিষ্ণুতী হচ্ছেন ভস্ম বা ছাই বর্ণের, এবং একটি চমৎকার মণি ধরে আছেন এবং তাঁর দুই হাতে বরদ মুদ্রা করেছেন।”

সর্বনীবরণবিষ্ণুস্তিন আটজন বোধিসত্ত্বগণের দলভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মূর্তিগুলি উত্তরস্থ বৌদ্ধমন্দিরে পাওয়া গেছে। তাঁর বিশেষ প্রতীক ছিল পূর্ণচন্দ্র। তিনি দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে ছিলেন এবং তাঁর দুটি হাত বিতর্ক এবং বরদ মুদ্রাগুলি ধরে ছিল। তাঁকে নিবিড়ভাবে আটকে ধরা পাগুলির সঙ্গে বসা ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ডান হাতটা ছিল বিতর্ক মুদ্রাতে এবং তাঁর বাম হাত বরদ মুদ্রায় ছিল।

তাঁর যি-দম প্রতিমূর্তিতে সর্বনীবরণবিষ্ণুস্তিন একজন মানুষের উপর দাঁড়িয়েছিলেন এবং বাঘের-চামড়া পরিধান করেছিলেন এবং মাথার খুলিগুলোর একটি মালা ধারণ করেছিলেন। তাঁর উষ্ণীষে একটি অর্ধ বজ্র অথবা সম্পূর্ণ বজ্র ছিল। তাঁর তৃতীয় চক্ষু ছিল এবং একটি কপাল (মাথার খুলির টুপি) এবং একটি করত্রিকা ধরেছিলেন।

( ৪ ) মৈত্রেয় ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( দয়াময়, ভবিষ্যৎ বুদ্ধ অথবা বৌদ্ধ জাগকর্তা )<sup>৪৩</sup>

মৈত্রেয় সাধারণতঃ দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর হাতগুলো ছিল ধর্মচক্র মুদ্রাতে অথবা বিতর্ক মুদ্রাতে এবং বরদ মুদ্রাতে। তিনি বসার ভঙ্গীতেও ছিলেন। তাঁর শিরস্ত্রাণে একটি স্তূপ ছিল এবং তাঁর কপালের উপর একটি কলশ এবং একটি চক্র ছিল। তাঁর কাঁধের সমতাতে পদ্মের উপর কলশ এবং চক্র ছিল।

যখন মৈত্রেয় তান্ত্রিক আকারে ছিলেন, তখন তাঁর তিনটি মুখ এবং চারটি বাহু ছিল। তাঁর হাতগুলি ধর্মচক্র মুদ্রা করেছিল।

তাঁর দ্বিতীয় ডান হাত ছিল বরদ মুদ্রাতে। তাঁর বামহাতে চম্পকফুল ধরা ছিল।

নিম্পন্নযোগাবলী মঞ্জুবজ্জ মণ্ডলেতে মৈত্রেয়র এক বিবরণ আছে। এখানে বলা হয়েছে—“মৈত্রেয়ঃ সুবর্ণবর্ণো দ্বাভ্যাং কৃতধর্মদেশনামুদ্রা বরদসব্যকরবামেন সপুস্পনাগকেশরপল্লবধরঃ।”<sup>৪৪</sup> মৈত্রেয় হচ্ছেন সুবর্ণ বর্ণের। প্রধান দুই হাতে তিনি ধর্মচক্র মুদ্রা প্রদর্শন করছেন অপর দুই ডান হাত বরদ মুদ্রা এবং বামেতে পুস্প সহ নাগকেশরের পল্লব দেখাচ্ছেন। নিম্পন্নযোগাবলী দুর্গাত পরিশোধন মণ্ডলেতে তাঁকে উল্লেখ করেছেন। এখানে বর্ণনা আছে : “মৈত্রেয়ঃ পীতঃ সব্যকরেন নাগকেশরকুণ্ডমং বামেন কুন্দিং দধানঃ।” মৈত্রেয়র বর্ণ হচ্ছে হলুদ। তিনি তাঁর ডান হাতে নাগকেশরের ফুল ধরে আছেন এবং বামেতে ধরে আছেন ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীদের পাত্র। নিম্পন্নযোগাবলী ব্যাভীত সাধনমালাও তাঁর সম্বন্ধে বর্ণনা করে—ইহা বলে, “মৈত্রেয়ঃ পীতবর্ণশ্চ নাগপুস্পবরপ্রদঃ”। “মৈত্রেয়ের বর্ণ হচ্ছে হলুদ এবং নাগ ফুল এবং বরদ মুদ্রা দেখাচ্ছেন।”

( ৫ ) মঞ্জুশ্রী ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

(ব্রহ্মাণ্ডের অতীত জ্ঞানের দেবতা বা অত্যাৎকৃষ্ট জ্ঞানের দেবতা)<sup>৪৫</sup>

মঞ্জুশ্রী সকল বৌদ্ধ দেশগুলিতে অত্যন্ত সুবিদিত ছিলেন। তিনি উদার ভাবে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর অনেকগুলো প্রতিমূর্তি ছিল। তিনি মঞ্জুবজ্জ, মঞ্জুষোষ, ধর্মধাতুবাগীশ্বর ইত্যাদি নামগুলির দ্বারাও পরিচিত ছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে তিনি বৌদ্ধ মন্দিরে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেন, “অবলোকিতেশ্বরের পরে মঞ্জুশ্রী অজ্ঞতাকে ধ্বংস করবার জন্য তরবারি এবং অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের পুস্তক সহ বিজ্ঞার দেবতা রূপে বৌদ্ধ-মন্দিরে একজন গুরুত্বপূর্ণ দেবতা”। এল, এ, ওয়াডেলও তাঁর সম্বন্ধে এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন,

“He is wisdom deified and seems a purely metaphysical creation unconnected with any of his later namesakes amongst the Buddhist monks in the 4th or 5th centuries of our era or later. তাঁর প্রধান কাজ হচ্ছে অজ্ঞতা দূরীভূত করা।”<sup>৪৬</sup> মহাযানীদের মতে, তিনি ছিলেন প্রধান বোধিসত্ত্বগণের একজন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে যারা মঞ্জুশ্রীকে পূজা করেন তাঁরা লাভ করেন জ্ঞান, ভাল স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি এবং বাগ্মিতা। এই জন্যই তাঁরা অনেক পবিত্র ধর্মগ্রন্থে সুপণ্ডিত হয়েছিলেন। তাঁরা মঞ্জুশ্রীর বিভিন্ন মন্ত্রের সঙ্গে তাঁদের প্রার্থনা প্রদান করেছিলেন। একথা এলা ওয়. যে গীরা শাস্ত্রিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান মতে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করতে অসমর্থ হয়েছিলেন, তাঁরা কেবল যে পূর্ণতা অর্জন করেছিলেন তা নয় তাঁর বিভিন্ন মন্ত্র কেবলমাত্র উচ্চারণ করার দ্বারা ভাল ফলও লাভ করেছিলেন। এল, এ, ওয়াডেল উল্লেখ করেন “তিনি ধর্মের অধিপতি এবং স্বর্গীয় জ্ঞানের শানিত তরবারি দ্বারা তর্কোপাধি বিষয়গুলি সহজ করেছেন, এবং তাঁর বামেতে তিনি বহন করেছেন পদ্মফুলের উপর স্থাপিত প্রজ্ঞাপারমিতা যেটি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের ধর্মপুস্তক। তিনি হচ্ছেন জ্যোতিষশাস্ত্রের একজন বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক। তাঁর মত পবিত্র চরিত্রের ব্রহ্মচারী দেখতা মহাযান দেবতাগণের মধ্যে সবারই দেখা যায়, যার জন্য তাঁকে কোন ক্রীশক্তির সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।”

কবে মঞ্জুশ্রীর নাম উদ্ভব হই বৌদ্ধগণের দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বলা কঠিন। গন্ধার এবং মথুরার ভাস্কর্যে তাঁর মূর্তি দেখা যায় না। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন এবং আর্যদেব তাঁদের গ্রন্থগুলিতে তাঁর সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নি। কেবল আর্যমঞ্জুশ্রী-মূলকল্প, এবং চতুর্থ শতাব্দীর গুহ্যসমাজতন্ত্র তাঁর সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে। কেবল মঞ্জুবজ্রের নামের দ্বারাও তাঁকে বর্ণনা করেছে। সুখাবতীবাহু অথবা অমিতায়াস সূত্র ২৮৪ এবং ৪১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনা ভাষায় অনুবাদিত

হয়েছিল। চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়ান হিউয়েন-সাঙ, এবং ইং-সিঙের বিবরণ গুলিতে মঞ্জুশ্রীর উল্লেখ রয়েছে। সঙ্ঘমপুণ্ডরীকে শাক্যমুনির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা উল্লেখ আছে। নাম-সঙ্গীতিতে তিনি আদি-বুদ্ধ রূপে পরিচিত ছিলেন।

চীন বৌদ্ধধর্ম থেকে একথা জানা যায় যে গৌতম বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীকে স্মরণ করে দিয়েছিলেন চীনা জনসাধারণের মুক্তির জন্য কিছুর করতে। এই জন্য তাঁর কর্তব্য ছিল চীনাদের মঙ্গলের জন্য ধর্মের চক্র প্রবর্তন করা। এই কাজের জন্য শান-সি প্রদেশে পঞ্চ-শীর্ষ বা “পাঁচটি চূড়ার পর্বত” নির্ধাচিত হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনী মতে, বিভিন্ন বর্ণের পাঁচটি চূড়া হয়েছিল—হীরকের, নীল-কাস্তমণির, পান্নার, চুনির এবং উজ্জ্বল নীলমণির। বিশিষ্ট বর্ণের প্রত্যেক চূড়াতে ঐ ঐ একটা বর্ণের ফুল এবং প্রত্যেক চূড়ার মাথাতে একটা ঐ ঐ বর্ণের একটা প্যাগোডা দেখা গিয়েছিল। যখন মঞ্জুশ্রীর অভিব্যক্তির জন্য উপযুক্ত সময় এসেছিল, গৌতম বুদ্ধ তাঁর কপাল থেকে বিচ্ছুরিত হবার জন্য এক স্বর্ণময় রশ্মি উৎপাদন করেছিলেন। এই রশ্মি একটা জম্বুবৃক্ষকে বিন্ধ করেছিল যা থেকে পঞ্চশীর্ষ পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। এই বৃক্ষ থেকে একটি পদ্মের উদ্ভব হয় এবং সেই পদ্মের গর্ভ থেকে আর্য মঞ্জুশ্রী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে; তাঁর একটি মুখমণ্ডল এবং দুটি হাত। ডান হাতেতে তিনি প্রজ্ঞার ত্রয়বারি ধারণ করেছিলেন; তাঁর বাম হাতে তিনি উৎপলের অথবা পদ্মের একটি পুস্তক বহন করছিলেন। তিনি ‘সৌন্দর্যের উৎকৃষ্টতর এবং নিকৃষ্টতর চিহ্নগুলির দ্বারা বিভূষিত হয়েছিলেন; তিনি অনেক অলংকারের দ্বারা আবৃত হয়েছিলেন এবং তিনি সমুজ্জ্বল ছিলেন’। অতএব উপরের বিবরণ থেকে আমরা জানতে পারি যে পিতামাতা-সম্ভূত না হওয়াতে মঞ্জুশ্রী সর্ব কলুষমুক্ত ছিলেন। চীন সম্রাট মিঙ-তি প্রথম খৃষ্টাব্দে উ-তেই-ঝানে (পাঁচটি চূড়ার পর্বতে) মঞ্জুশ্রীর সম্বন্ধে জানতে পেরেছিলেন। চীন পরিব্রাজক ইং-সিঙ তাঁর বিবরণে উল্লেখ করেছেন যে মঞ্জুশ্রী সপ্তম খৃষ্টাব্দে চীনেতে বৌদ্ধ

মতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন, এবং অনেক ভারতীয় বৌদ্ধ এতে আস্থা স্থাপন করেছিলেন।

স্বয়ম্ভু-পুরাণ মঞ্জুশ্রীর এক বিবরণ দিয়েছে।<sup>৪১</sup> সেখানে একথা বলা হয়েছে যে মঞ্জুশ্রী চীন থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি পঞ্চশীর্ষ পর্বতের ( পাঁচটি চূড়ার পাহাড় ) উপর বাস করতেন। তিনি ছিলেন একজন মহান সাধু। তাঁর অনেক শিষ্য এবং ভক্ত ছিলেন। দেশের রাজা ধর্মকর তাঁর ভক্ত ছিলেন। তিনি একদিন স্বর্গীয় বাণী পেয়েছিলেন যে স্বয়ম্ভু আদি-বুদ্ধ নেপালে কালি হ্রদের জলের উপর পদ্মের উপর আগুনের একটি শিখা রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর অনেক শিষ্য সহ তাঁর দুই স্ত্রী এবং রাজা ধর্মকর সহ তাঁকে ব্রহ্মা জানাতে ঐ দেশের দিকে যাত্রা করেন। হ্রদের কাছে এসে তিনি বিপুল জলরাশি বেষ্টিত তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়া কঠিন বলে মনে করেছিলেন কিন্তু অবশেষে তিনি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে অভিবাদন করতে পেরেছিলেন এবং ঐ স্থান যাতে সাধারণের নিকট স্বেচ্ছায় হয় তার উপায় নির্ধারণের জন্য তিনি ঐ হ্রদের চারদিকে ঘুরতে থাকেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি যখন পাহাড়ের দক্ষিণস্থ অংশে পৌঁছেন এবং তাঁর তরবারি উত্তোলন করেন তখন পাহাড় দুটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং জল সেই মধ্যস্থান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একটা শুষ্ক স্থানের উপর দিয়ে গিয়ে বর্তমান নেপাল উপত্যকা সৃষ্টি করেছিল। এমনকি আজও বাঘামতীর জল সেই উন্মুক্ত স্থানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। আজও তাই বলা হয় 'কোট-বার' অথবা 'তরবারি-কাটা'। মঞ্জুশ্রী সময় নষ্ট না করে আগুনের শিখার উপর একটা মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং নিকটস্থ ছোট পাহাড়ে তিনি তাঁর নিজের বাসস্থান করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের জন্য একটা বিহার নির্মাণ করেছিলেন যা আজও মঞ্জুপট্টন নামে পরিচিত আছে। অবশেষে তিনি ধর্মকরকে নেপালের রাজা করেছিলেন। ...প্রত্যেকটি বস্তু যথাযথ অবস্থায় রেখে, মঞ্জুশ্রী গৃহে ফিরেছিলেন এবং শীঘ্র



তঁার পার্থিব দেহ পরিত্যাগ করে একজন বোধিসত্ত্বের স্বর্গীয় প্রতিমূর্তি ধারণ করেছিলেন।

উপরের বিবরণগুলি নেপালে মঞ্জুশ্রী সম্বন্ধে আলোকপাত করে। তিনি নেপালে সভ্যতার প্রবর্তকরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তিনি চীন থেকে এই সভ্যতা এনেছিলেন। কিছু লোকের মতে, তিনি ছিলেন একজন পরিব্রাজক (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পুরোহিত) যিনি নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন। এটা জ্ঞানা যায়নি কখন তিনি চীন থেকে নেপালে এসেছিলেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে তিনি বোধিসত্ত্ব রূপে চতুর্থ খৃষ্টাব্দে খুবই বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নিজেকে তিব্বতী রাজা শ্রোঙ-স্ন-গম-পোর প্রধানমন্ত্রী রূপে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্য সপ্তম খৃষ্টাব্দে ভারতে তাঁকে পাঠান হয়েছিল। আর, এল, মিত্র দাবী করেন যে দশম খৃষ্টাব্দে তিনি স্বয়ম্ভু-পুরাণ লিখেছিলেন। উভয় পদ্যসম্ভব এবং সোনকপকে তাঁর অবতার বলা হয়।”<sup>৪৮</sup>

উত্তরস্থ বৌদ্ধগণ বৎসরের প্রথম দিনে মঞ্জুশ্রীকে তাঁদের প্রার্থনা নিবেদন করে। কারণ এই দিনটি মঞ্জুশ্রীকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ব্তকগুলো সম্প্রদায়ের মত, তিনি ছিলেন কৃষির দেবতা। অন্যদের মতে তিনি একজন স্বর্গীয় স্থপতি।

মঞ্জুশ্রী সকল বোধিসত্ত্বের অলংকারগুলি ধারণ করেছিলেন। তাঁর মুকুটে অক্ষোভ্যর একটি ছোট মূর্তি ছিল। তাঁর একটা অগ্নিশিখা-মুক্তাসহ উষ্ণীয় ছিল। তাঁর উর্ণা সর্বদা ছিল তাঁর কপালে। সাধারণতঃ তাঁর বর্ণ ছিল হলুদ, কিন্তু তিনি কখনও সাদা বর্ণের কখনও বা লাল অথবা কাল বর্ণের ছিলেন। তাঁর ডান হাতে তরবারি এবং তাঁর বাম হাতে প্রজ্ঞাপারমিতা। তাঁরা উভয়ে সময়ে সময়ে পদ্যগুলির উপর স্থাপিত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে যমারি, মধ্যে মধ্যে তাঁর শক্তি, মধ্যে মধ্যে সুধনকুমার এবং যমারি এবং মধ্যে মধ্যে চারজন দেবতা, জালিনিপ্রভ

(সূর্যপ্রভ নামেও পরিচিত); চন্দ্রপ্রভ, কোশিনী এবং উপকোশিনী তাঁকে সঙ্গ দিয়েছিলেন। এলিশ গেট্রি<sup>৪২</sup> উল্লেখ করেন যে তরবারি এবং পুস্তকসহ মঞ্জুশ্রীর মূর্তিগুলির কতকগুলি আকার ছিল। সময়ে সময়ে মঞ্জুশ্রী পাণ্ডুলি ভাঁজ করা অবস্থায় বসে ভঙ্গীতে ছিল; তিনি তরবারিসহ তাঁর ডান হাত উত্তোলন করেছিলেন; তাঁর বাম হাতে তাঁর কোলে পুস্তক ধরেছিলেন। জ্ঞাতাতে দেখা যায় যে পুস্তকটি তিনি বুকে ধরে আছেন। দ্বিতীয় প্রতিমূর্তি সিংহবাহনে। সব কিছুই প্রথমটির মতোই। তবে একটি পদ্মফুল তাঁর বাম কাঁধেতে পুস্তকের ভার বহন করছিল। বিতর্ক মুদ্রায় বাম হাতে পদ্মের বোঁটা ধরে আছেন। তৃতীয় প্রতিমূর্তিতে আমরা দেখি যে একটা পদ্মফুল তরবারি এবং পুস্তকের ভার বহন করছিল। দুই হাত দিয়ে পদ্মের বোঁটা ধরে আছেন। ডান হাত বরদমুদ্রায় এবং বাম হাত বিতর্কমুদ্রায় ছিল। কখনও বা দুই হাত ধর্মচক্রমুদ্রাতে ছিল। তিনি বর্ণে ছিলেন সাদা এবং সচরাচর তাঁকে মঞ্জুষোষ বলা হতো। চতুর্থ প্রতিমূর্তিটি উপরের মতই, তবে পার্থক্য ছিল যে হাতগুলো ধর্মচক্র মুদ্রাতে ছিল; বাম পা ছিল লম্বমান এবং সিংহের উপরে অথবা সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মঞ্জুশ্রীর উপরের প্রতিমূর্তিগুলি প্রধানতঃ ব্রোঞ্জে তৈরী ছিল, কিন্তু চিত্রগুলিতে এবং স্থাপত্যে আমরা প্রতিমূর্তিগুলিকে নীল পদ্মসহ দেখি।

নিম্পল্লযোগাবলী মঞ্জুশ্রীর প্রতিমূর্তি দিয়েছে: “পীতনীল-শুক্রসব্যেতরবক্রঃ সদভূঞো দক্ষিণে খড়্গবরদবাণান্ বামে প্রজ্ঞাপার-মিতাপুস্তকনীলাজাধমুষ্টিবিভানঃ।”<sup>৪৩</sup> “মঞ্জুশ্রীর আছে তিনটে মুখ-মণ্ডল। তাঁর তিন মুখমণ্ডলের বর্ণ হচ্ছে নীল এবং সাদা। তিনি ছয় হাতে বিভূষিত ছিলেন; তাঁর তিন ডান হাতে তিনি তরবারি, বরদ মুদ্রা এবং তীর ধরে আছেন; এবং তিন ডানহাতে তিনি দেখাচ্ছেন প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক, নীলপদ্ম এবং ধনুক।” সাধনমালার লোকনাথ সাধন মঞ্জুষোষ (মুচ্ছ কণ্ঠস্বর) নামে মঞ্জুশ্রীকে উল্লেখ করেছে—“মঞ্জুষোষঃ কণকাভঃ খড়্গাপুস্তকধারকঃ।”<sup>৪৪</sup> “মঞ্জুষোষ

হচ্ছেন সুবর্ণাভ এবং তিনি তাঁর দুইহাতে তরবারি এবং পুস্তক ধরে আছেন ।”

মঞ্জুশ্রীর নানাবিধ প্রতিমূর্তি ছিল । তাঁর অতাত্ত্বিক এবং তাত্ত্বিক উভয় প্রতিমূর্তিই দেখা যায় ।

অতাত্ত্বিক প্রতিমূর্তিগুলো ( একটি মাথা এবং দুটি বাহু বা হাত ) হস্তে নিম্নরূপ :

(১) প্রচলিত প্রতিমূর্তিগুলি ছিল সাদা অথবা হলুদ বর্ণের । তাঁর ছিল উষ্ণীষ ; সময়ে সময়ে তাঁর ছিল উর্ণাও ।

(এ) মঞ্জুশ্রী ধ্যানাসন ভঙ্গীতে বসেছিলেন । তিনি বুদ্ধে অথবা তাঁর বাম হাতে পুস্তক ধরেছিলেন ; তাঁর ডান হাতে তিনি খড়্গা ধরেছিলেন ; তিনি সিংহের উপর তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন ।

( বি ) মঞ্জুশ্রী ধ্যানাসন ভঙ্গীতে বসেছিলেন , তাঁর হাতগুলো বিতর্ক মুদ্রায় ছিল, কাঁধের সমতাতে ফুলের উপর পদ্মের বোঁটা যেটি ধরে আছেন তার উপরে স্থাপিত রয়েছে পুস্তক । সময়ে সময়ে ডান হাত দিয়ে খড়্গকে উত্তোলন করেছেন ।

### ধর্মচক্রমঞ্জুশ্রী :

মঞ্জুশ্রী ধ্যানাসন ভঙ্গীতে বসেছিলেন ; তাঁর হাতগুলি ধর্মচক্র মুদ্রাতে ছিল । তিনি কাঁধের সমতাতে ফুলের সঙ্গে পদ্মগুলির বোঁটা ধরে আছেন, যা একটি খড়্গ এবং পুস্তকের ভার বহন করছে

### মঞ্জুঘোষ :

সাধনমালাতে মঞ্জুঘোষের বর্ণনা আছে : “মঞ্জুঘোষরূপম্—  
আত্মানং পশ্চাৎ সিংহস্থং কণকগৌরবর্ণম্ সর্বাংকারভূষিতং ব্যাখ্যান-  
মুদ্রাব্যগ্রকরম্ বামপার্শ্ব উৎপলধরম্ অক্লোভ্যমুকুটিনং দক্ষিণে  
সুধনকুমারং বামে ষমাস্তকং পশ্চাৎ মস্ত্রং জপেৎ ‘ওম্ বাগীশ্বর মুঃ’”<sup>৫২</sup>  
“পূজারী মঞ্জুঘোষ রূপে নিজেই ধ্যান করা উচিত । দেবতা সিংহবাহন

এবং তাঁর বর্ণ হচ্ছে স্বর্ণময় হলুদ । তিনি সকল প্রকার অলংকার ধারণ করে আছেন এবং তাঁর হাতগুলো আছে শিখাদান মুদ্রায় তিনি তাঁর বাম হাতে লাল পদ্ম প্রদর্শন করছেন এবং তাঁর মুকুটে অশোকোত্তর মূর্তি ধারণ করে আছেন । তাঁর ডান দিকে শ্রুদনকুমার রয়েছে এবং বামেতে রয়েছে যমাস্তক । মন্ত্র ‘ওম্ বাগীশ্বর মঃ’ উচ্চারণ করা উচিত ।<sup>৫৩</sup>

এ, কে, গর্ভন মঞ্জুঘোষের একটি বিবরণ দিয়েছেন ।<sup>৫৪</sup>

**সাদা :**

(এ) মঞ্জুঘোষ ধ্যানাসনে উপবিষ্ট তাঁর হাতগুলি বিতর্ক এবং বরদ মুদ্রায় । তাঁর হাতে পদ্মনাল ধৃত । কাঁধের সমান্তরালে খড়্গ এবং পুস্তক ধরে আছেন ।

(বি) সিংহনাদ : মঞ্জুঘোষের ললিতাসন ছিল ; তাঁর হাতগুলো ধর্মচক্র মুদ্রায় ; তিনি কাঁধের সমতাতে উৎপল বা পদ্ম দ্বারা ভার বাহিত পুস্তক এবং খড়্গ ধরেছিলেন ; অথবা ডান হাতে খড়্গ তুলেছিলেন এবং বামেতে পুস্তকের সঙ্গে উৎপল বা পদ্ম ধরেছিলেন ।

(সি) মঞ্জুঘোষ দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে ছিলেন । তাঁর হাতগুলি বরদ এবং বিতর্ক মুদ্রায় ; তিনি পুস্তক এবং খড়্গ ধরেছিলেন যেগুলি কাঁধের সমতাতে উৎপলের বা পদ্মের উপর ছিল ।

**(৪) মহারাজনীলমঞ্জুশ্রী**

(এ) মহারাজনীলমঞ্জুশ্রী নীল সিংহের উপর হলুদ বর্ণযুক্ত ; তিনি রাজলীল ভঙ্গীতে উপবিষ্ট ; তাঁর বাম হাত ছিল সিংহাসনের উপর বাম হাঁটুর পিছনে ; কাঁধের সমতাতে ফুলের সঙ্গে উৎপলের বোঁটা ধরেছিলেন ; তিনি তাঁর ডান হাত আলাগাভাবে ডান হাঁটুর উপর স্থাপন করেছিলেন ।

এলিস গেটি মহারাজনীলমঞ্জুরী কথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি রাজকীয় স্থাসনে উপবিষ্ট। তাঁর ডান হাঁটু উত্তোলিত ছিল এবং ডান হাত তার উপরে ঝুলছিল। তাঁর বাম পা ছিল বাঁকানো; সিংহাসনের উপর স্থাপিত উৎপলের বা পদ্মের বোঁটা বাম হাতে ধরা ছিল। তিনি হরিদ্রাবর্ণযুক্ত। মগধে অনেকগুলি মূর্তি পাওয়া যায়। মহারাজনীলমঞ্জুরী যখন সিংহের উপর উপবিষ্ট, তখন তাঁকে সিংহনাদলোকেশ্বরের মত দেখায়। তাঁর বাম কাঁধের উপর একপ্রকার হরিণের চামড়া দ্বারা অথবা ত্রিশূলের দ্বারা সিংহনাদ লোকেশ্বরকে সনাক্ত করা যেতে পারে।

এ, কে, গড'ন মহারাজনীলমঞ্জুরী দ্বিতীয় প্রতিমূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন :<sup>৫৫</sup>

(বি) মহারাজনীলমঞ্জুরী ছিলেন সিংহের উপর অথবা সিংহাসনের উপর। তিনি ললিতাসনে উপবিষ্ট। তাঁর বর্ণ ছিল হলুদ। তাঁর হাতগুলো ধর্মচক্র মুদ্রায়। তিনি বাম হাতের চারদিকে উৎপলের বোঁটা ধরেছিলেন; এবং ফুল ছিল তাঁর কাঁধের সমতাতে।

### (৫) ধর্মশংকসমাধিমঞ্জুরী (বাক্):

ধর্মশংকসমাধিমঞ্জুরী ছিলেন শ্বেতবর্ণের। তিনি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট। তাঁর হাতগুলি ধ্যানমুদ্রাতে ছিল। এলিস গেটি বর্ণনা করেন যে ধর্মশংক-সমাধিমঞ্জুরীর পদদ্বয় বন্ধাবস্থায় এবং হাত ধ্যানমুদ্রায় ছিল।

### (৬) সিদ্ধৈকবীর

সিদ্ধৈকবীর বর্ণেতে ছিলেন সাদা অথবা লাল; তিনি ধ্যানাসন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট। তাঁর ডান হাতখানি ছিল বরদ মুদ্রাতে; তাঁর বাম হাতখানি কাঁধের সমতাতে ফুলের সঙ্গে উৎপলের বা পদ্মের বোঁটা ধরেছিলেন। এলিস গেটি বর্ণনা করেন যে সিদ্ধৈকবীর বসেছিলেন এবং পাগুলি জোড়া অবস্থায় ছিল; ডান হাতখানি

ছিল বরদমুদ্রাতে এবং বাম হাতখানি পদ্মের বোঁটা ধরেছিল। তিনি ছিলেন শ্বেতবর্ণের।

সাধনমালাতে ধ্যান সিদ্ধৈকবীরের প্রতিমূর্তি উল্লেখ করেছে।<sup>৫৬</sup> “সিদ্ধৈকবীরো ভগবান্ চন্দ্রমণ্ডলস্থঃ চন্দ্রোপাশ্রয়ঃ জগদুদ্যোতকারী দ্বিভুজ একমুখঃ শুক্লঃ বজ্রপর্যঙ্কী দিব্যাংকারভূষিতঃ পঞ্চবীরক-শেখরঃ...বামে নীলোৎপলধরঃ দক্ষিণে বরদঃ ভগবতো মৌলৌ অক্ষোভ্যঃ দেবতাঃ পূজ্যঃ কুবন্তি।” “দেবতা সিদ্ধৈকবীর চন্দ্রের কক্ষে বসে আছেন, চন্দ্রের দ্বারা ভারবাহিত এবং পৃথিবীকে আলোকিত করেন। তাঁর দুটি বাহু একটি মুখমণ্ডল আছে এবং তিনি হচ্ছেন শ্বেত বর্ণের। তিনি বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে বসে আছেন এবং স্বর্গীয় অলংকারে ভূষিত রয়েছেন। তাঁর মাথাটি সজ্জিত আছে পাঁচজন ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তিতে। তিনি বাম হাতেতে উৎপল বা পদ্ম এবং ডান হাতেতে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন। দেবীগণ ভক্তি জ্ঞাপন করছেন অক্ষোভ্যকে যিনি দেবতার মুকুটের উপর রয়েছেন।

### (৭) অরপচন :

এ, কে, গড'ন<sup>৫৭</sup> অরপচনের দুটি প্রতিমূর্তি দিয়েছেন। তিনি ধ্যানাসন ভঙ্গীতে উপবিষ্ট; তাঁর বর্ণ ছিল সাদা অথবা লাল; তিনি বাম হাতে বক্ষের সন্মুখে পুস্তকধৃত, ডান হাতে একটি খড়্গ।

সাধনমালায় আটটা সাধনে অরপচনের প্রতিমূর্তির উল্লেখ আছে।<sup>৫৮</sup> তাঁর বর্ণ ছিল সাদা এবং কখনও বা লাল। তিনি বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজ্ঞাচক্ররূপে পরিচিত হয়েছিলেন যখন তিনি একটি প্রাণীর উপর উপবিষ্ট চারজন দেবতা, কোশিনী, উগকোশিনী, চন্দ্রপ্রভ এবং সূর্যপ্রভ তাঁকে সর্বদা সঙ্গ দিয়েছিলেন। পাঁচজনের এই দল অ, র, প, চ, ন এই পাঁচ অক্ষরগুলি থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন এবং

প্রধান দেবতা ছিলেন অরপচন। তিনি চীন এবং তিব্বতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

অরপচন সদ্যোন্মুভব অরপচন অথবা সদ্যোন্মুভবমঞ্জুশ্রীরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। ৫২ তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত ছিলেন এবং তাঁর হস্তময় মুখমণ্ডল ছিল। তিনি সাংস্কার এবং বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে দ্বিগুণ পদ্মের উপর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁর ডান হাতে তাঁর তরবারি এবং বাম হাতে বক্ষের সম্মুখে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক ধরেছিলেন। তার সহগ চারজন দেবতা জালিনিকুমার (অথবা সূর্যপ্রভ), চন্দ্রপ্রভ, কোশিনী এবং উপকোশিনী অবিকল প্রধান দেবতার প্রতিক্রপ রূপে বিবেচিত। সাধনমালা তাঁকে (প্রধান দেবতাকে) উল্লেখ করেছে : ‘খড়্গাপুস্তকধারিণম্ অকুণ্ঠিতপঙ্কচীরং রক্তবস্ত্রযুগযুতং শৃঙ্গারবেশধারিণং শ্রিতবিকসিতবদনং শশাঙ্ককান্তি-তুলাশোভং বিশ্বদলকমলস্ববদ্বপ্যঙ্কং সত্যোন্মুভবারপচনরূপম্ আত্মানম্... ইক্ষোত।’ ৬০ “পূজারীর নিম্নে চিন্তা করা উচিত সত্যোন্মুভব অরপচন রূপে, যিনি খড়্গ এবং পুস্তক বহন করেন, এবং পরিধান করেন পাঁচটি চীর (কম্বলগুলি) যাতে যৎসামান্য ভাঁজ রয়েছে। তাঁর পোশাকগুলি লাল বর্ণের যা শৃঙ্গার রসের উপযুক্ত। তাঁর মুখমণ্ডল হাসিতে উজ্জ্বল, এবং চন্দ্রের মত সমুজ্জ্বল। তিনি বজ্রপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে দ্বিগুণ পদ্মের উপর বসে আছেন....।”

সাধনামালা হতে জানা যায় যে প্রধান দেবতা প্রথম অক্ষর ‘অ’ থেকে, জালিনিকুমার ‘র’ থেকে, চন্দ্রপ্রভ ‘প’ থেকে, কোশিনী ‘চ’ থেকে এবং উপকোশিনী ‘ন’ অক্ষর হতে উদ্ভূত হয়েছেন। মঞ্জুশ্রী মধ্যস্থলে, জালিনিকুমার সম্মুখে, চন্দ্রপ্রভ পশ্চাতে, এবং কোশিনী ডান দিকে তাঁদের স্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং চারজন দেবতাই আকৃতিপ্রকৃতিতে প্রধান দেবতার প্রতিক্রপ ছিলেন।

এ, কে, গর্ডন ৬১ অরপচনের অষ্ট প্রতিমূর্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি বাম হাঁটুতে জামু পেতে বসেছিলেন; ডান হাঁটুতে খড়্গ তুলেছিলেন; তিনি কাঁধের সমতাতে ফুলের সঙ্গে বাম হাতের

চারদিকে ঘূর্ণিত উৎপলের বা পদ্মের বোঁটা ধরেছিলেন। যদি চিত্রিত করা যেত তাহলে তাঁর বর্ণ হত কাল; তাঁর তৃতীয় চক্ষু ছিল; এই প্রতিমূর্তিতে তাঁকে কালমঞ্জুশ্রী বলা হয়েছিল। এলিস গেটি মঞ্জুশ্রীর বর্ণনা দিয়েছেন : তাঁর ছিল তরবারি এবং উৎপল। তিনি বসা অথবা দণ্ডায়মানের ভঙ্গীতে ছিলেন অথবা তিনি নতজানু ছিলেন। তাঁর ডান হাতে খড়্গ। বাম বাহুর চারদিকে পদ্মের বোঁটা ঘূর্ণায়মান ছিল। রঞ্জিত করলে মনে হত যেন তাঁর কৃষ্ণবর্ণ এবং তিনি তৃতীয় চক্ষুযুক্ত।<sup>৬২</sup>

এখানে মঞ্জুশ্রীর তান্ত্রিক প্রতিমূর্তিগুলি দেওয়া হয়েছে :—

### (৮) বজ্রানঙ্গমঞ্জুঘোষ

বজ্রানঙ্গমঞ্জুঘোষের একটি মাথা এবং চারটি হাত। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে। অক্ষোভোর মূর্তি তাঁর মুকুটে ছিল। তিনি পুষ্পধনু ও পুষ্পশরধারী। পুষ্পশরের মাথায় একটি পদ্ম। তিনি পদ্ম, অশোক ফুল, খড়্গ এবং আয়না ধরেছিলেন। তাঁর চারটি হাত—একহাতে ধনু, একহাতে শর, একহাতে খড়্গ এবং আর এক হাতে সপদ্ম পুস্তক ধারণ করতেন। মন্ত্রযানের কেহ কেহ তাঁহাকে কামদেব বলে উল্লেখ করেছেন।<sup>৬৩</sup>

এলিস গেটি আর্ঘ্যমঞ্জুঘোষ রূপে বজ্রানঙ্গকে উল্লেখ করেছেন। এটা হচ্ছে মঞ্জুশ্রীর প্রতিমূর্তি। “তিনি পুরুষ এবং জ্বীলোকদের মোহিত করতেন। জ্বীলোককে মোহিত করতে তিনি তাঁর পুষ্পশরের অগ্রভাগ দিয়ে যেন জ্বীলোকের বক্ষ বিদ্ধ করতেন। ঐ পুষ্পশরের অগ্রভাগে একটি পদ্মের কুঁড়ি। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বলেছেন “সাধনমালাতে ইহা বলা হয়েছে যে একটি জ্বীলোককে মোহিত করার কাজে পূজারীর নিজেকে চিন্তা করা উচিত যেন তিনি পদ্ম কুঁড়ির শরের অগ্রভাগ দ্বারা জ্বীলোকের বক্ষস্থল বিদ্ধ করতেন। জ্বীলোকটা মুছাঁগ্রস্ত হয়ে ভূমিতে পতিত হলে পূজারীর মনে করা উচিত যেন জ্বীলোকটির পদদ্বয় পুষ্পধনুরূপ রক্ত দিয়ে বদ্ধ। এবং



পদ্মবোঁটার কাঁস যেন তার গলদেশের চতুর্দিকে জড়ান। ঐ অবস্থায় তাকে যেন পূজারীর পার্শ্বে টেনে আনা হয়েছে। তাঁর চিন্তা কথা উচিত তিনি তাকে আঘাত করছেন অশোক গাছের ডাল দিয়ে, তরবারির দ্বারা তাকে ভয় দেখাচ্ছেন, এবং পরে যেন তার সামনে তাকে সম্পূর্ণভাবে বশীভূত করছেন।”<sup>৩৪</sup>

সাধনমালাতে ধ্যান বজ্রানঙ্গের বর্ণনা আছে; “বজ্রানঙ্গনামা আৰ্য-মঞ্জুষোষঃ পীতবর্ণঃ ষড়্ভুজঃ মূলভূজাভ্যাম্ আকর্ণপূরিতরক্ত-পালকালিকাশরযুক্ত-কুসুমধনুধরং ; দক্ষিণদ্বয়েন খড়্গঅর্পণভূতম্ বামযুগলেনোন্দীবররক্তপলাশপল্লব ধরম্ ; অক্ষোভাষিষ্ঠিত-জটা-মুকুটিনং প্রত্যালীড়পদং ষোড়শবর্ষাকারং মহাশৃঙ্গারমূর্ত্তিং পশ্যোৎ।” “পূজারীর নিজের গায়ের রং হলুদ এবং ছয় বাহুসহ বজ্রানঙ্গ প্রতিমূর্তিতে আৰ্য মঞ্জুষোষ রূপে চিন্তা করা উচিত। দুই প্রধান হাতে তিনি লাল পদ্মের কুঁড়ির একটি তীরের সাহায্যে ফুলের ধনুককে কান পর্যন্ত টেনে এনেছেন ; অবশিষ্ট দুই ডান হাতগুলিতে তরবারি এবং আয়না ধারণ করছেন, এবং দুই বাম হাত দিয়ে নীলপদ্ম এবং রক্তপলাশপল্লব ধরে আছেন। তিনি তাঁর জটামুকুটের উপর অক্ষোভোর মূর্তি ধারণ করে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন প্রত্যালীড় ভঙ্গীতে, তাঁকে ষোড়শবর্ষীয় যুবক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি তীব্র শৃঙ্গার রস প্রদর্শন করছেন।”

## (২) মঞ্জুবজ্র

মঞ্জুবজ্রের ছিল তিনমাথা এবং ছয় হাত। তিনি ধ্যানমুদ্রায় শক্তির সঙ্গে যব-ইয়ুমে উপবিষ্ট। তাঁর প্রধান মাথা ছিল লাল এবং অপরগুলি ছিল নীল এবং সাদা। তিনি তাঁর মূল দুই হাত দিয়ে তাঁর শক্তিকে আলিঙ্গন করে তার মুখমণ্ডল স্পর্শ করছেন। তাঁর অপর হাতগুলিতে ছিল দুটি বজ্র খড়্গ পদ্মের ধনু এবং পদ্মশর। তাঁর বর্ণ ছিল লাল। তাঁর পূজা তিব্বতে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

সাধনমালায় ধ্যান মঞ্জুবজ্জকে শ্লোকে ধর্ণনা করা হয়েছে :

“কুংকুমারুণসনমুতি নীলসিতত্রয়াননঃ

ভূজদ্বয়সমাল্লিষ্ট-স্বাভবিদ্যাধরাশুধুক ।

খড়গবানভূজধাপ-নীলোৎপলপরিগ্রহঃ ।

বিশ্বদলাজ্জচন্দ্রমুঃ বজ্রাসনশশিপ্রভঃ ।”৩৫

“...তার সুন্দর দেহখানি কুমকুমের মত লাল এবং তিনি কুমকুমের, নীলের এবং সাদা বর্ণের তিন মুখমণ্ডলে বিভূষিত হয়েছেন । তিনি তাঁর স্বাভাপ্রজ্ঞাকে আলিঙ্গন করছেন দুই হাতে, যার একটি তাঁর মুখমণ্ডলকে স্পর্শ করছে । তিনি ধারণ করছেন খড়গ, তীর, ধনুক, এবং নীল উৎপল, বজ্রাসনে তিনি চন্দ্রমুঃ দ্বিগুণ পদ্মের উপর অবস্থিত চন্দের উপর উপবিষ্ট এবং তিনি চন্দ্রের মত উজ্জ্বল ।”

নিষ্পন্নযোগাবলী উল্লেখ করেছে মঞ্জুবজ্জকেও, যিনি মঞ্জুবজ্জ মণ্ডলের প্রধান দেবতা ছিলেন । একথা বলা যায় “সিংহোপরিসম্ব-পর্যঙ্কনিষলো ভগবান্ বৈরোচনস্বভাবো মঞ্জুবজ্জঃ কমনিয়কনককাস্তিঃ... পীত-নীল-শুক্ল-সব্যোতরবক্ত্রুঃ ষড়্ভূজো দক্ষিণৈঃ খড়্গবরদবাগান্ বামৈঃ প্রজ্ঞাপারমিতাপুস্তকনীলাজ্জধনুংষিবিভ্রানঃ ।” “দেবতা মঞ্জুবজ্জ সিংহের পৃষ্ঠে বসে আছেন । তিনি হচ্ছেন সুন্দর স্বর্ণময় বর্ণের, এবং বৈরোচনের অনুরূপ । তাঁর তিনটি মুখমণ্ডলের বর্ণ হচ্ছে হলদে, নীল এবং সাদা । তাঁর ছয়টি বাহু আছে । তিনটি ডান হাতে তিনি তরবারি, বরদ মুদ্রা এবং তীর ধরে আছেন । একইরূপে তিনটি বাম হাতে তিনি বহন করছেন প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক, নীল পদ্ম এবং ধনুক ।”

নিষ্পন্নযোগাবলী অগ্ন্যস্থানে মঞ্জুবজ্জের এক বিবরণ দিয়েছে, যিনি দ্বিতীয় মঞ্জুবজ্জ মণ্ডলেতে প্রধান দেবতারূপে বিবেচিত হয়েছিলেন । এখানে তাঁকে ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ বজ্রসত্ত্বের সঙ্গে সনাক্ত করা হয়েছে । নিষ্পন্নযোগাবলী বলে, “ভগবান্ বজ্রসত্ত্বমঞ্জুবজ্জরূপঃ কুংকুমারুণঃ কৃষ্ণসিতসব্যোতরবদনঃ প্রধানভূজাভ্যাং স্বাভপ্রজ্ঞালিঙ্গি-

তেশিশরেন্দীবরচাপধরঃ।” “দেবতা বজ্রসম্ব মঞ্জুবজ্রের প্রতিমূর্তিতে সিন্দুরের মত লাল। তাঁর ডান মুখমণ্ডল হচ্ছে নীল এবং বাম হচ্ছে সাদা। দুইটি প্রধান হাতে তিনি প্রজ্ঞাকে আলিঙ্গন করছেন; অপর হাতগুলিতে তিনি ধারণ করছেন তরবারি, তীর, পদ্ম এবং ধনুক।”

### (১০) ধর্মধাতুবাগীশ্বরমঞ্জুশ্রী

ধর্মধাতুবাগীশ্বরমঞ্জুশ্রীর ছিল চারটি মাথা এবং আটটি হাত। তাঁর প্রধান মাথাটি ছিল সাদা এবং তাঁর অপর মাথাগুলি ছিল হলদে, ঈষৎ লাল-তামাটে এবং গোলাপ ফুলের রং বিশিষ্ট। তাঁর হাতগুলি ধর্মচক্রমুদ্রাতে ছিল। তাঁর প্রতীকগুলি ছিল খড়্গ, পুস্তক, ঘণ্টা, বজ্র, শর এবং চাপ, কলশ ইত্যাদি। তিনি ললিত ভঙ্গীতে উপবিষ্ট।

আমরা সাধনমালাতে ধর্মধাতুবাগীশ্বরমঞ্জুশ্রীর একটি বিবরণ পাই : “.....অষ্টভুজং চতুর্মুখং মূলমুখং রক্তগৌরং দক্ষিণং কুম্ভাক্ষণং পশ্চিমং পদ্মরক্তম্ উত্তরম্ পীতরক্তং দ্বাভ্যাং হস্তাভ্যাং ধনুর্ব্যাণাক্ষরম্ অপরাভ্যাম্ পাশাংকুশধরং পুণরপরাভ্যাং প্রজ্ঞাপারমিতাপুস্তক-খড়্গধরং তথাপরাভ্যাং ঘণ্টাবজ্রধরং মহাবাগশৃঙ্গাররসোজ্জ্বলং ললিতা-সনস্থং বিশ্বপদ্মচন্দ্রদিব্যবস্ত্রাভরণম্ অমিতাভজটামুকুটিনম্....।” ৬৮ “পূজারীর নিজেই চিন্তা করা উচিত দেবতা ধর্মধাতু বাগীশ্বর রূপে যার আট হাত, চার মুখমণ্ডল এবং যিনি হচ্ছেন ঈষৎ লাল-সাদা বর্ণের। তাঁর ডান মুখমণ্ডল হচ্ছে লাল, মুখমণ্ডলের পশ্চাদ্দেশ হচ্ছে রক্তপদ্মবর্ণের এবং বাম হচ্ছে পীতাভ লাল বর্ণের। তিনি এক জোড়া হাতে তীর এবং ধনুক ধরে আছেন, অপর জোড়া হাতে ফাঁস এবং অঙ্কুশ, তৃতীয়তে প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক এবং তরবারি ধরে আছেন এবং চতুর্থতে ঘণ্টা এবং বজ্র ধরে আছেন। তিনি শৃঙ্গারের ভাব প্রদর্শন করছেন, এবং ললিতভঙ্গীতে চন্দ্রস্থ দ্বিগুণ পদ্মের উপর বসে আছেন। তিনি স্বর্ণীয় পোশাকে এবং অলংকারে

বিভূষিত আছেন এবং তাঁর জটামুকুটে (জটাকুলের মুকুট) অমিতাভর প্রতিমূর্তি ধারণ করে আছেন।”

## (১১) মঞ্জুবর

মঞ্জুবর ছিলেন মঞ্জুশ্রীর প্রতিমূর্তি। তিনি তাঁর শক্তির সঙ্গে বর্তমান। উভয়ের তিনটে মাথা ছিল। প্রধান মাথা ছিল লাল। ডান মাথা নীল এবং বাম মাথা সাদা। তাঁর প্রতীকগুলি ছিল ছটি বজ্র, একটি তরবারি, পদ্ম, ধনুক এবং তীর। যব ছিলেন লাল এবং ইয়ুম ছিলেন পাটল বর্ণের।

সাধনমালায় সাধনগুলি মঞ্জুবরের এক বিবরণ দিয়েছে। তাঁর বর্ণ ছিল হলুদ। তিনি ললিত অথবা অর্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে সিংহের পীঠের উপর বসে ছিলেন। তিনি শৃঙ্গারের ভাব প্রকটভাবে প্রদর্শনরত। তাঁর দুটো হাত ধর্মচক্র মুদ্রায় ছিল। সাধনমালায় ধ্যান মঞ্জুবরকে বর্ণনা করেছে: “তপ্তকাঞ্চনাভং পঞ্চবীরককুমারং ধর্মচক্রমুদ্রাসংযুক্তং প্রজ্ঞাপারমিতাধীতোংপলধারিনং সিংহস্থং ললিতাকোপং সর্বাংকারভূষিতম্ ওম্ মঞ্জুবরং হুম্।”<sup>৬৯</sup> “পূজারীর নিজেকে ধ্যানী বুদ্ধের প্রতিমূর্তিগুলিতে সজ্জিত মাথার সঙ্গে স্বর্ণময় হলুদ বর্ণের দেবতা মঞ্জুবর রূপে চিন্তা করা উচিত। তাঁর হাতগুলো ধর্মচক্র মুদ্রা প্রদর্শন করছে এবং তিনি প্রজ্ঞাপারমিতা-পুস্তক বহনকারী নীল পদ্মকে দেখাচ্ছেন। তিনি একটা সিংহের উপর উপবিষ্ট, তার উপর ললিতভঙ্গীতে বসে আছেন, এবং সকল অংকারগুলিতে ভূষিত আছেন ....ওম্ মঞ্জুবরং হুম্।”

দ্বিতীয় সাধন থেকে একথা জানা যায় যে মঞ্জুবরের বাম হাতেতে পদ্মের উপর প্রজ্ঞাপারমিতা ছিল। তিনি অর্ধপর্যঙ্ক ভঙ্গীতে আসীন। এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন যমাস্তক, যিনি হিংস্র দেবতা রূপে খুবই সুপরিচিত ছিলেন, যার বর্ণ ছিল নীল।

মঞ্জুবর ভিক্ষতে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। এই দেবতার একটি মূর্তি বাংলার বীরভূম জেলার বর নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছে।<sup>১০</sup>

## (১২) নামসংগীতি মঞ্জুশ্রী

নামসংগীতি মঞ্জুশ্রীর তিনটি মুখ এবং চারটি হাত। তাঁর মুকুটে অক্ষোভোর একটি মূর্তি। তাঁর প্রধান মুখটি লাল, দ্বিতীয়টি নীল এবং তৃতীয়টি সাদা। তাঁর প্রথম দুই হাতে ধনুক এবং তীর ধৃত এবং অপর দুই হাতে পুস্তক এবং তরবারি। তিনি বজ্রপর্ষক ভঙ্গীতে পদ্মের উপর আসীন। তিনি চীনে খুব জনপ্রিয় ছিলেন।

সাধনমালা নামসংগীতি মঞ্জুশ্রীর এক বিবরণ দিয়েছে—  
 “রক্তগৌরম্ পদ্মচন্দ্রোপরি-বজ্রপর্ষকনিষগঃ প্রথমমুখং রক্তং দক্ষিণং  
 নীলং বামে শুক্রম্ ইতি ত্রিমুখং হস্তচতুষ্টয়েন যথাযোগং প্রজ্ঞাধড়গ-  
 ধনুবাণষোগিনং রত্নকিরিটীনং, দ্বাত্রিংশলক্ষগান্নবাজ্জনবিরাজিতং  
 কুমারাভরণভূষিতং আত্মানং বিভাব্য তদনু সর্বতথাগতাভিষেক-  
 পূর্বম্ অক্ষোভ্যমৌলিনম্ আত্মানম্ বিচিন্ত্য।”<sup>১১</sup> “পূজারীর  
 নিজেকে ধ্যান করা উচিত আর্ঘ্য নাম সংগীতি রূপে। যিনি হচ্ছেন  
 বর্ণতে ঈষৎ সাদা এবং পদ্মের উপর চন্দ্রের কক্ষের উপর বজ্রপর্ষক  
 ভঙ্গীতে আসীন। তাঁর প্রধান মুখমণ্ডল হচ্ছে লাল। ডান হচ্ছে  
 নীল এবং বাম হচ্ছে সাদা; অতএব তাঁর তিনটি মুখ আছে। তাঁর  
 চার হস্তে ধৃত আছে প্রজ্ঞা (পারমিতা), তরবারি, তীর এবং ধনুক।  
 তিনি মণিভূষিত একটি মুকুট পরিহিত এবং বত্রিশটি প্রধান এবং  
 আশিটি সাধারণ শুভলক্ষণযুক্ত চিহ্নে বিভূষিত। তিনি রাজকীয়  
 অলংকারে রাজকুমারবৎ প্রতীয়মান হচ্ছেন। সমস্ত তথাগত-  
 গণকে অভিব্যেক অর্পণ করবার পর পূজারী নিজেকে ধ্যান করা  
 উচিত মুকুটের উপর অক্ষোভ্যর প্রতিমূর্তি ধারণ করা রূপে।”

### (১৩) মঞ্জুশ্রী, প্রাচীন প্রতিমূর্তি<sup>১২</sup>

এই মঞ্জুশ্রীর ছিল পাঁচটা মাথা এবং আটটা হাত। তাঁর পঞ্চম মাথাটি ছিল প্রধান মাথাটির উপরে। তাঁর চারটি হাতে ধরে অছেন চারটি তরবারি এবং অপর চারটি হাতে ধৃত চারটি বই। তিনি শক্তিকে ধারণ করেছিলেন তাঁর বাম হাঁটুতে।

### (১৪) যমাস্তক

মঞ্জুশ্রীর এই আকারের ছিল নয়টি মাথা, চৌত্রিশটি হাত এবং ষোলটি পা। একথা বলা হয় যে তিনি মৃত্যুর দেবতা যমকে জয় করবার জন্য এই প্রতিমূর্তি গ্রহণ করেছিলেন।

এলিস গেট্রি মঞ্জুশ্রীর বিভিন্ন প্রতিমূর্তিগুলির এক বিবরণ দিয়েছেন : ৭৩

- (১) মানবীয় প্রতিমূর্তি : (১) তরবারি এবং পুস্তকসহ
  - (১) সাদা ( প্রতীকগুলি (১) পদ্মের উপর মঞ্জুষোষ ভার বহন করেন ) ; বিহ্বল মুদ্রা
  - (২) হলুদ ( প্রতীকগুলি : (১) পদ্মের উপর সিংহনাদ ভার বহন করেন ) ; মঞ্জুষোষ, ধর্মচক্র মুদ্রা
  - (৩) হলুদ ( তরবারি, (৩) মঞ্জুশ্রী হাতেতে টরে আছেন ) ; সিংহনাদ হতে পারেন।
- (২) মৌল পদ্মের সঙ্গে (১) হলুদ ( রাজকীয় আরাম ভঙ্গীতে ) সিংহাসন
  - (২) হলুদ ( ধর্মচক্রমুদ্রা ) ; পা লম্বমান ; সিংহের উপর অথবা সিংহাসনের উপর।
  - (৩) হলুদ ( ধর্মচক্র মুদ্রা ) ; পাগুলি সম্বন্ধ অবস্থায় সিংহের উপর বসে আছেন।
- (৪) সাদা ( ধ্যান মুদ্রা ) সাধন থেকে

(৫) সাদা (বরদ মুদ্রা), পাণ্ডলি আটকান আছে ;  
সাধন থেকে

(৩) (১) কাল অথবা ঘন নীল (জাহ্নু পেতে বসা,  
তৃতীয় চক্ষু)

(২) তত্ত্ব প্রতিমূর্তিগুলি

(১) হলুদ (একটি মাথা, চারটি বাহু), চিহ্নগুলি : পদ্ম,  
পুস্তক ধনুক, এবং তীর

(২) হলুদ (একটি মাথা, চার থেকে ছয় বাহু)  
সাধন হস্তে

(৩) তিন অথবা চার মাথা

(এ) তিনটি মাথা, ছয়টি বাহু

(বি) তিন অথবা চার মাথা, ছয় অথবা আট  
বাহু

(৪) মহারাজ নীল মঞ্জুশ্রী ।

(৫) মঞ্জুশ্রী

(৬) সিংহনাদ মঞ্জুশ্রী

(৭) ধর্মশঙ্কসমাধি মঞ্জুশ্রী ।

(৮) সিদ্ধৈকবার মঞ্জুশ্রী

(৯) মঞ্জুশ্রী

(১০) মঞ্জুশ্রী জ্ঞান সত্ত্ব

(১১) বজ্রনাদ

(১২) মঞ্জুবজ্র

(১৩) ধর্মধাতু বাগীশ্বর

(৪) ধর্মপাল প্রতিমূর্তি (১৪) যমাস্তক

(৫) প্রাচীন প্রতিমূর্তি

শক্তির সঙ্গে ।

(৬) মহাস্থাম প্রাপ্ত ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( যিনি মহাশক্তি লাভ করেছেন )

ভারতবর্ষে মহাস্থামপ্রাপ্ত খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। ভারত নেপাল বা তিব্বতের চিত্রশিল্পে বা ত্রোঞ্জে তাকে দেখা যায় না। এলিস গেটি বলেন : “মহাস্থামপ্রাপ্তকে গৌতম বুদ্ধের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ শিষ্য মৌদগল্যায়নের উপর আরোপিত দেবতা বলে বিশ্বাস করা হয়।” সময়ে সময়ে তাঁকে আটজন বোধিসত্ত্বের দলভুক্ত করা যেতে পারে। ঋষ্টিয় প্রথম শতকের “সদ্ধর্মপুণ্ডরীক” এবং “মুখাবতীবাহ” অবলোকিতেশ্বরের সঙ্গে তাঁকে উল্লেখ করেছে। চীনে তাঁকে ওমি-ই-তো-ফো ( অমিতাভ ) এবং কুয়ান-ইনের ( অবলোকিতেশ্বরের ) সঙ্গে দেখা গিয়েছে। জাপানে যখন অমিতাভ খুব জনপ্রিয় হয়েছিলেন তখন সেইষি অথবা দাই-সই-ষি ( মহাস্থামপ্রাপ্ত ) সেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। তিনি তখন অমিদর জ্ঞানের অভিব্যক্তি রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন।

নিষ্পন্নযোগাবলী বোধিসত্ত্ব মহাস্থামপ্রাপ্তকে উল্লেখ করেছে। মঞ্জুশ্রী মণ্ডলে বলা হয়েছে : “মহাস্থামপ্রাপ্ত: সিতো বামেন ষট্‌বিকশিত-পদ্মধারী সবে্যন বরদঃ।”<sup>১৫</sup> “মহাস্থামপ্রাপ্ত হচ্ছেন বর্ণতে সাদা এবং তাঁর বাম হাতে ধরে আছেন ছয়টি প্রস্ফুটিত পদ্মের গুচ্ছ, তখন ডান হাত বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছে।” পুনরায় নিষ্পন্নযোগাবলী তাঁকে ধর্মধাতুনাগীশ্বর মণ্ডলে উল্লেখ করেছে। একথা বলা হয় যে “মহাস্থামপ্রাপ্তঃ পীতঃ সবে্যন খড়্গং বামেন পদ্মং দধান।”<sup>১৬</sup> “মহাস্থামপ্রাপ্ত হচ্ছেন বর্ণতে হলদে। তিনি ডানহাতে তরবারি ধরে আছেন, এবং বাম হাতে পদ্ম ধরে আছেন।”

(৭) ত্রৈলোক্য-বিজয় ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( ত্রৈ, ত্রি, তিন ), লোক ( লোক, পৃথিবী ), বিজয় ( জয়ী )  
( তিনটি পৃথিবীর দমনকারী ) ( তিন পৃথিবীর প্রভু )

ত্রৈলোক্যবিজয়সাধন বলে যে প্রভু ত্রৈলোক্য-বিজয় নীল অঙ্কর



‘হুম’ হতে সূর্যের লাল মঞ্চের উপর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণে ছিলেন নীল, তাঁর ছিল চার মুখ এবং আট হাত। তিনি তাঁর চার মুখে বিভিন্ন মুখের ভাব দেখিয়েছিলেন। “তাঁর প্রধান মুখ প্রকাশ করছে প্রণয় সম্পর্কিত উন্মত্ততা, ডান দিকেরটি ক্রোধ, বামদিকেরটি ঘৃণা, পেছনেরটি বীরহ।”<sup>১১</sup> তাঁর দুটি মৌলিক হাত কেবল ঘণ্টা এবং বজ্র ধরে আছে তা নয়, বজ্র-হুম-কার মুদ্রাও করেছিল। ডানদিকে তাঁর তিনটি হাতে ছিল একটি তরবারি, হাতের অঙ্কুশ এবং একটি তীর। বামদিকের তিনটি হাতে ছিল ধনুক, জন্তু-ধরবার কাঁস দড়ি এবং একটি চাকতি। তিনি প্রত্যাঙ্গীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে—“ডান পা ফেলছেন পার্বতীর বক্ষের উপর এবং বাম পা শিবের মাথার উপর”। তিনি একটি মালা ধারণ করেছিলেন।

ত্রৈলোক্যবিজয় (গো-সন-জো) বিবেচিত হয়েছিলেন দেবতাগণের দলের একজন রূপে, যিনি ম্যো-ও (মহাদেব) রূপে পরিচিত হয়েছিলেন জাপানে। তিনি সেখানে ব্যাপকভাবে পূজিত হয়েছিলেন।

বিশ্বয়কর ব্যাপার হচ্ছে বজ্রধাতুর নয়টি পরিষদের মধ্যে একটি জাতুচক্র ছিল। অষ্টম পরিষদ পরিচিত হয়েছিল ত্রৈলোক্য-বিজয়-কর্ম অথবা ‘ত্রিলোক-দমন-কর্ম পরিষদ’ নামে। নানাজিও “এ শর্ট হিস্ট্রী অব্ টুয়েল্‌ভ বুদ্ধিষ্ট সেক্ট্‌স” গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে “ত্রিলোকের শত্রুগণকে ধ্বংস করার জন্য বজ্রস্বের মহাক্রোধ-কায়ের একটি রূপ।”<sup>১৮</sup> অতএব উপরের বিবরণগুলি থেকে একথা জানা যায় যে জাপানে বজ্রস্ব উল্লিখিত হয়েছিলেন ত্রিলোক বিজয়ীরূপে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ধ্যানী-বোধিসত্ত্বগণ উপরে উল্লিখিত দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ছাড়াও কয়েকজন অন্য ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব ছিলেন, যারা নিম্নরূপযোগাবলীতে মহাপণ্ডিত

অভয়াকরগুপ্ত কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। এখানে তাঁদের কয়েকজনের বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

### (১) অক্ষয়মতি ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব ) ৭২

অক্ষয়মতি বৌদ্ধ ধর্মাচরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত সাহিত্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। নিম্পল্লযোগাবলী তাঁকে তিনটি স্থানে উল্লেখ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত বহন করে।

নিম্পল্লযোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে তাঁকে উল্লেখ করেছে—“অক্ষয়মতিঃ সুবর্ণবর্ণো বামমুষ্টিং হৃদ্যবস্থাপ্য সর্বোদর বরদমুদ্রা।”<sup>৮০</sup> অক্ষয়মতির গায়ের রং হচ্ছে স্বর্ণময় এবং বুকের সামনে মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত দেখাচ্ছেন এবং ডান দিকেতে বরদমুদ্রা প্রদর্শন করছেন।”

নিম্পল্লযোগাবলী ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে তাঁর সম্বন্ধে বলে : একথা বলা হয় “অক্ষয়মতিঃ পীতঃ সর্বোদর খড়্গং বামেদ অভয়কমলং বিভর্তি।” “অক্ষয়মতি বর্ণেতে হচ্ছেন হলদে এবং ডান হাতে তরবারি সঞ্চালন করছেন, আবার তিনি বাম হাতে অভয়মুদ্রা এবং কমল প্রদর্শন করছেন।” নিম্পল্লযোগাবলীতে তুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলেও তাঁর উল্লেখ আছে। উক্ত আছে—“অক্ষয়মতিঃ সিতো হস্তাভ্যাম্ জ্ঞানামৃতকলশধারী।” “অক্ষয়মতি হচ্ছেন বর্ণে সাদা এবং তাঁর দুটি হাত ধরে আছে পাত্র যাতে রয়েছে জ্ঞানের অমৃত।”

### (২) গগনগঞ্জ ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

নিম্পল্লযোগাবলীতে বোধিসত্ত্ব গগনগঞ্জের তিনটি বর্ণনা আছে। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে অথবা লাল এবং তাঁর প্রতীক ছিল কল্লুবৃক্ষ।

নিম্পল্লযোগাবলী মঞ্জুবজ্রমণ্ডলে গগনগঞ্জের বর্ণনা দিয়েছে : “গগনগঞ্জঃ সুবর্ণবর্ণো বামেদ বজ্রমুষ্টিং কট্যাং কুব্জমশ্রু দক্ষিণং গগন-ভ্রাময়ন।” “গগনগঞ্জ হচ্ছেন স্বর্ণময় বর্ণের। বামেতে তিনি ধরে আছেন মুষ্টিবদ্ধ হাতে বজ্র যা সম্ভবতঃ স্থাপিত হয়েছে কোমরের

নিম্নভাগে। আবার ডান হাত সঞ্চালন করছে উপরদিকে আকাশে।” নিম্পল্লযোগাবলীতে ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে এক বর্ণনা আছে : “গগনগঞ্জঃ পীতঃ সর্বোৎকৃষ্টমগিভূদ্ বামেন ভদ্র-ঘটাবলম্বিতকল্পবৃক্ষং দধান।”<sup>৮১</sup> “গগনগঞ্জ হচ্ছেন হরিজাত এবং ডান হাতে চিন্তামার্গ দেখাচ্ছেন। তিনি বাম হাতে শুভলক্ষণযুক্ত পাত্র ধরে আছেন যার থেকে একটি কল্পবৃক্ষ ঝুলছে ” নিম্পল্লযোগাবলী তারপর তাঁকে ঈর্গতি পরিশোধনমণ্ডলে উল্লেখ করেছে : “গগনগঞ্জঃ সিতপীতঃ সর্বোৎকৃষ্টমগিভূদ্ বামেন ভদ্র-ঘটাবলম্বিতকল্পবৃক্ষং দধান।”<sup>৮২</sup> “গগনগঞ্জের গায়ের রং ঈষৎ সাদা হলদে। তিনি ডান হাতে পদ্মের উপর ধরে আছেন ধর্মগঞ্জ, যখন তাঁর বাম হাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপিত আছে।”

এমন কি সাধনমালা লোকনাথসাধনে গগনগঞ্জকে উল্লেখ করেছে : “গগনগঞ্জো রক্তবর্ণো নীলোৎপলবরপ্রদঃ।”<sup>৮৩</sup> গগনগঞ্জ হচ্ছেন রক্ত বর্ণের, নীলপদ্ম ধরে আছেন এবং তাঁর দুই হাতে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন।”

### (৩) সাগরমতী ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব )

#### ( সাগর মন )

বোধিসত্ত্ব সাগরমতী ছিলেন বর্ণে সাদা, তাঁর প্রতীক ছিল সমুদ্রের ঢেউ অথবা শাঁখ।

নিম্পল্লযোগাবলীতে সাগরমতীর উল্লেখ আছে : “সাগরমতিঃ সিতো হস্তদ্বয়প্রসারিতঃ সর্বাঙ্গুলিভিস্তরঙ্গাভিনয়ী।”<sup>৮৪</sup> “সাগরমতী হচ্ছেন শ্বেতবর্ণের, তাঁর হস্তদ্বয় প্রসারিত এবং আঙ্গুলগুলো সমুদ্রের ঢেউ প্রদর্শন করছে।” নিম্পল্লযোগাবলী তারপর তাঁকে ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে উল্লেখ করেছে : “সাগরমতিঃ সিতঃ সর্বোৎকৃষ্টমগিভূদ্ বামেন বজ্রধৃগ্গম্ দধান।” সাগরমতী হচ্ছেন বর্ণে সাদা। তিনি ডান হাতে শাঁখ ধরে আছেন এবং বাম হাতে ধরে আছেন একটি বজ্র চিহ্নিত তরবারি।”

(৪) বজ্রগর্ভ ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব )

( বজ্রের গর্ভ )

বোধিসত্ত্ব বজ্রগর্ভ ছিলেন নীল অথবা ঈষৎ নীলাভ সাদা। তাঁর প্রতীক ছিল দশভূমিক ধর্মগ্রন্থ।

নিপ্পল্লযোগাবলীতে বজ্রগর্ভের বর্ণনা আছে—“বজ্রগর্ভো নীলোৎপলদলবর্ণো দক্ষিণেন বজ্রম্ বামেন দশভূমিকপুস্তকধরঃ।”<sup>৮৪</sup> “বজ্রগর্ভ হচ্চেন নীল পদ্মের পাপড়ির বর্ণের এবং ডান হাতে বজ্র ধরে আছেন এবং বাম হাতে ধরে আছেন দশভূমিক নামক গ্রন্থ।” পুনরায় নিপ্পল্লযোগাবলী তুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলে তাঁকে বর্ণনা করেছে : “বজ্রগর্ভো নীলসিতঃ সর্বোন নীলোৎপলধরঃ কটিনাস্তবাম-মুষ্টিঃ।” বজ্রগর্ভ হচ্চেন ঈষৎ নীলাভ শ্বেত বর্ণের এবং নীলপদ্ম ডান হাতে ধরে আছেন যখন মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপিত রয়েছে।”

(৫) চন্দ্রপ্রভ ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( চন্দ্রের প্রভা )

বোধিসত্ত্ব চন্দ্রপ্রভ ছিলেন বর্ণে সাদা। তাঁর প্রতীক ছিল পদ্মের উপর চন্দ্র।

নিপ্পল্লযোগাবলী চন্দ্রপ্রভের বর্ণনা দিয়েছে : “চন্দ্রপ্রভঃ চন্দ্রবর্ণো বামনোৎপলস্থচন্দ্রমণ্ডলধারী দক্ষিণেন বরদঃ।”<sup>৮৫</sup> “চন্দ্রপ্রভ হচ্চেন চন্দ্রের মত সাদা। তিনি তাঁর বাম হাতে পদ্মের উপর মণ্ডল ধরে আছেন এবং তাঁর ডান হাতে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন।” তারপর নিপ্পল্লযোগাবলী ধর্মধাতুবার্গীশ্বর মণ্ডলে বলেছে “চন্দ্রপ্রভঃ শুভ্রঃ সর্বোন বজ্রচক্রং বামেন পদ্মস্থচন্দ্রমণ্ডলম্ ধন্তে।” “চন্দ্রপ্রভ হচ্চেন বর্ণে সাদা, তিনি তাঁর ডান হাতে বজ্র চিহ্নিত ভারী মণ্ডল ধরে আছেন, এবং বাম হাতে পদ্মের উপর চন্দ্রের মণ্ডল ধরে আছেন।” নিপ্পল্লযোগাবলীতে-তুর্গতিপরিশোধনমণ্ডলে তাঁর বর্ণনা আছে : “চন্দ্রপ্রভঃ শুভ্রঃ

সবোন পদ্মস্চচন্দ্রবিন্দুম্ বিভাণঃ কটিস্থবামমুষ্টিঃ ।” চন্দ্রপ্রভ হচ্ছেন বর্ণে সাদা। তিনি তাঁর ডান হাতে পদ্মের উপর চন্দ্র ধরে আছেন এবং মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপিত হয়েছে ।”

### (৬) জালিনিপ্রভ ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( সূর্যের প্রভা )

বোধিসত্ত্ব জালিনিপ্রভ সূর্যপ্রভ রূপে পরিচিত হয়েছিলেন । তাঁর বর্ণ ছিল লাল এবং তাঁর প্রতীক ছিল সূর্য-চাকতি ।

নিষ্পন্নযোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে জালিনিপ্রভকে উল্লেখ করেছে : “জালিনিপ্রভো রক্তো বামনোৎপলস্বংসূর্যমণ্ডলধারী সবোন বরদঃ” ১৮৬ “জালিনিপ্রভ হচ্ছেন রক্তবর্ণের । তিনি বাম হাতে পদ্মের উপর সূর্যের মণ্ডল ধরে আছেন এবং তিনি ডান হাতে বরদ মুদ্রা প্রদর্শন করছেন ।” পুনরায় নিষ্পন্নযোগাবলীর ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে আছে— “জালিনিপ্রভঃ সিতরক্তঃ সবোনাসিং বামনোজ্জ্বলসূর্যম্” ১৮৭ জালিনিপ্রভের গায়ের রং হচ্ছে ঈষৎ সাদা লাল । তিনি ডান হাতে অসি ধরে আছেন এবং বাম হাতে পদ্মের উপর সূর্যের চাকতি ধরে আছেন ।” তারপর নিষ্পন্নযোগাবলী দুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলে তাঁকে উল্লেখ করেছে : “জালিনিপ্রভো রক্তঃ সবোন বজ্রপঙ্করং বিভাণঃ কটিস্থবামমুষ্টিঃ ।” জালিনিপ্রভ হচ্ছেন বর্ণে লাল । তিনি ডান হাতে বজ্রপর্যঙ্ক ( বজ্র চিহ্নিত পিঙ্কর ) ধরে আছেন এবং কোমরের নিম্নভাগের উপর মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত স্থাপিত হয়েছে ।

### (৭) অমিতপ্রভ অথবা অমৃতপ্রভঃ ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব )

( অসীম আলোক, অমৃতের আলোক )

অমিতপ্রভের গায়ের রং ছিল সাদা অথবা লাল । তাঁর প্রতীক ছিল মৃদুয় পাত্র । নিষ্পন্নযোগাবলী দুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলে অমিতপ্রভকে বর্ণনা করেছে : “অমিতপ্রভঃ শুভ্রঃ মুকুটোপর্যমৃতকলশভূসব্যাকরঃ

কটিস্থবামমুষ্টিঃ”। “অমিতপ্রভ হচ্চেন বর্ণে সাদা। তাঁর ডান হাতে তিনি ধরে আছেন মাথার উপর মুকুট এবং তার উপর অমৃতের পাত্র। তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগের উপর স্থাপিত আছে।” নিম্পন্নযোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে তাঁর উল্লেখ করেছে : “অমিতপ্রভো রক্তঃ হস্তদ্বয়েন অভিষেক-কলশধারী”। “অমিতপ্রভ হচ্চেন লাল বর্ণের এবং তাঁর দুই হাতে ধরে আছেন অভিষেক-কলশ”। পুনরায় নিম্পন্নযোগাবলী ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে তাঁর বর্ণনা আছে—“অমিত-প্রভঃ সিতঃ সর্বোদ্য বিশ্বেপদ্মং বামে নাজ্জঙ্ঘকলশং বিভ্রাণঃ”। “অমিতপ্রভ হচ্চেন সাদা বর্ণের। তিনি ডান হাতে বিশ্বপদ্ম ধরে আছেন এবং বাম হাতে ধরে আছেন পদ্মের উপর পাত্র”।

### (৮) প্রতিভানকুট : ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

নিম্পন্নযোগাবলী এর বিবরণে বোধিসত্ত্ব প্রতিভানকুটে বর্ণনা করেছে। তাঁর বর্ণ ছিল সবুজ। তারপর এর দ্বিতীয় বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি ছিলেন হলুদ বর্ণের। অবশেষে বলা হয় যে তিনি লাল বর্ণের ছিলেন। নিম্পন্ন-যোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে তাঁকে উল্লেখ করেছে : “প্রতিভানকুট ছিলেন সবুজ বর্ণের। তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোলেতে স্থাপিত হয়েছে, এবং তিনি ডান হাতে চাবুক সঞ্চালন করছেন”। নিম্পন্ন-যোগাবলী তারপর তাঁকে ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে বর্ণনা করেছে : “প্রতিভানকুটঃ পৌতো দক্ষিণেন ছোটিকাং বামে ন পদ্মস্কৃপাণাং ধত্তে”।<sup>৬৮</sup> প্রতিভানকুট হচ্চেন হলুদ বর্ণের। তিনি ডান হাতে ছোটিকা প্রদর্শন করছেন এবং বাম হাতে ধরে আছেন পদ্মের উপর স্থাপিত একটি তরবারি”। নিম্পন্নযোগাবলী তারপর তুর্গতি-পরিশোধন মণ্ডলে তাঁর এক বিবরণ দিয়েছে : “প্রতিভানকুটঃ রক্তঃ সর্বোদ্যস্বমুকুটধারি কটিস্থবামমুষ্টিঃ”। “প্রতিভানকুটের গায়ের রং হচ্ছে লাল। তিনি ডান হাতে পদ্মের উপর স্থাপিত মুকুট ধরে আছেন,

যখন তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপন করা আছে”। প্রতিভানকুটের প্রতীক ছিল চাবুক।

### (৯) সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

( যিনি ধ্বংস করেন দুঃখ এবং ক্ষুভতা বা নিষ্ক্রিয়তা )

নিষ্পন্নযোগাবলী এর তিন স্থানে সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতিকে উল্লেখ করেছে। এর স্বর্ণমাণ্ডলি থেকে আমরা জানতে পারি যে দুই স্থানে তিনি ছিলেন হলুদ বর্ণের অথবা তাঁর গায়ের রং ছিল স্বর্ণাভ। ‘অথবা তিনি ছিলেন ঈষৎ সাদা হলুদ বর্ণের ; এবং তাঁর তৃতীয় বিবরণে তাঁর বর্ণ ছিল লাল। নিষ্পন্নযোগাবলী জুগতিপরিশোধ তাঁকে উল্লেখ করেছে : “সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতিঃ সিতপীতমিশ্রবর্ণঃ দণ্ডভৃৎসব্যকরঃ কটিস্থবামমুষ্টিঃ।”<sup>৮৯</sup> সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি হচ্ছেন মিশ্রিত সাদা এবং হলুদ বর্ণের। তিনি ডান হাতে ধরে আছেন লাঠি এবং তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপিত রয়েছে।” নিষ্পন্নযোগাবলী তারপর মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে তাঁর সম্বন্ধে বলে : “সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতিঃ কনককাস্তিঃ হস্তদ্বয়-সম্পূর্ণটেন প্রহার্যভিনয়ী।” “সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতির গায়ের রং হচ্ছে স্বর্ণময়। তিনি করতালু থেকে করতালু সংযুক্ত দুই হাতে প্রহারের ভঙ্গী প্রদর্শন করছেন।” তারপর নিষ্পন্নযোগাবলীতে ধর্মধাতুবাগীশ্বর মণ্ডলে তাঁর একটি বর্ণনা আছে : “সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতিঃ কুম্ভকুমবর্ণঃ সবেয়ান পঞ্চসূচিককুলিশম্ বামেয় শক্তিং দধান।”<sup>৯০</sup> “সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি হচ্ছেন কুমকুমের (সিন্দূরের) ন্যায় লাল বর্ণের। ডান হাতে তিনি ধরে আছেন পাঁচটি চামড়ার সরু ফালির সঙ্গে বজ্রকে এবং বাম হাতে ধরে আছেন শক্তিকে ( বল্লম বা বর্শা )।”

চীন দেশীয় সংগ্রহতে তমোদ্ঘাতমতি রূপে এবং শোকনির্ঘাতমতি রূপে বোধিসত্ত্ব সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতিকে উল্লেখ করেছে।

সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতির প্রতীক ছিল দণ্ড।

(১০) গন্ধহস্তি ( ধ্যানী বোধিসত্ত্ব )

নিম্পন্নযোগাবলী দুইবার বোধিসত্ত্ব গন্ধহস্তিকে উল্লেখ করেছে। তাঁর বর্ণ ছিল সবুজ অথবা ঈষৎ সাদা সবুজ। তাঁর প্রতীক ছিল হাতের শুণ্ড ( অথবা শুঁড় ) অথবা শাঁখ।

নিম্পন্নযোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলেতে গন্ধহস্তিকে উল্লেখ করেছে : “গন্ধহস্তিঃ শ্যামোবামেন কমলস্থহস্তিকরধারী সর্বোদয় বরদঃ।” গন্ধহস্তি হচ্ছেন সবুজ বর্ণের এবং বাম হাতে ধরে আছেন একটি পদ্মের উপর একটি হাতের শুণ্ড ( শুঁড় )। ডান হাত প্রদর্শন করছেন বরদ মুদ্রা।” নিম্পন্নযোগাবলী তারপর তুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলে তাঁর এক বিবরণ দিয়েছে—“গন্ধহস্তিঃ সিতশ্যামঃ সর্বোদয় গন্ধবর্ণশঙ্খধরঃ কটিন্ধবাম-মুষ্টিঃ।” “গন্ধহস্তি হচ্ছেন বর্ণে ঈষৎ সাদা সবুজ বা সাদাটে সবুজ। তিনি তাঁর ডান হাতে ধরে আছেন চন্দনগন্ধযুক্ত শাঁখ। মুষ্টিবদ্ধ বামহাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপিত আছে।”

(১৩) জ্ঞানকেতু ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

নিম্পন্নযোগাবলী জ্ঞানকেতুর দুটি প্রতিমূর্তির উল্লেখ করেছে। তাঁর বর্ণ ছিল হলুদ অথবা নীল। তাঁর প্রতীক ছিল চিন্তামণি মণির সঙ্গে পতাকা। নিম্পন্নযোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে জ্ঞানকেতুকে উল্লেখ করেছে : “জ্ঞানকেতুঃ পীতো বামেন চিন্তামণি-ধ্বজধারী সর্বোদয় বরদঃ।” “জ্ঞানকেতু হচ্ছেন বর্ণে হলুদ। তিনি তাঁর ডান হাতে ধরে আছেন চিন্তামণি মণির সঙ্গে চিহ্নিত পতাকা। বাম হাত প্রদর্শন করছে বরদমুদ্রা। পুনরায় নিম্পন্নযোগাবলী তুর্গতিপরিশোধন মণ্ডলে তাঁর বর্ণনা দিয়েছে : “জ্ঞানকেতুঃ নীলঃ চিন্তামণিধ্বজভৃদক্ষিণ-পাণিঃ কটিন্ধবামমুষ্টিঃ।” “জ্ঞানকেতু হচ্ছেন বর্ণে নীল। তিনি ধরে আছেন তাঁর ডান হাতে চিন্তামণি মণির সঙ্গে চিহ্নিত পতাকা। বাম হাত কোমরের নিম্নভাগের উপর স্থাপন করা আছে।”



## (১২) ভদ্রপাল (খ্যানী-বোধিসত্ত্ব)

নিষ্পন্নযোগাবলী বোধিসত্ত্ব ভদ্রপালের ছুটি প্রতিমূর্তি দিয়েছে। তাঁর বর্ণ ছিল লাল অথবা সাদা। তাঁর প্রতীক ছিল মণি।

নিষ্পন্নযোগাবলী মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে ভদ্রপালের উল্লেখ আছে : “ভদ্রপালো রক্তবর্ণো বামেন রত্নভৃদ্ধক্ষিণেন বরদঃ।” “ভদ্রপাল হচ্ছেন রক্ত বর্ণের। তিনি বাম হাতে ধরে আছেন মণি, যখন ডান হাত প্রদর্শন করছে বরদ মুদ্রা”। পুনরায় নিষ্পন্নযোগাবলী দুর্গতি-পরিশোধন মণ্ডলে তাঁকে উল্লেখ করেছে : “ভদ্রপালঃ শুভ্রঃ সর্বো ন সঙ্কাল-রত্নধারি কটিন্ধবামমুষ্টিঃ”। ভদ্রপাল হচ্ছেন সাদা বর্ণের। তিনি ধরে আছেন তাঁর ডান হাতে উজ্জ্বল মণি, এবং তাঁর মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগে স্থাপিত রয়েছে”।

## (১৩) সর্বাপায়ঞ্জহ (খ্যানী-বোধিসত্ত্ব)

(সকল দুঃখের ধ্বংসকারী)

বোধিসত্ত্ব সর্বাপায়ঞ্জহ অপায়ঞ্জহ নামেও পরিচিত হয়েছিলেন। নিষ্পন্নযোগালী তাঁর দুটি প্রতিমূর্তির উল্লেখ করেছে। তাঁর বর্ণ ছিল সাদা এবং তাঁর প্রতীক ছিল পাপ অপসারণের প্রতীক অঙ্কুশ।

নিষ্পন্নযোগাবলী থেকে আমরা সর্বাপায়ঞ্জহের বর্ণনা মঞ্জুবজ্র মণ্ডলে পাই। এখানে বলা হয়েছে : সর্বাপায়ঞ্জহঃ শুক্লো হস্তদ্বয়েন পাপ-ক্ষেণাভিনয়ী”। সর্বাপায়ঞ্জহ হচ্ছেন শ্বেত বর্ণের, তাঁর দুই হাতে তিনি প্রদর্শন করছেন সকল পাপগুলির অপসারণের কাজ। পুনরায় নিষ্পন্নযোগাবলী দুর্গতি পরিশোধন মণ্ডলে তার সম্বন্ধে বলে : অপায়ঞ্জহঃ শ্বেতো’ঙ্কুশভৃতকব্ধয়ঃ”। “অপায়ঞ্জহ হচ্ছেন সাদা বর্ণের। উভয় হাতে তিনি বহন করছেন অঙ্কুশ”।

## (১৪) অমোঘদর্শী (খ্যানী-বোধিসত্ত্ব)

নিষ্পন্নযোগাবলী বোধিসত্ত্ব অমোঘদর্শীর কেবল একটি প্রতিমূর্তি

উল্লেখ করেছে। তাঁর বর্ণ ছিল হলুদ এবং তাঁর প্রতীক ছিল পদ্ম। নিষ্পন্নযোগাবলীতে দুর্গতি পরিশোধন মণ্ডলে বোধিসত্ত্ব অমোঘদর্শীর এক বর্ণনা আছে : “অমোঘদর্শী পীতঃ সমেত্রাস্তোজভূদ্-দক্ষিণকরঃ কটিস্থবামমুষ্টিঃ”। “অমোঘদর্শী হচ্ছেন হলুদ বর্ণের। তাঁর ডান হাতে তিনি ধরে আছেন মূল শাঁসের সঙ্গে পদ্মকে, যখন মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগেতে স্থাপিত আছে”।

### (১৫) সুরংগম ( ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব )

নিষ্পন্নযোগাবলী থেকে আমরা বোধিসত্ত্ব সুরংগম সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। তাঁর বর্ণ ছিল সাদা এবং তাঁর প্রতীক ছিল তরবারি। নিষ্পন্নযোগাবলী দুর্গতিপরিশোধনমণ্ডলে তাঁর বর্ণনা দিয়েছে : “সুরংগমঃ শুভ্রঃ সর্বোদরঃ কটিস্থবামমুষ্টিঃ”। “সুরংগম হচ্ছেন স্বেতবর্ণের। তিনি ডান হাতে তরবারি ধরে আছেন, যখন মুষ্টিবদ্ধ বাম হাত কোমরের নিম্নভাগেতে স্থাপিত আছে।”

## শাবটীকা

- ১। গেটি, গ, ন, বু, পৃ: ৪৪-৪৫  
২। ওয়াভেল, লামাইজ্‌ম, পৃ: ৩৫৪  
৩। ভট্টাচার্য্য, আই, বি, অহি, পৃ: ৮২-৮৩; নিম্নরথোগাবলী, পৃ:  
৪৬-৫০, ৬৭  
৪। গেটি, ঐ, পৃ: ৪৫-৪৬  
৫। গর্ডন, আই, টি, লা, পৃ: ৩১  
৬। গেটি, ঐ পৃ: ৪৬  
৭। গর্ডন, ঐ, থু: ৩৫৫  
৮। গেটি ঐ, পৃ: ৪৬  
৯। ঐ; গর্ডন ঐ পৃ: ৫৯  
১০। গেটি, ঐ পৃ: ৪৭  
১১। ভট্টাচার্য্য, ঐ পৃ: ৮৩  
১২। ঐ  
১৩। ঐ  
১৪। ঐ  
১৫। গেটি, ঐ পৃ: ৫০  
১৬। ঐ  
১৭। ভট্টাচার্য্য ঐ পৃ: ৯৮  
১৮। ঐ পৃ: ৮৯  
১৯। গর্ডন, ঐ পৃ: ৬২  
২০। ভট্টাচার্য্য „ পৃ: ১৩৭  
২১। „ পৃ: ১৪০  
২২। „ পৃ: ১২৫  
২৩। „ পৃ: ১৩৮  
২৪। „ পৃ: ১৩৬  
২৫। „ পৃ: ১৩৩  
২৬। „ পৃ: ১৩৪

- ২৭। কট্টাচার্য্য পৃ: ১৩৫  
 ২৮। „ পৃ: ১৩২  
 ২৯। „ পৃ: ১৩২  
 ৩০। „ পৃ: ১৩০  
 ৩১। „ পৃ: ১৩১  
 ৩২। ওয়াডেল „ পৃ: ৩৫৭  
 ৩৩।  
 ৩৪। ভট্টাচার্য্য „ পৃ: ১২৮-১২৯  
 ৩৫। গর্ডন, „ পৃ: ৬৬  
 ৩৬। „ পৃ: ৩৩  
 ৩৭। গেট্টি, „ পৃ ১০১  
 ৩৮। „ পৃ: ৮১ ; নিম্পন্নযোগাবলী, পৃ: ৫৮  
 ৩৯। ভট্টাচার্য্য, „ পৃ: ৮৫  
 ৪০। গেট্টি „ পৃ: ১০৩-১০৪  
 ৪১। ভট্টাচার্য্য „ পৃ: ৯৩  
 ৪২। „ পৃ: ৬৯  
 ৪৩। গর্ডন „ পৃ: ৩৩  
 ৪৪। ভট্টাচার্য্য „ পৃ: ৯৪ ; নিম্পন্নযোগাবলী, পৃ: ৫০  
 ৪৫। গেট্টি, „ পৃ: ১১০ ; ওয়াডেল „ ৩৫৫  
 কারও কারও মতে ‘মঞ্জু’ শব্দের ‘মঞ্জু’ সম্ভবতঃ একটি বোধিচারিয়ান শব্দ  
 যার সঙ্গে সংস্কৃত ‘কুমার’ ( বংশগত রাজকুমার ) শব্দের সাদৃশ্য আছে ।  
 —ইলিয়ট্, হিন্‌ইজ্‌ম্, এণ্ড বুদ্ধিজ্‌ম্, ভাগ ৩, পৃ: ২২১  
 ৪৬। ওয়াডেল, „ পৃ: ৩৫৫  
 ৪৭। গেট্টি „ পৃ: ১১১ ; ভট্টাচার্য্য „ পৃ: ১০১ ;  
 আর, এল, মিজ, সংস্কৃত বুদ্ধিষ্ট লিটারেচার অব্ নেপাল, পৃ: ২৪৯-২৫৮ ;  
 ৪৮। গেট্টি, „ পৃ : ১১১  
 ৪৯। „  
 ৫০। ভট্টাচার্য্য, „ পৃ: ৯৪  
 ৫১। „ পৃ: ৯৫  
 ৫২। „ পৃ: ১১৩ ; সাধনমালা, পৃ: ১০৯

୧୩ ।	ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୃ: ୧୧୩	୧୨ ।	ଗେଢ଼ି, ପୃ: ୧୧୩ ; ଗର୍ଭନ,
୧୪ ।	ଗର୍ଭନ, ,, ପୃ: ୭୮	୧୩ ।	,, ପୃ: ୧୦୨      ପୃ: ୧୦
୧୫ ।	„	୧୪ ।	,, ପୃ: ୧୧୪
୧୬ ।	ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ,, ୧୧୩ ; ସାଧନମାଳା,	୧୫ ।	ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୃ: ,, ୮୨
୧୭ ।	ଗର୍ଭନ; ,, ପୃ: ୭୨      ପୃ: ୧୪୦	୧୬ ।	
୧୮ ।	ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ,, ପୃ: ୧୨୦	୧୭ ।	ଗେଢ଼ି, ,, ପୃ: ୧୧୫
୧୯ ।	ଗେଢ଼ି ,, ପୃ: ୧୨୧	୧୮ ।	
୨୦ ।	„	୧୯ ।	ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ,, ପୃ ୮୫
୨୧ ।	ଗର୍ଭନ ,, ପୃ: ୭୨	୨୦ ।	
୨୨ ।	ଗେଢ଼ି ,, ପୃ: ୧୧୩	୨୧ ।	,, ପୃ: ୮୬
୨୩ ।	ପୃ: ୧୧୩ ; ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ,, ପୃ: ୧୧୪	୨୨ ।	,, ପୃ: ୮୭
୨୪ ।	ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ,, ପୃ: ୧୧୫	୨୩ ।	
୨୫ ।	,, ପୃ: ୧୧୮ ; ସାଧନମାଳା, ପୃ: ୧୬୩	୨୪ ।	,, ପୃ: ୮୮
୨୬ ।	,, ପୃ: ୧୧୨	୨୫ ।	,, ପୃ: ୮୯
୨୭ ।		୨୬ ।	,, ପୃ: ୯୦
୨୮ ।	,, ପୃ: ୧୦୫	୨୭ ।	
୨୯ ।	ପୃ: ୧୧୭	୨୮ ।	ପୃ: ୯୧
୩୦ ।		୨୯ ।	,, ପୃ: ୯୨
୩୧ ।	ପୃ: ୧୧୫-୧୧୬	୩୦ ।	

## চতুর্থ অধ্যায়

### বুদ্ধগণ

বুদ্ধগণ<sup>১</sup> সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ। মহাযানাদের মতে বুদ্ধগণের সংখ্যা অনন্ত। গঙ্গানদীর বালুকাগাশির যে সংখ্যা তার চেয়ে বেশী হচ্ছে বুদ্ধগণের সংখ্যা।<sup>২</sup> কিন্তু শাক্যমুনি বুদ্ধের পূর্বে যে সকল বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। নেপালী মহাযানীরা তাঁদের দেশে সহস্রবুদ্ধের কল্পনা করেছেন, যার থেকে তিব্বতীরাও এই সম্বন্ধে ধারণা পোষণ করেন। তিব্বতী কাঞ্জের প্রথম খণ্ডে এর কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে চীনদেশে এই সহস্রবুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। চীনেও তুং-হোয়াও প্রদেশে সহস্রবুদ্ধের ( শিয়েন-ফে-তোং ) মন্দির রয়েছে।

### মানুষ বুদ্ধগণ :

মহাযানে বুদ্ধের ত্রিকায় মতবাদকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ আমরা আদিবুদ্ধের কথা বলতে পারি। তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভু এবং ধ্যানী বুদ্ধগণের জন্মদাতা। এই সকল ধ্যানী বুদ্ধ থেকে বোধিসত্ত্বগণের উৎপত্তি হয়েছে। এরপর মানুষী বুদ্ধগণের আবির্ভাব। ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণেরই প্রতিচ্ছবি হচ্ছে এই সকল নম্বর দেহধারী মানুষী বুদ্ধ। তাঁরা মানবজাতিতে শিক্ষা দেবার জন্য স্বল্পকাল পৃথিবীতে অবস্থান করেন। ধ্যানী বুদ্ধগণ ধর্মকায় নিয়ে নির্বাণে অবস্থান করেন। অল্পদিকে ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ সম্ভোগকায় নিয়ে স্বর্গে বাস করেন। আর মানুষী বুদ্ধগণ নম্বর নির্মাণকায় নিয়ে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে স্বল্পকাল অবস্থান করেন। এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে প্রত্যেক ধ্যানীবুদ্ধ হচ্ছেন এক একটি কালচক্রের অধীশ্বর এবং সেই বুদ্ধের ধ্যানী বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন এই কালচক্রের স্রষ্টা। তারপর তাঁরই মানুষীবুদ্ধ এই কালচক্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি হচ্ছেন সেই কালচক্রের শিক্ষক এবং নম্বর প্রতিনিধি। ইতিপূর্বে তিনটি কালচক্র অতিবাহিত হয়ে গেছে। আমরা এখন চতুর্থ কালচক্রে বাস করছি। এই কালচক্রের অধীশ্বর হচ্ছেন

অমিতাভ বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর হচ্ছেন এই কালচক্রের শ্রষ্টা এবং শাক্যমুনি ছিলেন এই কালচক্রের মানুষী বুদ্ধ। শাক্যমুনির মহাপরিনির্বাণের পাঁচ হাজার বৎসর পরে পরবর্তী বা পঞ্চম কালচক্রের সৃষ্টি হবে। মানুষী বুদ্ধগণ মানবজাতির কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়ে স্বল্পকাল ধর্মপ্রচার করে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। মানুষীবুদ্ধ শাক্যমুনি এই কালচক্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বর্তমান কালচক্রে হচ্ছে ত্রিকায় মতবাদের চতুর্থ কালচক্র। ভাবী মানুষীবুদ্ধ মৈত্রেয় এখন তুষ্টিত স্বর্গে অবস্থান করছেন। তিনিই হবেন পঞ্চম কালচক্রের মানুষীবুদ্ধ। কার্ণের মতে<sup>১</sup> অতীতে যেমন তথাগতগণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, ভবিষ্যতেও হবেন। মৈত্রেয় হবেন ভাবীবুদ্ধ। তাঁর গৃহীনাম হবে অজিত। তিনি এখন বোধিসত্ত্বরূপে তুষ্টিত স্বর্গে অবস্থান করছেন। এই সকল মানুষী বুদ্ধের গৈরিকবস্ত্র, উর্ণা, উকীষ এবং দীর্ঘ ও লম্বিত কর্ণধর থাকে। তাঁদের মুকুট বা অলঙ্কার থাকে না। তাঁদের বন্ধদেশ অনাবৃত। তাঁরা সাধারণতঃ পদ্মাসন মুদ্রায় সমাসীন থাকেন। তবে মাঝে মাঝে দণ্ডায়মান ভঙ্গীতেও তাঁদের দেখা যায়।

আদিবুদ্ধের ধারা থেকে জানা যায় যে পূর্ব পূর্ব জন্মে বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করতে করতে এই মানুষীবুদ্ধ শাক্যমুনি বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। যে বোধিবীজ আদিবুদ্ধের মধ্যে বর্তমান তারই একটি অংশ শাক্যমুনি লাভ করেছিলেন এবং তিনি তথাগত হয়েছিলেন। তিনি পুনর্জন্মকে ক্ষয় করে নির্বাণ লাভ করেছিলেন অর্থাৎ আবার সেই আদিবুদ্ধের মধ্যে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। যে সকল মহাযানী সম্প্রদায় আদিবুদ্ধের ধারণা অস্বীকার করেন তাঁদের মতে মানুষীবুদ্ধ ধ্যানীবুদ্ধ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকেন। ত্রিকায়ের মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক বুদ্ধের তিনটি কায় আছে অর্থাৎ একই সময়ে ত্রিজগতে তাঁর তিনটি রূপ—যেমন, (১) পৃথিবীতে মানুষীবুদ্ধ নম্বর এবং তাপস। তিনি এই পৃথিবীতে অসংখ্যবার জন্ম নিয়ে বোধিলাভের জন্য উপযুক্ত নির্মাণকায় লাভ করেছেন। (২) নির্বাণে তিনি ধ্যানীবুদ্ধের বিমূর্ত

পবিত্রতার প্রতীকরূপে যথার্থ বোধির ধর্মকায় অবস্থায় বর্তমান। (৩) রূপধাতুর স্বর্ণশুলিতে ধ্যানী বোধিসত্ত্বরূপে সর্বোত্তম স্তরের কায় সম্ভোগকায়ের অবস্থায়।<sup>৫</sup> ই, আইটেল<sup>৬</sup> তাঁর চৈনিক বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থে স্বভাবকায় নামক চতুর্থ কায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। বি. এইচ. হুজসন<sup>৭</sup> তাঁর Essays on the Language, Literature and Religion of Nepal and Tibet গ্রন্থে বুদ্ধের পঞ্চকায়ের কথা উল্লেখ করেছেন—নির্মাণকায়, ধর্মকায়, সম্ভোগকায়, মহাহৃৎকায় এবং জ্ঞানকায়।

মানুষি বুদ্ধের দেহ ভৌতিক, দৃশ্যমান এবং নশ্বর। তাঁর মনুষ্যাকৃতি হয় বলে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু আছে। বুদ্ধরূপে নয়, বোধিসত্ত্বরূপেই তাঁর আবির্ভাব হয় পৃথিবীতে। শাক্যমুনি যেমন বোধিবৃক্ষমূলেই বোধিলাভ করেছিলেন, তদ্রূপ সকল মানুষি-বুদ্ধই বোধিলাভের সেই চূড়ান্ত সময় না আসা পর্যন্ত বোধিসত্ত্বরূপেই বারবার জন্মগ্রহণ করেন। পুষে<sup>৮</sup> বলেন ;<sup>৯</sup> বোধিলাভের পরে তথাগতের পার্থিব, মানবীয়, স্বর্গীয় বা লৌকিক কিছুই থাকেনা। অতএব তাঁর বাহ্যিক রূপ হচ্ছে মনোময় কায় যা বুদ্ধত্ব লাভের পরে বোধিসত্ত্বের অবশিষ্ট থাকে।

মহাযানীদের মতে বুদ্ধত্বলাভের পরে প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ এবং অশীতি প্রকার বিশেষ চিহ্ন উৎপন্ন হয়। মহাবস্তুর মতে বোধিসত্ত্বের অন্তিম জন্মে এই সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণ আবির্ভূত হয়। পুষে<sup>১০</sup>র মতে ঐ সমস্ত মহাপুরুষ লক্ষণ প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মধ্যেই বীজরূপে বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেক জন্মে সেইগুলি বর্ধিত হয় এবং অন্তিম জন্মে সেইগুলি বিশেষভাবে প্রকটিত হয়।

ললিতবিস্তরে ষট্‌পঞ্চাশৎ তথাগতের উল্লেখ আছে। শেষে সাতজন তথাগতকে সপ্তমানুষি বুদ্ধ বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন পূর্ব কল্পের বিপঞ্জী, শিখী, বিশ্বভূ এবং বর্তমান কল্পের ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কান্তপ এবং শাক্যমুনি। কখনও বা দীপঙ্কর এবং



রত্নগর্ভকে এর অন্তর্গত করা হয়। এই দুইজনকে নিয়ে বুদ্ধের সংখ্যা হয় সাতজন। পরবর্তীকালে আমরা চতুর্বিংশতি বুদ্ধের উল্লেখ পাই। গৌতম বুদ্ধ হচ্ছেন পঞ্চবিংশতিতম। তাঁকে নিয়ে বুদ্ধগণের সংখ্যা হয় পঞ্চবিংশতি। কোন কোন ক্ষেত্রে শেষের সাতজনকেই প্রধান বুদ্ধ বলা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন ভাবী বুদ্ধ মৈত্রেয়। কার্ণের মতে আদি বৌদ্ধধর্মে চতুর্বিংশতি বুদ্ধের কথা জানা যায়, যেমন, দীপঙ্কর, কোণ্ডঞ্‌ঞ, মঙ্গল, সূমন, রেবত, সোভিত, অনোমদসূসী, পহুম, নারদ, পহুমত্তর, সূমেধ, সূজাত, পিয়দসূসী, অখদসূসী, ধম্মদসূসী, সিদ্ধখ, তিস্‌স, ফুস্‌স, বিপসূসী, সিখী, বেস্‌সভূ, ককুসন্ধ, কোণাগমন এবং কস্‌সপ। ‘বুদ্ধবংস’ থেকেও এই কয়জন বুদ্ধের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। দীঘনি-কায়ের মহাপদানন্ত এবং আটনাটিয় সূত্র থেকে শেষের ছয়জন বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। বর্তমান বুদ্ধ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের পূর্বে ঐ চতুর্বিংশতি বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রত্যেক বুদ্ধেরই বোধিবৃক্ষ স্বতন্ত্র ছিল। বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে “হীনযানীরা তাঁদের প্রাথমিক অবস্থাতে চতুর্বিংশতি অতীত বুদ্ধের কথা স্বীকার করেন এবং প্রত্যেক বুদ্ধেরই বোধিবৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন। মহাযানীদের মধ্যেও বুদ্ধগণের বিভিন্ন নামের তালিকা পাওয়া যায়—তা থেকে বত্রিশজন বুদ্ধের নাম উদ্ধার করা যায়।”<sup>১১</sup> শেষের সাতজনকে তাঁরা বলেছেন মানুষি বুদ্ধ। তাঁরা হলেন : বিপঞ্জী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ এবং শাকাসিংহ। কিন্তু একমাত্র শাকাসিংহ ব্যতীত অগ্র সকল বুদ্ধের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা দেখা যায়। তবে কনকমুনি এবং ক্রকুচ্ছন্দ যে ঐতিহাসিক বুদ্ধ তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য আরও বর্ণনা করেন : “শেষের পাঁচজন বুদ্ধের সঙ্গে তাঁদের ধ্যানী বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বদের মধ্যে ঐক্যসূত্র প্রতিষ্ঠার জগৎ অনেক চেষ্টা চলেছে। এটা বলা হয়েছে যে পাঁচজন স্বর্গীয় বোধিসত্ত্ব তাঁদের পাঁচজন মরণশীল মানুষি বুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্টির কাজ সম্পূর্ণ

করে থাকেন। তিব্বতেও এই ধারণা প্রচলিত। তবে ভারতের তান্ত্রিক বৌদ্ধরা এটা বিশ্বাস করেন না। কারণ সপ্ত মানুষি বুদ্ধের আকৃতি-প্রকৃতি, রং-রূপ প্রায় একই রকমের। সকলেই পদ্মাসনে উপবিষ্ট এবং ডান হাত দিয়ে ভূমি স্পর্শ করছেন (এই ভূমিস্পর্শ মূর্ত্তা অশোভ্য বুদ্ধ থেকে ভিন্ন)। অতএব ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প থেকে বোঝা হৃদয় কোনটা কোন বুদ্ধের মূর্ত্তি বা ছবি। চিত্রশিল্পে অবশ্য সপ্ত মানুষি বুদ্ধের একই রং—হলদে অথবা সোনালী। প্রত্যেককে পৃথকভাবে চেনা মুশ্কিল, তবে সাতজনকে একসঙ্গে দেখলে মনে করা হয় ঐ সাতজন হচ্ছেন মানুষি বুদ্ধ। কখনও তাঁদের দেখা যায় বিশেষ কোন বোধিবুদ্ধের নীচে বিশেষ মূর্ত্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভারতীয় যাহ্নবরের B. G. 83 সংখ্যক মূর্ত্তিটি এই জাতীয়। ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয়কেও এই দলভুক্ত করা হয়েছে।<sup>১২</sup> শাক্যমুনি সঙ্গে থাকলে শেষের চারজন বুদ্ধকে (ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ এবং শাক্যসিংহ) যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয় এবং পূজাও করা হয়। মৈত্রেয়কেও অনেক সময় এই দলভুক্ত করে পঞ্চ বুদ্ধের পূজা করা হয়। উপরে উল্লিখিত তথাগতগণের আকৃতি ও বয়ঃসীমা এক নয়। তাছাড়া কেউ বা ক্ষত্রিয় বংশজাত, অথবা কেউ বা ব্রাহ্মণবংশজাত। ভাবীবুদ্ধ মৈত্রেয় বর্তমান বুদ্ধ শাক্যসিংহের অভিজ্ঞতাকে শৃংখলাবদ্ধ করবেন, যেমন শাক্যসিংহ তাঁর পূর্ববর্তী ছয়জন বুদ্ধের (বিপঞ্জী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি এবং কাশ্যপ) ঐতিহাসিকতাকে বিধিবদ্ধ করেছিলেন। এই সকল অতীত বুদ্ধের বোধিবুদ্ধ, ধাতুত্প, ধর্মচক্রে প্রবর্তনস্থান এবং ভিক্ষুসঙ্ঘ পৃথক পৃথক ছিল। পরের দিকে বৌদ্ধধর্মে পঞ্চবিংশতি বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নেপাল ও তিব্বতে দীপঙ্কর বুদ্ধের স্থান সর্বোচ্চে। কার্ণ মন্তব্য করেছেন :<sup>১৩</sup> “সকল তথাগতের ধর্মতা ও ধর্ম একই। গৌতম বুদ্ধ কারও সাহায্য ব্যতিরেকে স্বয়ং ধর্ম জ্ঞাত হয়েছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে তার অর্থ হ’ল এই যে, তিনি পূর্ব পূর্ব তথাগতগণের লুপ্ত ও বিস্মৃত ধর্মবাণীসমূহকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন।”

ବୁଦ୍ଧଗଣେଶ ନାମ	ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ	ବର୍ଗ	ଆସନ
କ୍ରେଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର	ଉଦୟ ହାତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାୟ ଏବଂ କୌଣ ପ୍ରତୀକ ନେଇ ।	—	ପଦ୍ମୋପର ଧ୍ୟାନାସନ
କଳକମ୍ବୁନି	ଡାନ ହାତ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାୟ ଓ ବାମ ହାତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାୟ ଏବଂ କୌଣ ପ୍ରତୀକ ନେଇ ।	—	
କାଞ୍ଚିପ	ଡାନ ହାତ ବରଦ ମୁଦ୍ରାୟ ଓ ବାମ ହାତ ଦ୍ଵାରା ଚୀବରେ ଡାଞ୍ଜ ଧୃତ ।	ହଳଦେ	ସିଂହେର ଉପର ପଦ୍ମାସନେ ଉପବିଷ୍ଠ
ଶାକାମ୍ବୁନି	ବିତର୍କ ଏବଂ ବରଦ ଅଥବା ଧର୍ମଚକ୍ର ଅଥବା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ଏବଂ ଧ୍ୟାନମୁଦ୍ରା । ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି ପାତ୍ର ।	ସୋନାଲୀ	ବ୍ରହ୍ମ ପଦ୍ମୋପର ଉପର ଧ୍ୟାନାସନ
ମୈତ୍ରେୟ	ଧର୍ମଚକ୍ର ମୁଦ୍ରା । ପ୍ରତୀକ ହେଉଛି କଳଶ, ଚକ୍ର, ମନ୍ତ୍ରକେ ଉତ୍ତମୀୟ ।	ହଳଦେ	ଭଦ୍ରାସନ

দীর্ঘনিকায়ের মহাপদান সূত্রে<sup>৪</sup> সাতজন বুদ্ধের তালিকা নিম্নরূপ

বুদ্ধের নাম	কল্প	জাতি	গোত্র	আয়ুষ্কাল	বোধিবৃক্ষ
১। বিপ্‌সসি	এখন থেকে একানব্বইতম	ক্ষত্রিয়	কোঙক্‌ঞ্‌ঞ	৮,০০০ বৎসর	পাতলি
২। সিধি	এখন থেকে একত্রিশতম	ঐ	ঐ	৭,০০০ বৎসর	পুণ্ডরীক
৩। বেসসভু	ঐ	ঐ	ঐ	৬,০০০ বৎসর	শাল
৪। ককুসঙ্ক	বর্তমান	ব্রাহ্মণ	কস্সপ	৪,০০০ বৎসর	শিরীষ
৫। কোণাগমন ....	ঐ	ঐ	ঐ	৩,০০০ বৎসর	ডুমুর
৬। কস্সপ	ঐ	ঐ	ঐ	২,০০০ বৎসর	নিম্বোধ
৭। গৌতম	ঐ	ক্ষত্রিয়	গৌতম	১০০ বৎসর	অশ্বথ

আদি-বুদ্ধ

মহাপদান স্তম্ভস্ত বর্ণনা করছে<sup>১৫</sup> : ভগবান গৌতম বুদ্ধ বলেছেন—“আজ থেকে একনবুতি কল্প পূর্বে বিপস্‌সী সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। একত্রিশৎ কল্প পূর্বে বেসম্ভূ বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন।”

বর্তমান কল্পে ককুসন্ধ বুদ্ধ, কোণাগমন বুদ্ধ, কসসপ বুদ্ধ এবং বর্তমান তথাগত বুদ্ধ ( অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ ) আবির্ভূত হয়েছেন। ওয়াডেল<sup>১৬</sup> মুদ্রা সহ সাতজন বুদ্ধের নামোল্লেখ করেছেন :

- ১। বিপশ্চী—ভুমিস্পর্শমুদ্রায়।
- ২। শিখী—বরদ মুদ্রায়।
- ৩। বিশ্বভূ—ধ্যানীমুদ্রায়।
- ৪। ক্রকুচ্ছন্দ—রক্ষামুদ্রায়।
- ৫। কনকমুনি—ধর্মপ্রচারমুদ্রায়।

এবং ৭। শাক্যমুনি—ধর্মপ্রচারমুদ্রায়।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য সপ্ত মানুষি বুদ্ধের বর্ণনা কালে তাদের সপ্ত বুদ্ধশক্তি এবং সপ্ত বোধিসত্ত্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন : “ধ্যানী বুদ্ধগণের গায় মানুষি বুদ্ধগণেরও নিজ নিজ শক্তি আছে যাদের মাধ্যমে তাঁরা তাঁদের বোধিসত্ত্বগণকে লাভ করেন। এই সকল বুদ্ধশক্তি নিম্নরূপ :

### নব্ব্বর বুদ্ধশক্তি

- |                |                |            |
|----------------|----------------|------------|
| (১) বিপশ্চন্তী | (৪) ককুদবতী    | (৭) যশোধরা |
| (২) শিখিমালিনী | (৫) কণ্ঠমালিনী |            |
| (৩) বিশ্বধরা   | (৮) মাহিধরা    |            |

ভারতে কোথাও এইগুলির বর্ণনা পাওয়া যায় নি। কেবলমাত্র শেষ যশোধরার ছোট প্রতিমূর্তি চিন-এ পাওয়া গেছে।

## নথ্বর বোধিসত্ত্বগণ

- |              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
| (১) মহামতি   | (৪) শকমংগল | (৭) আনন্দ |
| (২) রত্নধর   | (৫) কনকরাজ |           |
| (৩) আকাশগঞ্জ | (৬) ধর্মধর |           |

মরণশীল বুদ্ধগণ, তাঁদের শক্তি এবং বোধিসত্ত্বগণের মধ্যে সম্পর্ক এইরূপে দেখান হতে পারে :

নথ্বর বুদ্ধ	নথ্বর বুদ্ধশক্তি	নথ্বর বোধিসত্ত্ব
বিপশ্চি	বিপশ্চত্তী	মহামতি
শিখী	শিখিমালিনী	রত্নধর
বিশ্বভূ	বিশ্বধরা	আকাশগঞ্জ
ক্রকুচ্ছন্দ	ককুদ্বতী	শকমংগল
কনকমুনি	কণ্ঠমালিনী	কনকরাজ
কেশ	মাহিধরা	ধর্মধর
শাক্যসিংহ	যশোধরা	আনন্দ

## পঞ্চবিংশতি বুদ্ধগণ

এখন আমরা উপরে উল্লিখিত পঁচিশ জন বুদ্ধ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করব :<sup>১৭</sup>

(১) দীপঙ্কর—পঁচিশ জনের মধ্যে প্রথম বুদ্ধ। ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম। জন্মস্থান রম্যবতী। পিতা ছিলেন সূদেব এবং মাতা সূমেধা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন পত্নী এবং পুত্র উসম্ভকুশল (বা সমবতকুশল)। হংসা, কোষ্ঠা ও ময়ূরা নামক তিনটি রাজপ্রাসাদে তিনি সপরিবার দশ হাজার বৎসর অবস্থান করেছিলেন। অভিনির্ভরমণের সময় তাঁর বাহন ছিল হস্তী এবং তিনি দশ মাস কঠোর কৃচ্ছসাধন করেছিলেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল পিপ্পলী। সুনন্দ নামক আজীবক তাঁকে বোধিবৃক্ষের নীচে বসার জগু তৃণ দান করেছিলেন। তিনি শুধু বোধিলাভ করেই ক্ষান্ত হয় নি। ব্রহ্মার অনুরোধে জন-

কল্যাণের জগু তাঁর ধর্মও প্রচার করেছিলেন। তিনি সিরিষরের নন্দারামে প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। প্রায় চুরাশি হাজার অর্হৎ ভিক্ষু সব সময় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তাঁর শরীর দৈর্ঘ্যও ছিল আশি হাত। এক লক্ষ বৎসর বয়সে নন্দারামে তাঁর মহাপরি-নির্বাণ লাভ হয়। তাঁর স্তূপ ছত্রিশ যোজন ছিল উচ্চতায়। স্মৃঙ্গল এবং তিসু ছিলেন তাঁর প্রধান ভিক্ষুশিষ্য এবং নন্দা ও সুনন্দা ছিলেন প্রধান ভিক্ষুণীশিষ্যা। তাঁর সহচর ছিল ভিক্ষু সাগত ( বা নন্দ )। তপসুসু ও ভল্লিক, সিরিমা ও সোনা ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পরিনির্বাণের পর প্রায় এক লক্ষ বৎসর তাঁর ধর্ম স্থায়ী হয়েছিল।

(২) কোণ্ডুও—দ্বিতীয় বুদ্ধ। জন্মস্থান রমাবতী। পিতা ছিলেন রাজা সুনন্দ এবং মাতা সূজাতা। ক্ষত্রিয় পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর স্ত্রী ছিলেন রুচিদেবী এবং পুত্র বিজিতসেন। তাঁর গোত্রের নাম ছিল কোণ্ডুও। তাঁর দেহ উচ্চতায় ছিল আঠাশ হাত। তিনি রুচি, সুরুচি ও শুভ নামক রাজপ্রাসাদে দশ হাজার বৎসর সংসার জীবন যাপন করেছেন। তিনি রথে করে মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন এবং দশ মাস কঠোর তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সূজাতা নাম্নী শ্রেষ্ঠী কন্যা তাঁকে পায়স দান করেছিলেন। সুনন্দ আজীবক তাঁকে বোধিবৃক্ষের নীচে বসার জগু তৃণদান করে-ছিলেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল সালাকল্যাণী। অমরাবতীর নিকট দেববনে তিনি দশ কোটি ভিক্ষুকে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়ে-ছিলেন। তাঁর শিষ্যগণ তিনটি সঙ্ঘে বিভক্ত ছিলেন। প্রথম সঙ্ঘের অধিপতি ছিলেন সূভদ্র, দ্বিতীয়ের বিজিতসেন এবং তৃতীয়ের উদেন। এক লক্ষ বৎসর বয়সে চন্দারামে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহাস্থির উপর সাত যোজন উচ্চ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর প্রধান শিষ্য-শিষ্যা ছিলেন—ভদ্র, সূভদ্র, তিষ্ঠা এবং উপতিষ্ঠা। অনুরুদ্ধ ছিলেন তাঁর নিত্য সহচর। সোন, উপসোন, নন্দা এবং সিরিমা ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক।

(৩) মঞ্জল—তৃতীয় বুদ্ধ। জন্মস্থান উত্তর নগরী। পিতা উত্তর এবং মাতা উত্তরা। স্ত্রী বশবতী এবং পুত্র সিবল। তিনি নয় হাজার বৎসর সংসার জীবন যাপন করেছেন। তাঁর তিনটি স্ত্রীমা প্রাসাদ ছিল—যসবা, সূচিমা ও সিরিমা। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে মহাভিনিক্ষমণ করেছিলেন। প্রায় আট মাস কচ্ছসাধন করে তিনি বুদ্ধ হন। উত্তর গ্রামের উত্তর শ্রেষ্ঠীর কন্যা উত্তরা তাঁকে পায়ের দান করেছিলেন। উত্তর নামক আজীবক তাঁকে বোধিবৃক্ষের নীচে বসার জগু তৃণদান করেছিলেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল নাগবৃক্ষ। বুদ্ধত্ব লাভের পরে তিনি প্রায় নব্বই হাজার বৎসর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সব সময় তাঁর শরীর থেকে একটি সূক্ষ্ম প্রভা নির্গত হয়ে চন্দ্র, সূর্য তারকামণ্ডল সহ দশ সহস্র লোকধাতুকে পরিব্যাপ্ত করত। তিনি সিরিবুদ্ধের নিকট সিরিবরুত্তমকুঞ্জে প্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন। তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন সুদেব, ধম্মসেন, সিবলা এবং অশোকা। তাঁর নিত্যসেবক ছিলেন পালিত। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নন্দ, বিসাক্ষ, অফুলা ও সূতনা। উচ্চতায় তাঁর দেহ ছিল আশি হাত। বেসসর নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহাস্থির উপর ত্রিশ বোজন উচ্চ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল।

(৫) সুম্ন—চতুর্থ বুদ্ধ। মোখল নগরে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়। তাঁর পিতা ছিলেন সুদন্ত এবং মাতা সিরিমা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন নটংসিকা ও পুত্র অনুপম। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি প্রায় দশমাস কঠোর তপস্যা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল নাগবৃক্ষ। শ্রেষ্ঠীকন্যা অনুপমা তাঁকে পায়ের দান করেছিলেন। অনুপম নামক আজীবক তাঁকে তৃণদান করেছিলেন বোধিবৃক্ষের নীচে বসার জগু। তিনি মোখল নামক আশ্রমে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সরণ এবং পুরোহিতপুত্র ভবিতত্ত ছিলেন তাঁর প্রথম শিষ্যদ্বয়। তাঁর প্রধান শিষ্য-শিষ্যারা ছিলেন সরণ, ভবিতত্ত, সোণা এবং



উপসোণা। উদেন ছিলেন তাঁর নিত্য সেবক। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—বরুণ, সরণ, চালা এবং উপচালা। উচ্চতায় তাঁর দেহ ছিল নব্বুই হাত। নব্বুই হাজার বৎসর বয়সে অঙ্গারামে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর দেহাস্থির উপর চার যোজন উচ্চ স্তূপ নির্মিত হয়েছিল।

(৫) রেবত—পঞ্চম বুদ্ধ। জন্মস্থান সুধেও নগর বা সুধেওবতী। জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়। পিতা ছিলেন বিপুল এবং মাতা বিপুলা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুদসসনা এবং পুত্র বরুণ। সুদসসনা, রতনগ্ঘী ও আবল নামক তিনটি প্রাসাদে তিনি ছয় হাজার বৎসর সংসারজীবন যাপন করেছিলেন। গৃহত্যাগ করেন রথে করে। প্রায় সাত মাস তপস্শা করে বুদ্ধ হন। তাঁর বোধিবৃক্ষের নাম নাগবৃক্ষ। তাঁকে পায়ের দান করেছিলেন সাধুদেবী। বরুণিষ্কর নামক আজীবক তাঁকে বসার জগু তৃণদান করেছিলেন। তিনি বরুণারামে প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। তাঁর শিষ্ঠ-শিষ্ঠাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—বরুণ, ব্রহ্মদেব, ভদ্দা এবং সুভদ্দা। সম্ভব ছিলেন তাঁর নিত্যসেবক। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—পহুম, কুঞ্জর, সিরিমা ও যশবতী। তাঁর দেহ ছিল উচ্চতায় আশি হাত। ষাট হাজার বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

৬) সোভিত—ষষ্ঠ বুদ্ধ। জন্মস্থান সুধম্ম নগর। পিতা ছিলেন সুধম্ম এবং মাতা সুধম্মা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুমঙ্গী (মখিলা) এবং পুত্র সীহ। কুমুদ, নবির ও পহুম নামক তিনটি প্রাসাদে তিনি নয় হাজার বৎসর কাটিয়েছিলেন। তিনি প্রাসাদে থাকাকালীন সময়েই সম্যাস আরম্ভ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী স্বয়ং তাঁকে পায়ের দান করেছিলেন—তারপর সাতদিন প্রাসাদ-কামনেই অবস্থিত নাগবৃক্ষমূলে তপস্শা করে বোধি লাভ করেন। তিনি অসম ও সুনেন্ত নামক তাঁর দুই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন। তাঁরাই হয়েছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্ঠ।

নকুল ও সূজাতা ছিলেন দুই প্রধান শিষ্যা। তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রম্ম, সুদত্ত, নকুলা এবং চিত্তা। তাঁর দেহ উচ্চতায় ছিল ৫৮ হাত। আটানব্বই হাজার বৎসর বয়সে সীহারামে তিনি দেহত্যাগ করেন।

(৭) **অনোমদসুসী**—সপ্তম বুদ্ধ। জন্মস্থান চন্দ্রবতী নগরী। পিতা ছিলেন যসবা এবং মাতা যসোধরা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সিরিমা এবং পুত্র উপবন। সিরি, উপসিরি এবং বড্‌ নামক প্রাসাদে তিনি দশ হাজার বৎসর সংসারজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি পাক্কীতে চড়ে সংসার ত্যাগ করেন। দশমাস কঠোর তপস্যা করে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বোধিলাভের পূর্বে অনোমা নামক যুবতিকণ্ঠা প্রদত্ত পায়স গ্রহণ করেছিলেন। অনোম নামক আজীবক তাঁকে বসার জগু তৃণদান করেছিলেন। তিনি বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন একটি অর্জুন বৃক্ষের পাদতলে। তিনি স্তম্ভবতী নগরে সুদসুন উত্তানে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন। নিসম্ভ, অশোক, সুন্দরী এবং সুমমা ছিলেন তাঁর প্রধান ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী। নন্দিবদ্ধ, সিরিবদ্ধ, উপ্পলা এবং পহুমা ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বরুণ ছিলেন তাঁর নিত্য সেবক। তিনি তিনটি ধর্মসভার অনুষ্ঠান করেছিলেন যাতে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ৮০০,০০০, ৭০০,০০০ এবং ৬০০,০০০ ভিক্ষু। তিনি এক লক্ষ বৎসর বয়সে ধম্মারামে দেহত্যাগ করেন।

(৮) **পহুম**—পহুম ছিলেন অষ্টম বুদ্ধ। তিনি চম্পক নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন অসম এবং অসমা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন উত্তরা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন রম্ম। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি পার্থিব জীবন উপভোগ করেছিলেন দশ হাজার বৎসর তিনটি প্রাসাদে, নন্দা, সুষশা এবং উত্তরাতে। তিনি গৃহত্যাগ করার জগু একটি বথ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় আট মাস তপস্যা করেছিলেন। তিনি ধঞ্-এবতী থেকে পায়স গ্রহণ করেছিলেন। তিথক

নামে আজীবক তাঁর বসবার জগু তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি মহাসোন নামক একটি বোধি-বৃক্ষ তলে এবং বোধি-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন ধনঞ্জয় উদ্যানে। সাল এবং উপসাল ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ এবং তাঁরা তাঁর প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন। বক্রণ তাঁর নিত্য সেবক ছিলেন। রাধা এবং সুরাধা তাঁর প্রধান শিষ্য রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। ভিষ্য, অসম, রুচি এবং নন্দারাম ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর দেহ ছিল উচ্চতায় আটাল হাত। এক লক্ষ বৎসর বয়সে ধম্মারামে তাঁর মহাপরিনির্বাণ হয়েছিল।

(৯) নারদ—নারদ ছিলেন নবম বুদ্ধ। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা সুদেব এবং মাতা অনোমা। তিনি ধঞ্জ ও বতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জিতসেনা (অথবা বিজিত সেনা) ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং নন্দুত্তর ছিলেন তাঁর পুত্র। তিনি তাঁর পার্শ্ব জীবন তিনটি প্রাসাদে (জিতা, বিজিতা এবং অভিরামা) প্রায় নয় হাজার বৎসরের জন্য উপভোগ করেছিলেন। তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন পায়ে হেঁটে এবং তিনি সাত দিন ধরে কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে পায়েস দিয়েছিলেন। সুদসন ছিলেন একজন উদ্যান রক্ষাকারী। তিনি তাঁর বসবার জগু তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তাঁর বোধি-বৃক্ষ ছিল মহা-সোন। তিনি ধনঞ্জয় উদ্যানে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর দেহ ছিল উচ্চতায় অষ্টাশি কিউবিট বা হাত। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সুদসনতে নব্বই হাজার বৎসরের বয়সে। একটি স্তূপ (যা ছিল চার যোজন উচ্চ) তাঁর দেহাস্থির উপর নির্মিত হয়েছিল। ভদ্রসাল, জিতমিত্ত, উত্তরা এবং ফগুণা ছিলেন তাঁর প্রধান ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী। তাঁর নিত্য সেবক ছিলেন বসেখ, বগ্গবিন্দ, বসভ, ইন্দদেবী এবং চণ্ডী ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

(১০) **পদ্মমুত্তর**—পদ্মমুত্তর ছিলেন দশম বুদ্ধ। তিনি কত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি হংসাবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন আনন্দ এবং সুজাতা। বসুদত্তা ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং উত্তর ছিলেন তাঁর পুত্র। একথা বলা হয় যে তাঁর জন্মের এবং বোধিজ্ঞানের সময়ে দশ সহস্র চক্রবালে পদ্মের বর্ষণ হয়েছিল। তিনি তাঁর পার্থিব জীবন তিনটি প্রাসাদে—নরবাহন, যশ (যশবতী) এবং বসবন্তী প্রায় দশ হাজার বৎসরের জন্ম উপভোগ করেছিলেন। গৃহত্যাগের পর তিনি কেবলমাত্র সাত দিনের জন্ম কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস করেছিলেন। তিনি পায়সাম্ন গ্রহণ করেছিলেন উজ্জেনীর কুচিনন্দার হাতে। সুমিত্ত নামক আত্মীয়ক তাঁর বসবার জন্ম তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি সলল বৃক্ষতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন দেবল এবং সুজাত নামক তাঁর দুই খুড়তুতো ভাইকে। তাঁরা তাঁর প্রধান শিষ্য রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যরা ছিলেন অমিতা এবং অসমা। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিতিম্ব, তিসস, হট্টঠা এবং বিচিন্তা। তাঁর দেহ ছিল উচ্চতায় আটান্ন হাত। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল নন্দারামে একলক্ষ বৎসর বয়সে। একটি স্তূপ তাঁর দেহাশ্মির উপর নির্মিত হয়েছিল। এই স্তূপের উচ্চতা ছিল বার হাত।

(১১) **সুমেধ**—সুমেধ ছিলেন একাদশ বুদ্ধ। সুদস্সন নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন সুদন্ত এবং সুদন্তা, তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুমনা এবং পুত্র ছিলেন সুমিত। তিনি কত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি তিনটি প্রাসাদে (সুচন্দ, কঞ্চন বা কোঞ্চ এবং সিরিভন্দে) প্রায় নয় হাজার বৎসরের জন্ম তাঁর পার্থিব জীবন উপভোগ করেছিলেন। তিনি হস্তিপৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধন অভ্যাস করতে আট মাস গ্রহণ করেছিলেন। নকুল তাঁকে পায়সাম্ন দিয়েছিলেন।

এবং সিরিভদ্ধ নামক আজীবিক তাঁর বসবার জগ্গ তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি একটি মহানিস্ব (মহানীপ) বুদ্ধের নীচে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন সরণ, সৰ্বকাম, রামা এবং সুরামা। তাঁর ব্যক্তিগত অনুচর ছিলেন সাগর। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন উরুবেল, যসব, যসোধরা, এবং সিরিমা। তিনি সুদস্‌সনতে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মেধারামে নব্বই হাজার বৎসর বয়সে। তাঁর দেহাস্থির উপর একটি স্তূপ নির্মাণের পরিবর্তে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর দেহাস্থি বিভিন্ন স্থানেতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

(১২) সূজাত—সূজাত ছিলেন দ্বাদশ বুদ্ধ। তিনি সুমংগল নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন উদগত এবং প্রভাবতী। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সিরিনন্দা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন উপসেন। তিনি সূজাত রূপে সুবিদিত হয়েছিলেন কারণ তাঁর জন্ম সকল প্রাণীগণকে সুখ দিয়েছিল। তিনি প্রায় নয় হাজার বৎসরের জগ্গ তাঁর পাখিব জীবন তিনটি প্রাসাদে (সিরি, উপ-সিরি) এবং নন্দা উপভোগ করেছিলেন। হংসবহ নামক ঘোড়ায় করে গৃহত্যাগের পর তিনি কঠোরতা অভ্যাস করতে প্রায় নয় মাস নিয়েছিলেন। তিনি একটি বাঁশের (মহাবেলুর) তলাতে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সিরিনন্দনের সিরিনন্দ শ্রেষ্ঠীর কথা পায়সাম্ন দিয়েছিলেন তাঁকে এবং সুনন্দ নামে একজন আজীবিক তাঁর বসবার জগ্গ তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি সুমংগল উদ্যানে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুদস্‌সনকে এবং পুরোহিতের পুত্র দেবকে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রধান ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী ছিলেন সুদস্‌সন এবং দেব (সুদেব) এবং নাগা এবং নাগসমালা। নারদ ছিলেন তাঁর অনুগত সঙ্গী। তাঁর প্রধান গৃহী পৃষ্ঠপোষকগণ ছিলেন সুদত্ত, চিত্ত, সুভদ্ধা এবং পহ্মা।

তাঁর দেহ উচ্চতায় ছিল পঞ্চাশ কিউবিট বা হাত। তাঁহার মৃত্যু ঘটেছিল নব্বই হাজার বৎসর বয়সে চন্দ্রবতী নগরের সীলারামেতে। তাঁর সম্মানে একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল যা ছিল উচ্চতায় তিন গাবুত।

(১৩) পিয়দস্‌সি—পিয়দস্‌সি ছিলেন ত্রয়োদশ বুদ্ধ। তাঁর জন্মস্থান ছিল সুদ্ধম। তাঁর পিতা ও মাতা ছিলেন সুদন্ত এবং সুচন্দা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিমলা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন কঞ্চনবেল। তাঁর দ্বারা অনেক আনন্দজনক অলৌকিক ঘটনা সম্পাদিত হয়েছিল বলে তাঁর নাম পিয়দস্‌সি। তিনি তাঁর পার্শ্বিক জীবন উপভোগ করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে—শুনির্মল, বিমলতে এবং গিরিশুহা (গিরিব্রহ্মতে)—প্রায় নয় হাজার বৎসর তিনি গৃহত্যাগের জন্ত এক রথটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর বোধিজ্ঞানের জন্ত তিনি প্রায় ছয় মাসের জন্ত কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন। বসন্তের কথ্যা তাঁকে পায়সাম দিয়েছিলেন এবং সূজাত নামক আজিবক বসবার জন্ত তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি একটি ককুধ বৃক্ষের পাদতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যরা ছিলেন পালিত, সর্বদস্‌স, সূজাতা এবং ধম্মদিম্মা। সোভিত ছিলেন তাঁর অনুগত সঙ্গী। তাঁর প্রধান গৃহী পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন সমক, ধম্মিক, বিসাখা এবং ধম্মদিম্ম। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল অস্‌সথারামেতে নব্বই হাজার বৎসর বয়সে। একটি স্তূপ (যাহা উচ্চতায় ছিল তিন লিগ) নির্মিত হয়েছিল তাঁর দেহাস্থির উপরে।

(১৪) অথদস্‌সি—অথদস্‌সি ছিলেন চব্বিশ জন বুদ্ধগণের চতুর্দশ বুদ্ধ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সোভন নগরে। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন সাগর এবং সুদস্‌সনা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিশাখা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন সেন। তাঁর জন্মের সময়ে জনসমূহ দীর্ঘকাল প্রোথিত সঞ্চিত ধন উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেইজন্ত তাঁর নাম অথদস্‌সি হয়েছিল। তিনি উপভোগ

করেছিলেন তাঁর পার্থিব জীবন প্রায় ১০,০০০ হাজার বৎসরের জন্ম তিনটি প্রাসাদে ( অমরগিরি, সুরগিরি এবং গিরিবাহ। তিনি সুদস্‌সন নামক ঘোড়াতে পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন। তিনি প্রায় আট মাসের জন্ম কুচ্ছ্রতা অভ্যাস করেছিলেন। সুচিক্কেবা নামে একজন নাগ কন্যা তাঁকে পায়সান্ন দিয়েছিলেন। তিনি বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন চম্পক বৃক্ষের পাদতলে যেখানে ধম্মকুটি নামে একজন নাগ তাঁর বসবার জন্ম তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি অনোমার নিকট অনোমা উদ্ভানে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যগণ ছিলেন রাজার পুত্র সন্ত এবং শূচন্দক পুরোহিতের পুত্র উপসন্ত, ধম্মা এবং সুধম্মা। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণ ছিলেন নকুল, নিসভ, মকিলা এবং সুমন্না। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল অনুপমস্থ অনোমা-রামেতে ১০০,০০০ বৎসরের বয়সে। তাঁর শিষ্যগণ তাঁর দেহাস্থি বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

(১৫) ধম্মদস্‌সি—ধম্মদস্‌সি ছিলেন চব্বিশ জন বুদ্ধগণের পঞ্চদশ বুদ্ধ। তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সরণ নগরে। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন সরণ এবং সুমন্না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিচিত্তেলী এবং তাঁর পুত্র ছিলেন পুণ্ণবন্ধন। তিনি তাঁর পার্থিব জীবন উপভোগ করেছিলেন প্রায় আট হাজার বৎসরের জন্ম তিন প্রাসাদে—সরজ, বিরজ এবং সুদস্‌সনে। গৃহত্যাগের পর তিনি কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন প্রায় সাত দিন তাঁর বোধিজ্ঞানের জন্ম। তাঁর স্ত্রী তাঁকে পায়সান্ন দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বসবার জন্ম তৃণ ব্যবহার করেছিলেন যা সিরিবদ্ধ নামক যবপালক দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বোধি-অর্জন করেছিলেন বিন্দিজাল-বৃক্ষতলে। তিনি ইসিপতনে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যরা ছিলেন পহ্ম, সুস্‌সদেব, খেমা এবং সবব ( সচ্চ ) দিম্মা। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক-

গণ ছিলেন সুভদ্র, কতিসহ, সালিয়া এবং বলিয়া। তাঁর দেহ উচ্চতায় ছিল আশি কিউবিট বা হাত। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল এক লক্ষ বৎসর বয়সে সালবতীর কেসারামেতে।

(১৬) সিদ্ধথ—সিদ্ধথ ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের ষোড়শ বুদ্ধ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বেভার নগরে। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন উদেন এবং সুফসসা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুমনা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন অনুপম। তাঁর জন্মের সময়ে সকল উত্তম সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সেইজন্য তাঁকে বলা হয়েছিল সিদ্ধথ। তিনি তাঁর পার্থিব জীবন উপভোগ করেছিলেন প্রায় দশ হাজার বৎসরের জন্য তিনটি প্রাসাদে (কোকা, সুপ্পলা এবং কোকনুদ বা পহুম)। স্বর্ণময় পালকিতে গৃহত্যাগের পর তিনি প্রায় দশ মাস নিয়েছিলেন কঠোরতা অভ্যাস করতে। স্নেহভা, যিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ বংশীয় কন্যা পায়সান্ন দিয়েছিলেন তাঁকে এবং বরুণ, যিনি ছিলেন একজন যবপালক, তাঁর বসবার জন্য তৃণ দিয়েছিলেন। তাঁর বোধিবৃক্ষ ছিল কনিকার। বোধিজ্ঞান অর্জনের পর তিনি তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ গয়াতে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য-শিষ্যরা ছিলেন সম্ফল, সুমিত্ত, সিবালা এবং সুরামা। রেবত ছিলেন তাঁর সঙ্গী। তাঁর গৃহী পৃষ্ঠপোষকগণ ছিলেন সুপ্পিয়, সমুদ্র, রক্ষা এবং সুরমা। তাঁর দেহ উচ্চতায় ছিল ষাট কিউবিট বা হাত। তাঁর নির্বাণ হয়েছিল একলক্ষ বৎসর বয়সে অনোমা নগরে অনোমারামেতে। তাঁর দেহাঙ্ঘ্রি উপর একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। ইহা ছিল উচ্চতায় চার যোজন।

(১৭) তিস্স—তিস্স ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের সপ্তদশতম বুদ্ধ। তাঁর জন্মভূমি ছিল খোমক নগরে। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন জনসঙ্ক এবং পহুমা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুভদ্রা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন আনন্দ। তিনি, একজন গৃহী রূপে বাস করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে (গুহাসাল, নারী (নারিস) এবং নিসভতে)



প্রায় সাত হাজার বৎসরের জন্ম । তিনি একটি ঘোড়াতে গৃহত্যাগের পর প্রায় আট মাসের জন্ম কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন । বীরগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠীর কন্যা তাঁকে পায়সাম্ন দিয়েছিলেন । বিজিতসংগ্রাম, যিনি ছিলেন যবপালক, তাঁর বসবার জন্ম তৃণ দিয়েছিলেন । তিনি একটি আসন নামক বৃক্ষতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন । তিনি হংসাবতীর ব্রহ্মদেবকে এবং উদয়কে (উদয়নকে) যশবতীতে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন । তাঁরা তাঁর প্রধান শিষ্য হয়েছিলেন । সমংগ ( সম্ভব ) ছিলেন তাঁর সহচর । তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকগণ ছিলেন সম্বল, সিরি, কিসাগোতমী এবং উপসেনা । তাঁর প্রধান শিষ্যরা ছিলেন ফুস্‌সা এবং সুদত্তা । তাঁর দেহ উচ্চতায় ছিল ষাট কিউবিট বা হাত । তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল সুনন্দবতীর নন্দারামেতে একলক্ষ বৎসর বয়সে । তাঁর দেহাস্থির উপর একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল । এই স্তূপের উচ্চতা ছিল তিন যোজন ।

(১৮) ফুস্‌স—ফুস্‌স ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের অষ্টাদশ বুদ্ধ । তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কাশিক ( কাশী ) নগরে । তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন জয়সেন এবং সিরিমা । তাঁর স্ত্রী ছিলেন কিসাগোতমী এবং তাঁর পুত্র ছিলেন আনন্দ । তিনি প্রায় ছয় হাজার বৎসরের জন্ম তাঁর পার্শ্ববর্তী জীবন উপভোগ করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে—গরুল, হংস এবং সুবল্লভরতে । একটি গজপৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করার পর তিনি প্রায় ছয় মাসের জন্ম কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন । তিনি সিরিবদ্ধা নামক শ্রেষ্ঠীকন্যার পায়সাম্ন গ্রহণ করেছিলেন । সিরিবদ্ধা নামে একজন ঋষি তাঁর বসবার জন্ম তৃণ দিয়েছিলেন । তিনি বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন একটি অমন্দ ( আমলক ) বৃক্ষের পদতলে । তাঁর প্রধান শিষ্যগণ এবং শিষ্যাগণ ছিলেন সুখিত ( সুরক্ষিত ), ধম্মসেন, চালা ( অথবা সালা ) এবং উপচালা ( উপসালা ) । তাঁর সহচর ছিলেন সন্তিয় । তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনঞ্জয়, বিশাখ, পদ্মা এবং নাগা ।

তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কুসিনারার সোনারামতে (সেতারামতে) নয় হাজার বৎসর বয়সে। তাঁর শিষ্ঠগণ বিভিন্ন স্থানে তাঁর দেহাস্থি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

(১৯) বিপস্‌সি—বিপস্‌সি ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের উন-বিংশতিতম বুদ্ধ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন বন্ধুমতী নগরে। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন বন্ধুম এবং বন্ধুমতী। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুতনা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন সমবট্‌খন্দ। তাঁর গোত্র ছিল কোন্তেয়। তিনি তাঁর পার্থিব জীবন প্রায় আট হাজার বৎসরের জ্ঞ উপভোগ করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে (নন্দ, সুন্দ এবং সিরিমাতে)। রথে করে সংসার ত্যাগ করে কচ্ছতা অভ্যাস করতে তিনি প্রায় আট মাস নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বোধি-জ্ঞানের ঠিক পূর্বে সুদস্‌সনসেট্‌ঠীর কন্যার হাতে পায়সাম গ্রহণ করেছিলেন। সুজাত, নামক একজন যবপালক তাঁর বসবার জ্ঞ তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি পাটালী-বৃক্ষের পদতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি ক্ষেমমিগদায়ে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই খন্ধকে এবং তাঁর পুরোহিতের পুত্র তিস্‌সকে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর প্রথম শিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্ঠারা ছিলেন চন্দা এবং চন্দমিত্তা। অশোক ছিলেন তাঁর অনুগত সঙ্গী। তাঁর প্রধান গৃহী পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন পুনর্ব-সুমিত্ত, নাগ, সিরিমা এবং উত্তরা। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল আশী হাজার বৎসর বয়সে সুমিত্তারামে। তাঁর দেহাস্থির উপর একটি সাত যোজন উচ্চতাসম্পন্ন স্তূপ নির্মিত হয়েছিল।

(২০) সিথি—সিথি ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের বিংশতিতম বুদ্ধ। তাঁর জন্মভূমি ছিল অরুণবতী নগরে। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন অরুণ এবং প্রভাবতী। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সন্‌কামা এবং পুত্র ছিলেন অতুল। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারের সম্ভান ছিলেন। তাঁকে সিথি বলা হত কারণ তাঁর উষ্ণীয় একটি শিখার মত দাঁড়িয়েছিল। তিনি একজন গৃহী রূপে প্রায়

সাত হাজার বৎসর তিনটি প্রাসাদে সুচন্দ, গিরি এবং বনে বাস করেছিলেন। হস্তিপৃষ্ঠে গৃহত্যাগ করার পর তিনি প্রায় আট মাস নিয়েছিলেন কঠোরতা অভ্যাস করতে। তিনি সুদস্‌সন নিগমের পিয়দস্‌সি সেট্‌ঠীর কণ্ঠার হাতে পায়সান্ন খাবার গ্রহণ করেছিলেন। অনোমদস্‌সি তাঁর বসবার জুতা তৃণ দিয়ে-ছিলেন। তিনি পুণ্ডরিক বুদ্ধের পদতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করে-ছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্যরা এবং শিষ্যারা ছিলেন অভিজ্ঞ, সম্ভব, অশ্বিলা এবং পদ্মা। তাঁর অনুগত সঙ্গী ছিলেন ক্ষেমসিকর। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন সিরিবদ্ধ, চন্দ, চিত্তা এবং সুগত্‌তা। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ছিল ষাট কিউবিট বা হাত। তিনি মারা গিয়েছিলেন সত্তর হাজার বৎসর বয়সে সীলবতীর দুস্‌সারামেতে (অস্‌সারামেতে)।

(২১) **বেস্‌সভু**—বেস্‌সভু ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের একুশতম বুদ্ধ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন অনোমা নগরে। তিনি ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন সুপ্ললিত এবং যশবতী। তাঁর স্ত্রী ছিলেন সুচিত্তা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন সুপ্লবুদ্ধ। তিনি প্রায় ছয় হাজার বৎসরের জন্ম তাঁর পার্শ্ববর্তী জীবন উপভোগ করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে রুচি, সুরুচি এবং বন্ধনে। পালকিতে গৃহত্যাগের পর, তিনি প্রায় ছয় মাসের জন্ম কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন। সুচিত্তা নিগমের সিরিবদ্ধনা তাঁকে পায়সান্ন দিয়েছিলেন এবং নাগরাজ নরিন্দ তাঁর বসবার জুতা তাঁকে তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি মান-বুদ্ধের পদতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর দুই ভাই, সাল এবং উত্তর তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন এবং অনুরামাতে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ গ্রহণ করেছিলেন। দামা এবং সমালা ছিলেন তাঁর প্রধানা শিষ্যা। উপসন্ত (উপসন্নক) ছিলেন তাঁর অনুগত সঙ্গী। সোথিক, রাম, গোতমী (কালিগোতমা) এবং সিরিমা ছিলেন তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তাঁর দেহ উচ্চতায়

ছিল ষাট কিউবিট বা হাত। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ষাট হাজার বৎসর বয়সে ঊষভবতীর ধোমারামেতে। তাঁর শিষ্যগণ বিভিন্ন স্থানে তাঁর দেহাঙ্ঘ্রি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

(২২) ককুসন্ধ—ককুসন্ধ ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধগণের বাইশতম বুদ্ধ। তাঁর জন্মভূমি ছিল ক্ষেমবতী নগরে। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন অগ্নিদত্ত এবং বিশাখা। তাঁর স্ত্রী ছিলেন বিরোচমানা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন উত্তর। তিনি একজন গৃহীকূপে চার হাজার বৎসরের জন্ম পার্শ্বিক জীবন উপভোগ করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে (রুচি, সুরুচি এবং বড্‌ঢনে বা রতিবদ্ধনতে)। তিনি সংসার ত্যাগ করবার জন্ম একটি রথ গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রায় আট মাসের জন্ম কঠোরতা অভ্যাস করবার পর তিনি একটি শিরিষ বৃক্ষের পাদতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সূচিরিদ্ধ গ্রামের বজ্রিরিন্দ ব্রাহ্মণের কন্যা তাঁকে তাঁর বোধিজ্ঞানের পূর্বে পায়সান্ন দিয়েছিলেন। সুভদ্ধ, যিনি ছিলেন যবপালক, তাঁর বসবার জন্ম তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি মকিল নগরের নিকট চুরাশি হাজার ভিক্ষুগণকে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। বিধুর এবং সঞ্জীব এবং সামা এবং চম্পা ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্য এবং শিষ্যা। অচ্যুত, সমন, নন্দা এবং সুনন্দা ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক। তাঁর দৈহিক উচ্চতা ছিল চল্লিশ কিউবিট বা হাত। তিনি প্রায় চল্লিশ হাজার বৎসর বয়সে মারা গিয়েছিলেন। দেহাঙ্ঘ্রির উপর একটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল এবং এই স্তূপের উচ্চতা ছিল এক যোজন।

(২৩) কোণাগমন—কোণাগমন ছিলেন চব্বিশ জন বুদ্ধগণের তেইশতম বুদ্ধ। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল সোভবতী নগর। তাঁর পিতা এবং মাতা ছিলেন ষাণ্ড্‌ঞদত্ত এবং উত্তরা তাঁর স্ত্রী ছিলেন রুচিগত্তা এবং তাঁর পুত্র ছিলেন সখবাহ। তিনি গৃহীকূপে তিন হাজার বৎসরের

জগৎ বাস করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে (তুষিত, সন্তুষিত এবং সন্তুষ্টি)। হস্তিপৃষ্ঠে সংসার পরিত্যাগের পর তিনি বোধিজ্ঞান অর্জন করতে ছয় মাসের জগৎ কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন। তিনি একটি উদ্ভাসার বৃক্ষতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। অগ্নিসোম ব্রাহ্মণের কন্যা তাঁকে পায়সায় দিয়েছিলেন এবং যবপালক তিন্দুক তাঁহার বসবার জগৎ তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি সুদস্‌সন নগরের নিকট মিগদায়েতে তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ত্রিশ কিউবিক বা হাত। তাঁর প্রধান শিষ্যরা এবং শিষ্কারা ছিলেন ভীষা, উত্তর, সমুদ্রা এবং উত্তরা। তাঁর অনুগত সঙ্গী ছিলেন সেট্‌ঠিয়। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন উগ্‌গ, সোমদেব, সিবলা এবং সামা। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল ত্রিশ হাজার বৎসর বয়সে পবিত্রতারামেতে।

(২৪) কস্‌সপ—কস্‌সপ ছিলেন চব্বিশজন বুদ্ধের শেষ বুদ্ধ। অতএব এই বুদ্ধ ছিলেন বর্তমান কল্পের (ভদ্রকল্প) তৃতীয় এবং ত্রিপিটকে উল্লিখিত সাতজন বুদ্ধগণের একজন ছিলেন। তাঁর জন্মভূমি ছিল বেনারসে। তিনি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত এবং তাঁর মাতা ছিলেন ধনবতী। সুনন্দা ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর পুত্র ছিলেন বিজিত সেন। তাঁর গোত্র ছিল কস্‌সপ। তিনি তাঁর পার্থিব জীবন প্রায় দুই হাজার বৎসরের জগৎ উপভোগ করেছিলেন তিনটি প্রাসাদে—হংসা, যস এবং সিরিনন্দতে। তিনি পৃথিবী পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কেবলমাত্র সাত দিনের জগৎ কঠোরতা অভ্যাস করেছিলেন। তিনি তাঁর বোধিজ্ঞানের পূর্বে পায়সায় গ্রহণ করেছিলেন। সোম, যিনি ছিলেন যবপাল, তাঁর বসবার জগৎ তৃণ দিয়েছিলেন। তিনি কদলী বৃক্ষতলে বোধিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। প্রায় এক কোটি ভিক্ষু একটি ধর্মসভাতে উপস্থিত হয়েছিলেন যেখানে তিনি তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। তিস্‌স, ভরদ্বাজ, অম্বুলা এবং

উরুবোলা ছিলেন তাঁর প্রধান শিষ্যরা এবং শিষ্যারা। সব্বমিত্ত ছিলেন তাঁর অমুগত সঙ্গী। প্রধান পৃষ্ঠপোষকরা ছিলেন সুমঙ্গল, ফটিকার, বিজিতসেনা এবং ভদ্রা। তাঁর উচ্চতা কুড়ি হাত। তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল কুড়ি হাজার বৎসর বয়সে কাশীর সোতবাতে।

(২৫) গৌতম বুদ্ধ—গৌতম বুদ্ধ পঁচিশতম বুদ্ধ রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। শুদ্ধোদন ছিলেন তাঁর পিতা। তিনি কপিলাবস্তুর প্রধান শাসক ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের মাতা ছিলেন মহামায়া (অথবা মায়া দেবী)। তাঁর গোত্র ছিল গৌতম। মাতৃ গর্ভে আসার পূর্বে তিনি ছিলেন তুষিত স্বর্গে, তাঁর শেষ জীবনের জন্ম পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষা করছিলেন। তারপর ‘পাঁচটি নিমিত্ত পরীক্ষা করে’ (পঞ্চ বিলোকনানি) পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছিল তাঁর গর্ভধারণে এবং জন্মসময়ে। গর্ভধারণ ঘটেছিল আষাঢ় পূর্ণিমায় এবং চন্দ্র ছিল উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে। মায়াদেবী এক বিস্ময়কর এক স্বপ্ন দেখেছিলেন, যাতে একটি শ্বেত হস্তি রূপে বোধিসত্ত্ব তাঁর গর্ভে দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রবেশ করছেন। যখন এই স্বপ্ন ব্রাহ্মণদের কাছে উল্লেখ করা হয়েছিল তখন পুত্র সন্তানের জন্মের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁরা আরও বলেছিলেন এই পুত্র সন্তান হবেন একজন রাজচক্রবর্তী অথবা একজন বুদ্ধ।

তাঁর জন্মের পর বালককে বলা হয়েছিল শাক্যসিংহ। কারণ তিনি শাক্য পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি সিদ্ধার্থরূপেও পরিচিত ছিলেন কারণ জনসমূহের সকল ইচ্ছা তাঁর জন্মকালে পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর গোত্র ছিল গৌতম, এবং সেই কারণে গৌতম ছিল তাঁর অপরা নাম।

গৌতমের স্ত্রী ছিলেন যশোধরা (ভদ্রকচ্ছা) এবং তাঁর পুত্র ছিলেন রাহুল। তিনি তাঁর পার্থিব জীবন উপভোগ করেছিলেন তিনটি অত্যাৎকৃষ্ট প্রাসাদে যেগুলি উপযুক্ত ছিল তিনটি বিশেষ ঋতুর জন্য গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। এই জীবন তিনি কাটিয়েছিলেন

প্রায় উনত্রিশ বৎসর। সর্বোত্তম বোধিজ্ঞান লাভের আশায় তিনি তাঁর প্রিয়তম অশ্ব কণ্ঠকের পিঠে আষাঢ়ী পূর্ণিমার দিন গভীর রাত্রিতে প্রাসাদ ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তৎকালে প্রসিদ্ধ হুইজেন ধর্মগুরু (ঋষি আড়ার কালাম এবং রামপুত্র উদ্ভক) সান্নিধ্যে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের শিক্ষায় সংসার-হুঃখমুক্তির মার্গ লাভ করেননি। শেষে একাকীই তপশ্চানিরত হন। তিনি উরুবিল্বের সেনানী গ্রামের ধনী শ্রেষ্ঠীকন্যা সূজাতার পায়সান্ন ভোজন করে অশ্বখবৃক্ষের পদতলে বসেছিলেন এবং রাত্রির তিনটি প্রহরেতে পূর্বের জীবন (পূর্বনিবাস), দিব্য চক্ষু, কার্যাকারণ-নীতি (প্রতীত্য সমুৎপাদ) সংক্রান্ত তিনটি জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। প্রত্যুষে তিনি অর্জন করেছিলেন বোধিজ্ঞান অথবা সর্বদর্শীতার জ্ঞান।

ব্রহ্মা সহস্রপতির অনুরোধে বুদ্ধ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তাঁর ধর্ম প্রচার করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রথম ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন যা ধম্মচক্কলবত্তন সূত্ত (ধর্মের চক্রের প্রবর্তন) নামে পরিচিত। এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে চারটি পরম সত্য (চত্তারি অরিয়সচ্চানি) : হুঃখ (কষ্ট), সমুদয় (কারণ), নিরোধ (দমন) এবং নিরোধগামিনী প্রতিপদা বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ : সম্মা বাচা (সঠিক বাক্য), সম্মা কস্মন্ত (সঠিক কার্য), সম্মা আজীব (সঠিক জীবিকা নির্বাহের উপায়), সম্মা-বায়াম (সঠিক প্রচেষ্টা বা চেষ্টা), সম্মা-সতি (সঠিক মনোযোগীতা), সম্মা-সমাধি (সঠিক একাগ্রতা), সম্মা-সংকল্প (সঠিক অভিপ্রায়) এবং সম্মা-দিট্ঠি (সঠিক ধারণা)। এই ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন বারাণসীর (বেনারসের) নিকটে ইসিপতনে (ঋষিপতনে) (সারনাথে) পাঁচজন ভিক্ষুর একটি দলকে। তিনি তাঁর নূতন ধর্মে সেই পাঁচজন সন্ন্যাসীকে দীক্ষিত করে বৌদ্ধসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বারাণসীতে ধনী ব্যবসায়ী যশকে এবং তাঁর অনুগামীদের দীক্ষিত করেছিলেন।

উরুবেলা ( গয়া ) যাবার পথে তিনি তাঁর নূতন মতবাদ সম্ভ্রান্ত বংশীয় ত্রিশজন তরুণের নিকট প্রচার করেছিলেন । তিনি আদিত্য পরিয়ায় স্তুত উপদেশ দিয়ে উরুবেলাতে পাঁচশত শিষ্যগণ, তিনশত শিষ্যগণ এবং দুইশত শিষ্যগণসহ উরুবেলা-কস্সপকে, নদী-কস্সপকে এবং গয়া-কস্সপকে দীক্ষিত করেছিলেন । রাজগহতে তিনি রাজা বিম্বিসারকে ধর্মোপদেশ দিয়ে তুষ্ট করেন এবং রাজদত্ত বেণুবন গ্রহণ করেন ভিক্ষুদের বসবাসের জন্ত । তিনি রাজগহতে পরিব্রাজক সঙ্ঘের দুইশত পঞ্চাশ জন অনুগামীকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করেন । এই শিষ্যগণের মধ্যে ছিলেন সারিপুত্ত এবং মোগ্গল্লান । কপিলবস্থুতে রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধের গৃহী-ভক্ত হয়েছিলেন । তাঁর শিষ্য সারিপুত্ত কর্তৃক পুত্র রাহুল দীক্ষিত হয়েছিলেন । সারিপুত্ত রাহুলকে সামণের পবিত্রতা ( শিক্ষানবিশ-দীক্ষা ) প্রদান করেছিলেন । এখানে বুদ্ধ বিশিষ্ট পরিবারের অনেক তরুণ শাক্যগণকে দীক্ষিত করেছিলেন । শাক্য নারীদের নিয়ে ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়েছিল স্ববির আনন্দের মধ্যস্থতায়, এবং এর প্রধান ছিলেন মহাপজাপতি-গোতমী, যিনি বুদ্ধের বিমাতা ছিলেন । বুদ্ধ ভিক্ষুণীদের উপর আটটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ( গরুধ্যম ) আরোপ করেছিলেন । বুদ্ধ কোশলের রাজধানী সাবথীতে ধনী ব্যবসায়ী অনাথপিণ্ডিক থেকে জেতবন বিহার এবং অপর একজন ধনী ব্যবসায়ী পুষ্পবন্ধনের স্ত্রী বিশাখা থেকে পুষ্পারাম বিহার গ্রহণ করেছিলেন । কোশলের রাজা পসেনদি ( পসেনজিৎ ) তাঁর রাণী মল্লিকার এবং দুই বোনের প্রভাবে বুদ্ধের গৃহী ভক্ত হয়েছিলেন । তাঁর দুই বোন ছিলেন সোমা এবং সকুলা । তাঁরা বুদ্ধের শিষ্যা হয়েছিলেন । বুদ্ধ কুখ্যাত নরঘাতক দম্বা অঙ্গুলিমালাকে দমিত এবং দীক্ষিত করেছিলেন তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে । এই দীক্ষা নিঃসন্দেহে জনসমূহের মনে রেখাপাত করেছিল এবং বৌদ্ধধর্ম খুব ভালভাবে অগ্রসর হয়েছিল । বুদ্ধ লিচ্ছবিদের রাজধানী বেসালী পরিদর্শন করেছিলেন । তিনি



তাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। অনেক লিচ্ছবি তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। বুদ্ধ চম্পাতে একজন ধনী ব্যবসায়ী সোণ কোলিবিসকে দীক্ষিত করেছিলেন এবং সোণের নরম পায়ের জুতা দয়ার্দ্রচিত্তে তিনি ভিক্ষুগণকে পাড়কা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। রাজা উদেনের রাজধানী কোসম্বিতে বুদ্ধের যাত্রা সফল হয়েছিল। উদেন বুদ্ধের একজন গৃহী ভক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর রাজধানীতে বৌদ্ধধর্মের উন্নয়নের জুতা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজধানী অবস্ঠী ছিল অপর একটি স্থান যেখানে বুদ্ধের জীবনকালে বৌদ্ধধর্ম যশের শিখরে পৌঁছেছিল। মল্লগণ এবং গন্ধারের রাজধানী তক্ষশিলার জনগণও বৌদ্ধধর্মের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাঁদের দেশগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জুতা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তক্ষশিলাতে তক্ষশিলার রাজা পুরুসতি, ব্রাহ্মণ পুরোহিত কুটদন্ত, ব্রাহ্মণশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ সোনদন্ত, পরিত্রাজক নিগ্রোধ এবং আরো বহু বৌদ্ধধর্মের ভক্ত হয়েছিলেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে ধর্ম প্রচারের পর বুদ্ধ আশী বৎসর বয়সে কুশিনারাতে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন। তিনি তাঁর শেষ ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন সেই সকল ভিক্ষুদের যারা তাঁর মহাপরিনির্বাণের সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁর শেষ বাণী ছিল : “বয়ধম্মা সংখারা অপ্রমাদেন সম্পাদেথ” সমস্ত সংস্কার অনিত্য। অপ্রমাদের (জ্ঞানযুক্ত সম্যক স্মৃতির দ্বারা) সহিত সর্বকার্য সম্পাদন কর।

বুদ্ধগণ<sup>১৮</sup>

- (১) দীপংকর বুদ্ধ
- (২) কাশ্যপ
- (৩) গৌতম বুদ্ধ
- (৪) মৈত্রেয় ( অনাগত বুদ্ধ, করুণাময় )
- (৫) মনলা ভৈষজ্যশুর ( ঔষধের বুদ্ধ, সর্বোত্তম চিকিৎসক )

এলিস গেরি এসকল বুদ্ধগণের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বর্ণনা করেন, এই বুদ্ধগণ মহানভাবে পূজিত হন। দীপংকর হচ্ছেন বহু অতীত কালচক্রের একজন বুদ্ধ। মহাযানী বৌদ্ধগণের কতকগুলি সম্প্রদায় দ্বারা তিনি গৌতমের চব্বিশতম পূর্ব পুরুষ রূপে বিবেচিত হন। কাশ্যপ তৃতীয় কালচক্রের অন্তর্গত হন। গৌতম বর্তমান কালচক্রের এবং মৈত্রেয় হচ্ছেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধ। ভৈষজ্যশুর হচ্ছেন সর্বোত্তম চিকিৎসক। তিনি তিব্বতে বিপুলভাবে পূজিত হন। এই বুদ্ধগণ গৈরিক বস্ত্র পরিধান করেছেন এবং তাঁরা অলংকার বিহীন। তাঁদের আছে উর্ণা এবং উষ্ণীষ এবং কানের নিয়ন্তাগ দীর্ঘ।<sup>১৯</sup>

ବୁଦ୍ଧଗଣେର ନାମ	ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ	ବର୍ଣ	ଆସନ
ଦୀପଂକର	ଧର୍ମଚକ୍ର । ପ୍ରତୀକ ନେଇ	ହଳଦେ	ଧ୍ୟାନ ଅଥବା ଦଣ୍ଡାୟମାନ
କାଶ୍ୟପ	ଡାନ ହାତ ବରଦ ମୁଦ୍ରାୟ । ବାମ ହାତେ ଚୀବରେର ଡାଞ୍ଜ ଧରେ ଆଛେନ	ହଳଦେ	ସିଂହେର ଉପର ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାୟ ଅଥବା ଦଣ୍ଡାୟମାନ
ଗୌତମ/ଶାକ୍ୟାମ୍ବୁନି	ଧର୍ମଚକ୍ର / ଧ୍ୟାନ / ବିତର୍କ / ଭୂମି-ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ରତୀକ : ଛିନ୍ନାପାତ୍ର	ସୋନାଳୀ	ଧ୍ୟାନ
ମୈତ୍ରେୟ	ଧର୍ମଚକ୍ର । ପ୍ରତୀକ : କଳଶ ଏବଂ ଚକ୍ର । କାନ୍ଧେର ସମତାତେ ପଦ୍ମହୁଳ	ହଳଦେ	ଭଦ୍ର ଅଥବା ଧ୍ୟାନ
ଭୈଷଜ୍ୟାନ୍ତକ	ଡାନ ହାତ ବରଦ ମୁଦ୍ରାୟ । ବାମ ହାତ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାୟ । ପ୍ରତୀକ : ପାତ୍ର	ନୀଳ	ଧ୍ୟାନ

### (১) দীপংকর বুদ্ধ—

একথা বলা হয় যে অসংখ্য অতীত কল্পগুলির একটিতে অরচিষ্ট্র নামে একজন রাজা ছিলেন, যিনি দীপবতীর রাজকীয় নগরে বাস করতেন। দীপংকর সেই সময়ে ছিলেন তুষিত স্বর্গে একজন বোধিসত্ত্বরূপে। বুদ্ধরূপে নিজেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার তাঁর উপযুক্ত সময়ে দেখে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং অরচিষ্ট্রের ধর্মপ্রাণা রানীর গর্ভে প্রবেশ করেন।

মহাবল্লভ অবদান<sup>২০</sup> দীপংকরের গল্প বর্ণনা করে। এখানে বলা হয়েছে শিশুর জন্মের সময়ে, রানী রাজাকে অনুরোধ করে- ছিলেন তাকে একটি পদ্ম পুকুরে পাঠাতে। যখন তিনি পুকুরের পাশে পৌঁছেছিলেন, মধ্যখানে একটি দ্বীপ সমুখিত হয়েছিল, বোধিসত্ত্ব এই দ্বীপেতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জন্মের মুহূর্তে উজ্জ্বল প্রদীপের (দীপের) এক বিরাট সংখ্যার একটি অলৌকিক প্রভা হয়েছিল। এই কারণে তাঁর নাম হয়েছে দীপংকর। তাঁর জন্মের দ্বিতীয় দিনে, দীপংকর শুরু করেছিলেন পৃথিবীর চারিদিকে তাঁর পরিভ্রমণে দেবতাগণের এবং মানবগণের কল্যাণার্থে। মেঘ পাঁচটি পদ্মফুল সাধারণতঃ একটি বোটার উপর বসিত রূপে প্রতিনিধিত্ব করেছিল) দীপংকরকে অপর্ণ করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি হয়ত তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের একটিতে কর্মক্ষমতা এবং জ্ঞানেতে এবং প্রত্যেক ভাল গুণেতে দীপংকরের সমানরূপে প্রতিভাত হবেন তাঁর অনুরোধ মঞ্জুর হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে ভবিষ্যৎ বানী হয়েছিল যে মেঘ কপিল-বস্তুর বুদ্ধ শাক্যমুনি হবেন।

উপরে পৌরাণিক কাহিনীতে কতকগুলি পরিবর্তন আছে। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা মতে, স্মৃতি ( অথবা স্মৃমেধ অথবা মেঘ, গৌতম বুদ্ধের অবতারগুলি একটি ) নামে একজন ব্রাহ্মণ বেনারসের রাজার হোমেতে উপস্থিত ছিলেন। রাজার কন্যা সুন্দরী ব্রাহ্মণকে দেখেছিলেন এবং প্রেমোন্মত্ত হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি নির্দয়-

ভাবে তাঁর প্রণয়ের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তিনি একজন ভিক্ষুণী হয়েছিলেন। তারপর স্মৃতির একটা অদ্ভুত স্বপ্ন হয়েছিল এবং দীপবতীতে গিয়েছিলেন ইহার বিশদ ব্যাখ্যার জগ্ন জিজ্ঞাসা করতে যেখানে বুদ্ধ দীপংকর (মহাবস্তুতে বলা হয় দীপংকর) বাস করছিলেন। সেখানে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন ভিক্ষুণী সুন্দরীর সঙ্গে যিনি সাতটি উৎপল (পদ্ম ফুলগুলি) বহন করছিলেন।

এখন রাজা আদেশ করেছিলেন যে দেশের চারিদিকের ফুলগুলি প্রাসাদে নিয়ে আসবার জগ্ন, কারণ বুদ্ধ দীপংকর এই নগর অতিক্রম কালে ফুলগুলি তাঁর রাস্তাতে অবিগ্নস্তভাবে ছড়ানো হয়েছিল। এদিকে বুদ্ধের সম্মুখে ফুল দিতে চাইলে ফুলের জগ্ন স্মৃতি চারিদিকে অব্বেষণ করে বার্থ হয়েছিলেন এবং সুন্দরী সাতটি পদ্মফুল বহন করেছিলেন দেখে, তিনি ঐগুলি তাঁর নিকট ভিক্ষা চেয়ে-ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সেইগুলি তাঁকে দিয়েছিলেন, একই সময়ে প্রার্থনা করেছিলেন যে পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁকে স্বামী হবেন। এই ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর নামেতে দুটি ফুল বুদ্ধকে দেবেন, দীপংকর বুদ্ধের সম্মুখে নিজেকে ভূমিশায়ী করেছিলেন। তারপর তিনি ফুলগুলি অর্পণ করেছিলেন, যার কতকগুলি বিবরণ মতে, বাতাসে উঠেছিলেন এবং বুদ্ধের মাথার উপর একটি চন্দ্রাতপ গঠন করে-ছিলেন। স্মৃতি তখন তাঁর দীর্ঘ চুল খুলে ফেলেছিলেন এবং মাটিতে এই চুল ছড়িয়েছিলেন দীপংকর বুদ্ধের সম্মুখে, তিনি এই চুল মাড়িয়ে গিয়েছিলেন, বিস্ময়াদিতে হঠাৎ চিৎকার করে বলেছিলেন, “আপনি শাক্য-মুনি নামে একজন মহান বুদ্ধ হবেন।”

ধেরবাদী সম্প্রদায় চব্বিশটি তথাগতগণকে উল্লেখ করেছেন। এই তালিকা, যার সকল দক্ষিণস্থ দেশগুলি গ্রহণ করেছে, চব্বিশ জন বুদ্ধগণের প্রথম বুদ্ধরূপে দীপংকর বুদ্ধের নাম উল্লেখ করেছে। গৌতম বুদ্ধ এই তালিকাতে অন্তর্গত হয়েছিলেন এবং তিনি পঁচিশতম স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু

উত্তরস্থ বুদ্ধগণ বলেন যে দীপংকর বুদ্ধ ছিলেন শাক্যমুনির বাহ্যিক পূর্বপুরুষ। বি, এইচ হজসন প্রকৃত বিশ্বত্রক্ষাণ্ডের প্রথম তথাগত এবং গৌতম বুদ্ধের নবম পূর্বপুরুষ রূপে দীপংকর বুদ্ধকে বর্ণনা করেছেন। এ, গ্রুন্ডেডেল বলেন যে শাক্য মুনির পূর্বে বৌদ্ধধর্মের চব্বিশতম গুরু ছিলেন দীপংকর বুদ্ধ এবং “শেষ চার কেবল ( তাঁহাদের মধ্যে যুক্ত হয়েছেন মৈত্রয় ) বর্তমান যুগেতে অধিকারভুক্ত আছেন।”

একথা বলা হয় যে দীপংকর বুদ্ধ পৃথিবীতে প্রায় ১০০,০০০ বৎসর বাস করেছিলেন। কিন্তু এস, বিল বলেন যে স্বর্গীয় সত্যকে শ্রবণের তিনি উপযুক্ত ছিলেন এইরূপ যে কোন একজনকে দেখার পূর্বে তিনি ৩,০০০ বৎসর পৃথিবীতে ছিলেন। তারপর তিনি পৃথিবীকে ধর্মাস্তরিতের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং “তাঁর প্রদীপ থেকে অগ্রসর করতে একটা বিরাট নগরের আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন এবং এই নগরকে মহাশূণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করেন।” জম্বুদ্বীপের ( ভারতবর্ষের ) জনসমূহ এই অলৌকিক ঘটনা দেখেছিলেন। যখন তাঁরা এই ঘটনা লক্ষ্য করছিলেন, তখন ভয়ংকর অগ্নিশিখাগুলি চারটি দেওয়াল থেকে সবে আসতে আরম্ভ করেছিল। তাঁরা এই দেখে ভীত হয়েছিলেন এবং এই বিপদ থেকে তাঁদের উদ্ধার করতে একজন বুদ্ধকে প্রার্থনা করেছিলেন। তখন দীপংকর তৎক্ষণাৎ জলন্ত নগর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সিংহাসনে তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানে তাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের ধর্মপ্রচার করার জন্ত। একটি পৌরাণিক কাহিনী মতে, তিনি পৃথিবীতে আরো একটি কল্প বাম করেছিলেন।

মহাবাস্তু দীপংকর বুদ্ধকে দীপংকররূপে উল্লেখ করেছে। এখানে দীপ কথটি গ্রহণ করেছে, যার অর্থ হচ্ছে ‘প্রদীপ’, তিব্বতী এবং মঙ্গোলিয়ান পবিত্র গ্রন্থগুলিও এই মানে দেয়। কিন্তু বোধিসত্ত্বাবদান কল্প-লতা উল্লেখ করেছে দীপংকর এবং অনুবাদ করেছে ‘দ্বীপ’ থেকে এলিস গেট্রি বলেন, “প্রত্যেক নাম তাঁকে প্রয়োগ করেছে, কারণ

তিনি একটি দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অলৌকিক প্রদীপগুলি তাঁর জন্ম সময়ে জ্বলেছিল।” এই ঘটনা ইঙ্গিত করছে তাঁর জনপ্রিয়তা জাভা এবং ত্রীলঙ্কা দ্বীপগুলিতে এবং তাঁর প্রসিদ্ধিও সকল বৌদ্ধ উৎসবগুলিতে বাহা আড়ম্বর এবং জাঁকজমক সহকারে এবং আলোক সজ্জার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে একথা লেখা যেতে পারে যে এ, ফাউচার ব্যবসা এবং বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বহু বণিকের চীন এবং দক্ষিণস্থ দ্বীপগুলির ভ্রমণের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি মনে করেন যে এই লোকগুলি অধিকাংশ বণিকগণরূপে গিয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম ছিল তাঁদের ধর্ম। কারণ এই জদসমূহের প্রথা ছিল সর্বশক্তিমান বুদ্ধের রক্ষণের তাঁদের জাহাজের মান এবং সাজ-সরঞ্জাম স্থাপন করা। এই থেকে তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সম্ভবতঃ দীপংকর বুদ্ধ নাবিকগণের রক্ষক রূপে বিবেচিত হয়েছিলেন।

চীনেতে দীপংকর বুদ্ধ ছিলেন খুব জনপ্রিয়। তিনি সেখানে প্রসারিতভাবে পূজিত হয়েছিলেন। তাঁর কতকগুলি মূর্তি কেবল তিব্বতে এবং জাগতে নহে, ত্রীলঙ্কাতেও কিন্তু পাওয়া গেছে। এখানে তাঁর ডান হাত অভয় মুদ্রা করেছিল এবং তাঁর বাম হাত ছিল বুকেতে বিতর্ক মুদ্রাতে। সময়ে সময়ে তাঁকে দেখা গেছে বসা ভঙ্গীতে অথবা দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। তাঁর ছিল ভিক্ষু-ধর্মীয় পোশাকগুলি কিন্তু এটা বাম কাঁধের উপর স্থাপিত ছিল, এবং বাম হাত কাঁধেতে অথবা কোমরের নিম্নভাগেতে ছিল। তাঁর ডান কাঁধ অনাবৃত ছিল। তাঁর চুল ছিল ছোট, কোঁকড়ানো, উষ্ণীষ, উর্ণা, এবং কাণের নিম্নভাগ দীর্ঘ ছিল। শ্রোমেতে (থাইল্যান্ডে) তাঁর দুই হাতে ছিল অভয় মুদ্রা অথবা সময়ে সময়ে তাঁর ডান হাত কেবল এই মুদ্রা করেছিল। তারপর তাঁর বাম হাত এমনভাবে স্থাপিত ছিল যেন এটা ভিক্ষুধর্মীয় পরিচ্ছদগুলির সম্মুখে ঝুলছিল। এখানে একথা বলা যেতে পারে যে এ, কে, গর্ভন উল্লেখ করেছেন যে তাঁর মুদ্রা ছিল ধর্মচক্র।

## (২) কাশ্যপ

আমরা পূর্বে দেখেছি যে কাশ্যপ ছিলেন মানুষি-বুদ্ধ শাক্যমুনি ছিলেন অপর কল্পতে তাঁর শিষ্য। এমন কি তিনি শাক্যমুনির বুদ্ধত্বের ভবিষ্যৎ বলেছিলেন। মহাযান প্রথা থেকে একথা জানা যায় যে কাশ্যপ অধিকার করেছিলেন মানুষি বুদ্ধের তালিকাতে তৃতীয় স্থান এবং সাতজন প্রাচীন বুদ্ধগণের দলেতে তাঁর স্থান ছিল ষষ্ঠ। ইহা বলা হয় যে তিনি পৃথিবীতে বাস করেছিলেন প্রায় ২০,০০০ বৎসর এবং তিনি প্রায় ২০,০০০ হাজার জনসমূহকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

অনেক বৌদ্ধগণের মতে, বোধগয়ার নিকট উত্তর ভারতে অবস্থিত, কুকুটপাদ পর্বতে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল। যখন মৈত্রেয় মানুষি বুদ্ধরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন, তখন তিনি পর্বতে যাবেন যা অলৌকিকভাবে পর্বতের সম্মুখে তাঁহার আবির্ভাবের সময়ে খুলে যাবে। কাশ্যপ তখন পর্বতের অভ্যন্তর থেকে যেখানে তিনি সমাহিত হয়েছিলেন সেখান থেকে বাইরে আসবেন। মৈত্রেয় তখন তাঁর কাছ থেকে ভিক্ষুধর্মীয় পরিচ্ছদ পাবেন। যার পবিত্র আগুন শেষোক্ত দেহ ধ্বংস করবে, এবং তিনি নির্বাণ লাভ করবেন।

কাশ্যপের বাহন ছিল সিংহ। সময়ে সময়ে তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করেছিলেন একটি সিংহাসনে। তাঁর ভিক্ষুধর্মীয় পোষাক ছিল। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে। তাঁর মুদ্রা ছিল দানশীলতার বরদ। তাঁর ডান হাত বরদ মুদ্রায় ছিল এবং তাঁর বাম হাত ধরেছিল তাঁর ভিক্ষুধর্মীয় পরিচ্ছদের একটি ভাঁজ। তাঁর বোধি-বৃক্ষ ছিল বট গাছ। তাঁর ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব ছিলেন রত্নপাণি এবং তাঁর ধ্যানী-বুদ্ধ ছিলেন রত্নসম্ভব।

## (৩) গৌতম শাক্য-মুনি

বৌদ্ধ ঐতিহ্য থেকে একথা জানা যায় যে শাক্য-মুনি প্রাণী, মানুষ এবং দেবতারূপে ৫৫০ জন্মের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন,



তারপর তিনি বোধিসত্ত্ব হয়েছিলেন তুষিত স্বর্গে কল্পতে যা বর্তমান যুগের অগ্রবর্তী হয়েছিল। নিজেকে পৃথিবীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার যুক্তিযুক্ত সময় দেখে, তিনি বুদ্ধত্ব গ্রহণ করতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, মানবীয় প্রাণীরূপে নহে, কিন্তু ছয়টি দন্তসহ একটি শ্বেত হস্তিরূপে। কিন্তু কয়েকটি বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে, ইন্দ্র শাক্য-মুনির জন্ম একটি সিঁড়ি নিয়ে এসেছিলেন, যিনি এর সাহায্যে তুষিত স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং সেই শ্বেত হস্তি কিছুই ছিল না কিন্তু কেবল স্বপ্ন ছিল, যা তাঁর মা মহামায়া তাঁর স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু, কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি উত্তরদিক থেকে একটি মেঘের মত বাম হাতেতে পদ্মফুলসহ জ্যোৎস্নালোকিত হয়ে তাঁর মায়ের কাছে এসেছিলেন। যখন তিনি মাকে প্রদক্ষিণ করতে তিনবার সময় নিয়েছিলেন, তাঁর মা তৎক্ষণাৎ অনুভব করেছিলেন যে তাঁর দেহেতে তিনি প্রবেশ করেছেন এবং সেখানে শায়িত ছিলেন যেন একটি শিশু তাঁর মাতৃগর্ভে রয়েছে। অপর কতকগুলি বিবরণ আমাদের জানায় যখন তাঁর জন্ম হয়েছিল সেই মহা-ব্রহ্মা তাঁকে স্বর্ণময় জালেতে গ্রহণ করেন এবং তারপর চতুর্দিকের অভিভাবক দেবতাগণ মহাব্রহ্মা থেকে একটি বাঘের চামড়ার উপর তাঁকে নিয়েছিলেন।

গৌতম শাক্যমুনির মুদ্রাগুলি ছিল বিতর্ক (তর্ক) অথবা ধর্মচক্র (ধর্মের চক্রকে ঘোরানো) অথবা ভূমি-স্পর্শ (মাটিকে ছোঁয়া) অথবা ধ্যান (চিন্তামগ্ন গভীর চিন্তা)। তাঁর প্রতীক ছিল পাত্র (ভিক্ষার পাত্র)। তাঁর বর্ণ ছিল স্বর্ণময়। তিনি লাল পদ্মের উপর ভার বহন করেছিলেন। তাঁর বোধি-বুদ্ধ ছিল ফিকাস রিলিজিওসা। তাঁর চতুর্থ ধ্যানী বুদ্ধ ছিলেন অমিতাভ। তাঁর ধ্যানী-বোধিসত্ত্ব ছিলেন অবলোকিতেশ্বর। তাঁর দেহে বত্রিশটি উৎকৃষ্টতর এবং আশীটি নিকৃষ্টতর চিহ্ন ছিল। তিনি পাঁচজন মানুষি-বুদ্ধের তালিকাতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলেন।

## (৪) মৈত্রেয় ( ভবিষ্যৎ বুদ্ধ )

মৈত্রেয় (মৈত্রেয়) এই কল্পের পঞ্চম এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে বিবেচিত হয়েছিলেন। চক্রবত্তিসীহনাদ শূন্ত থেকে আমরা জানতে পারি যে যখন তাঁর আবির্ভাব ঘটবে সেই সময়ে মানুষ্যের আয়ু হবে আশী হাজার বৎসর। তাঁর জন্ম হবে কেতুমতি নগরে ( বর্তমান বেনারস )। তিনি যে প্রাসাদ অধিকার করবেন যেখানে রাজা মহাপনাদ বাস করতেন। অনাগতবৎস বলে যে মৈত্রেয় একটি ব্রাহ্মণ পরিবারেতে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর ব্যক্তিগত নাম হবে অজিত। নিঃসন্দেহে মৈত্রেয় ( মৈত্রেয় ) ছিল তাঁর গোস্ব।

একথা বলা হয় যে শাক্য-মুনি মৈত্রেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রথমে তুষিত স্বর্গে এসেছিলেন। সেখানে তিনি তাঁর অলৌকিক কর্মক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা বিবিধ ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর সঙ্গে গভীর আলোচনা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ যিনি বুদ্ধের জন্মের ১.০০০ হাজার বৎসর পর তুষিত স্বর্গে এসেছিলেন, মৈত্রেয় থেকে তত্ত্বের অতীন্দ্রিয় মতবাদ জেনে এসে পৃথিবীতে প্রবর্তন করেছিলেন। এই বিবরণ আমাদের ইঙ্গিত করে যে মৈত্রেয়ের সঙ্গে তত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদের গভীর যোগাযোগ ছিল। সেই কারণে, কিছু সম্প্রদায় তাঁকে তত্ত্ব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে উল্লেখ করেন।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ভবিষ্যৎ বুদ্ধ, মৈত্রেয়ের এক বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘অসঙ্গ তুষিত স্বর্গে মৈত্রেয়কে দেখতে এসেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা তত্ত্বের রহস্যগুলিতে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন একমাত্র বোধিসত্ত্ব যিনি হীনযানিগণ এবং মহাযানিগণ উভয়ের দ্বারা পূজিত হয়েছেন এবং তাঁর মূর্তিগুলি পাওয়া যেতে পারে গন্ধার স্থল থেকে। বর্তমান সময় হিউয়েন সাঙ বিবরণ দিয়েছেন যে উদ্যানে মৈত্রেয়ের মূর্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। মৈত্রেয়ের শুদ্ধ আকার নির্ণয় করতে, ভাস্কর কয়েকবার তুষিত স্বর্গে গিয়েছিলেন।”

সাধনমালা মৈত্রেয়ের বর্ণনা উল্লেখ করেছে। ইহা বলে “  
 পিত” মৈংকারপরিণতং বিশ্বকমলস্থিতং ত্রিমুখং  
 চতুর্ভুজং কৃষ্ণশুদ্ধদক্ষিণবামমুখং শুবর্ণগৌরম্  
 সৰ্বপৰ্য্যঙ্কিনং ব্যাখ্যানমুদ্রাধরকরদ্বয়ম্  
 অপরদক্ষিণবামভুজাভ্যাম্ বরদপুষ্পিত নাগ-  
 কেশরমঞ্জরীধরম্ নানাঙ্কারধরম্  
 আত্মানম্ মৈত্রেয়রূপম্ আলম্ব্য।

“পূজারীর নিজেকে ধ্যান করা উচিত মৈত্রেয়রূপে যিনি উদ্ভূত হয়েছেন হলুদ অক্ষর অক্ষর “মৈম্” থেকে। তাঁর তিনটি মুখমণ্ডল, তিনটি চোখ এবং চারটি বাহু। তাঁর ডান এবং বাম মুখগুলি হচ্ছে যথাক্রমে নীল এবং সাদা বর্ণের। তাঁর গায়ের রং হচ্ছে সোনার মত হলুদে। তিনি একটি প্রাণীর উপর পর্যঙ্ক ভাবে বসে আছেন। তাঁর দুটি হাত নিম্নুক্ত আছে ব্যাখ্যান মুদ্রা প্রদর্শন করতে এবং তিনি তাঁর অপর ডান এবং বাম হাতগুলিতে দেখাচ্ছেন বরদ মুদ্রা এবং শাখাসহ প্রস্ফুটিত নাগকেশর ফুল। তিনি অনেক অলংকারে সজ্জিত আছেন। ধ্যান করছেন এইরূপে এটা হচ্ছে মৈত্রেয়ের জ্ঞান সাধন।”

মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বরূপে ধেরবাদ দেশগুলিতে খুবই জনপ্রিয়। তাঁর মূর্তিগুলি গৌতম বুদ্ধের মূর্তিগুলির সঙ্গে পাওয়া গেছে ঐলংকা, বার্মা এবং শ্যাম দেশে। তিনি তিব্বতে খুব জনপ্রিয়। তাঁর অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে চীনে। তাঁর পূজা পঞ্চম খৃষ্টাব্দে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ তাঁর অনেক প্রতিমূর্তিগুলি সেই সময়ের গান্ধার স্থাপত্যের অধিকারভুক্ত ছিল। বুদ্ধরূপে তিনি সর্বদা তাঁর বসার ভঙ্গীতে ছিলেন। চুলগুলি তখন তাঁর মাথার উপরে এমনভাবে সাজানো ছিল যা উষ্ণীষের আকার নিয়েছিল। হাতগুলি ধর্মচক্র মুদ্রায় ছিল। কিন্তু একজন বোধিসত্ত্বরূপে তাঁর প্রতিমূর্তিগুলি সর্বদা পাওয়া গেছে দণ্ডায়মান

ভঙ্গীতে। তাঁর দীর্ঘ চুলগুলি কাঁধগুলির উপর শিথিলভাবে সাজানো ছিল কিন্তু এর অংশ তাঁর মাথার উপরে দৃঢ় করা ছিল। তাঁর হাতগুলি ছিল 'বিতর্ক', 'তর্ক' এবং 'বরদ' 'দানশীলতা' মুদ্রায়। বোধিসত্ত্বরূপে তিনি সর্বদা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তাঁর পাগুলি ছিল নিবিড়ভাবে জোড়া অবস্থায় বসার ভঙ্গীতে। এ, ফাউচার বলেন যে সম্ভবতঃ এটা ছিল তাঁর ভঙ্গী ছুঁত স্বর্গে, যখন তিনি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অর্হংগণের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাঁর বোধিসত্ত্ব অলংকার এবং মুকুট ছিল। কিন্তু তাঁর মুকুটে স্পষ্ট একটি স্তূপ ছিল। কিন্তু, সময়ে সময়ে তিনি মুকুটবিহীন এবং স্তূপ রক্ষিত ছিল তাঁর চুলে অথবা তাঁর মস্তকসজ্জায়। এটা সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় যে তাঁর মুকুটে স্তূপ, বোধগয়ার নিকট কুকুটপাদ পর্বতের উপর একটি স্তূপকে ইঙ্গিত করে। যেখানে কাশ্যপ বুদ্ধ সমাহিত হয়েছিলেন। ছুঁত স্বর্গ পরিত্যাগের পর, মৈত্রেয় সোজা যাবেন সেই পর্বতে যা অলৌকিকভাবে তাঁর আবির্ভাবের সময়ে খুলে যাবে এবং তিনি কাশ্যপের হাত থেকে একজন বুদ্ধের ভিক্ষুধর্মীয় পোশাকগুলি গ্রহণ করবেন। তাঁর অপর স্পষ্ট চিহ্ন ছিল একটি ওড়না। যা তাঁর কোমরের চারিদিকে ছিল এবং এমনভাবে বাঁধা ছিল তাতে বামদিকেতে যে অংশগুলি তাঁর পা পর্যন্ত এসেছিল। কখনও বা তাঁর প্রতীকগুলি ছিল কলশ (পাত্র) এবং চক্র যা রক্ষিত ছিল কাঁধের সমতার পদ্ম ফুলে। তাঁকে সময়ে সময়ে সিংহাসনে এবং মাথার চারিদিকে জ্যোতিপূর্ণ পাঁচ জন ধ্যানী বুদ্ধসহ দেখা গিয়েছিল। তাঁর বর্ণ ছিল হলদে এবং তাঁর প্রতীক ছিল চম্পা (নাগ ফুল) তাঁর বাম কাঁধের উপর একপ্রকার হরিণের চামড়া ছিল এবং তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন দণ্ডায়মান ভঙ্গীতে। তাঁর হাতগুলি বিতর্ক এবং বরদ মুদ্রায় ছিল। তিনি বহন করেছিলেন কেবল কলশ (পাত্র) অথবা দুটি প্রতীক—কলশ এবং চক্র, কাঁধের সমতাতে পদ্ম ফুল-গুলিতে। এই ভঙ্গীতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন আটজন বোধিসত্ত্ব।

এখানে বলা যেতে পারে যে মহাযান দেশগুলিতে তাঁর কতকগুলি মূর্তি পাওয়া যায় কিন্তু তিনি সর্বদা পরিবেষ্টিত ছিলেন গৌতম বুদ্ধ দ্বারা। অবলোকিতেশ্বর এবং ছুই দেবী কুরুকুলা ও ভূক্টিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

### (৫) মনল অথবা ভৈষজ্যগুরু

মনল, বৌদ্ধ আরোগ্যকারী, তিব্বতে এবং মাঞ্চুরিয়াতে এমন কি চীনে ও জাপানে অধিকতম জনপ্রিয় দেবতারূপে বিশেষভাবে পূজিত হয়েছিলেন। তিনি “আরোগ্যকারী বুদ্ধ” রূপেও পরিচিত ছিলেন। যখন কেহ যথাযথভাবে তাঁকে পূজা করেছিলেন, তিনি তখন তাঁর কাছ থেকে স্বর্গীয় ঔষধ পেয়েছিলেন। উপরে উল্লিখিত সকল দেশগুলির জনসমূহের উপর তাঁর বিরাট প্রভাব ছিল। কারণ, ভক্তগণের মতে, জনসমূহ কেবলমাত্র মূর্তি স্পর্শ করে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করেছিলেন এবং অভিপ্রেত ফল পেয়েছিলেন।

মনল চীনেতে ‘যাও-মি-ফু (ভৈষজ্যগুরু) অথবা আরোগ্যকারী গুরু এবং চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়করূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁকে বলা হত স্মন-ব্লা (মনলা), ওটসি (ঔষধের প্রধান), ইয়কু-সি এবং বিনজুরু সম। চীনাগণ তাঁকে এই নামে পূজা করেছিলেন। কতকগুলি সূত্র, যা চীনা-ভাষাতে অনুবাদ করা হয়েছিল চতুর্থ খৃষ্টাব্দে, মনলকে উল্লেখ করেছে বুদ্ধরূপে যখন গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধের লাভ করেন নাই। তখন পর্যন্ত তিনি একজন বোধিসত্ত্বের সারিতেই ছিলেন। সেই সময়ে সিঙ-লিউ-লি, পূর্বস্থ পৃথিবী, যার পশ্চিমস্থ স্বর্গ, সুখাবতীর মত বিরাট নাম ছিল তাঁর দ্বারা অধিকৃত ছিল এবং এই অঞ্চল তিনি শাসন করেছিলেন। বোধিসত্ত্বগণ জি-কুয়াঙ-পিয়েন-চাউ এবং উ-কুয়াঙ-পিয়েন-চাউ (শূর্য বোধিসত্ত্ব এবং চন্দ্র বোধিসত্ত্ব) তাঁর দুজন সঙ্গী ছিলেন। একথা বলা হয় যে তাঁরা খুব সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন সত্য ধর্মের মূল্যবান সঞ্চিত ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে এবং তার উপর গ্রহরূপে কাজ করেছিলেন। তাঁরা তাঁকে নানা প্রকারে সাহায্য করেছিলেন মানব জাতির সকল দুঃখ এবং কষ্ট দূর করতে।

মনল অথবা ভৈষজ্যগুরু সর্বদা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তাঁর ডান হাত গাছের শাখা ধরেছিল এবং এই হাত বরদ মুদ্রায় ছিল। কিন্তু তাঁর বাম হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে এবং এক সময়ে এই হাত দ্বারা একটি পাত্র ধরা ছিল। বোধিসত্ত্বরূপে তাঁর একই প্রতীক ছিল যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সাধারণত: পাঁচ-পাতার মুকুট এবং গহণাগুলিসহ তিনি দণ্ডায়মান ছিলেন।

### ঔষধ-বুদ্ধগণ

ঔষধের বুদ্ধগণ অথবা ঔষধ বুদ্ধগণ নামে বুদ্ধগণ ছিলেন। তাঁরা বিশেষভাবে তিব্বতে পূজিত হয়েছিলেন। এই বুদ্ধগণের দুইটি দল ছিল। এক দলেতে আটজন বুদ্ধগণ ছিলেন এবং অপর দলেতে নয়জন বুদ্ধগণ ছিলেন। তাঁরা সর্বদা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বসন্ত ভঙ্গীতে ধ্যানাসনে। তাঁদের ছিল ভিক্ষুধর্মী পোশাক, উর্গা, উকীষ, এবং কাণগুলির নিম্নভাগ দীর্ঘ। তাঁদের কোন অলংকার ছিল না।

(১) ভৈষজ্যগুরু : ভৈষজ্যগুরুর প্রচলিত বর্ণ ছিল নীল। কিন্তু তাঁর স্বর্ণময় বর্ণ ছিল। তাঁর ডান হাত ধরেছিল গাছের একটি শাখা, কিন্তু এই হাত বরদ মুদ্রাও ধরেছিল। তাঁর বাম হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে এবং একটি পাত্র ধরেছিলেন।

(২) সিংহনাদ : সিংহনাদ তাঁর বাম হাতে একটি পাত্র ধরেছিলেন, কিন্তু এই হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে। তাঁর ডান হাত বিতর্ক মুদ্রা করেছিল।

(৩) সুপরির্কীর্ণিত নামজ্ঞী : সুপরির্কীর্ণিতনামজ্ঞীর ছিল হলদে

বর্ণ। তাঁর বাম হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে এবং ডান হাত অভয় মুদ্রা করেছিল।

(৪) স্বর ঘোষরাজ : স্বর ঘোষরাজের ছিল হলদে লাল বর্ণ। তাঁর বাম হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে। তাঁর ডান হাত বরদ মুদ্রা করেছিল।

(৫) সুবর্ণভদ্রবিমলরত্নপ্রভাস : সুবর্ণভদ্রবিমলরত্নপ্রভাসের বর্ণ ছিল হলদে সাদা। তাঁর হাতগুলি ছিল ধর্মচক্র মুদ্রাতে।

(৬) অশোকোত্তমশ্রী : অশোকোত্তমশ্রীর বর্ণ ছিল হালকা লাল। তাঁর হাতগুলি ছিল ধ্যান মুদ্রাতে।

(৭) ধর্মকীর্তি সাগর ঘোষ : ধর্মকীর্তি সাগর ঘোষের বর্ণ ছিল লাল। তাঁর হাতগুলি ছিল ধর্মচক্র মুদ্রায়।

(৮) অভিজ্ঞান রাজ : অভিজ্ঞান রাজের বর্ণ ছিল লাল। তাঁর বাম হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে এবং তাঁর ডান হাত বরদ মুদ্রা করেছিল।

উপরে উল্লিখিত আটজন ঔষধ বুদ্ধগণ একটি দলে অধিকারভুক্ত ছিলেন। অপর দলেতে ছিলেন আটজন বুদ্ধগণ। নবম বুদ্ধ ছিলেন শিখি।

(৯) শিখি : শিখির গায়ের বর্ণ ছিল সর্বদা হলদে। তাঁর বাম হাত ছিল ধ্যান মুদ্রাতে এবং তাঁর ডান হাত করেছিল অভয় মুদ্রা।

উপরের বুদ্ধগণ ছাড়া, অপর বুদ্ধগণ এবং বোধিসত্ত্বগণ আছেন ষাঁচা মহাযানী বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত হয়েছেন বিশেষ রোগের জন্য। তাঁরা কেবল অন্ধাঘিত ছিলেন তা নয়, স্তম্ভগণ দ্বারা কিস্ত তাঁরা বিশেষভাবে পূজিত হয়েছিলেন তাঁদের রোগের আরোগ্য বিধানের জন্য। তাঁরা ছিলেন অমিতায়ুস, বজ্রপানি, সিংহনাদ-বলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী (মঞ্জু ঘোষ আকার), মহাকাল পদ্মপানি (চার বাহু আকার), শ্রীদেবি এবং পঞ্চরক্ষা ( পাঁচ ভাঙ্গু দেবীগণ )।

(১) বজ্রপাণি ছিলেন সর্পদংশমের বিরুদ্ধে রক্ষাকারী।

(২) সিংহনাদবলোকিতেশ্বর অথবা সিংহনাদ-অবলোকিতেশ্বর : দেবতা কুষ্ঠ রোগের আরোগ্য বিধানের জন্য পূজিত হয়েছিলেন। এলিস গেটি বলেন, “মহাযানী বৌদ্ধগণ দাবী করেন মোঙ্গলদের মধ্যে লামা ধর্মের প্রথম সাফল্য হয়েছিল সিংহনাদ সাধনের উপায়ের দ্বারা একজন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত রাজার রোগমুক্তি হেতু।”

(৩) পঞ্চরক্ষা অথবা পাঁচজন স্ত্রী রক্ষাকারীরা অথবা রক্ষা দেবীরা ছিলেন। তাঁরা তাঁদের ভক্তদের রোগগুলি, অমঙ্গল-জনক প্রেত আত্মা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করেন। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বর্ণনা করেন, “পাঁচজন স্ত্রী রক্ষাকারীরা অথবা রক্ষা দেবীগণ যা মহাযান বৌদ্ধগণের মধ্যে, বিশেষতঃ নেপালে জনপ্রিয় এবং সুবিদিত আছেন। পঞ্চরক্ষার একটি পাণ্ডুলিপি পাঁচজন রক্ষা দেবীরা বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁদের পূজা এবং তাঁদের কর্মক্ষমতার বর্ণনা নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধ পরিবারে দেখা যায়। সাধনমালা বর্ণনা করে যে পাঁচজন রক্ষা প্রদান করেছিলেন দীর্ঘ জীবন যখন তাঁরা তাঁদের ভক্তগণ দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন। তাঁরা রক্ষা করেছিলেন পুরুষদের অমঙ্গলজনক প্রেতাশ্মা, রোগগুলি ইত্যাদি থেকে।

(৪) মহাময়ুরী ( পঞ্চরক্ষা ) ( বৃহৎ ময়ুরী দেবী ) : মহাময়ুরী ছিলেন নিষ্পন্নযোগাবলীর পঞ্চরক্ষা মণ্ডলের শেষ দেবী। তিনি সাপের বিষের ফল বিনষ্ট করেন বলে বলা হয়। “মহাময়ুরী, ‘জাহ্নু বিজ্ঞার রাণী’ (বিজ্ঞা রাজ্ঞী) ভারতবর্ষে, নেপালে, তিব্বতে, চীনে এবং জাপানে পূজিত হন। তিনি হচ্ছেন ‘জাহ্নু’ দেবী, অর্থাৎ একটি জাহ্নু নিয়মের বা সূত্রের দেবতা আরোপিতকে ( ওয়াডেন, ধারণী সম্প্রদায়, পৃ: ১৭৭ ) বলা হয় সর্পদংশনের বিরুদ্ধে বিশ্বস্ত ভক্তগণ দ্বারা বাবহৃত “স্বর্ণময় ময়ুর জাহ্নু।”



## পাঠটীকা

১। কার্ণ তাঁর “ম্যানুয়েল অব্ ইণ্ডিয়ান্ বুদ্ধিজন্ম” গ্রন্থে (পৃঃ ৬২-৬৫) বুদ্ধগণ এবং তাঁদের লক্ষণাবলীর একটা পরিচয় দিয়েছেন। বুদ্ধের শরীরে প্রধান লক্ষণগুলি হচ্ছে ৩২ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ। তাছাড়া তাঁর শরীরে ৮০ প্রকার অমূৰ্য্যজন বা বিশেষ লক্ষণ আছে। এইসব মুখ্য ও গৌণ লক্ষণগুলোর দীর্ঘ এবং বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা খেরবাদী এবং মহাযানীদের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। এছাড়া বুদ্ধের শরীরে ২১৬ প্রকার মাস্কল্যলক্ষণ এবং তাঁদের প্রত্যেক পদতলে ১০৮ প্রকার বিশেষ লক্ষণ বর্তমান আছে।

বুদ্ধগণের দৈনন্দিন জীবন শুরু করেন দিবাচক্ষু দ্বারা ৬ বার পৃথিবী অবলোকন করে। গৌতমবুদ্ধের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম দেখা যায় যে অগ্নাস্ত বুদ্ধের উচ্চতা যেখানে ১৮ হাত, গৌতম বুদ্ধের দৈহিক উচ্চতা ১২ হাত। শ্রীলঙ্কার আদম পাহাড়ে বুদ্ধের শ্রীপাদচিহ্ন আছে যার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৫ ফুট এবং প্রস্থ ২১ ফুট।

প্রত্যেক বুদ্ধের মধ্যেই ১০ প্রকার বিশেষ বল বা শক্তি, ১৮ প্রকার আবেগিক ধর্ম বা অভূত গুণাবলী এবং ৪ প্রকার বৈশারদ্য থাকে। ১০ প্রকার বল হচ্ছে :

১। বুদ্ধ কারণকে কারণের ভাবে, অকারণকে অকারণের ভাবে প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

২। বুদ্ধ অতীত, অনাগত এবং বর্তমান কর্মবিপাককে প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

৩। বুদ্ধ সর্বার্থসাধক ( অর্থাৎ সর্বজনহিতকর ) প্রতিবাদ প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

৪। বুদ্ধ বহুধাতু ও নানাধাতুর জগতকে প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

৫। বুদ্ধ জীবগণের নানা মূক্তিশ্রবণতা ( অধিমুক্তি ) প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

৬। বুদ্ধ জীবগণের শ্রদ্ধাদি ইচ্ছার পরা-অপরাতাব ( উন্নত-অবনতাবস্থা ) প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

৭। বুদ্ধ ধ্যান-বিমোক্ষ-সমাধিসম্পন্ন ব্যক্তির মালিগা ( = সংক্ৰমণ ) পবিত্রতা ( = ব্যবদান ) এবং অব্যাহতি ( = উত্থান ) প্রকৃষ্টরূপে জানেন ;

৮। বুদ্ধ নিজের বহু পূর্ব পূর্ব জন্ম অনুস্মরণ করেন ;

৯। বুদ্ধ দিব্যচক্ষুর দ্বারা কর্মনিবন্ধন সত্ত্বগণের বিভিন্ন সত্ত্বনিকায় চ্যুতি-উৎপত্তি প্রকটরূপে জানেন ; এবং

১০। বুদ্ধ আসবক্ষয়হেতু অনাসব চিত্তবিমুক্তি এবং প্রজ্ঞাবিমুক্তি দৃষ্টধর্মে ( প্রত্যক্ষজীবনে ) স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা সাক্ষাৎ করে তাতে অবস্থান করেন ।

তথাগতের ১৮ প্রকার আবেগিকধর্ম ( = অসাধারণ গুণ ) নিম্নরূপ :

তথাগতের স্থলিত নেই, রাবিত নেই, মূঢ়স্থতিতা নেই, অসমাহিতচিত্ততা, নেই, নানাস্বসংজ্ঞা নেই, অপ্ৰতিসংখ্যায়োপেক্ষা নেই, ছন্দহানি নেই, বীৰ্যহানি নেই, স্থতির হানি নেই, সমাধির হানি নেই, প্রজ্ঞার হানি নেই, বিমুক্তির হানি নেই ; তথাগত অতীতজ্ঞ ; অনাগতজ্ঞ, বর্তমানজ্ঞ ; তাঁহার সর্ব কায়কর্ম-বাককর্ম-মনঃকর্ম জ্ঞানপূর্বঙ্গম এবং জ্ঞানায়ুপরিবর্ত ।

তথাগতের ৪ প্রকার বৈশারদ্য নিম্নরূপ :

১। সর্বধর্মাভিসম্বোধি-বৈশারদ্য = প্রথম তথাগতবল ।

২। সর্বাশ্রবক্ষয়জ্ঞান বৈশারদ্য = দশম তথাগতবল ।

৩। অন্তরায়িক-ধর্মব্যাকরণ বৈশারদ্য = দ্বিতীয় তথাগতবল ।

৪। নৈর্ঘাণিক প্রতিপদ ব্যাকরণ বৈশারদ্য = সপ্তম তথাগতবল ।

তথাগতের বিশেষণাত্মক বহু অভিধা আছে। যেমন বুদ্ধ, জিন, সুগত তথাগত। আবার অনেক গুণবাচক উপাধিও আছে। যেমন অহং, শাস্তা, ভগবান, দশবল, লোকবিন্দু, পুরুষদম্যসারথি, সর্বজ্ঞ, ষড়ভিজ্ঞ, অমুন্তর, নরোত্তম, দেবাতিদেব, ত্রিকালজ্ঞ, ত্রিপ্রাতিহার্যসম্পন্ন, নির্ভয়, নিরবদ্য ইত্যাদি ।

গুণবাচক বিশেষণ ছাড়াও বর্তমান বুদ্ধের বহু নাম আছে। যেমন, শাক্যসিংহ, শাক্যমুনি, শাক্যপুঙ্গব, শৌদ্ধদনি, আদিত্যবন্ধু, সিদ্ধার্থ, সর্বার্থসিদ্ধ, অঙ্গীরস, গৌতম প্রভৃতি ।

সত্ত্বগণের মধ্যে বুদ্ধ কোন সত্ত্ব ? বুদ্ধ নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন । একদিন দ্রোণ ব্রাহ্মণ গাছের নীচে উপবিষ্ট বুদ্ধকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিলেন : আপনি দেব না গন্ধর্ব না যক্ষ না মানব ? বুদ্ধ বলেছিলেন—আমি কোনটাই নই। আমি বুদ্ধ।—এর থেকে মনে হয় যে বুদ্ধ নিজেকে মানব বলে স্বীকার করেন নি। এই মতবাদের কোন পরিবর্তন পরবর্তী মহাযানেও দেখা যায় না। এমনকি সন্ধর্মপুণ্ডরীকের মত প্রামাণ্য গ্রন্থেও তথাগতের মধ্যে নরস্বারোপকে তেমন প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। তিনি এবং অবলোকিতেশ্বরের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। পরবর্তীকালেও দেখা যায় যে, বুদ্ধ নর নন। তবে তার মধ্যে নরত্ব

আরোপ করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বুদ্ধ কি ছিলেন তা ব্যক্তিগত রুচি বা পছন্দের বিষয়, বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়।

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্যও বলেন—“মহাযানী এবং হীনযানী উভয়েই বিশ্বাস করেন যে বুদ্ধ হচ্ছেন তিনি যাঁর মধ্যে ৩২ প্রকার মহাপুরুষলক্ষণ এবং ৮০ প্রকার অল্পব্যাঞ্জন বা বিশেষ লক্ষণ আছে। নাগার্জুন তাঁর ধর্মসংগ্রহগ্রন্থে এসব লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। দশ তথাগত বল, অষ্টাদশ আবেগিক ধর্ম এবং চারিবৈশারন্তের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।”—আই-বি-আই, পৃ: ৭৬।

- ২। গেটিট, গ, না, বু, পৃ: ১০
- ৩। গর্ডন, আই, টি, বু, পৃ: ৩০
- ৪। কার্ণ, এম, আই, বি, পৃ: ৬৪
- ৫-৭। গেটিট, ঐ, পৃ: ১১
- হক্সন, ঐ, পৃ: ২২
- ৮। পুসী, থি, বডিজ অব্ বুদ্ধ, JRASGI, 1906
- ৯। গেটিট, ঐ, পৃ: ১১
- ১০। কার্ণ, ঐ, পৃ: ৬৩
- ১১। ভট্টাচার্য্য, আই, বি, আই, পৃ: ৭৬
- ১২। ঐ, পৃ: ৭৬-৭৭
- ১৩। কার্ণ, ঐ, পৃ: ৬৪
- ১৪। Dialogues of the Buddha, II, p. 6
- ১৫। ঐ
- ১৬। ওয়াডেল, লামাইজম্, পৃ: ৩৪৬
- ১৭। জি পি, মনসসেকেরা, ডিকশনারী অব্ পালি প্রোপার নেইমস্ (DPPN)
- ১৮। গ, ন, বুদ্ধ পৃ: ২, ১১
- ১৯। ঐ পৃ: ৫৪
- ২০। Vol-I 194ff

## ধর্মধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন—পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবির	১৫'০০
২। বৌদ্ধ দর্শন—রাহুল সাংকৃত্যায়ন [অনুবাদ : ধর্মধার মহাস্থবির]	২৫'০০
৩। মিলিন্দ প্রশ্ন (২য় সংস্করণ) [অনুবাদ : ধর্মধার মহাস্থবির]	৬৫'০০
৪। মধ্যম নিকায় (২য় সংস্করণ) [অনুবাদ : ধর্মধার মহাস্থবির]	৫০'০০
৫। সংঘ্য সাম্বোধি—শীলানন্দ ব্রহ্মচারী	১০'০০
৬। সংঘসূত্র নিকায় (১ম খণ্ড) [অনুবাদ : শীলানন্দ ব্রহ্মচারী]	৬০'০০
৭। অজাতশত্রু (২য় মূদ্রণ)—শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির	২৫'০০
৮। বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ নারী—শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির	২৫'০০
৯। বৌদ্ধ দর্শনে সত্যদর্শন—শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির	৩৫'০০
১০। বিংশতিকা বিজ্ঞপ্তিমাগ্নতাসিদ্ধি—ডঃ সুকোমল চৌধুরী ও অধ্যাপক প্রবাল সেন	২০'০০
১১। নৈরঞ্জনা থেকে রাইন—রত্না বড়ুয়া	৩০'০০
১২। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ (বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান)—নারদ থের [অনুবাদ : সুভদ্রাতিরঞ্জন বড়ুয়া]	৪০'০০
১৩। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন—আশিস্ গণ্গোপাধ্যায়	১০'০০
১৪। ধর্মপদ (সংস্কৃতে গাথার অনুবাদ ও বঙ্গানুবাদ) —প্রজ্ঞানন্দ স্থবির	১০'০০
১৫। বুদ্ধের অভিযান (২য় মূদ্রণ)—প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির	৫০'০০
১৬। ধর্মপদ [অনুবাদক : পণ্ডিত ধর্মধার মহাস্থবির]	১০'০০
১৭। আদি বুদ্ধ—ডঃ কানাইলাল হাজরা	৫০'০০
১৮। বৌদ্ধ ধর্মসার—নারদ থের [অনুবাদ : কিরণচন্দ্র ব্রহ্ম]	৪'০০
১৯। মধ্যম-নিকায় (৩য় খণ্ড) [অনুবাদ : ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী]	৫০'০০
২০। ভারততত্ত্ববিদ, আচার্য বেণীমাধব—ডঃ অঞ্জলি রায়	৬০'০০
২১। আনন্দ (যন্ত্রস্থ)—শ্রীমৎ শীলালংকার মহাস্থবির	
২২। বুদ্ধযুগে বৌদ্ধ মহীয়সী নারী (যন্ত্রস্থ)—সুভদ্রাতিরঞ্জন বড়ুয়া	

প্রাপ্তিস্থান : মহাবোধি বুক এজেন্সী

৪-এ, বাকিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

## গ্রন্থ সম্পর্কে

যদিও আদিবুদ্ধের পরিচয় দেওয়াই এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য তথাপি মহাযানী দেব-দেবীগণের উৎপত্তি এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মে তাঁদের প্রভাব নিয়ে এতে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ধ্যানী বুদ্ধগণ, ধ্যানী বোধিসত্ত্বগণ এবং মানুষ-বুদ্ধগণের মধ্যে পরস্পর কি সম্পর্ক তা এতে পরিস্ফুট হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে যাঁদের বিশেষ জানা নেই, তাঁরা বুদ্ধ বলতে শুধু গৌতম বুদ্ধকেই জানেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ ছাড়া আরও যে অনেক বুদ্ধ অতীতে বিভিন্ন কল্পে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতেও যে ‘মৈত্রেয়’ নামক বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন—এসকল বিষয় অনেকের জানা নেই এই গ্রন্থপাঠে তা জানা যাবে বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের ‘বৌদ্ধদের দেবদেবী’ (বিশ্বভারতী) ছাড়া বাংলাভাষায় এ জাতীয় গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। অতএব বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু বাংলাভাষাভাষী সাধারণ পাঠক, ছাত্র ও গবেষক সকলেই এই গ্রন্থের দ্বারা উপকৃত হবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।



## গ্রন্থকার

ডঃ কনিই লাল হাজরা। জন্ম ১৯৩২। অনেক বৎসর ধরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি বিভাগের রীডার। বহু গ্রন্থ-প্রণেতা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা বিশ্বের বিদ্বজ্জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. (প্রথম শ্রেণী) ডঃ হাজরা কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে শ্রীলংকায় গবেষণা করে University of Ceylon (শ্রীলংকা) থেকে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। কোলকাতায় ফিরে এসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগে অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। নিয়মনিষ্ঠ, সময়নিষ্ঠ এবং ছাত্রদরদী শিক্ষক হিসেবে যাঁর যথেষ্ট সুনাম আছে। বর্তমান গ্রন্থটিই বাংলাভাষায় তাঁর প্রথম গ্রন্থ। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলো সবই ইংরেজীতে :

1. History of Theravada Buddhism in South East Asia.
2. Royal Patronage of Buddhism in Ancient India.
3. The Buddhist Annals and Chronicles of S.E.Asia.
4. The Adi-Buddha.
5. Constitution of the Buddhist Sangha.
6. Studies on the Pali Commentaries.
7. Buddhism in India as described by the Chinese Pilgrims.

এছাড়া বাংলায় ও ইংরেজীতে তাঁর বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।